৳ গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৫ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; [রজত জয়ন্তী বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৮২

সূচী

বার্ষিক মূল্য — ১৫·০০ [বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ] প্রতি সংখ্যা ১·৫০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হোন

অবিভক্ত বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুষ্ঠু রূপ দিতে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। দীর্ঘ ৪৮ বছরের অভিজ্ঞতা লব্ধ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আজ ভারতের অন্যতম সক্রিয় সংস্থা। গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানুরাগীদের প্রতিভূ এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ প্রাপ্তির দ্বার সকলের কাছে উন্মুক্ত।

পরিষদের সদস্যগণকে পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

সদস্যদের বার্ষিক চাঁদার হার

আজীবন সদস্য : একশত টাকা। প্রতিষ্ঠান সদস্য : সাত টাকা। ব্যক্তিগত সদস্য : পাঁচ টাকা।

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৭৫·০০
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	১০০·০০
,, তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০০·০০
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	১১৫·০০
,, চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২২৫·০০
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫·০০
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০·০০
,, এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০·০০

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্য্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কনট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—**'গ্রন্থাগার'**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—**রামকৃষ্ণ সাহা** সহযোগী সম্পাদিকা—**মিনতি চক্রবর্তী**

বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১ ॥ রজত জয়ন্তী বর্ষ ॥ **বৈশাখ, ১৩৮২**

রজত জয়ন্তীর প্রাক্কালে

ইংরেজী ১৯৭৫ সালটি পরিষদের ইতিবৃত্তে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একই বছরে দুটি জয়ন্তীর অপূর্ব যোগাযোগ ঘটেছে। একদিকে পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী—অন্যদিকে তারই এক অঙ্গ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার রজত জয়ন্তীর শুরু। ১৯৩৭ সাল থেকে পরিষদের পূর্বতন যে দ্বিভাষিক পত্রিকা ও বুলেটিনের প্রকাশনা চলে এসেছিল ১৯৫২ সালে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। তার আগের বছরে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে 'গ্রন্থাগার' আত্মপ্রকাশ করে। কর্মতৎপরতার গতি ও প্রসারের নিরিখে সেদিনের কর্মীরা পত্রিকার প্রকাশন-কালের ব্যবধান কমিয়ে আনার তাগিদ বোধ করেন। সেই কারণে ১৯৫৬ সালে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মাসিক নবপর্যায় শুরু হয়।

রাজ্যের সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যক্রম কর্মীদের গোচরীভূত করা এবং গ্রন্থাগারসেবীদের একের চিন্তা ও বার্তা অপরের কাছে পৌছিয়ে দেওয়াই পত্রিকার মুখ্য ভূমিকা। বিভিন্ন স্থান ও কালের কর্মিজনের মাঝে সেতু বন্ধ স্বরূপ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সেই ভূমিকা আজ সাফল্যে সুচিহ্নিত। আগের যুগের কর্মীদের চিন্তা ও কর্মতৎপরতা উত্তরকালের কর্মীদের মানসিক পরিধি ও কাজের পরিসর সম্প্রসারিত করে—নতুন উদ্যম ও নতুন চিন্তাকে বেগবান করে তোলে। অন্যদিকে রাজ্যের একপ্রান্তের উন্নত ভাবনা সমকালীন অপর প্রান্তের কর্মীদের মনে যোগায় উৎসাহ ও প্রেরণা। পত্রিকায় ভিন দেশের সংবাদ পরিবেশনেও অনুরূপ সার্থকতা দেখা যায়।

পরিষদের অঙ্গ হিসাবেই তার অস্তিত্ব নির্ভর করলেও কর্মবৈশিষ্টে পত্রিকাটি বাঙালী মননজীবনের একটি ধারায় এক অনন্য স্থান পেয়েছে। সেই ধারায় বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধাদির নিয়মিত প্রকাশনা এই পত্রিকার অন্যতম কৃতিত্ব। সেজন্যে প্রয়োজনীয় পরিভাষা চয়ন ও সংকলনে লেখকদের উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রবন্ধ রচনা, গ্রন্থপঞ্জী সংকলন, পত্র-পত্রিকার নির্ঘণ্ট প্রকাশন প্রভৃতি কাজের উপযোগী একটি লেখকলেখিকা গোষ্ঠী স্বভাবতই এই পত্রিকাকে ঘিরে ক্রমে গড়ে উঠেছে। তাতে অনেক প্রতিভাবান কর্মীর সৃজন শক্তি উন্মেষের সুযোগ ঘটে।

এই ধরনের বিদ্বৎ-পত্রের মান নিরূপিত হয়ে থাকে তথ্য সমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশের নিরিখে। সেই দিক থেকে বিগত আড়াই দশকের ইতিহাসে এই পত্রিকায় পাওয়া যায় এমন অনেক প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনা যার আকর্ষণ আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। অন্যান্য ভাষায় রচিত প্রবন্ধ কিংবা বক্তৃতার অনুবাদ নানা প্রয়োজনে আজও কাজে লাগে। বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকার নির্দেশিকায় 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার সংকলিত হয় যে সব সাময়িক পত্রে তার একটি হল IASLIC কর্তৃক প্রকাশিত Indian Library Science Abstract নামক ত্রৈমাসিক পত্র। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সারাংশ তাতে নিয়মিত অন্তর্ভুক্ত হয়ে দেশ বিদেশের উৎসাহী পাঠকদের হাতে পৌছয়।

বিষয় বৈচিত্র্য এবং মৌল প্রবন্ধ সম্ভার ছাড়াও উৎকৃষ্ট পত্রিকার অন্যতম পরিমাপক হল মুদ্রণ পারিপাট্য, অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং সুনিয়মিত প্রকাশনা। উক্ত তিন বিষয়ে আশানুরূপ মান বজায় রাখা সব সময়ে সম্ভব হয়না। এই প্রসঙ্গে সীমিত সঙ্গতি এবং আয়ত্তের অতীত নানা প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনার অবকাশ রাখে। মুদ্রণ পর্যায়ে বিপত্তি, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা এবং প্রেরণ ব্যবস্থায় বাধাবিঘ্নের কথা সহৃদয় পাঠকদের অজানা নয়। আড়াই দশকের এক একটি পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরাই পত্রিকার দায়িত্বভার সাগ্রহে বহন করে এসেছেন। কিন্তু তাতেও মাঝে মাঝে ভাঁটা পড়ে। তাই ইপ্সিত মান বজায় রাখার ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও সব সময়ে তা সাধ্যে কুলোয় না।

সর্বোপরি যে সুদূর প্রসারী সমস্যা এই পত্রিকার প্রকাশনা সূত্রে লক্ষিত হয়েছে তা হল উন্নত মানের প্রবন্ধের অভাব। রাজ্যে শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা অনেকাংশে প্রসার লাভ করেছে। উচ্চ শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী অর্থাৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রি প্রাপ্ত কিংবা ব্যাঙ্গালোরের DRTC থেকে শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং এমন কি বিদেশ থেকেও উচ্চ শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রবন্ধাদি রচনায় তেমন মুক্ত হস্ত নন। অধীত বিদ্যা দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগের বিষয়ে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে যুক্ত প্রবীণ ও প্রাগ্রসর ব্যক্তিদের অনীহা পরিণামে রাজ্যের গ্রন্থাগার জগতের অবনতি ও দৈন্যের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। উল্লেখ্য যে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিচিতি বহন করে। গ্রন্থাগার কর্মী সমাজের বৃহত্তর অংশের বহু আশা, আকাঙ্খা ও উৎসুক্য নিহিত আছে এই পত্রিকার সুচারু প্রকাশনে। তাই সকলেরই প্রয়োজন সাধ্যানুযায়ী পত্রিকার উল্লিখিত যাবতীয় সমস্যার সমাধানে যত্নবান হওয়া।

পত্রিকার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অনেকেই এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন যাঁরা আজ জীবিত নেই। রজত জয়ন্তীর প্রাক্কালে তাঁদের আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি। লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে আমরা এযাবৎকালে যে অকুণ্ঠ সাহায্য এবং সহযোগিতা লাভ করেছি, আশা করি আগামী দিনেও তা অব্যাহত থাকবে: গ্রাহক, পাঠক ও দরদী সকলের পরামর্শ ও সহানুভূতি অতীতের মত ভবিষ্যতেও অক্ষুন্ন থাকবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। রজত জয়ন্তীর প্রাক্কালে আমরা সকলকে অভিবাদন জানাচ্ছি।

শোক সংবাদ

দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক কে, বি, মোথে গত ২৪শে এপ্রিল ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। স্বর্গতঃ মোথে কুড়ি বৎসর কাল গ্রন্থাগারিক হিসেবে জেলা গ্রন্থাগারে কাজ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মধুর স্বভাবের অমায়িক লোক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুটি কন্যা রেখে গিয়েছেন। আমরা স্বর্গত মোথের আত্মার শান্তি কামনা করি।

*সুশীলচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙ্গালী

দ্বিতীয় দশক

প্রমীলচন্দ্র বসু

বসুনগর, মধ্যগ্রাম, ২৪ পরগনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৯১১-১৯২০)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের একেবারে শেষপ্রান্তে এবং তৎপরবর্তী কালে দ্বিতীয় দশকে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে উন্নততর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আয়োজন হ'তে থাকে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন কিছুটা জোরদার ও জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে। ঐ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব দেশের নানাদিকে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রভাবান্বিত করে। এই সূত্রে এই সময়কার ভারতের অন্যত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

বরোদা রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত তদানীন্তন দেশীয় রাজ্য বরোদার মহারাজা সায়াজীরাও গাইকোয়াড় একজন সুশিক্ষিত, মার্জিত রুচি, প্রজারঞ্জক ও প্রগতি পরায়ণ নৃপতি ছিলেন। তিনি ব্যাপকভাবে বিদেশ ভ্রমণ করেন। বিদেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি পাশ্চাত্যদেশে জনগণের জন্য আকর্ষণীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন। এবং নিজ রাজ্যে জনসাধারণকে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দানের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্যে তিনি ১৯১০ সালে আমেরিকার নিউহাভেনস্থিত 'ইয়ং মেন্স ইনষ্টিটিউটের (Young Men's Institute; New Haven) লাইব্রেরিয়ান, উইলিয়াম এ্যালানসন বোর্ডেন (William Alanson Borden) নামে একজন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞকে নিজরাজ্যে নূতন সৃষ্ট গ্রন্থাগার বিভাগের ডাইরেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত বোর্ডেন মেলভিল ডিউই প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার প্রথম গ্রন্থাগারিক বিদ্যা শিক্ষণের বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকও ছিলেন। বোর্ডেন বরোদা শহরে এবং সমগ্র বরোদা রাজ্যে এক চিত্তাকর্ষক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠিত করেন। এই চমকপ্রদ অভিনব গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শীঘ্র বরোদা রাজ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে ভারতের অন্যান্য স্থানেও চাঞ্চল্য এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। অন্যান্য কোন কোন দেশীয় রাজ্য যেমন মহীশূর, মাদ্রাজের পদুকোটা (Puddokotah) প্রভৃতি স্থানে শহরে এবং গ্রামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আয়োজন হয়। বোর্ডেন গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বরোদাতে শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থাও করেন। বরোদা থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় সর্বপ্রথম সাময়িক পত্র 'লাইব্রেরী মিসলেনী' নামে এক সচিত্র ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইংরেজী, গুজরাটি এর মারাঠি এই তিনভাষায় লিখিত প্রবন্ধ, সংবাদাদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত। এই পত্রিকাটি আট বছর কাল জীবিত ছিল।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

এই দশকে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়েছিলেন। অতঃপর অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত লাহোরে অবস্থিত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটিকে উন্নত প্রথায় পুনর্গঠিত ও পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আসাডন ডিকিন্সন

(Asa Don Dickinson) নামে আমেরিকার একজন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা হয়। ডিকিন্‌সন আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া (Pennsylvania) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং মেলভিল ডিউইর প্রথম গ্রন্থাগারিক বিদ্যাশিক্ষণালয়ে তাঁরই ছাত্র ছিলেন। তিনি যথাসম্ভব সংস্কার সাধন ক'রে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটিকে তৎকালীন আধুনিক গ্রন্থাগারের পর্যায়ে উন্নয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৯১৫ সালে থেকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে প্রতি একবৎসর অন্তর গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষাদানের এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। পাঞ্জাব লাইব্রেরী প্রাইমার (Panjab Library Primer) নামে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এক খানা গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

ভারতবর্ষের পূর্ববর্ণিত দু'টি অঞ্চলে চিত্তাকর্ষক আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দেশের অন্যান্য অংশের গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী হন। ১৯১৮ সালে লাহোরে যখন ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন ভারতীয় শিক্ষা কমিশনার হেনরি সার্পের (Henry Sharp) এর উদ্যোগে সেখানে এক গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়। এই সম্মেলনই ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। সম্মেলনে স্থায়ী কোন সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সংস্থা গঠিত না হ'লেও এই সম্মেলন গ্রন্থাগার সম্পর্কে দেশের সর্বত্র শিক্ষিত জন মানসে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে।

অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন

বরোদা এবং পাঞ্জাবের অভিনব গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিশেষতঃ বরোদা রাজ্যের ব্যাপক ব্যবস্থা ভারতের নানাদিকে গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রস্তাব অন্ধ্রপ্রদেশে এক কার্যকরী বাস্তব রূপ গ্রহণ ক'রে সেখানে সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন রূপে আত্ম প্রকাশ করে। ১৯১৪ সালে এপ্রিল মাসে বেজওয়াদা শহরে অন্ধ্রদেশের সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনে 'অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে বাঙালী ও বাংলাদেশের প্রভাব যে জড়িত ছিল সে কথা এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্ধ্রদেশে যে প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সে সম্মেলন আহুত হয়েছিল বেজওয়াদা শহরে সর্বভারতের বরেণ্য বাঙালী মনীষী রামমোহন রায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত 'বেজওয়াদা রাম মোহন রায় নিঃশুল্ক পাঠাগার পরিষদের' (Bezwada Rammohan Roy Free Library Reading Room Association) তাগিদে। বরোদার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রভাব অন্ধ্রদেশে কার্যকরী হবার পূর্বে পূর্ববর্তী দশকে বাংলাদেশে উদ্ভূত চেতনা সৃষ্টিকারী স্বদেশী আন্দোলন অন্ধ্র দেশে গ্রন্থাগার সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল এ তথ্য পরবর্তী কালে বরোদা থেকে প্রকাশিত 'দি লাইব্রেরি মিসলেনী' (The Library Miscellany) নামে পত্রিকার এক বিবরণী থেকে জানা যায়। উক্ত পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডের একত্র প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়:—

"The early beginning of the library movement in this country (Andhra Desa) can be traced back to the year 1905 when the great wave of Swadeshism (or Nationalism) sweept over the length and breadth of the whole of India—Societies were stated in towns and villages with the object of subscribing for newspapers and Journals. To these societies were also attached Libraries where the newly witten books in the vernaculars came to be first collected and later on thrown open to the public for stated hours in the day." ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য ক'রে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রবল বন্যা প্রবাহিত হ'য়েছিল সেই প্রবাহ সারা ভারতে ব্যাপ্ত হ'য়েছিল। বাংলাদেশে উদ্ভূত সেই স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে অন্ধ্রদেশের দিকে দিকে গ্রন্থাগার সৃষ্টির তাগিদ এসেছিল।

প্রথম সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলন

প্রধানতঃ অন্ধ্রদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের উৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে ১৯১৯ সালে মাদ্রাজ শহরে প্রথম সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলন (All India Public Library Coference) অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদ' (All India Public Library Association) গঠিত হয়। এই পরিষদের ১৯২৪ সালের অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার পরিষদের সৃষ্টি হয়। সে কথা যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে।

বিশেষ গ্রন্থাগার

বাংলাদেশে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পরস্পর যোগ সম্পর্ক শূন্য জনসাধারণের বহু গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব থাকলেও এবং স্থানীয় উদ্যোগে ঐ ধরণের নতুন নতুন গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হতে থাকলেও সমস্ত প্রদেশে কেন্দ্রীভূত ভাবে কোন গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়াস তখনও হয়নি একথা সত্য। পক্ষান্তরে বিশেষ গ্রন্থাগার সম্পর্কে বঙ্গদেশে সচেতনতার পরিচয় এই দশকের পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুরকম ধারণা প্রচলিত ছিল। এক, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীদের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার। দুই, জন সাধারণের চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার। এই দুই উদ্দেশ্যের বাইরে অন্যকোন উদ্দেশ্যে যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন থাকতে পারে সাধারণতঃ সে ধারণা এ পর্যন্ত একরকম অজ্ঞাত ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য ব্যবস্থা বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তাদের উপযোগী বিশেষ গ্রন্থাগারেরও যে প্রয়োজন ১৯১৯ সালে ভারত সরকারের কমার্শিয়াল লাইব্রেরী ও রিডিং রুম প্রতিষ্ঠিত হয়।

আবার হাসপাতালে অবস্থিত রোগীদের নিরানন্দমূলক দিনগুলিকে গ্রন্থাগার যে কিছুটা আনন্দময় ক'রে তুলতে পারে এ চিন্তা ও কারও কারও মনে এই দশকে উদয় হয়েছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায়। পূর্বে উল্লেখিত বরোদার 'দি-লাইব্রেরী মিসলেনী' পত্রিকার প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যায় (মে, ১৯১৩) প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে ক'লকাতা মেডিকেল কলেজে রোগীদের জন্যে এক গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে দেওয়ান বাহাদুর ডাঃ এইচ বসুর উদ্যোগে এক আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং এই উদ্যমের প্রারম্ভকালে অর্থ ও গ্রন্থের যে দান সংগৃহীত হয়েছিল তা' বেশ উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল। এই উদ্যোগের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল তা' অনুসন্ধানের বিষয়। তবে বাংলাদেশে এবং সর্বভারতে হাসপাতালে রোগীদের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপনের এইটাই প্রথম প্রয়াস ব'লে অনুমান করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও গ্রন্থাগার

এই দশকের ১৯১৭ সালে লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ডক্টর এম, ই, স্যাডলারের (Dr. M. E. Sadler) সভাপতিত্বে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন' নামে ভারত সরকার কর্তৃক যে বিখ্যাত কমিশন গঠিত হয় ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সেই কমিশনের কাজ চ'লে এবং ১৯১৯ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের শিক্ষা জগতে এই রিপোর্ট এক মূল্যবান দলিল হিসাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত। এই রিপোর্ট বাংলাদেশের তৎকালীন উচ্চ শিক্ষায়তনে গ্রন্থাগারের দুরবস্থার বিশদ চিত্র ও বিবরণ পাওয়া যায় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উপযুক্ত গ্রন্থাগার থাকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনের কথা এই রিপোর্টে বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পঠন পাঠনের কার্য সরাসরিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে উন্নততর ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়াস ছাড়া এই সময়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে সুন্দর স্বতন্ত্র একটি লেণ্ডিং লাইব্রেরীর সৃষ্টি হয়। এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ান পদের সৃষ্টি হয়। এবং শ্রীবসন্ত বিহারী চন্দ্র এই পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকরূপে সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গ্রন্থাগার

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয় এবং দশকের প্রায় প্রান্তভাগে (১৯১৮ সাল) পর্যন্ত সে যুদ্ধ চলে। এই সময়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধজনিত অবস্থা এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ ও বিবরণ জানার ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তার ফলে দেশের নানাদিকে সংবাদপত্র তথা পাঠাগারের চাহিদা ও বৃদ্ধি পায়।

গ্রন্থাগারের সংখ্যাবৃদ্ধি

দ্বিতীয় দশকের এই সকল বিভিন্ন কারণে পূর্ব দশক অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। বিংশ শতকের প্রথম দশকে যেখানে নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল মাত্র ৫৪টি দ্বিতীয় দশকে যে সে জায়গায় ১১৯টি অর্থাৎ দ্বিগুণেরও অধিক নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের সংবাদ পাওয়া যায় গ্রন্থাগার নির্দেশিকায়। কাজেই বিংশ শতকের অগ্রগতির সাথে গ্রন্থাগার আন্দোলনেরও অগ্রগতি হ'তে থাকে বঙ্গদেশে।

বর্গীকরণে রঙ্গনাথনের অবদান

(৯য় পৃষ্ঠার পর)

13. —. Prolegomena to library classification. 1937. (Ed. 2 : 1957. Ed. 3 : 1967)

14. —. Self-perpetuating scheme of classification. (J doc. 4 : 1944, 223-44). (In Oding (RK), Ed. Readings in library cataloguing. 1965. P193-221)

15. —. Theory of library catalogue. 1938.

প্রবন্ধে ব্যবহৃত পরিভাষা

আখ্যা—Title

আক্ষরিক—Verbal

আক্ষরিক স্তর—Verbal Plane

চিন্তার স্তর—Idea Plane

বর্গীকৃতসূচী—Classified Catalogue

বর্গীকরণ পদ্ধতি—Classification Scheme

বর্ণানুক্রমিক সূচী—Dictionary Catalogue

বিষয়—Subject

বিষয় সূচী—Subject Catalogue

সাঙ্কেতিক—Notational

সাঙ্কেতিক স্তর—Notational Plane

বর্গীকরণে রঙ্গনাথনের অবদান

মায়া ভট্টাচার্য
গ্রন্থাগারিক, ডি. আর. টি. সি.; ব্যাঙালোর ৫৬০০০৩

ভূমিকা

উদ্দেশ্য বর্গীকরণে রঙ্গনাথনের অবদান সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে কিছু বলা। কিন্তু বড় শক্ত ভাষার বাধা কাটিয়ে ওঠা। অনুবাদ করার সামান্য অভিজ্ঞতা আছে। জানি—বহু টেকনিক্যাল শব্দের পরিভাষা নেই। নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে পদে পদে সাহায্য নিতে হয় ডিক্‌সনারির যদিও সব সময় অর্থ বোধগম্য হয় না। তাই "নতুন সৃষ্টির" অর্থ বোধগম্য করাতে হয় ব্র্যাকেটে ইংরেজী শব্দটি লিখে। ফল শুধু সমালোচনার নিমন্ত্রণ। তাই ভাবলাম—"যাকে দিয়ে অর্থ বোঝাই তাই কেন সোজাসুজি গ্রহণ করি না?" তাই দুঃসাহস জেনেও এই সামান্য প্রচেষ্টা পরিভাষা চয়নে আমার অক্ষমতার নিদর্শন হিসেবেই উপস্থিত করছি।

গ্রন্থাগারে প্রধানতঃ দুরকমের কাজে বর্গীকরণের ব্যবহার: (১) বিষয় অনুসারে বই সাজান; এবং (২) বিষয়সূচী তৈরী। দুই এর সম্পর্ক অবশ্যই গভীর। কিন্তু এখানে মূল্যায়নের চেষ্টা বিষয় সূচীর দিক থেকে।

১ ভারতের অবদান রঙ্গনাথনেরই অবদান

বর্গীকরণে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় অবদানের সন্ধান মেলে প্রায় ৯৫০টি বই ও প্রবন্ধে। এর মধ্যে প্রায় ৩০০টি রঙ্গনাথনের রচনা। বাকী ৬৫০টি রঙ্গনাথনের অবদানের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা এবং লেখক দেশবিদেশের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী। এই তথ্য থেকে স্বাভাবিক ভাবেই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে বর্গীকরণে ভারতের অবদান মূলতঃ রঙ্গনাথনেরই অবদান।

২ গ্রন্থাগারিকতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

গবেষণাই অবদানের উৎস। গবেষণা মোটামুটি তিন রকমের: প্রাগমেটিক রিসার্চ; (২) আ-প্রিওরি রিসার্চ; এবং (৩) ডেভেলপমেন্টাল রিসার্চ। প্রাগমেটিক রিসার্চ পরীক্ষা নিরীক্ষা ভিত্তিক; ইনডাকসন এর পদ্ধতি। আ-প্রিওরি রিসার্চ মূলসূত্র ভিত্তিক; ডিডাকসন এর পদ্ধতি। ডেভেলপমেন্টাল রিসার্চ উপরোক্ত দু রকম রিসার্চের ফলাফলের উন্নতি সাধন করে। মূল সূত্রের অভাবে যে কোন বিষয়ের গবেষণাই প্রধানতঃ প্রাগমেটিক। এই গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়ের অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত ধীর ও অনিশ্চিত। আ-প্রিওরি রিসার্চের মাধ্যমে বিষয়ের অগ্রগতি দ্রুত ও সুনিশ্চিত।

১৯২৮ এর আগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর যত গবেষণা হয়েছে তার বেশীর ভাগই প্রাগমেটিক। ১৯২৮ সালে রঙ্গনাথন সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি মূলনীতি সূত্রবদ্ধ করেন। এর ব্যাপকতা অসীম। এই পাঁচ মূলসূত্রের ভিত্তিতেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রকৃত অর্থে আ-প্রিওরি রিসার্চের সূত্রপাত হয়। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান আজ যে বিজ্ঞান এ স্বীকৃতি পেয়েছে। এ অবদান রঙ্গনাথনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

৩ বর্গীকরণের বিজ্ঞান-ভিত্তি

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার নিজস্ব মূলসূত্রগুলির উৎস অপরিসীম সম্ভাবনাময় এই পাঁচটি মূলসূত্র। বর্গীকরণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেরই একটি শাখা। এর নিজস্ব মূল সূত্রগুলিও রঙ্গনাথনেরই অবদান। বর্গীকরণের পূর্ণ বিজ্ঞান-ভিত্তি রঙ্গনাথনই প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৪ সূচীকরণের সঙ্গে বর্গীকরণের সম্বন্ধ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বই এর মাধ্যমে তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যবহার যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্য রূপায়ণে বর্গীকরণ ও সূচীকরণের নিজস্ব ভূমিকা আছে; এবং এরা

পরস্পরের সম্পূরক। দুই এর মিলনে গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ সূচী যার মাধ্যমে পাঠক তার প্রয়োজনীয় বই এর সন্ধান পায়।

তত্ত্ব বা তথ্যের প্রয়োজনে বই এর সন্ধান। প্রয়োজনীয় বই কখনো পাঠকের পরিচিত কখনো বা অপরিচিত। যখন পরিচিত তখন তার সন্ধান হয় লেখক; আখ্যা, কোলাব-রেটর, বা সিরিজের নামে। যখন অপরিচিত তখন সন্ধান হয় বিষয়ের নামে। কোন একটি বই যত পাঠকের কাছে পরিচিত তার চেয়ে অনেক বেশী পাঠকের কাছে অপরিচিত। আবার কোন পাঠকের কাছে তার প্রয়োজনীয় বই এর যতগুলি জানা তার চেয়ে অনেক বেশী অজানা। এই জন্যই গ্রন্থাগারে বিষয় সূচীকরণের উপর এত মনোযোগ দেওয়া হয়। আর বিষয় সূচীকরণে; যে রূপ নিয়েই হোক না কেন, বর্গীকরণ দেখা দেবেই। সূচীর প্রকারভেদে বর্গীকরণের প্রকার ভেদ। বর্ণানুক্রমিক সূচী হলে বর্গীকরণ আক্ষরিক বর্গীকৃত সূচী হলে বর্গীকরণ সাঙ্কেতিক। এই কারণে বর্গীকরণের উপর সূচীকরণের এর কয়েকটি বিশেষ দাবী এসে পড়ে। বর্গীকরণ পদ্ধতির সার্থকতা এবং সূচীর কার্যকারিতা দুইই বিশেষভাবে নির্ভর করে সেই সব মৌলিক গুণের উপর যা দিয়ে বর্গীকরণ সূচীর দাবী পূরণ করে।

৫ বর্গীকরণ পদ্ধতি মৌলিক গুণ

বিষয় সূচীর উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখিয়ে, তাদের উপর যে সব বই আছে তার সন্ধান দেওয়া। সাম্প্রতিক চিন্তাধারা অনুযায়ী পারস্পরিক সম্বন্ধ দুভাবে দেখান যায়: (১) বিন্যাসের মাধ্যমে; এবং (২) রেফারেন্স এর মাধ্যমে। বিন্যাসের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখাতে আক্ষরিক বা সাঙ্কেতিক যে কোন বর্গীকরণের সাহায্য নেওয়া চলে; কিন্তু রেফারেন্সের মাধ্যমে পারস্পারিক সম্বন্ধ দেখাতে হলে শুধু আক্ষরিক পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। বিষয়-সূচীকরণের এর প্রথম কাজ বর্গীকরণ করা। যে কোন পদ্ধতির মৌলিক গুণগুলি বর্গীকরণ করার কাজে সাহায্য করবার জন্য প্রয়োজন। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি গুণ প্রধান:

১ যে তত্ত্বের ভিত্তিতে পদ্ধতিটি রচিত তার সুস্পষ্ট উল্লেখ;

২ ঐ তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত বর্গীকরণ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি; এবং

৩ বর্গীকরণ করার ফলাফল থেকে বিষয় শিরোনাম গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি।

আধুনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী উপরোক্ত এই তিন গুণের সমন্বয়ের মধ্যে বর্গীকরণ পদ্ধতির আদর্শ নিহিত। এ গুণগুলি কোন অবস্থাতেই স্থিতিশীল নয়। গবেষণার মাধ্যমে এদের ক্রমবিকাশ ঘটে। ফলে স্কীমের দক্ষতা ও কার্যকারিতা আরও বাড়ে। সুতরাং বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনে এই মৌলিক গুণগুলিকে বিভিন্ন পদ্ধতি মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬ বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতি

বিংশ শতকের আরম্ভ পর্য্যন্ত যে সব সাধারণ বর্গীকরণ পদ্ধতির সঙ্গে গ্রন্থাগারিকগণ সুপরিচিত তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির নাম করা যেতে পারে:

১ মেলভিল ডিউইর ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন (১৮৭৬)।

২ চার্লস আম্মী কাটারের এক্সপ্যান্সিভ ক্লাসিফিকেশন (১৮৯১-৯৩);

৩ ইণ্টারন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অফ বিবলিওগ্রাফির ইউনিভারসাল ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন (১৮৯৬);

৪ লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস ক্লাসিফিকেশন (১৯০৪); এবং

৫ জেমস ডাফ্ ব্রাউনের সাবজেক্ট ক্লাসিফিকেশন (১৯০৬)।

এদের প্রত্যেকটি Notational ক্লাসিফিকেশন স্কীম। এ ছাড়া Verbal ক্লাসিফিকেশন স্কীমের মধ্যে আছে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের "লিষ্ট অফ সাবজেক্ট হেডিংস"। এই স্কীমের কোনটিতে উপরোক্ত তিনটি গুণের সমন্বয় দেখা যায় নি।

৭ কোলন বর্গীকরণ

কোলন বর্গীকরণ রঙ্গনাথনের সৃষ্টি। ১৯২৫এ রঙ্গনাথন এই স্কীম রচনা করেন। কয়েক বছর ধরে নানা পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমার্জিত হয়ে ১৯৩৩-এ এই স্কীম প্রথম প্রকাশিত

হয়। প্রথম থেকেই কোলন বর্গীকরণে আবশ্যিক তিনটি গুণের সমন্বয় দেখা যায়। পদ্ধতিটির বৈশিষ্ট্য বর্গীকরণে রঙ্গনাথনের অবদানের অন্যতম বিশেষত্ব। এরই সাথে জন্ম নিল এক বিশেষ শ্রেণীর বর্গীকরণ পদ্ধতি যার সঙ্গে গ্রন্থাগার জগতের ইতিপূর্বে কোন পরিচয়ই ছিল না। কোলন বর্গীকরণই সর্বপ্রথম প্রকাশিত বিশুদ্ধ ফ্যাসেটেড (faceted) স্কীম। জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সাথে তাল রেখে চলতে পারে একমাত্র ফ্যাসেটেড স্কীম। এই জাতীয় স্কীমের উদ্ভবে বর্গীকরণ সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা নতুন খাতে বইতে শুরু করল। সারা পৃথিবীতে বর্গীকরণ সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার উপর এর প্রভাব লক্ষিত হোল।

কোলন বর্গীকরণের জন্ম হয় Rigidly Faceted Scheme হিসেবে। পরবর্তীকালে এর ক্রমবিকাশের ধারায় ঐ লক্ষণ যথেষ্ট হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমান কোলন ক্লাসিফিকেশন ঐ লক্ষণ মুক্ত। তাই এখন তাকে বলা হয় Freely Faceted স্কীম। সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক নীলমেঘন ও তার অনুবর্তীদের কাজে প্রমাণিত হয়েছে যে কমপিউটার ব্যবহারের পক্ষে Freely Faceted স্কীমই সব থেকে উপযোগী।

৮ বর্গীকরণ তত্ত্ব

কোলন বর্গীকরণ সৃষ্টির পর রঙ্গনাথন মনোযোগ দেন বর্গীকরণের তত্ত্বগত ভিত্তির দিকে। তারই ফলে জন্ম নেয় "জেনারেল থিওরি অফ লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন"। বর্গীকরণের ক্ষেত্রে রঙ্গনাথনের এ আর এক অসামান্য অবদান। বর্গীকরণের কাজকে তিনি ভাগ করেন তিন স্তরে: (১) চিন্তার স্তর, (২) আক্ষরিক স্তর এবং (৩) সাঙ্কেতিক স্তর। প্রতি স্তরের কাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য সৃষ্টি করেন প্রয়োজনীয় মূলসূত্র, Postulates, Canons ও Principles.

এই তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে তার বর্গীকরণ রচনার পদ্ধতি। এই রচনা-পদ্ধতির সম্ভাবনা অসীম; এর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যাপক।

৯ উপসংহার

উপযুক্ত সকল ক্ষেত্রে বর্গীকরণে রঙ্গনাথনের সকল অবদানের প্রয়োগ এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। ভবিষ্যতের হাতে সে কাজের ভার দিয়ে তিনি চলে গেছেন অমৃতলোকে। কৃতজ্ঞতাভরা মন নিয়ে এই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে আমার প্রনাম জানাই।

১০ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

প্রবন্ধের বিষয় চয়নে সাহায্য করার জন্য শ্রীগণেশ ভট্টাচার্যের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বিবিলিওগ্রাফি

1 RANGANATHAN (SR). Classification and communication. 1951.

2 —. Classified catalogue code. 1934. (Ed 2: 1945. Ed 3: 1951. Ed 4: 1958. Ed 5 : 1964).

3 —. Colon classification. 1933. (Ed 2: 1939. Ed 3 : 1950. Ed 4 : 1952. Ed 6 : 1960. Ed 6 (with amendments) : 1963).

4 —. Descriptive account of colon classification. 1967.

5 —. Design of depth classification : Methodology. (Lib sc. 1 : 1964 ; Paper A).

6 —. Dictionary catalogue code. (Ed 2 : 1952. Later ed merged with classified catalogue code).

7 —. Elements of library classification. 1 44 (Ed 2 : 1959. Ed 2 (Indian) : 1960. Ed 3 : 1962)

8 —. Heading and canons : comparative study of five catalogue codes. 1955.

9 —. Hidden roots of library classification. (Lib sc. 4 : 1967 ; Paper A), (Inf Stor Retr. 3 ; 1967 ; 399-410).

10 —. Library catalogue : Fundamentals and procedure. 1950

11 —. Library classification : Fundamentals and proudure. 1944.

12. —. Philosophy of library classification. 1951.

[৬ এর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা

ডি. আর. কালিয়া
সভাপতি, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে ভারতবর্ষ সর্ব বিষয়ে—অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তিমূলে অধিকতর গতিবেগ সম্পন্ন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম। এদেশে সাক্ষরতার পরিমাণ ৩০% (১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে) নিঃসন্দেহে নিম্নমানের একথা বলা যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ২০ কোটি। ভারতবর্ষে সাক্ষর জনসমষ্টির সংখ্যা আমেরিকা বা রাশিয়ার সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় সমান।

বর্তমানে আমাদের দেশে সর্বস্তরের শিক্ষায়তনের সংখ্যা দশ লক্ষ, এবং দশ কোটি ছাত্র এতে অধ্যয়নরত। অস্যার্থ সারা ভারতের সাক্ষর জনসমষ্টির অর্ধাংশই ছাত্র। সর্বস্তরের শিক্ষক সম্প্রদায়ের সংখ্যা ২৫ লক্ষের মত।

বর্তমান আর্থিক বছরে ১৬৪৫ কোটি টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় হবে। এর মধ্যে ১৩০০ কোটি টাকা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বহির্ভূত এবং বাকী ৩৪৫ কোটি টাকা পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। প্রাক স্বাধীনতার যুগের তুলনায় এই ব্যয়ের পরিমাণ বিপুল। ভারতবর্ষে এখন প্রতি বছর ৩০,০০০ বই এবং ১৫০০০ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ইংরাজী সমেত সমস্ত ভাষায়। ২০ কোটি সাক্ষর জনসাধারণের তুলনায় পাঠ্যবস্তুর প্রকাশের পরিমাণ অপর্যাপ্ত নয়। যদি এর সাথে ৭ কোটি টাকার ইংরাজী বই যোগ করা যায় তবে ইংরাজী ভাষাজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তির বর্তমান প্রয়োজনের অনুপাতে যথেষ্ট এ কথা বলা যায়। সামগ্রিকভাবে বর্তমান প্রয়োজন মেটানোর মত যথেষ্ট বই প্রত্যেক ভাষায়ই পাওয়া যাচ্ছে, যদিও তার মধ্যে আরও বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার প্রয়োজন আছে বলে অনেকে মনে করেন। ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ জনসাধারণ গ্রামে বাস করেন, এখন সেখানে পরিবহন, যোগাযোগের মাধ্যম ও বিদ্যুতের যোগানের অনেক উন্নতি ঘটেছে। ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবৎসর ৭৫০ জন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক সৃষ্টি করছে। এর সঙ্গে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও পলিটেকনিকগুলি ১০০০ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট শিক্ষণে শিক্ষিত করে তুলছে মোটের উপর আমাদের এখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত যথেষ্ট কর্মী আছে।

গ্রন্থাগার উন্নয়নের বাস্তব অবস্থা

দেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তিমূলের অস্তিত্ব থাকলেও গ্রন্থাগারের উন্নয়ন নিম্নমানের। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণামূলক সংস্থাগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য কমই করতে পারা গেছে। এছাড়া কলকাতা ও বোম্বাইয়ের মত শহরগুলি এখনও শুল্কমুক্ত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাবিহীন।

আমার মনে হয় সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতির, এই শ্লথগতি মূলতঃ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যায়নের অভাব এবং কোন ক্রমেই একে আর্থিক অনটনের জন্য দায়ী করা চলে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করতে অনুৎসাহী। হিসাবে দেখা যায় যে ভারত গ্রন্থাগার খাতে ১৫ কোটি টাকা অর্থাৎ শিক্ষা বাজেটের শতকরা ১ ভাগেরও কম গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করছে; যেখানে বাৎসরিক শিক্ষা বাজেটের পরিমাণ ১৬৪৫ টাকা। আন্তর্জাতিক মান অনুসারে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়ের পরিমান শিক্ষাখাতের বায়বরাদ্দের শতকরা ৫ ভাগ অর্থাৎ ৮৩ কোটি টাকা হওয়া উচিত।

লক্ষ্য করা গেছে যে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির কর্মক্ষেত্র জনসাধারণের ১০ ভাগ অংশে পরিব্যাপ্ত এবং সাধারণ গ্রন্থা-

গারের ক্ষেত্রে বাৎসরিক মাথাপিছু ৫ পয়সা ব্যয় করা হয়। আরও উল্লেখযোগ্য যেটুকু সেবার ব্যবস্থা বর্তমান গ্রন্থাগার ইউনিটগুলি করছে সেগুলি শুধু নিম্নমানেরই নয় বরং সেটুকুও আজ মেট্রোপলিটান শহরগুলির মধ্যেই কেন্দ্রিভূত। গ্রামদেশে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ জনসাধারণ বাস করে সেগুলি গ্রন্থাগারের কর্মধারার আওতার বাইরে।

এক রাজ্য অপেক্ষা অপর রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়ের পার্থক্য প্রচুর। যেমন উত্তর প্রদেশে সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়নের খাতে মাথা পিছু আধ পয়সা ব্যয় করে যেখানে তামিল নাড়ু ব্যয় করে সাড়ে ১৬ পয়সা। আরও আশ্চর্য অনুভূত হয় যখন দেখা যায় পাঞ্জাবে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হওয়া সত্ত্বেও সে নিম্নতর মাথাপিছু আয় সম্পন্ন রাজ্য অপেক্ষা সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে কম ব্যয় করে। দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য সমূহ যথা অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কায়েম করেছে যদিও এ রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয় খুব বেশী নয়। এ রাজ্যগুলি নিয়মিতভাবে আইনের মাধ্যমে গ্রন্থগারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে অস্থাবর সম্পত্তির উপর গ্রন্থাগার কর ধার্য করার মাধ্যমে, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যগুলি এ ব্যবস্থা কার্যকর করার ব্যাপারে সামান্যই লক্ষ্য করছে।

অনেক সময় যুক্তি দেখানো হয় ভারতবর্ষ গরীব দেশ, সে অন্যান্য উন্নীত দেশগুলির মত ব্যয় করতে সক্ষম নয়। আমাকে বলতে হচ্ছে এটা কু-যুক্তি। আমরা আরও কিছু তথ্যের উপর লক্ষ্য রাখলে দেখব ব্রিটেনে জাতীয় মাথাপিছু আয় ভারতের তুলনায় ১৯ গুণ বেশী; অর্থাৎ ভারত ইংল্যাণ্ডের তুলনায় সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ১৯ ভাগের একভাগ ব্যয় করবে কিন্তু ভারত মাত্র ২০০ ভাগের একভাগ ব্যয় করে ব্রিটেনের যা ব্যয় করে। অনুরূপভাবে আমেরিকার জাতীয় মাথাপিছু আয় ভারতের তুলনায় ৪১ গুণ বেশী সুতরাং ভারতের অন্ততঃ আমেরিকার তুলনায় ৪১ ভাগের একভাগ ব্যয় করা উচিত; কিন্তু ভারত ব্যয় করে ৪:৬ ভাগের একভাগ যা সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে আমেরিকা ব্যয় করে। অস্যার্থ ভারতবর্ষ সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে যে পরিমাণ ব্যয় করতে সক্ষম; সে মাত্র তার ১০ ভাগের একভাগ ব্যয় করে। এটা না করার পরিণাম এই যে, প্রতি ১০০ জনের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার ১ খানা বই দেওয়ার ব্যবস্থা রাখে যেখানে ব্রিটেন পারে ১৪৫ খানা আর আমেরিকা ব্যবস্থা রেখেছে ১০০ খানার মত। আরও বলা যায় যে ব্রিটেনে প্রতি একশ জনের মধ্যে ৩৭ জন; আমেরিকার ২৫ জন সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠক হিসাবে নাম তালিকাভুক্ত করে রেখেছেন যেখানে ভারতবর্ষের প্রতি হাজারে একজনকে পাঠক হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। ব্রিটেনে প্রতি একশ জন বছরে ৫১২ খানা বই নেয়, ২৬৩ খানা আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে ১ ৬ খানা বই নেয়।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের কোন অস্তিত্ব নেই, উচ্চ বা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মান নিম্নস্তরের। প্রাথমিক স্তরের উপরের বিদ্যালয়গুলিতে শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক আছে; বাদবাকী অংশ কোন শিক্ষককে আংশিক সময়ের জন্য দেখাশোনা করার দায়িত্ব অর্পিত আছে। একজন শিক্ষক যাঁকে গ্রন্থাগার দেখাশোনা ভার দেওয়া হয়; তিনি একাজকে শাস্তিমূলক বলে অনুভব করেন। এঁদের এই কাজে অংশ গ্রহণ করার আগ্রহ বা সময় কোনটাই নেই।

আমি আপনাদের কয়েকটি নতুন চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করতে চাই আমরা ইদানিংকালে যেগুলির সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের দেশে শিক্ষালয় বহির্ভূত শিক্ষাব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর অর্থ যে কোন ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও গ্রন্থাগারে স্বশিক্ষার মাধ্যমে এ্যাকাডেমিক বা পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারেন। এই ধরণের ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারিককে মূলতঃ শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় যিনি গ্রন্থাগারের সম্পদকে পাঠকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেন। অ-পুস্তক পাঠ্যসামগ্রী যেমন অনুচিত্র-নথিগুলি গ্রন্থাগারের ক্রিয়াকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদানে ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটানো হয়েছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা

কলেজ গ্রন্থাগারগুলির ভারতীয় ভাষায় পাঠ্যবস্তুর সংগ্রহে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পাঠ্যবস্তুগুলিতে সংগঠিত করতে গেলে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি করবে। আমাদের uniform সূচীকরণ সূত্রাবলী ; বিষয় শিরোনাম, দেশীয় নামের উল্লেখ প্রভৃতির প্রস্তুতীকরণ এখনও বাকী রয়েছে। কোন কোন গ্রন্থাগারিক এই ধরনের সমস্যার নজর দেওয়ায় কয়েকটি সূত্র উদ্ভাবিত হতে পেরেছে ; কিন্তু এ কাজগুলি জাতীয় স্তরে উন্নীত হতে পারে নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইংরাজী ভাষার দক্ষতার অভাব ঘটায়, ইংরাজী ভাষার বইয়ের ব্যবহার দ্রুত ক্ষীয়মান ; কিন্তু আমরা আলমারীগুলি আনন্দ সহকারেই ইংরাজী বই দিয়ে ভর্তি করায় ব্যস্ত। আমার নিজের ধারণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলিতে শতকরা ৫ ভাগ ইংরাজীতে লেখা বই অব্যবহৃত থাকে। ইংরাজী বইয়ের ব্যবহার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; আমাদের এই ধারার দিকে দৃষ্টি রেখে পুস্তক সংগ্রহনীতি স্থির করা উচিত।

বিদেশের গ্রন্থাগারগুলিকে দ্রুতহারে স্বয়ংক্রিয় করে তোলা হয়েছে, যার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে নতুন সমস্যাকে মোকাবেলা করার জন্য। স্বয়ংক্রিয়তার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে। বর্তমানে হয়ত অর্থাভাবের কারণে আমরা এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

দেশে আঞ্চলিক অধ্যয়নের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের পাঠ্য সমেগ্রী সংগঠনের চলিত পদ্ধতির উপর নতুন চ্যালেঞ্জের সূত্রপাত ঘটেছে। আমাদের এখন ডাক সংখ্যা (Call Number) এর সাথে Area Code ব্যবহার করে নতুন করে বর্গীকরণ করা প্রয়োজন যাতে একটি অঞ্চলের বা দেশের সমগ্র পাঠ্যসামগ্রী এক জায়গার সংগ্রহ করা যায় ; বিষয়ের বিবেচনা ব্যতিরেকেই।

কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগারের সমগ্র সংগ্রহকেই আমরা পুনর্বর্গীকরণ করেছি এবং তাতে আমরা অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আমার ইচ্ছা, যৌথভাবে এর সমাধান সূত্র বের করা।

আজকের দিনের সমস্যাগুলি আমি আংশিকভাবে তুলে ধরেছি, আমার আশা আমরা যৌথভাবে এর সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে পারবো। গ্রন্থাগারিকের সৌভ্রাতৃত্ব দীর্ঘজীবি হোক।

অনুবাদ : **রামকৃষ্ণ সাহা**

[প্রবন্ধটি জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত ভুবনেশ্বরে ২১ তম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিত হয়েছিল। বক্তব্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রবন্ধটি ভাষান্তরিত করে ছাপা হোল।]

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের নথি পত্রে দেখা যায় বহু সদস্যের (ব্যক্তিগত/প্রতিষ্ঠানগত) চাঁদা বাকী পড়েছে। পরিষদ এতদিন যাবত তাঁদের গ্রন্থাগার পাঠিয়ে এসেছেন। যে সমস্ত সদস্যের ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩ সালের চাঁদা বাকী পড়েছে তাঁদের অবিলম্বে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করার আবেদন জানান হচ্ছে। অন্যথায় তাঁদের 'গ্রন্থাগার' পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না।

—কর্মসচিব

॥ ৩২ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥
বাণীতীর্থ, আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রাম

॥ প্রথম কার্যকরী অধিবেশন অসমাপ্ত আলোচনা ॥
১৪-৪-৭৫ ॥ ৮টা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সভাপতি—**ফণিভূষণ রায়**

বিজয় গুহঃ পলিটেকনিক গ্রন্থাগার সমূহের উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি দামোদরণ কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার কথা বলেন।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ঃ কিছু কিছু সদস্যের অনুপস্থিতি সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে প্রতিটি অধিবেশনের জন্য attendance রাখা উচিত।

মঙ্গল প্রসাদ সিংহঃ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী কতদূর কাযকরী করা গেল, সে সম্পর্কে প্রতিবেদন রাখতে হবে।

অজয় কুমার ঘোষঃ গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর নতুন নতুন আক্রমন আসছে—একে প্রতিরোধ করা দরকার। কিন্তু সচেতন গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলন ব্যতীত এর প্রতিরোধ অসম্ভব। কিন্তু সচেতনতার স্তর সম্মেলনে উপস্থিতির দর্পণে হতাশাব্যঞ্জক—আন্দোলন বিহীনতায় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী কাগজেই থেকে যাবে—। এই প্রসংগে তিনি প্রতিনিধিদের কাছে নিজেদের অবস্থা এবং আন্দোলনের কর্মসূচী সম্পর্কে প্রতিবেদন পাঠাবার অনুরোধ জানান।

॥ সমাপ্তি অধিবেশন ॥
॥ ১৪· ৪· ৭৫· সকাল ৯টা ॥
সভাপতিঃ প্রমীল চন্দ্র বসু

প্রথমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সম্পর্কিত প্রস্তাব পেশ করেন কর্মসচিব শ্রীচঞ্চল কুমার সেন, সমর্থন করেন অজয় কুমার ঘোষ। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাবাবলী

১। বিনা চাঁদার আইনভিত্তিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের চারটি রাজ্য যথা অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিল নাড়ু ও মহারাষ্ট্রের মত পশ্চিমবাংলায়ও অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে হবে।

২। রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

৩। প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্ব সময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে সুসংবদ্ধ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। এবং বিদ্যালয় বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অর্থ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য ব্যয় করতে হবে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও মর্যাদা দিতে হবে।

৪। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের শতকরা ৬.৫ ভাগ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

৫। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা স্মরণ করে এই ধরনের গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিতভাবে বর্দ্ধিত হারে আর্থিক অনুদান দিতে হবে।

৬। স্পনসর্ড প্রথার অবসান ঘটিয়ে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনতে হবে।

৭। গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা ক্রয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত আর্থিক অনুদান বাড়াতে হবে।

৮। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন, মহার্ঘভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি দিতে হবে।

৯। পার্বত্য অঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য হিল এবং শীতকালীন ভাতা দিতে হবে।

১০। সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য চাকুরীর নিরাপত্তা ও ও যথাযথ সার্ভিস রুলস প্রবর্তন করতে হবে।

গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে

এই সম্মেলন মনে করে যে আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সার্থক ও যুগোপযোগী করতে হলে, শিক্ষার বর্তমান সংকটকে কাটিয়ে উঠতে হোলে একটি গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছে যে বিভিন্ন শিক্ষাসংক্রান্ত কমিশন শিক্ষাকর্মে ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুপারিশ করে থাকলেও কার্যতঃ এই সুপারিশগুলি কার্যকর করা করা হয় নি ; এই সম্মেলন তাই সুপারিশ করছে যে শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষক, গ্রন্থাগার কর্মী ও ছাত্রদের উপযোগিতার মাধ্যমে গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষা পদ্ধতি অবিলম্বে চালু হওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাবক : **ফণিভূষণ রায়**
সমর্থক : **প্রদীপ চৌধুরী**

নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ।

নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষ-নের কাঠামো বিবেচনা করার জন্য বিভিন্ন স্তরে আরো আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতায় এই ধরনের আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত করার বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উদ্যোগ নিতে এই সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে। এই সম্মেলন আরো মনে করে যে, গ্রন্থাগার পত্রিকায় এ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাবক : **প্রবীর রায়চৌধুরী**
সমর্থক : **রামকৃষ্ণ সাহা**

বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে

১। গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সম্পর্কে

এই সম্মেলন গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে আজ পর্যন্ত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য কোন নতুন বেতন হার চালু করা হোলনা। অবহেলিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের নতুন বেতনহার চালু করার দাবী দীর্ঘ দিনের কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে একেবারে নীরব। তাই সম্মেলন দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করে যে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য অবিলম্বে নতুন বেতনহার চালু করা হোক। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিমাসে নিয়মিত বেতন দেওয়ার দাবীও এই সম্মেলন করছে।

২। স্কুল গ্রন্থাগার সম্পর্কে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি স্কুল গ্রন্থাগারিকদের যে বেতনক্রম ধার্য করেছেন এই সম্মেলন সেই সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই সম্মেলন মনে করে বিদ্যালয় স্তরে নিযুক্ত গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সমতুল শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের সমতুল হওয়া উচিত। এই বিষয়ে এই সম্মেলন পঃ বঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করে যে অবিলম্বে ঘোষিত বেতনক্রম বাতিল করে শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম ঘোষণা করা হোক।

৩। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে

(ক) ১. ৪. ৬৬র পূর্বে যে সমস্ত গ্রন্থাগারিক / উপ-গ্রন্থাগারিক / সহ-গ্রন্থাগারিক কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছেন, গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে তাদের বেতনক্রমে এখনো পর্যন্ত fixation করা হয়নি। এই সম্মেলন মনে করে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবিষয়ে অগ্রণী হয়ে অবিলম্বে fix-tion এর কাজ সম্পন্ন করা উচিত।

বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়।

(খ) ১. ৪. ৬৬র পূর্বে যে সমস্ত গ্রন্থাগারিক, উপ-গ্রন্থাগারিক, সহ গ্রন্থাগারিক কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে যে বেতনক্রম ১৯৭৪ সালে কতকগুলি সর্ত

সাপেক্ষে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়েছেন। এই সম্মেলন দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছে যে উল্লিখিত গ্রন্থাগারিকদের যোগদানের তারিখ হতে এই বেতনক্রম চালু করতে হবে। ১৪০ টাকা বেতনের ন্যূনতম সর্ত অবশ্যই বাতিল করতে হবে।

(গ) এই সম্মেলন মনে করে যে কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, দীর্ঘদিন অতীত হওয়া সত্বেও এখনো তাঁর রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি। সম্মেলন দাবী করছে যে অবিলম্বে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা উচিত।

(ঘ) এই সম্মেলন মনে করে যে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের গ্রন্থাগারে নিযুক্ত সমস্ত বৃত্তিকুশলী কর্মীদের বেতনক্রম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

প্রস্তাবক : **প্রদীপ চৌধুরী**
সমর্থক : **রামকৃষ্ণ সাহা**

ক্যাজুয়াল প্রথা অবসান সম্পর্কে

এই সম্মেলন গভীর দুঃখের সংগে লক্ষ্য করছে যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কিছু গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে এবং তাদের চাকুরীর সর্ত বলে কিছু থাকছে না, যে সমস্ত গ্রন্থাগারে দৈনিক হারে গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োজিত হচ্ছে সেই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রধানদের এই সম্মেলন অনুরোধ করছে তাঁরা যেন এই ব্যবস্থা বন্ধ করে মাসিক বেতনের ভিত্তিতে সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারকর্মী নিয়োগ করেন এবং ওভারটাইমের বিলোপ সাধন করেন।

প্রস্তাবক : **প্রদীপ চৌধুরী**
সমর্থক : **অমিতা রায় চৌধুরী**

আলোচনা

সন্তোষ বসাক : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এইভাবে লোক নিয়োগের ফলে উদ্ভূত জটিলতা বর্ণনা করে বলেন এভাবে লোক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান একটি ব্যবহারিক বিদ্যা, অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে বৃত্তিগত শিক্ষা লাভ করে অনেকে কাজ পান না; রবীন্দ্রভারতীর ক্ষেত্রে বলা যায় লোক নিয়োগের কোন উপায় পাওয়া যাচ্ছে না এবং বলা হয় এ বিষয়ে সরকারী বিধিনিষেধ আছে। কিন্তু গ্রন্থাগারে অজস্র বই জমে আছে এবং জমছেও। বিনা পারিশ্রমিকে ট্রেনিংএর স্বার্থে লোক নিয়োগ করার কথা হয়েছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ নারাজ; বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের টাকা ব্যবহার করে দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে ব্যবহারিক প্রয়োগ শিক্ষা উৎসাহী ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়েছিল। যা হোক সমস্ত বিষয়টি আরও বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক কমিটির নিকট প্রেরণ করা হোক।

প্রবীর রায় চৌধুরী প্রস্তাবটি সমর্থন করে বলেন, এই ধরনের প্রবণতা রোধ করা দরকার—এইভাবে চললে নতুন কোন post তৈরী হবে না। এই প্রসংগে একটি সংশোধনী সংযোগ করে বলেন—ওভারটাইম বন্ধ হওয়া দরকার।

ব্যোমকেশ মাইতি : গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজদের ন্যাশনাল কাউন্সিল-এ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে -যে নীতিগতভাবে সরকার ক্যাজুয়াল লেবার নিয়োগের বিরোধী। তিনি প্রস্তাবটি সমর্থন করে বলেন যদি library science practice oriented হয় তাহলে এ অবস্থার অবসান হবে।

রামকৃষ্ণ সাহা—ক্যাজুয়াল লেবার, ওভারটাইম প্রভৃতি কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থের জন্য করেন এবং এটাই তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা। শুধু তাই নয় অ-নিয়মমাফিক নিয়োগের ঝোঁক বর্তমান, যে অনুপাতে কাজ বাড়ছে সে অনুপাতে কর্মী বাড়ছে না—সুতরাং এব্যাপারে পিছু হটার কোন কারণ নেই।

রমেশ চন্দ্র সাহা—রবীন্দ্রভারতীর নৈশ ছাত্র সংসদের দাবী—ক্যাজুয়াল লেবার নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

ফণিভূষণ রায়—নিয়মিত কাজের জন্য casual labour নিয়োগ অন্যায় কিন্তু casual কাজের জন্য casual labour নিয়োগ প্রয়োজন। রবীন্দ্রভারতী ছাত্রসংসদের দাবী সঙ্কীর্ণতা প্রসূত।

অজয় ঘোষ—সমস্ত প্রকারের casual labour প্রথা বিলোপ করা দরকার—ক্যাজুয়াল কাজ বলে কিছু হয় না, যদি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে work-load এর মূল্যায়ন করা হয়।

প্রস্তাবকের সংশোধনী ও প্রবীর রায় চৌধুরীর সংশোধনী সহ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মিউজিয়ামের মূর্তি চুরি সম্পর্কিত প্রস্তাব

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর স্বদেশের অমূল্য দুষ্প্রাপ্য প্রত্নমূর্তি বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থলাভের উদ্দেশ্যে ও ব্যক্তিগত উদগ্র লালসা চরিতার্থ করিবার জঘন্য প্রবৃত্তি সম্পন্ন কতিপয় ভারতীয়ের মধ্যে দেখা যাইতেছে। ইহার ফলে মাঝে মাঝে কোন কোন সংগ্রহশালা হইতে নানা প্রকার যোগসাজসের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে মূর্তি অপহৃতও হইয়াছে ; যাঁহারা দেশের সংস্কৃতি বিনাশক এই অপকার্যে লিপ্ত আছে তাহাদিগকে সম্মেলন দেশের শত্রু বলিয়া মনে করে। যাহাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের অপকর্মের পুনরাবৃত্তি না ঘটিতে পারে তাহার জন্য এই সম্মেলন ভারতের জনগণকে এই চৌর্যবৃত্তি রোধার্থে অধিকতর সজাগ হইতে এবং ভারত সরকারকে গুরুদণ্ড বিধায়ক আইন প্রণয়ন করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে। ইহার ইংরাজী অনুবাদ ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হউক।

প্রস্তাবক : **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**
সমর্থক : **অজয় ঘোষ**

বৃটিশ আমলে নিষিদ্ধ পুস্তক সম্পর্কে

বৃটিশ আমলে বহু পুস্তক, ছবি, রেকর্ডে তোলা সঙ্গীত ও অন্যান্য জিনিষ রাজদ্রোহাত্মক বলিয়া জনগণের নিকট নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। তৎসমুদয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আজও সরকারী দপ্তরখানার অন্ধকার কক্ষে মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তক প্রভৃতিতে তদানিন্তন আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ইতিহাসের গবেষকদের সংগ্রহণীয় অনেক উপকরণ উহাদের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। অতএব এই সম্মেলন ঐগুলিকে জনগণের গোচরে আনিয়া তাহাদের স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের অবাধ সুযোগদানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে জাতীয় গ্রন্থাগারের রক্ষণাধীনে সমর্পন করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে। এই প্রস্তাবের নকল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হউক।

প্রস্তাবক : **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**
সমর্থক : **প্রদীপ চৌধুরী**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সম্পর্কিত কার্যক্রমের প্রস্তাব

এই জড় জগতে কোন একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নানা বিরূপ অবস্থার মধ্য দিয়া স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া একাদিক্রমে পঞ্চাশ বছর জনসেবায় বিরত থাকা একটি শ্লাঘা ও গর্বের বিষয়। অতএব পরিষদের এই পঞ্চাশৎ বর্ষটিকে জনস্মৃতিতে চির জাগরূক রাখার জন্য এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে পশ্চিমবঙ্গের সার্বজনীন গ্রন্থাগার সমূহ স্থানীয় অবস্থার উপযোগী কোন কার্যক্রম - যথা বৃক্ষরোপন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ; বালক বিভাগ, কৃষক বিভাগ, কুটির শিল্প বিভাগ স্থাপন ইত্যাদি গ্রহণ করিবার জন্য সচেষ্ট ও উদ্যোগী হউক।

প্রস্তাবক : **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**
সমর্থক : **সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়**

সম্মেলনের সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদ কর্মসচিব চঞ্চল কুমার সেন।

বাণীতীর্থের সম্পাদক শ্রীমৃন্ময় মল্লিক মহাশয় সংগঠনী সমিতির এবং বাণীতীর্থের পক্ষে সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সুনীল সেন রায় পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব এবং সম্মেলনের উপলক্ষে সকলকে অভিনন্দন জানান।

রতন গোস্বামী আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগারকে সম্মেলনের দায়িত্ব দেবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ধন্যবাদ জানান।

প্রমীল চন্দ্র বসু—সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেন যে আমরা বৎসরান্তে নতুন চিন্তা নিয়ে ফিরতে পারি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ে উপকৃত হই। পুরানো এবং নতুনের সমাবেশের যে আনন্দ তার মূল্য আছে। যে

[১৯শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

৩২ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা

কলিকাতা

১। বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (ইন্সটিটিউট অফ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা-১৬) ২। প্রসাদকল্প দাস ৩। রমেশচন্দ্র সাহা ৪। অজিত কুমার ব্যানার্জ্জী ৫। ফণি ভূষণ রায় (কমার্শিয়াল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড রিডিং রুম) ৬। সুচিত্রা গাঙ্গুলী ৭। অরুণ কুমার মুন্সী ৮। বিনয় কুমার গুহ (আচার্য্য পি. সি. রায় পলিটেকনিক) ৯। ব্যোমকেশ মাইতি ১০। দীপক কুমার রায় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ১১। গৌরহরি সাহা (ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েট লাইব্রেরী, রাইটার্স বিল্ডিং কলিকাতা-১) ১২। কমলা মিত্র (ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েট লাইব্রেরী, রাইটার্স বিল্ডিংস কলিকাতা-১) ১৩। পূর্ণেন্দু প্রামাণিক ১৪। শশাঙ্ক কুমার বাগচী ১৫। শ্যামল রায় চৌধুরী ১৬। সুধীর ব্রহ্ম ১৭। সুনীল মণ্ডল ১৮। রামকৃষ্ণ সাহা ১৯। প্রদীপ চৌধুরী ২০। বিজয়পদ মুখার্জ্জী ২১। মঙ্গল প্রসাদ সিন্‌হা ২২। প্রবীর রায় চৌধুরী ২৩। মৃণাল কান্তি কুমার ২৪। অমর কৃষ্ণ ঘোষ ২৫। শান্তি পদ ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ২৬। মণিকা দত্ত (ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেণ্ট) ২৭। নিতাইচন্দ্র ঘোষ ২৮। যমুনা ঘোষ (গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া স্টেশনারী অফিস) ২৯। অমিয় কুমার ব্যানার্জ্জী ৩০। নীলিমা দত্ত ৩১। অনিমা সেনগুপ্ত (নেতাজী নগর কলেজ) ৩২। চঞ্চল কুমার সেন ৩৩। অজয় কুমার ঘোষ (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) ৩৪। বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী (জাতীয় গ্রন্থাগার) ৩৫। নির্মলেন্দু মুখার্জ্জী ৩৬। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭। সুনীল কুমার রায় (রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার) ৩৮। হিরণ কুমার দত্ত ৩৯। সৌরেন্দ্র মোহন গাঙ্গুলী ৪০। শুক্লা চক্রবর্তী ৪১। দীপ্তি ময় রায় (ব্রিটিশ কাউন্সিল) ৪২। রতন কুমার দাস (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) ৪৩। কুমার চন্দ্র পান ৪৪। শোভেনলাল বোস ৪৫। শোভেন লাল বোস (শৈলেশ্বর লাইব্রেরী ৪৬। পি, প্রামাণিক (মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী)

কুচবিহার

৪৭। নির্মলচন্দ্র চক্রবর্তী ৪৮। জগদীশচন্দ্র সরকার (রবীন্দ্র পল্লী পাঠাগার মারুগঞ্জ) ৪৯। দীনেশচন্দ্র সেন (শিক্ষা ও সংস্কৃতি সদন, পুণ্ডীবাড়ী) ৫০। অরুণ কুমার ভট্টাচার্য্য (রবীন্দ্র পাঠাগার, বলরামপুর) ৫১। সুবল চন্দ্র সাহা (বাণী নিকেতন রুরাল লাইব্রেরী, বক্সীহাট) ৫২। সুজিত কুমার গোস্বামী (টি, এন, পাঠাগার রুরাল লাইব্রেরী, সালডাঙ্গা) ৫৩। সুনীল কুমার কর্মকার (চিলাখানা ইউনিয়ন রুরাল লাইব্রেরী, তুফানগঞ্জ)

চব্বিশ পরগণা

৫৪। রতন কুমার সাধু ৫৫। গীতা চন্দ্র দে (বনগাঁ পাবলিক লাইব্রেরী এ্যাণ্ড টাউন হল) ৫৬। ধ্রুবজ্যোতি দত্ত ৫৭। প্রমীলচন্দ্র বসু ৫৮। রাসবিহারী মিত্র (চণক পাঠাগার) ৫৯। বঙ্কিম চ্যাটার্জী (বিবেকানন্দ সেণ্টেনারী কলেজ, রহড়া) ৬০। সুধীন্দ্র নাথ মিত্র (এইচ, এস, এম, পি স্কুল, রহড়া) ৬১। অমিতা কুণ্ডু ৬২। ভোলানাথ গড়াই ৬৩। অমলাংশু সেনগুপ্ত (চব্বিশ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী) ৬৪। সন্তোষ কুমার বসাক (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) ৬৫। গুরুশরণ দাশগুপ্ত ৬৬। প্রবীর কুমার রায় (সংগঠনী এরিয়া লাইব্রেরী এ্যাণ্ড অডিও ভিসুয়াল ইউনিট) ৬৭। শীতল কুমার মুখার্জী ৬৮। সুবীর ঘোষ (দমদম মতিঝিল কলেজ)

জলপাইগুড়ি

৬৯। নিতীশ বসু (মিলন সংঘ লাইব্রেরী) ৭০। দেবব্রত মুখার্জী (শালবনী সংঘ গ্রন্থাগার, চালসা)।

দার্জ্জিলিং

৭২। স্বপন কুমার বাগচী (শিলিগুড়ি কলেজ) ৭৩। নিত্যরঞ্জন গুহ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) ৭৪। সুনীল কুমার ঘোষ (বি, আই, শিলিগুড়ি, এস, এ, আর লাইব্রেরী)

নদীয়া

৭৫। সুশান্ত কুমার দে (রাণাঘাট কলেজ) ৭৬। বিশ্বনাথ সিন্‌হা (নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী) ৭৭। রঞ্জিৎ কুমার দাস (দক্ষিণ পাড়া বিবেকানন্দ রুরাল লাইব্রেরী) ৭৮। অনিল কুমার কর (প্রজ্ঞানানন্দ আর, এ, লাইব্রেরী) ৭৯। কেশবলাল চক্রবর্তী (কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল কাম মিউজিয়াম) ৮০। মদন মোহন মল্লিক (নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী)

পুরুলিয়া

৮১। মীরা দত্ত (নিস্তারিণী মহিলা মহাবিদ্যালয়) ৮২। রাঘব চন্দ্র কুইরী (পাবা জহর পাবলিক লাইব্রেরী) ৮৩। কাজল পুইতণ্ডি (নারায়ণপুর মৌমাছি গ্রন্থাগার) ৮৪। সুশান্ত কুমার হাজরা (জেলা গ্রন্থাগার; পুরুলিয়া) ৮৫। বদন চন্দ্র ভাণ্ডারী (বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির) ৮৬। প্রণত মুখোপাধ্যায় ৮৭। সুভাষচন্দ্র শেঠ (যোগানন্দ সাধারণ পাঠাগার) ৮৮। ধীরেন্দ্রনাথ গোঁসাই (পাথরমহার শ্রীরাম গ্রন্থগার) ৮৯। বিশ্বনাথ কোলে (জেলা গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া)

বর্ধমান

৯০। বিভাস রঞ্জন হাজরা (উচালন পাঠাগার) ৯১। নিমাইচরণ কর (নূতনহাট মিলন পাঠাগার) ৯২। হবিবর রহমান মণ্ডল (কাটসিহি ত্রিপল্লী পাঠাগার) ৯৩। লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, সাটিনন্দী) ৯৪। বেনীমাধব নায়ক (যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, সাটিনন্দী) ৯৫। গোলকনাথ রায় (উচালন পাঠাগার) ৯৬। এস, আর দাশগুপ্ত ('এ' জোন এম পি. স্কুল, দুর্গাপুর)

বাঁকুড়া

৯৭। ফণিভূষণ দে (মণ্ডপকুলি বাণী গ্রন্থাগার) ৯৮। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (উদয়ন সংঘ সাধারণ পাঠাগার) ৯৯। গোপালচন্দ্র পাল (ধ্রুব সংহতি, বালসী) ১০০। জ্যোৎস্না ব্যানার্জী (গৌরীশঙ্কর বুক ব্যাঙ্ক রুর‍্যাল লাইব্রেরী) ১০১। পঞ্চানন সিংহ (রবীন্দ্র পাঠাচক্র, সিমলা পাল) ১০২। অসিত কুমার মুখার্জী (তালডাংরা গ্রামীন গ্রন্থাগার) ১০৩। সুখেন কুমার দাস (জেলা গ্রন্থাগার, বাঁকুড়া) ১০৪। নিরঞ্জন ভদ্র (কোতুলপুর হিতসাধন গ্রামীণ গ্রন্থাগার) ১০৫। ভাস্কর শর্মা (ঐ)

বীরভূম

১০৬। উমা গাঙ্গুলী (বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার) ১০৭। তরুণ রায় (বেরগ্রাম পল্লী সেবা নিকেতন রুরাল লাইব্রেরী) ১০৮। প্রশান্ত দত্ত (প্রগতি সংস্কৃতিচক্র রুরাল লাইব্রেরী) ১০৯। মিহির কুমার রায় (দক্ষিণ গ্রাম তরুণ সংঘ রুরাল লাইব্রেরী) ১১০। শান্তি কুমার ঘোষ (চৌহাটা স্মৃতি রুরাল লাইব্রেরী) ১১১। শিশির কুমার নন্দী (কুচুই ঘাট, এম, এস গর্ভমেন্ট স্পনসর্ড রুরাল ১১২। সুধাময় দাস ১১৩। সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত (কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি)

মুর্শিদাবাদ

১১৪। ব্রজ দুলাল গোস্বামী (মহেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার, নিমতিতা) ১১৫। চিত্তরঞ্জন মণ্ডল (দেশবন্ধু পাঠাগার, রঘুনাথপুর)

মেদিনীপুর

১১৬। চিত্তরঞ্জন পাহাড়ী (বন্দাহী শিশির স্মৃতি রুরাল পাঠাগার) ১১৭। পুলিন বিহারী সাউ (বাঘাস্টি শ্রীনিবাস স্মৃতি পাঠাগার) ১১৮। ব্যোমকেশ ঘোষ (রাধাবল্লভপুর পাবলিক লাইব্রেরী) ১১৯। শচীনন্দন কর্মকার (সুরদিহ সমাজ কল্যাণ গ্রন্থাগার) ১২০। প্রভাংশু কুমার দাস (দাঁতন সোস্যাল ক্লাব এ্যাণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী) ১২১। নীতিশ চন্দ্র পট্টনায়ক (ধনগাঁ, জ্ঞানের আলো গ্রন্থাগার) ১২২। নন্দলাল পাঁজা (মণীন্দ্র পাঠাগার, সুতাহাটা) ১২৩। সত্যেন্দ্র নাথ বোস (পিঙ্গলা থানা ভি, এম, বি, জে, এস রুরাল লাইব্রেরী) ১২৪। সুভাষচন্দ্র সাউ (ব্যোমনীলিমা রুরাল লাইব্রেরী) ১২৫। নির্মল কুমার ব্যানার্জী (কোলাঘাট দেশপ্রাণ লাইব্রেরী) ১২৬। রবীন্দ্রনাথ মোদক (ঐ) ১২৭। বিশ্বনাথ সাঁতরা (ঘাটাল সাধারণ প্রগতি পাঠাগার) ১২৮। হিমাংশু চ্যাটার্জী (সিলদা তরুণ সঙ্ঘ রুরাল লাইব্রেরী) ১২৯। এস, সি. দে. (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পাঠাগার ১৩০। সুশান্ত গাঙ্গুলী (শালবনী পাঠাগার) ১৩১। রাসবিহারী মাইতি (শহীদ পাঠাগার) ১৩২। অনিল কুমার দাস (তুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন ১৩৩। সর্বেশ্বর মিশ্র (বাগমারী রুরাল লাইব্রেরী) ১৩৪। সন্তোষ কুমার দাস (এগরা সদর পাঠাগার রুরাল লাইব্রেরী) ১৩৫। পঞ্চানন মাহাতো (আরগোদা এরিয়া লাইব্রেরী) ১৩৬। তারাপদ মাইতি (সর্বোদয় পাঠাগার) ১৩৭। সুরেন্দ্র নাথ পাল (আই, সি, ভি, পলিটেকনিক সেবায়তন) ১৩৮। তারাপদ পণ্ডিত (মালঞ্চশ্রী পাঠাগার) ১৩৯। অজিত কুমার ঘোষ (হাল্যোয়াসিয়া সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী) ১৪০। বাঁশরী মোহন দে (চন্দ্রকোনা রুরাল লাইব্রেরী) ১৪১। অজিত কুমার ঘোষ (চালখানা পাগলীমাতা গ্রন্থাগার) ১৪২। দামোদর রায় (কুয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার) ১৪৩। রামরঞ্জন ভট্টাচার্য (জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক) ১৪৪। অমর সারংগী (রামনারায়ণ পাঠাগার) ১৪৫। নিমাই চাঁদ মাঝি (রসিকগঞ্জ রবীন্দ্র পাঠাগার) ১৪৬। দিলীপ কুমার চক্রবর্তী (সেবায়তন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়) ১৪৭। এস, কে, হালদার (আই আই টি, খড়্গপুর) ১৪৮। অশ্বিনী সেন (জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর) ১৪৯। অসীম কুমার বঙ্গ (আই. আই. টি) ১৫০। এ. কে. মহাপাত্র (ঐ) ১৫১। সুবিমল কান্তি কর্মকার (ঐ) ১৫২। পি. কে. ব্যানার্জী (ঐ) ১৫৩। মোহনলাল সেন (ঐ) ১৫৪। যতীন্দ্র নাথ পুর্তি ঐ ১৫৫। নারায়ণ চন্দ্র দে (ঐ) ১৫৬। ক্ষিতীন্দ্র রাম পাণ্ডা (ঐ) ১৫৭। পি. আর মজুমদার (ঐ) ১৫৮। গোবর্ধন নায়েক (ঐ) ১৫৯। রমেন্দ্র পাল (ঐ) ১৬০। প্রজেশ কুমার কুণ্ডু (ঐ) ১৬১। ঘণ্টেশ্বর নন্দী (ভেতিয়াচণ্ডী হাই স্কুল) ১৬২। এম, এল, চক্রবর্তী (আই আই টি) ১৬৩। পি কে কর (ঐ) ১৬৪। আর সি পারিয়া (ঐ ১৬৫। এ. কে. মুখার্জী ঐ ১৬৬। মিতা দাশগুপ্তা (ঐ) ১৬৭। অরুণ কুমার ঘোষ (ঐ) ১৬৮। নলিনী কান্তি দাস (ঐ) ১৬৯। রতন গোপাল গোস্বামী (আলাপনী সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী) ১৭০। কমলচন্দ্র মণ্ডল (সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়) ১৭১। বিশ্বনাথ সিনহা (আলাপনী সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী) ১৭২। সুকুমার চ্যাটার্জী (ঐ) ১৭৩। গোকুল চন্দ্র মাহাতো (এরগোদা নিত্যানন্দ বিদ্যায়তন) ১৭৪। রাধাশ্যাম বিবর (তেজপুর বিশ্ববাণী পাঠাগার)

হুগলী

১৭৫। ধ্রুব নন্দী রায় (ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী) ১৭৬। ননী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ) ১৭৭। দীনবন্ধু ঘোষ (শরৎ চন্দ্র সমিতি পাঠাগার) ১৭৮। অনঙ্গ মোহন ভট্টাচার্য (পাণ্ডুয়া ইউ. বি. ভিলেজ হল) ১৭৯। অমর নাথ চ্যাটার্জী ১৮০। দাশরথি ভট্টাচার্য (আশুতোষ স্মৃতি মন্দির রুরাল লাইব্রেরী) ১৮১। অনিল কুমার দত্ত (হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার) ১৮২। গোপাল নারায়ণ চৌধুরী (জয়গঞ্জ স্মৃতি পল্লী পাঠাগার)

হাওড়া

১৮৩। অসিত কুমার চক্রবর্তী (হাওড়া, ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী) ১৮৪। শিশির কুমার ঘোষাল (ঐ) ১৮৫। প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (হাওড়া সেবা সংঘ লাইব্রেরী) ১৮৬। বলরাম মণ্ডল (বাণীবর কল্যাণব্রত সংঘ লাইব্রেরী) ১৮৭। পঙ্কজ কুমার মজুমদার (বীণাপানি লাইব্রেরী) ১৮৮। শচীন ভট্টাচার্য।

---

৩২ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

[১৬শ পৃষ্ঠার পর]

আন্তরিকতা এবং আপ্যায়ন লাভ করেছেন তার জন্য উদ্যোক্তাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানান। যে সুন্দর স্মৃতি নিয়ে আমরা ফিরে যাচ্ছি তা আমাদের মনে জাগরূক থাকবে।

প্রতিবেদক—অজয় কুমার ঘোষ
দীপ্তিময় রায়, রামকৃষ্ণ সাহা, ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

বৃত্তিভিত্তিক পদনাম প্রসঙ্গে

(১)

মহাশয়,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীঅশোক বসু গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে বৃত্তিভিত্তিক পদনাম প্রবর্তনের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় (২৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮১) রেখেছেন। সেজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

সাধারণভাবে তাঁর প্রস্তাবগুলির সঙ্গে একমত হয়েও যেহেতু তিনি তাঁর কর্মস্থল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিভিত্তিক পদনামের প্রসঙ্গ উদাহরণ হিসেবে উত্থাপিত করেছেন, সেহেতু আমরা, তাঁর কয়েকজন সহকর্মী কয়েকটি কথা বলতে চাই যা তিনি বলেন নি।

শ্রীবসু তাঁর প্রস্তাবগুলির মধ্যে কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীর বৃত্তিভিত্তিক পদনাম কি হওয়া উচিত বলেন নি। বর্তমানে যখন বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং সেগুলিতে ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী নিযুক্ত হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক কর্মী বৃত্তিভিত্তিক পদনামের প্রশ্নটির গুরুত্ব স্বীকার না করে পারা যায় না। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্যে প্রস্তাবিত পদনামের মধ্য থেকে, এমনকি পরিচালক গ্রন্থাগারিক স্তরগুলির জন্য প্রস্তাবিত পদনামগুলির মধ্য থেকেও কোন একটী পদনাম বেছে নিয়ে বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সমীচীন হবে না। কারণ যত ছোট বিভাগীয় গ্রন্থাগার হোক না কেন পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত, প্রতিপাদন ইত্যাদির সামগ্রিক দায়িত্বের সমতুল্য কোন দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ছাড়া অন্য কোন পরিচালক গ্রন্থাগারিকের থাকে না। বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক-দের ভূমিকার এই দিকটী ভেবে দেখা উচিত। সেজন্য আমরা প্রস্তাব করি বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার দায়িত্বে আসীন গ্রন্থাগার কর্মীদের "বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক" পদনাম হওয়া উচিত। এদের পরিচালনায় অন্য যেসব গ্রন্থাগার কর্মী কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে "গ্রন্থাগারিক ২।৩।৪ অথবা "সহযোগী গ্রন্থাগারিক" / "সহকারী গ্রন্থাগারিক ১" / "সহকারী গ্রন্থাগারিক ২" ইত্যাদি পদনামগুলির মধ্য থেকে যে কোন একটী বা একাধিক পদনাম প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করা উচিত।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়ে শ্রীবসু এক জায়গায় বলেছেন, "এই পদনাম পরিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আর্থিক দায়দায়িত্ব নেই এবং বর্তমান স্তরের বা কর্মী কাঠামোরও কোন পরিবর্তন হবে না।" একটু পরেই তিনি আবার বলেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৃত্তিভিত্তিক পদনাম নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে একটী প্রস্তাবও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু একটী স্তরে আর্থিক দায়িত্ব থাকায় প্রস্তাবটী কার্যকরী হয় নি।" উক্তি দুটী পরস্পর বিরোধী এবং এই পরস্পরবিরোধীতা আরও বেশী করে চোখে পড়ে কারণ শ্রীবসু নিজেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রন্থাগার কর্মী। অল্প পরিসরের মধ্যে সবকথা বলা না গেলেও একটী কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বৃত্তিভিত্তিক পদনাম প্রবর্তনের একমাত্র বাধা একই রকমের বৃত্তিকুশলী হওয়া সত্বেও এবং একই রকমের কাজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও এই গ্রন্থাগারের একদল কর্মী আর একদল কর্মীর তুলনায় নিম্নস্তরের বেতনক্রমের অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘকাল তাঁরা কর্তৃপক্ষের এই বৈষম্যমূলক আচরণের বলি হয়ে আসছেন। কাজেই এর প্রতিকার না হলে, কর্তৃপক্ষের কোন আর্থিক দায়ভাগ থাকবে না এরকম কোন বৃত্তিভিত্তিক পদনাম প্রবর্তনের প্রচেষ্টা এঁরা মেনে নিতে পারবেন না। আমরা মনে করি অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতিরেকে শুধু বৃত্তি-ভিত্তিক পদনামের উপর জোর দেওয়া অন্তত এক্ষেত্রে যেন-তেন-প্রকারে জাতে ওঠার চেষ্টারই নামান্তর।

একথাগুলি বলা না হলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বৃত্তিভিত্তিক পদনাম প্রবর্তনের প্রসঙ্গে "গ্রন্থাগার" পত্রিকার পাঠকবর্গ বিভ্রান্ত হতে পারতেন।

ভবদীয়

১। চিত্তরঞ্জন দত্ত ২। নন্দিতা চক্রবর্তী ৩। সুনন্দা বসু ঠাকুর ৪। সুজাতা ঘোষাল ৫। গীতা মজুমদার ৬। শিপ্রা চৌধুরী ৭। অমিতা রায়

(বিভাগীয় গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী কর্মীবৃন্দ,

(২)

মহাশয়,

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বহু বৃত্তিকুশলী কর্মী নেহাৎ অর্থহীন 'উপাধির' নামাবলী গায়ে জড়িয়ে অমর্যাদাকর বেতনহার এ কাজ করে চলেছেন। সমাজের অর্থ নৈতিক দুরবস্থার বলি এই সকল শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত অর্থবহ 'উপাধি' পর্য্যন্ত জোটেনি। চিত্রটি সমাজ নিয়ন্তাদের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রকৃতই অজ্ঞতার পরিচায়ক। শ্রীঅশোক বসু "গ্রন্থাগার" পত্রিকার পৌষ (১৩৮১) সংখ্যায় নিবন্ধাকারে 'বৃত্তিভিত্তিক পদনাম' শিরোনামায় আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন।

শুরুতেই বলে রাখছি—গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন নামের যে সকল 'ডেজিগ্‌নেশান' রয়েছে সেগুলোকে 'পদনাম' না বলে গ্রন্থাগার কর্মীদের 'উপাধি' বা নিদেন পক্ষে 'পদবী' হিসেবে চিহ্নিত করাই আমার মতে সমীচীন। কারণ 'ডেজিগ্‌নেশান'-এর বাংলা পরিভাষা 'উপাধি' বলেই পাওয়া যায়। উপরন্তু শ্রীবসুর ব্যবহৃত 'পদনাম' শব্দটি পদের নামকে ছাড়িয়ে উক্ত পদে নিয়োজিত ব্যক্তিটির পরিচায়ক হিসেবে গণ্য হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যেমন কোনও গ্রন্থাগার 'ক' নামক 'পদে' শ্রীযুক্ত রামবাবু নিয়োজিত হলে তাঁকে রাম বাবু 'ক' নামটি পদের নাম হলেও রাম বাবু নামের পরে এসে তাঁর উপাধিরূপে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া রাজ্যপাল, ভাইস্ চ্যান্সেলার, অধ্যক্ষ এসবই উপাধি হিসেবেই চিহ্নিত। কাজেই 'পদনামের' পরিবর্তে 'ডেজিগ্‌নেশানের' বাংলা পরিভাষা 'উপাধিকেই' বেছে নেয়া ভাল বলে মনে করি।

শ্রীবসুর নিবন্ধের মূল সুরটি অর্থাৎ বৃত্তি ভিত্তিক উপাধি প্রচলনের প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে একটি ভাল সুপারিশ। তবুও যেখানে তিনি বলেছেন যে গ্রন্থাগারে নিয়োজিত সকল পেশাগত শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের 'গ্রন্থাগারিক' বলে অভিহিত করা হোক এবং গ্রন্থাগারিক ১, ২, ৩ বা অনুরূপ ভাবে শ্রেণী বিভাজনের দ্বারা বর্তমানের উপাধিগুলো বিশেষ করে গ্রন্থাগার সহকারীদের রূপান্তরিত করা হোক সেখানে আমার চিন্তা কিছুটা অন্য ধরনের হয়ে পড়ছে (যা শ্রীবসু মধ্যযুগীয় বলেছেন)। আমি কিন্তু 'গ্রন্থাগারিককে 'গ্রন্থাগারিক' রূপেই রাখতে আগ্রহী। তাঁর 'উপ' এবং 'সহ' পর্য্যন্তও কোনও পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখি না।

গ্রন্থাগারিকের ইংরাজি প্রতিশব্দ লাইব্রেরীয়ান 'অক্স্‌ফোর্ড ইংলেশ ডিক্সনারি' অনুযায়ী লাইব্রেরীয়ানের অর্থ যা পাওয়া তা হল—'কাস্টডিয়ান অব লাইব্রেরী' বাংলায় গ্রন্থাগারিকের অর্থ হল—গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ। এমতাবস্থা একাধিক অধ্যক্ষ একটি প্রতিষ্ঠানে (নামে হলেও এবং বিভিন্ন স্তরের হলেও) দেখতে চাওয়া আরও একটি ভ্রান্তিজনক হবে। একথা খুবই সত্য যে পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ গ্রন্থাগার পরিচালনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন কিন্তু তবুও তাদের উপযুক্ত 'উপাধি' দিতে গিয়ে গ্রন্থাগারিক ১, ২ বা ৩ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি না। এই চিহ্নিত করণ যদি ইউ-জি-সির চিন্তা নায়ক-দের সুপারিশের প্রয়োজনে আজ জরুরী বলে বিবেচিত হবে থাকে তবে আমাদের কর্তব্য হবে ওঁদের চিন্তাকে উপযুক্ত পথে নিয়ে আসা। ওঁদের পথে আমরা গা ভাসাতে পারি না এবং তা উচিতও নয়, জীবদেহে হাত, পা, চোখ প্রভৃতির গুরুত্ব কিছু কম নয় তবুও আমরা কেবল মাথাকেই মাথা বলি। হাত, পা বা অন্য কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে মাথা-১, মাথা-২ বা অনুরূপ ভাবে চিহ্নিত করি না। তা সম্ভবও নয়। কাজেই 'গ্রন্থাগারিক' তাঁর 'উপ' এবং 'সহ' নিয়ে থাকবেন। নীচের পর্য্যায়ের বৃত্তি কুশলী কর্মীদের তাঁদের কার্য্য বিচারে ভিন্ন প্রকারের উপাধি সুপারিশ করা প্রয়োজন।

শ্রীবসু অষ্টম অনুচ্ছেদে 'এক' উপ বিভাগে মুখ্য গ্রন্থাগারিকের উল্লেখ করেছেন। মুখ্য গ্রন্থাগারিক এর অর্থ

হ'ল—প্রধান গ্রন্থাগার অধ্যক্ষ। এক্ষেত্রেও সেই মাথার উপর প্রধান মাথার প্রশ্ন। কাজেই যদিও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের উপাধি সম্ভবত সমগ্র ভারতে একটি বিরল দৃষ্টান্ত তবুও একথা মনে করতে পারছি না যে ঐ 'পদ' সৃষ্টি গ্রন্থাগার এর প্রয়োজনেই হয়েছে। তাছাড়া মাথার উপর মাথা বসানোর ব্যাপারটা আরও বিস্তার লাভ করুক এ জিনিষ আমাদের প্রস্তাবে স্থান পাওয়া ঠিক নয়। বরং আমরা পেশাদার বৃত্তি কুশলী কর্মীদের কর্মস্তর বিবেচনা করে উপযুক্ত এবং অর্থবহ "উপাধির" অন্বেষণ করতে পারি।

আমার বিবেচনায় পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত বৃত্তি কুশলী কর্মীদের উপযুক্ত 'উপাধি' না পাবার কারণ হল সমাজের নিয়ন্ত্রকবর্গের গ্রন্থাগার ও তার কর্ম প্রণালী সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। কাজেই আমরা এমন 'উপাধি' সৃষ্টি করতে যাব অর্থবহ হবে এবং 'উপাধি'গুলো থেকেই গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ড সাধারণ্যে ক্রমে প্রচারিত হবে। অদূর ভবিষ্যতে সমাজ এই সকল নূতন উপাধিকে স্বীকৃতি দেবে উপযুক্ত বেতন হার এর সোনার কাঠির পরশে।

কাজেই গ্রন্থাগারিকের পর 'উপ' এবং সহ গ্রন্থাগারিক পর্য্যন্ত গিয়ে (সহ-গ্রন্থাগারিক একাধিক থাকতে পারেন) নিয়োজিত কর্মের উপর ভিত্তি করে অপরাপর বৃত্তি কুশলী কর্মীদের আমরা পরিগ্রহ কর্ত্তা, সংরক্ষণ কর্ত্তা, সরবরাহ কর্ত্তা, তথ্য সরবরাহ কর্ত্তা, (এদের প্রত্যেক পদের সহকারী থাকতে পারেন। সূচী কারক, প্রবন্ধ সূচীকারক প্রভৃতি উপাধির সুপারিশ করতে পারি। এই সকল পদে বর্ত্তমানে কর্মরত গ্রন্থাগার সহকারী বৃন্দ অনায়াসেই স্থান পেতে পারবেন।

পরিশেষে এই কথাটাই বলতে চাইছি যে ত্রুটীপূর্ণ হলেও লাইব্রেরী এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট-এর মত লাবরেটরী এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট, ফিল্ড-এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট, হারবারিয়াম এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট প্রভৃতি পদ ও কিন্তু কিছু কম নেই। কাজেই আমাদের যুক্তি জানা যথেষ্ট উপযুক্ততার সঙ্গে এবং আপাত লাভের কথা না ভেবে (আমি বলছি না শ্রীবসু এমন কিছু ভেবেছেনই) বরং অর্থবহ মর্য্যাদা প্রদান কারী 'উপাধি' লাভের আশায়ই বিস্তার করা সমীচীন।

শশাঙ্ক বাগচী

১৮।২।৭৫

শরৎ জন্মশতবার্ষিকী ও গ্রন্থাগার আইন

অনঙ্গ মোহন ভট্টাচার্য

পাণ্ডুয়া ইউ. বি. ভিলেজ হল, পাণ্ডুয়া, হুগলী

এটাও ঠিকই যে শরৎ সাহিত্যের মত সৎ সাহিত্যের প্রচার বা জনসাধারণের মান উন্নয়নমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম—গ্রন্থাগার। আজ, শরৎ জন্ম শতবার্ষিকীর প্রাকমুহূর্তে এসে মূল্যায়ন হওয়া উচিৎ আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি কি অবস্থায় আছে। আমি বিশেষ করে গ্রাম বাংলার গ্রন্থাগারগুলির কথা বলতে চাই। আর একদিকে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন শরৎচন্দ্র সৃষ্ট পাঠক-জনতা (Reading Public) আজকের দিনের তথাকথিত সাহিত্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কি পাচ্ছেন।

স্বাধীনত্তোর যুগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি বহু মহাত্মার জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হ'ল। আমরা আশা করব যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এবং ভবিষ্যতে আমাদের দেশের সব জ্ঞানীগুণীরই জন্মবার্ষিকী ও জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হবে। এটার প্রয়োজনও আছে। কারণ ভবিষ্যৎ বংশধররা উক্ত সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তাদের অতীতকে জানবে। ইতিহাসকে জানবে। আর, নিজেদের ঐতিহ্যকে জেনে নিয়ে তবেই তারা দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে। কিন্তু, আজ রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হওয়ার অনেক পরেও আমরা রবীন্দ্র জন্মতিথিতে দেখি ধূপ-দীপ শোভিত রবীন্দ্র-পটে মাল্য দানের পর সাধারণতঃ কিছু আবৃত্তি ও গান বাজনার মধ্য দিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। কবিগুরু রচনার বিপুল সৃষ্টি আমাদের কাছে যথারীতি অনাদৃতই থেকে যায়। অবশ্য এ নিয়ে কথাবার্ত্তাও এই প্রথম নয়। এর আগেও বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা একটা সমস্যা এড়িয়ে গিয়েছেন। যদি কেউ রবীন্দ্র জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র সাহিত্য ইত্যাদি চর্চায় অনুপ্রাণিত হন। তবে তিনি কোথায় পাবেন উপযুক্ত পুঁথি পুস্তক। তিনি নিশ্চয় গ্রন্থাগারে যাবেন। কিন্তু, আমাদের গ্রন্থাগারগুলি কি পারবে তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে! আমি অবশ্য শহরের দু-চারটে বড় বড় গ্রন্থাগারের কথা বলছি না। আমি বলছি গ্রাম গঞ্জে ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির কথা। বিশেষ করে সরকার সরকার পরিচালিত গ্রামীন গ্রন্থাগার গুলির কথা। অথচ দেখুন এই ধরনের গ্রন্থাগারগুলি চলছে। জনপ্রিয়তাও বাড়ছে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ গ্রন্থাগারগুলির সভ্য সংখ্যা বাড়ছে। আর বাড়ছে পুস্তক বাড়ছে। আর বাড়ছে পুস্তক সংখ্যা। কিন্তু এখানে প্রশ্ন—কি ধরণের পুস্তক বাড়ছে? পাঠকদের মানের উন্নতি হচ্ছে কি? আর এ সমস্ত কিছুর সদুত্তর পেতে হলে প্রথমতঃ দেশে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আর এখানেই আমাদের দুঃখ। গ্রন্থাগার আন্দোলনে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ পথিকৃৎ রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও আজও এখানে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হ'ল না। আর এই বে-আইনের সুযোগে বড় বড় সরকারী আমলারা দিনের পর দিন গ্রন্থাগারগুলিতে অসাধু প্রকাশকদের যোগসাজসে লক্ষ লক্ষ টাকার অপাঠ্য কুপাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করে চলেছেন। সরকার নাবালকের মত সব জেনেশুনেও চুপচাপ হয়ে রয়েছে।

"১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসে হুগলী জেলার জেলার কোন্নগরে সেখানকার পাঠচক্রের এক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র। এই সভায় বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন বাঙ্গলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়। শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন -'কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটি উপকার আমরা পেয়েছি।

ইউরোপের নানা দেশের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তিনি যা বললেন হয়ত তার অনেক কথাই আমাদের মনে থাকবে না। কিন্তু আজ তাঁর বক্তৃতা শুনে আমাদের মনে জেগেছে একটা আকুলতা ইউরোপের গ্রন্থাগারের অবস্থা যে রকম উন্নত সে রকম অবস্থা আমাদের দেশে কবে হবে—তা কল্পনাও করা যায় না। তবে যেটুকু হওয়া সম্ভব, তার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।…

…যাঁর যে পরিমাণ শক্তি লাইব্রেরী আন্দোলনের জন্য (তিনি) যদি তাই তবে দেন দেশের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। আমাদের নিজেদের দেখার হয়ত অবসর জুটবে না। কিন্তু আশা হয়, আজকের দিনে যাঁরা তরুণ, যাঁরা বয়সে ছোট—তাঁরা নিশ্চয় এ কাজের ফল দেখতে পাবেন।'—ভোলানাথ রায় (শরৎচন্দ্র ২য় খণ্ড)। শরৎচন্দ্রের জীবনী গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যা যে তিনি গ্রন্থাগারের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতেন। তিনি এক জায়গায় এই 'গণ-বিশ্ববিদ্যালয়'গুলি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার যতটুকু প্রসার তা এই গ্রন্থাগারগুলির জন্যই সম্ভব হয়েছে।

আজ এত বছর পরেও কি শরৎ জন্ম শতবার্ষিকীতে এসে তাঁর অমর সাহিত্য সাধনা প্রচার ও প্রসারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম আমাদের গ্রন্থাগারগুলির কথা ভাববনা! আমরা আজ অনেক বিষয়ে ইউরোপ আমেরিকার মত উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করছি; কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় ওদের মত উন্নতি করতে না পারলে সমস্তটাই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। আর শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।—শরৎ জন্ম শতবার্ষিকীকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য, এই বৎসরই দেশে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার জন্য—গ্রন্থাগার আইন পাশ করা হউক। অমর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের প্রতি জাতির ঋণের কথা স্মরণ করে। তাঁর একটি আশা দেশে উন্নতর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনার মাধ্যম—তাঁর সাহিত্যকে আবার একবার জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেওয়া হোক।

English Abstracts

Twentieth century library movement in Bengal and role of Bengalees (1911-20) by **Pramil Chandra Bose**

Stated that library movement gathered momentum in different parts of India in second decade of the present century. Baroda found pioneer in organising public libraries to educate people. This movement had a positive impact over the other states. In 1912, first quarterly multilingual periodical 'Library Miscellany' was published. Punjab, found tried by employing Mr. Asa Don Dickinson to organise her University library. A Library Science course was also started. First 'All India Library Conference' was held at Lahore in 1918 at the initiative of Mr. Henry Sharp. Andhra Pradessh also came forward. First All India Public Library Conference was held at Madras in 1919. All India Public Library Association was formed on the basis of a resolution taken in that conference. In 1919 a special library named "Commercial Library and Reading Room" was established. Initiative was also taken by the elites to establish Hospital Library.

In the University sector Dr. M. E. Sadler was appointed as Chairman of the Calcutta University Education Commission in 1919 who strongly recommended in favour of independent library for the University. Impact of First World War enhanced the information seeking habit of the public observed. Ultimately 119 libraries were established in the said decade.

Contribution of Ranganathan in classification by **Maya Bhattacharyya.**

—Scientific basis of Librariansip and classification is one of the major contribution of Ranganathan. pragmatic research was converted into 'a priori' research which gave the scientific basis of librarianship enunciated. Relation between cataloguing and classification and formulation of Classified Catalogue Code is one of the important contribution in the field of library science. Introduction of Colon Classification as purely faceted scheme and developed into a freely faceted scheme uplifted the classificatory science into a new dimension. In theoretical classification development of Postulates, Canons and Principles were also found important feature.

Presidential address by D. R. Kalia, President of Indian Library Association [delivered at 21st All India Library Conferencce held at Bhubaneswar, 12-14 April, 1975]

—A bird's eye view on the condition of libraries specially, public libraries and factors that determining their development was stated. In a country where 30% literate people equivalent to the total population like either USA or USSR. Her educational budget is now 1645 crores of rupees. although her expenditure on public libraries is less than 1%. 80% of the

population living in rural areas is deprived of the library activies. Different state govt. spend different amount in the public library sector. Development of library science and its better application may give rise the reading habit of the public are stated.

Birth Centenary of Saratchandra and library legislation by **Ananga Mohan Bhattacharyya.**

—Brithday celebration of eminent personalities means to recall the activities and to introduce the present with the past. But library is an institution which makes its contineous effort of performance of the similar idea. But statewide integrated library net work regulated by legislation can performs this function better than the present. But the Govt. has got some responsibilities when some of the unscrpulus publishers make their effort to compell the libraries to purechass substandand documents. Saratchandra felt keenness with the development of libraries stated. The auther urged the govt. to intraduce library legislation in the birth centenary year of Saratchandra.

বার্তা বিচিত্রা

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আলোচনাচক্র

গত ৩-৫ এপ্রিল রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাঠক সমিতির উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী শিক্ষামূলক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনের বিষয় ছিল : জনসংযোগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা, বই আমার সেরা বন্ধু, গ্রন্থাগার আন্দোলনে পাঠকদের ভূমিকা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য করুণাকেতন সেন, কবি কৃষ্ণ ধর, সাংবাদিক সমীর দাশগুপ্ত, সাহিত্যিক গোপালকৃষ্ণ বসু, অধ্যাপক সুধীর কুমার পোদ্দার, প্রমুখ। এ ছাড়াও আলোচকদের মধ্যে ছিলেন অনিল ভৌমিক, অববুদ্ধ রায়, মণি গাপাল বণিক, মলয় চট্টোপাধ্যায়, অমিয় দত্ত, তাপস দাস, সুজিতশঙ্কর বসু, বাসুদেব দত্ত, দেবাশিস ভট্টাচার্য, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অতনু মুখোপাধ্যায়, সৈকত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। গ্রন্থাগার নিয়মিত এ ধরণের শিক্ষামূলক আলোচনাচক্রের আয়োজনে সহায়তা ও উদ্যোগী হওয়ার জন্য পাঠক সমিতির পক্ষ থেকে গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানান হয়।

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Regd No. WB/CC—145

Volume 25 : No. : 1 **Silver Jubilee Year** **April-May '75**

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor. Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8565

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Ramkrishna Saha.

Associate Editor : Minati Chakrabarti

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৫ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ; [রজত জয়ন্তী বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২

সূচী

বার্ষিক মূল্য—১৫·০০ [বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ] প্রতি সংখ্যা ১·৫০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হোন

অবিভক্ত বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুষ্ঠু রূপ দিতে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। দীর্ঘ ৪৮ বছরের অভিজ্ঞতা লব্ধ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আজ ভারতের অন্যতম সক্রিয় সংস্থা। গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানুরাগীদের প্রতিভূ এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ প্রাপ্তির দ্বার সকলের কাছে উন্মুক্ত।

পরিষদের সদস্যগণকে পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

সদস্যদের বার্ষিক চাঁদার হার

আজীবন সদস্য : একশত টাকা। **প্রতিষ্ঠান সদস্য : সাত টাকা।** **ব্যক্তিগত সদস্য : পাঁচ টাকা।**

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৭৫·০০
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	১০০·০০
,, তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০০·০০
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	১২৫·০০
,, চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২২৫·০০
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫·০০
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০·০০
,, এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০·০০

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্য্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—**'গ্রন্থাগার'**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা

সহযোগী সম্পাদক—মিনতি চক্রবর্তী

বর্ষ ২৫, সংখ্যা ২ ॥ রজত জয়ন্তী বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২

জাতীয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

গ্রন্থাগার কর্মীদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে বিগত ২।৩ বছর ধরে জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হস্তান্তরের নীতিগুলি শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিরোধীতার ফলে সাময়িক ভাবে হলেও জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনার জন্য পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার সে সময় জাতীয় গ্রন্থাগারের 'ম্যানেজমেণ্ট কমিটি' গঠন করেছিলেন—এ কমিটির নেতৃত্বে আছেন ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে দুটি সংবাদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে একটি হলো কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার স্থাপন করতে চাইছেন ; অপর সংবাদ একটি পত্র যা স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ; যার বিষয়বস্তু সাংগঠনিক অবস্থা সম্পর্কে লেখক কতগুলি সমস্যা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন।

প্রথমটি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বলেছেন গ্রন্থাগারের শতকরা ৫০ ভাগ পাঠকই হচ্ছে ছাত্র যার জন্য কর্তৃপক্ষ গবেষণামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। এ জন্য ছাত্রদের সামনে দরজা বন্ধ না করে মধ্য কলকাতায় একটি পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার স্থাপনে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছুক—এ বিষয়ে অন্ততঃ মাসে ৮৫০০ টাকা খরচ করতে ইচ্ছুক। যদিও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করাটা জাতীয় গ্রন্থাগারের আওতার মধ্যে পড়ে না।

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ১৯৭১ সালে শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণামূলক সংস্থাগুলির সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক-গবেষকদের আলোচনান্তে একটি জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রচেষ্টার কথা বলেছিলেন। এবং বিভিন্ন গবেষণাগারগুলির প্রয়োজনগুলি লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবেই জাতীয় গ্রন্থাগারে 'বিজ্ঞান বিভাগ' খোলা হয়েছিল। এখন সেখানে ভারতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এবং কিছু বিদেশী গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকার রাখার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে ঐ পত্র-পত্রিকাগুলি সাধারণ পাঠকক্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে যে বিশেষ বিভাগ খোলা হল তাতে সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে পারছে? জাতীয় গ্রন্থাগারের কি এই কাজ? এ বিষয়ে মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

এবার পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আলোচনায় আসা যাক। প্রাথমিকভাবে বলা যায় কলকাতায় একটা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে সেটা সকলেরই কাম্য। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারে এখন যে ব্যবস্থা বজায় আছে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ক্ষেত্রে

তা মেটেই সন্তোষজনক নয়। কলকাতায় যাদের জন্য একটি টেকষ্ট বুক লাইব্রেরী খোলার কথা হচ্ছে তারা সাধারণতঃ কলেজের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংখ্যা কম। প্রত্যেক কলেজে একটি করে গ্রন্থাগার আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সেগুলিকে বই কেনার ব্যাপারে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকেন। কিন্তু তা সত্বেও সেগুলি পাঠকের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এ ছাড়া আছে ডে-ষ্টুডেণ্টস হোম যেখানে, পাঠ্যপুস্তক বসে পড়ার ব্যবস্থা আছে। এ সত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ কম বলেই তারা জাতীয় গ্রন্থাগারে ভিড় করে। এ ক্ষেত্রে একটিমাত্র গ্রন্থাগার স্থাপনে অবস্থার কতটা পরিবর্তন হবে সেটা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করছে। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগার অন্ততঃ সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রস্তুত করতে পারেন এবং সরকারকে পরামর্শ দিতে পারেন। দেশব্যাপী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের পরিকল্পনার নৈতিক দায়িত্ব অবশ্যই জাতীয় গ্রন্থাগারের। আমরা জানি না উপন্যাস বা গল্প পাঠকদের চাহিদা পূরণ কি অপর একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হবে কি না। কিন্তু সমাধান হচ্ছে বৃহত্তর কলকাতা জুড়ে মেট্রোপলিটান গ্রন্থাগার স্থাপনে। যেগুলি সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

আমরা মনে করি সমস্যাগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা না করে আংশিকভাবে ও বিচ্ছিন্নভাবে সমাধানের প্রচেষ্টা চলছে। সমগ্র কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে সরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার দুটি; এবং দুটিই শহরের দুই প্রান্তে অবস্থিত। একটি রাজ্য সরকারের আওতায় অপরটি কেন্দ্রীয় সরকারের। কারো সাথে কোন সংযোগ নেই। অথচ জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্থান হচ্ছে রাজ্য গ্রন্থাগারগুলির উর্দ্ধে এবং রাজ্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে পুস্তকাদি সরবরাহ করবে। কিন্তু বাস্তবে উভয়েই একই ধরনের কাজে ব্যস্ত। জাতীয় গ্রন্থাগারও জাতীয় স্তরে গ্রন্থাগার উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে না, রাজ্য গ্রন্থাগারও রাজ্য স্তরে উন্নয়নের ভূমিকা নেয় না। আজ কলকাতার বাইরে বসে পাঠেচ্ছু কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় বই পাবার ব্যবস্থা গ্রন্থাগারগুলি করে না।

এ অবস্থার জন্য এক দিকে দায়ী সরকারী ঔদাসীন্য, অপর দিকে সুস্পষ্ট নীতির অভাব। এর সঙ্গে অবশ্যই জাতীয় গ্রন্থাগারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বদানের অভাব সংযোজন করা যেতে পারে।

এই নীতির অভাবের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় দেশের বিভিন্ন স্কলারদের নিয়ে যে উপদেষ্টা কমিটি পূর্বে ছিল ১৯৬৮ সালে তার বিলোপ সাধনে; ঝা কমিটির রায়-এর অপব্যাখ্যা করায়, খোসলা কমিটির নিয়োগে এবং স্বয়ংশাসিত করার পরিকল্পনায়। এই নীতির অভাবের জন্যই ১৯৭১ সাল থেকে উর্দ্ধতম পদে অ-গ্রন্থাগারিক নিয়োগের এবং গ্রন্থাগারিকের পদ ঠেকা দিয়ে চালাবার প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান ম্যানেজমেণ্ট কমিটির ভূমিকা এখন শুধু উপদেষ্টা মণ্ডলীর মাত্র, এ কমিটির প্রশাসনিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতা নেই। ছোট খাটো সমস্যার জন্যও দিল্লীর সাথে প্রতিদিন যোগাযোগ করার ফলে প্রশাসনিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং পাঠকদের যে সহায়তা পাবার কথা সেটা তাঁরা পাচ্ছেন না। অবশ্য কর্তৃপক্ষ স্থানাভাব ও কর্মীর অভাবের কথা বলেছেন। গ্রন্থাগারে খালি পদের সংখ্যা ৮০। এই সংখ্যক লোক নিয়োগ হলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

তাই আমরা পুনর্বার বলছি, কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থাগার সমিতিগুলির সাথে পরামর্শক্রমে নীতি নির্ধারণ করুন এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা নির্দেশ করুন। দেশব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন যাতে সবাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে কোন স্থানে বসে নিজের পাঠস্পৃহা চরিতার্থ করতে পারে।

বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙ্গালী

প্রমীল চন্দ্র বসু

তৃতীয় দশক (১৯২১-১৯৩০)

(পূর্বপ্রকাশিত পর)

অসহযোগ আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন আমাদের দেশের এক অভূতপূর্ব গণ আন্দোলন। এই আন্দোলন দেশের সর্বত্র, সমাজের সকল স্তরে এবং জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রবল আলোড়ন ও বিপুল উদ্যম সৃষ্টি করে। জন জাগরণের এরকম অবস্থায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে নানা বিষয়ে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহের আকাঙ্খাও জাগ্রত হয়। পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থাগার সংবাদ ও তথ্য প্রচারের প্রধান সহায়। কাজেই এই সময়ে স্বাভাবিক কারণেই পত্র পত্রিকা তথা গ্রন্থাগারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনও প্রভাবান্বিত হয়। কার্যতঃ এই দশকেই বাংলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

আলোচ্য দশকের পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশে ইতস্ততঃ গ্রন্থাগার সৃষ্টির উদ্যম অকিঞ্চিৎকর ছিল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে সে সময়ে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা সম্ভবতঃ সর্বাধিক ছিল। কিন্তু তখন বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সমগ্র প্রদেশের জন্য একসূত্রে গাঁথা কোন কেন্দ্রীভূত আন্দোলন ছিল না। এই আন্দোলন বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাপ্ত ছিল। ইতিমধ্যে অন্ধ্র প্রদেশের সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্ফুরণ হয় এবং সেই স্ফুরণ বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিবের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর সমগ্র বাংলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রবর্ত্তনে উদ্দেশ্যে ১৯২৫ সালে 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলন

প্রধানতঃ অন্ধ্রদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে ১৯১৯ সালে মাদ্রাজ শহরে সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠান এবং সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদের সৃষ্টির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর বিংশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে কয়েকবার সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মহীশূরের বেলগাঁও শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই সম্মেলনে যোগ দানের জন্য বেলগাঁও আসেন। এই সময়ে সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের চতুর্থ সম্মেলনও বেলগাঁও শহরে অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশবন্ধু দাস এই সম্মেলনের সভাপতির পদে বৃত হন। তবে কংগ্রেসের সম্মেলনের কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর পক্ষে গ্রন্থাগার সম্মেলনে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। সেজন্য তাঁর অনুরোধক্রমে তাঁর অনুপস্থিতিকালে গ্রন্থাগার সম্মেলনের কাজ ভারতীয় আইন সভার সদস্য এবং বাংলাদেশের তদানীন্তন নবীন নেতা শ্রীতুলসী চরণ গোস্বামী পরিচালনা করেন।

শ্রীতুলসী চরণ গোস্বামীর সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশ থেকে আগত প্রতিনিধি শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাব ঐ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে ভারতের সকল প্রদেশে এক একটি প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সুপারিশ করা হয়। ইহা লক্ষণীয় যে সর্বভারতীয় এই সম্মেলনের মূল সভাপতি একজন বাঙ্গালী ছিলেন এবং এখানে অপর একজন বাঙ্গালীর সভাপতিত্বে

একজন বাঙ্গালী প্রতিনিধি কর্তৃক উত্থাপিত ভারতের প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সূত্রে সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাথে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর সংশ্রব সম্পর্কে আনুসঙ্গিকভাবে আরও ২।১টি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনে বাঙ্গালী এবং বাংলাদেশ

১৯১৯ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রথম সম্মেলন থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে নয়টি সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত এই নয়টি সম্মেলনের মধ্যে চারটি সম্মেলনের সভাপতির পদের জন্য চারজন বিশিষ্ট বাঙালী নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই চারজন হচ্ছেন যথাক্রমে ১৯২৪ সালে বেলগাঁও সম্মেলনের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (তাঁর সাময়িক অনুপস্থিত কালে শ্রীতুলসী চরণ গোস্বামী) ; ১৯২৭ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সভাপতি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , ১৯২৯ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সপ্তম সম্মেলনের সভাপতি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ; এবং ১৯৩৪ সালে পুনরায় মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নবম সম্মেলনের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়। ইতিমধ্যে ১৯৩৩ সালে কলকাতায় ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে 'ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের' সৃষ্টির পর 'সবভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদের' কাজকর্ম অতঃপর স্তব্ধ হয়ে যায়। ঐ চারজন সভাপতি ছাড়া ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সম্মেলনের নির্বাচিত সভানেত্রী শ্রীমতী আনি বেশান্ত জাতীয় কংগ্রেসের কাজে ব্যস্ত থাকায় এবং সম্মেলনে উপস্থিত হতে না পারায় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন নলীপুরের মহারাজা নারায়ণ সিংহ। কাজেই দেখা যাচ্ছে সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাঙালীর নেতৃত্ব অকিঞ্চিৎকর ছিল না।

ক'লকাতায় সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলন

১৯২৮ সালে ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদের ষষ্ঠ সম্মেলনের জন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় তার সভাপতি নির্বাচিত হ'য়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ ও শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ২৬শে এবং ২৭শে ডিসেম্বর দু'দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে আয়োজিত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে এক গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডবলিউ, এস, আর্কুহার্ট (W S. Urquhat)। তিনি তাঁর ভাষণে দেশে শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনের গুরুত্বের উল্লেখ করেন এবং এই আন্দোলনের সাহায্যে সকলের এগিয়ে আশা কর্তব্য ব'লে মন্তব্য করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রবীন্দ্র নাথ শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজে সম্মেলনে উপস্থিত হ'তে না পারলেও ইংরেজীতে লেখা তাঁর অভিভাষণ—The Function of Library এই আখ্যায় শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক সম্মেলনে পঠিত হয়। পরে এই ইংরেজী ভাষণের বাংলা অনুবাদ 'লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই অনবদ্য ভাষণটির বহুল প্রচার হয় এবং ইহা বিপুল ভাবে জনপ্রিয় হয়। এই ভাষণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে চিন্তার ক্ষেত্রে এক স্থায়ী সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হ'য়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত সভানেত্রী শ্রীমতী আনি বেশান্ত অনিবার্য কারণে উপস্থিত হ'তে পারেন নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এবং দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নলীপুরের মহারাজা নারায়ণ সিংহ।

এই সম্মেলনে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। শহরে এবং গ্রামে জন সাধারণের জন্য চাঁদাহীন গ্রন্থাগার স্থাপন, সংরক্ষণ ও পরিচালনের উদ্দেশ্যে সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য স্বায়ত্ত শাসনের প্রতি-

ষ্ঠানকে অবহিত হবার জন্যে অনুরোধজ্ঞাপক প্রস্তাব ; ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির তদানীন্তন ইংরেজ লাইব্রেরিয়ানের কার্যকাল শেষ হবার সময় আসন্ন হওয়ায় তাঁর কার্যকাল অন্তে ঐ পদে একজন উপযুক্ত ভারতীয়কে নিয়োগ করার সুপারিশ মূলক প্রস্তাব ; গ্রন্থাগার পরিচালন বিদ্যা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে তাগিদ জ্ঞাপক প্রস্তাব ; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'পথের দাবী' পুস্তকের প্রচার নিরোধক সরকারি আদেশ প্রত্যাহারের দাবীর প্রস্তাব, বিনা চাঁদার সার্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঐ উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের জন্য ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে তাগিদ দেবার প্রস্তাব ইত্যাদি এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইতিপূর্বে ক'লকাতায় কোন সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নি। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ ভাগে ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের এই সম্মেলনটি ক'লকাতা তথা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন।

তৃতীয় দশকে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বাঙালী

এই দশকে জয়পুরে মহারাজার মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহ ব্যতীত পাণ্ডুলিপিসমৃদ্ধ বিখ্যাত পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাঙালী। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এই দশকে বরোদার সুপ্রসিদ্ধ 'ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউট' নামে পরিচিত বিশাল সংস্কৃত গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতিতে উদ্ভাবক শ্রীসতীশ চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা এই দশক থেকেই একজন খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিক হিসাবে যুক্ত প্রদেশে (বর্তমানে উত্তর প্রদেশ) প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯২৯ সালে যখন পাঞ্জাব প্রদেশে পাঞ্জাব গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয় তখন থেকে বহু বৎসর যাবৎ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের জনপ্রিয় বাঙালী অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। পাঞ্জাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনে তিনি সর্বদা সক্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ ক'রতেন। এই সময়ে লাহোরের অপর একজন বাঙালী স্থানীয় দয়াল সিং কলেজের অধ্যাপক শ্রী এ, কে, সিদ্ধান্ত ও (১৯৩৪ সালে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত) পাঞ্জাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা ক'রতেন।

১৯৩০ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বারাণসীতে চারদিন ব্যাপী একটি সর্বএশিয় শিক্ষা সম্মেলন (All-Asia Educational Conference) অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি শাখা সম্মেলনের আয়োজন ও অধিবেশন হয়। বাংলাদেশ থেকে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, সুশীল কুমার ঘোষ, তিনকড়ি দত্ত প্রভৃতি যোগদান করেন। এই সম্মেলনে উপস্থাপিত ৫৬টি প্রবন্ধের মধ্যে অন্যূন ১২টি প্রবন্ধের রচয়িতা ছিলেন বাঙালী অথবা বাঙলাদেশ থেকে আগত অবাঙালী প্রতিনিধি। বাঙালী ক্ষেত্রমোহন দত্তের পুত্র বরোদার গ্রন্থাগার বিভাগের কিউরেটার শ্রী নিউটন মোহন দত্ত * এই গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্মেষ ও উদ্ভব

আলোচ্য দশকের মধ্যভাগে ১৯২৪ সালে কতিপয় দেশ-কর্মীর উদ্যোগে এবং উৎসাহে ফরিদপুর জেলার (অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত) মাদারীপুরে জনসাধারণের জন্য কয়েক স্থানে শাখা সহ এক বিনা চাঁদার ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার গঠিত হয়। ঐ সময়ে অন্যান্য কয়েকটি জেলাতেও এই ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়াস হয়েছিল ব'লে জানা যায়।

হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে ১৯২৫ সালে ২৮শে ও ২৯শে মার্চ ঐ জেলার বাঁশবেড়িয়া শহরের সাধারণ গ্রন্থাগারে হুগলী জেলার প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসার কল্পে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সম্মেলনের অনুষ্ঠান বাংলাদেশে

---

* নিউটন মোহন দত্তের মা অবশ্য একজন ইংরেজ মহিলা ছিলেন। নিউটন মোহন অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন এবং শেষ জীবন বিলাতে এবং কর্ম জীবন প্রধানতঃ ভারতবর্ষে অতিবাহিত করেন।

এখানেই সর্বপ্রথম হয়। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়। সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হ'য়েছিলেন বাংলাদেশের তদানীন্তন উদীয়মান নেতা এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীতুলসী চরণ গোস্বামী। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান শ্রী জে, এ, চ্যাপম্যান। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবানুসারে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং অধ্যাপক মনীন্দ্র নাথ রুদ্র সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে জেলাভিত্তিক গঠিত গ্রন্থাগার পরিষদ মারফৎ সজ্ঘবদ্ধ ভাবে জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনার ইহাই প্রথম নিদর্শন। প্রতিষ্ঠার পর ১০।১২ বৎসর যাবৎ জেলা পরিষদটি জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে বিশেষ সক্রিয় ছিল। এই দশকের হুগলী জেলায় আরও তিনটি গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ সালের ৮ই ও ৯ই মে তারিখে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে উত্তরপাড়ায় হুগলী জেলার দ্বিতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীতারক নাথ মুখোপাধ্যায়। হুগলী জেলার তৃতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন শ্রী চারুচন্দ্র রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হ'য়েছিলেন। ১৯২৮ সালে পুনরায় বাঁশবেড়িয়াতে হুগলী জেলায় চতুর্থ গ্রন্থাগার সম্মেলন হবার পর পরবর্তী দশকে এই জেলার আরও ৩টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হুগলী জেলার কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রীফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ রুদ্র, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, ডক্টর গুরুদাস রায়, অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরের গোস্বামী পরিবার, উত্তরপাড়ার মুখার্জী পরিবার, শেওড়াফুলির শ্রীনির্মল চন্দ্র ঘোষ, চন্দননগরের শ্রীহরিহর শেঠ, শ্রীচারু চন্দ্র রায় প্রভৃতি হুগলী জেলা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন।

১৯২৫ সালের জুন মাসে ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি গ্রামে রাজবাড়ী মহকুমা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনে একটি মহকুমা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে সমগ্র দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্যে প্রথম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে) অনুষ্ঠিত হবার কিছু পূর্বে জেলা ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক কিছু কিছু সজ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্ভব হ'য়েছিল বাংলাদেশে।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগারিক

ডক্টর বিমল কুমার দত্ত
গ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীনকাল থেকে অতি গৌরবময়। প্রাচীন ভারত কেবলমাত্র যে স্মৃতি ও শ্রুতির যুগ এ ধারণা সর্ব্বৈব ভ্রান্ত কারণ প্রতি মঠ, মন্দির ও মসজিদে, ধনী ও মানী ব্যক্তিদের গৃহে; বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আকারের পুঁথিমালা বা গ্রন্থাগার রাখার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এই সকল গ্রন্থাগার সরস্বতী ভাণ্ডার, জ্ঞান- ভাণ্ডার, ধর্মগঞ্জ, পুস্তকস্থান, সরস্বতী মহল, ভারতী-ভাণ্ডার, কিতাবখানা, পুঁথিখানা, বিদ্যাশালা ও গাঁতাঘর প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ, সূচী ও বর্গীকরণের বিশেষ পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গ্রন্থাগারিকদের সমাজে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং মান ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল। একাদশ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত নগরি শিলালিপি হতে জানা যায় যে তদানীন্তন ব্যাকরণ, ন্যায় ও দর্শনের শিক্ষকদের মত গ্রন্থাগারিকদের মান ও মর্যাদা সমতুল্য ছিল। মধ্যযুগে গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা আরও অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল তথ্য আজ সর্বজনস্বীকৃত ও আমাদের বিশেষ গর্বের বস্তু।

আধুনিক যুগের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১৮০৮ খৃঃ বোম্বাই সরকার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন এবং এই দশকেই ভারতের তিনটি প্রধান শহর বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজে ইংরাজদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ গ্রন্থাগার (Public Library) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দশকের শেষভাগে ভারতের প্রধান প্রধান শহরে এবং ইন্দোর, কোচিন প্রভৃতি করদ রাজ্যে ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। ১৮৬৭ খৃঃ Press & Registration Book Act গ্রন্থাগার আন্দোলনের আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সূচনা করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত হয়। ১৯০০ খৃঃ Calcutta Public Libraryর পাঠকক্ষ সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় এবং ইহাই পরবর্ত্তীকালে Imperial Libraryতে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত বরোদার মহারাজা গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন তাহা ত সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে তৃতীয় যুগের সূচনা হয়। এই সময় হতে জনমতের চাপে গ্রন্থাগার প্রসারের এক ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়। এই সময় বোম্বাই এর Library Development Committee-র রিপোর্ট এবং মাদ্রাজে স্বনামধন্য ডাঃ রঙ্গনাথনের ও বাংলাদেশে সর্বজনশ্রদ্ধেয় কুমার মুনীন্দ্রদেব মহাশয়ের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সকল প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন পাশ এবং বর্তমান যুগের শুভ-সূচনা হয়। ১৯৫১-৫৬ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার এক বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য জাতীয় সরকার পরবর্তী পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সরকার পুষ্ট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কিছু কিছু সার্থক প্রচেষ্টা এতদিনে হয়েছে কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী। এখনও আমাদের অনেক চিন্তা, অর্থ ও শ্রমদানের প্রয়োজন তবেই হয়ত ভবিষ্যতে আমাদের আশা,

আদর্শ ও আকাঙ্খা এ আমাদের জাতীয় শিক্ষাধারার মান সার্থক, সফল ও পূর্ণতর হ'তে পারবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপদান প্রচেষ্টা মাধ্যমে অনেক বড় বড় সহর ও নগরে সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে শিক্ষার স্রোতধারা জনমানবের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে কিন্তু আমাদের দেশের বিশাল আয়তন ; ক্রমবর্দ্ধমান জনসমষ্টি ও শিক্ষার নিম্নমানের তুলনায় এ প্রচেষ্টা অতি সামান্য।

আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে বর্তমানে ব্যাপক ধনবণ্টনের মাধ্যমে আমাদের দেশ সমাজতন্ত্রের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে দুঃখ, দারিদ্র্য ও অভাব দূর করবার জন্য একাজের বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু ধনবণ্টনের সাথে সাথে চাই সুষ্ঠু জ্ঞান-বণ্টনের ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রবাদী ভারতকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য চাই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার।

জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সমাজের ব্যাপক পট ভূমিকায় শিক্ষার ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটান উচিত। এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হ'লে যেমন একদিকে চাই ব্যাপক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা তেমনি অন্যদিকে চাই সেই শিক্ষাধারাকে সজীব ও বাস্তব রূপ দেবার জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলিকে সুষ্ঠু ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এই কাজের পরিচালনার জন্য চাই অসংখ্য সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক।

আমাদের দেশে বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে আধুনিক ধারায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা সুরু হয়। প্রয়োজনের তাগিদে এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে। ১৯১১ খৃঃ বরোদায় W. C. Borden এর তত্ত্বাবধানে প্রথম গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পর ১৯১৫ এবং ১৯২৯ সালে যথাক্রমে পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। বাংলাদেশে ১৯৩৫ সালে বাঁশবেড়িয়ায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবির সংস্থাপিত হয়, পরবর্তীকালে ১৯৪১ সালে বারাণসী ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৬ সালে কলিকাতা এবং ১৯৪৭ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কলিকাতা, যাদবপুর ও বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

আরও একটি বিষয়ের উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যেহেতু শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সেইহেতু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার পরিচালনার বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই ব্যবস্থা বিদ্যালয় থেকে শুরু হলে ছাত্রছাত্রী শিশু অবস্থা থেকে তাদের জীবন পথের নিত্যসঙ্গীর (গ্রন্থাগার) রূপ; প্রকৃতি ও কার্য্যধারা সম্বন্ধে কৌতূহলী হ'য়ে উঠবে। এই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন পথের হবে অন্যতম সহায় ও অবলম্বন। সেকারণ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অ আ ক খ শেখাবার ব্যবস্থা রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার জন্য, অসংখ্য মূক দেশবাসির মুখে হাসি ও ভাষা ফোটাবার জন্য গ্রন্থাগারিকদের চাই সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করা। এই বৃত্তি যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মনে রাখতে হবে ত্যাগের মধ্য দিয়ে দুঃখের মধ্যদিয়ে ও অহরহ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এই কাজ করে যেতে হবে। আজকের সমাজে যে আশা নিরাশা, ঈর্ষাদ্বেষ, প্রীতি সৌহার্দের ঘাত প্রতিঘাত চলেছে তার মধ্যে নিরাসক্ত হয়ে দেশসেবার জন্য জ্ঞান বণ্টন মহাযজ্ঞে সাহায্য করা প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্য দেশের মানুষ সম্বন্ধে যথার্থ আত্মীয়তাবোধ ও সেবাবৃত্তিকে আয়ত্ত করা প্রয়োজন। যদি আমরা ধর্মগতবোধে আমাদের কাজের ধারা নিষ্ঠা, সেবা ও ত্যাগ এই ত্রিধারায় প্রবাহিত করতে পারি তাহলে সেই ধারাস্রোত সার্থকতার মহানন্দে মিলিত হয়ে আমাদের গৌরব ও প্রতিষ্ঠার পূর্ণঘোষণা করবে। ঐকান্তিক বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কর্মদক্ষতা ও আত্মীয়বোধে সকল

শ্রেণীর মানুষের সেবার আদর্শই হবে আমাদের মূলমন্ত্র ও পথের পাথেয়।

আজকের দিনেও আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিকের জীবন ও কর্মধারা সমাজের চোখে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। সমাজ হয়ত এখনি আমাদের সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতে দ্বিধা করবে, দুঃখ ও অবজ্ঞা হয়ত বা পথের সঙ্গী হয়ে বারবার দেখা দেবে তবু ও মনে রাখতে হবে আমাদের ব্রত ও ধর্ম সমাজ সেবায় সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে চারিত্রিক বল, মানসিক পরিণতি ও হার্দিক দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের কাজ করে যেতে হবে এবং মনকে কঠিনতম সত্য সহ্য করবার, শুধু সহ্য নয়, ভালবাসার মত করে তৈরী করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে ভগবানই সত্য এবং সত্যই ভগবান। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

গ্রন্থাগারিকের জীবন দেশের সেবায় কঠিনকে ভালবাসা। আঘাত, বেদনা ও অভাব যেন আমাদের মঙ্গলের পথ থেকে আমাদের কল্যাণময়ী ব্রত থেকে, আমাদের স্বার্থহীন আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। পথ চলার সময় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কয়েকছত্র স্মরণ রাখতে হবে:—

“রক্তের অক্ষরে দেখিলাম—
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে,
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন—
কঠিনেরে ভালবাসিলাম।”

বাংলা ভাষায় প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার সমস্যা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র সেই সময় থেকেই মাতৃ ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার কথা আমার মনে হয়। সর্বপ্রথমে আমি যে বিষয়টি নিয়ে বাংলা প্রবন্ধ লিখব স্থির করি তা হল 'সেতু' (Bridge)। বিষয়টি কঠিন ছিল। এজন্য সংস্কৃত মূল থেকে কিছু পরিভাষা আমাকে তৈরী করে নিতে হয় এবং যন্ত্রবিৎ ও ঐ বৃত্তিতে নিযুক্ত অন্যান্যরা কাজেকর্মে সচরাচর যে সকল শব্দ ব্যবহার করেন সেগুলির সমার্থক বাংলা শব্দ খুঁজে বার করতে হয়। বহুচিত্র-সম্বলিত এই প্রবন্ধটি ১৯৩৬ সালে ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমি এই সময়ে বহু ইংরেজী প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থবহ বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করি। 'পয়ঃপ্রণালী ও জলনিকাশ' (Drainage and Sewerage) 'সেচ' (Irrigation) ইত্যাদি বিষয়ে ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' পত্রিকায় যে কয়েকটি প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেই প্রবন্ধগুলির শেষে প্রবন্ধে ব্যবহৃত ঐরূপ বাংলা প্রতিশব্দগুলি একত্রে দিয়ে দেবার প্রথা প্রবর্তন করেছিলাম। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রিকায় 'গ্রন্থাগার' ও জ্যোতি প্রদর্শনী (Planetarium & Astronomical Museum), জন স্বাস্থ্য (Public Health), 'নগর পরিকল্পনা' (Town Planning), 'উদ্যান ও ক্রীড়াঙ্গন' (Parks & Play-ground) 'তাপগতি বিজ্ঞান' (Thermodynamics) ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে বাংলাভাষার শব্দ ভাণ্ডারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেসব পরিভাষা পাওয়া যায় না তার প্রতি অধিক মনোযোগী হই।

প্রকৃতপক্ষে স্কুলজীবন থেকেই প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। ঐ সময়ে আমাদের বাড়ীতে ডঃ সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত 'প্রকৃতি' পত্রিকাটি মাঝে মাঝে আসত। এই পত্রিকাটিতে সমস্ত প্রকারের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই প্রকাশিত হতে দেখতাম। এই সব প্রবন্ধের সঙ্গে ছবিও থাকত। এই সব প্রবন্ধ প্রকাশ করা ছাড়াও পত্রিকাটিতে বিজ্ঞানের তিনটি শাখা—(১) পদার্থবিদ্যা (২) রসায়ণ ও (৩) প্রাণীবিজ্ঞান—সংক্রান্ত বাংলা প্রতিশব্দের তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হত। এই পত্রিকাটি পাঠ করেই আমি এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হই এবং পরবর্তীকালে প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক শব্দাবলী বাংলা ভাষায়ও যাতে পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট হই।

পরে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র হয়ে আমি ভাবলাম পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিতে যখন বাংলা পরিভাষা বার করা সম্ভব হয়েছে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়েই বা কেন বাংলা পরিভাষা তৈরী করা সম্ভব হবে না? এই ভাবনা থেকেই আমি বাংলাভাষায় প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু বাংলা পরিভাষা তৈরী করতেও সক্ষম হই। কিন্তু এই কাজে পর্বত-প্রমাণ বাধা ছিল। সংস্কৃতে সামান্য ব্যুৎপত্তি থাকায় এই বাধা অতিক্রম করা আমার কক্ষে সম্ভব হয়েছে এবং অনেক ইংরেজী প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সংস্কৃত শব্দের মূল থেকে তৈরী করা গেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি প্রাঞ্জল করা যাক।

যেমন, 'Span of Bridge'-এর পরিভাষা 'সেতুর উত্তার' এসেছে 'উত্তরণ' শব্দ থেকে—"উত্তরণ" অর্থে নদীর এক তীর থেকে অন্য তীরে পৌছানো বোঝাচ্ছে। সমার্থ-বোধক 'জ্যা' 'ব্যবধান' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে দেখা গেছে সেগুলি ঠিক যথার্থ প্রয়োগ হয় না; সুতরাং সেতুর ক্ষেত্রে 'Span' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'উত্তার' শব্দটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

এরপর 'Engineering' শব্দটি অবশ্য বাংলাতে ইঞ্জিনিয়ারিং ও লেখা চলে। এর পরিভাষা হিসেবে "প্রযুক্তি বিদ্যা" অচল। বরং আমি এর পরিভাষা হিসেবে "প্রয়োগ বিজ্ঞান"কে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। কেননা "প্রযুক্তি" শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে "যুক্তি" শব্দ থেকে যার অর্থ ন্যায় বা বিচার ; তার সঙ্গে 'প্র' উপসর্গ যে অর্থ দাঁড়ায় তার চেয়ে 'প্রয়োগ-বিজ্ঞান' এই পরিভাষা ইঞ্জিনিয়ারিং বা শিল্পাদিতে প্রয়োগ কৌশলের অর্থে আক্ষরিক প্রতিশব্দ হিসেবে অধিক উপযোগী।

আধুনিক বাংলাভাষার অভিধানগুলি যথা, 'চলন্তিকা', 'সংসদ বাঙ্গলা অভিধান' ইত্যাদি থেকেও যথাযোগ্য পারিভাষিক শব্দ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে খুবই সাহায্য পাওয়া যায়।

ক্রমে ক্রমে আমি 'জরিপ', 'তাপগতি বিজ্ঞান' সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ের ওপর পারিভাষিক শব্দাবলীর তালিকা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকি। কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং নীরস আর এই কাজ থেকে আনন্দলাভের সম্ভাবনাও খুব কম। তাছাড়া এইসব তালিকা ছাপাবার মত পত্রিকার সংখ্যাও খুব কম। সুতরাং এই কাজে সক্রিয়-ভাবে লেগে থাকাও খুব কঠিন ; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকেও এইরূপ পারিভাষিক শব্দাবলীর তালিকা প্রস্তুতের এবং প্রকাশের কোনও উদ্যম দেখা যায় না। যদিও ভারতের প্রত্যেক রাজ্যেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইংরাজীর বদলে সেই সেই রাজ্যের ভাষার ব্যবহারের জন্য যুক্তি প্রদর্শন ক'রে থাকেন কিন্তু নিজেরাই মাতৃভাষা ব্যবহারে উদ্যোগী হন না। আসলে মাতৃভাষা ব্যবহার করার কথাটা বলা যতটা সোজা কার্যে পরিণত করাটা তত সোজা নয়।

এইবার পারিভাষিক শব্দাবলীর তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে প্রায়শাই আমি যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি এবং সেগুলি সমাধানের উপায় বিবৃত করছি :

প্রধানতঃ অভিধানগুলি থেকেই এ ব্যাপারে সর্বাধিক সাহায্য পাওয়া যাবে মনে হলেও কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এগুলি থেকে খুব একটা সাহায্য পাওয়া যায় না। এর কারণ :

(১) পুরাতন ও আধুনিক বাংলা অভিধানগুলিতে প্রয়োগ বিজ্ঞান সংক্রান্ত শব্দাবলীর একান্ত স্বল্পতা ;

(২) বাংলা-ইংরাজী ও ইংরাজী-বাংলা অভিধানগুলি থেকে ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে যথাযথ সমার্থক বাংলা পারিভাষিক শব্দ বেছে নেওয়া সম্ভব হয় না এবং সময় সময় এটা বিভ্রান্তিমূলক হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। কেননা, এই সব অভিধানে ইংরাজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ যেভাবে দেওয়া হয় তাতে প্রয়োগ বিজ্ঞানের ঝোঁক এবং লক্ষ্যের প্রতি মোটেই নজর দেওয়া হয় না।

এই সকল অসুবিধা দূর করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির ওপর নজর দিতে হবে :

(১) ইংরাজী-বাংলা ও বাংলা-ইংরাজী এবং অন্যান্য অভিধানগুলি থেকে শব্দ নির্বাচনের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা ;

(২) পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তর ভারতে যন্ত্রবিৎগণ এবং বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বর্তমানে কার্যোপলক্ষে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন সেগুলির সার্থক প্রয়োগ ;

(৩) ইংরাজী-হিন্দী অভিধান থেকেও যথাযোগ্য শব্দ চয়ন করা ;

(৪) ভারতীয় ব্রিটিশ এবং আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ড সংস্থাগুলি কর্তৃক যে সকল পরিভাষিক শব্দাবলীর তালিকা সঙ্কলিত হয়েছে তা থেকে পরিভাষার ব্যাখ্যা এবং অর্থ পাওয়া যায় ; এই সকল ব্যাখ্যা এবং অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন শব্দ তৈরী করা ;

(৫) বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দ এবং শব্দের মূল ভিত্তিক নতুন শব্দ গঠন ;

(৬) যেখানে যেখানে পাওয়া যায় হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয়ভাষায় সমার্থক শব্দ গ্রহণ এবং প্রয়োজন হলে সেই শব্দের পরিবর্তন সাধন করে নতুন পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করা ;

অতঃপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলাভাষায় প্রকাশিত আমার কতকগুলি প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী পারিভাষিক

শব্দাবলীর এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর তালিকার বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

(ক) প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ;

১। কলিকাতার জলনিকাশ সমস্যা ও ডাক্তারদের সমাধান : নবশক্তি, ৮ এপ্রিল ১৯৩৮
২। পয়ঃপ্রণালী বা গন্ধনালা : নবশক্তি, ১৮ নভেম্বর ১৯৩৮
৩। সেচ : নবশক্তি, ২৩ জুন ১৯৩৯ এবং ৩০ জুন ১৯৩৯
৪। সেতু : প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৩ (১৯৩৬)
৫। দীর্ঘ জ্যায়ের সেতু : ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৬
৬। সেতুর কথা : আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা ১৩৬৬
৭। নগরীর অভ্যুদয় ও ভারতীয় নগরী বিবর্তন : আঃ বাঃ পত্রিকা, পূজা সংখ্যা ১৩৬৮
৮। সুরঙ্গ বিদ্যাঃ : আঃ বাঃ পত্রিকা, পূজা সংখ্যা ১৩৬৯
৯। ভূমির ভারবাহিকা শক্তি : হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ ১৯৬০
১০। বারি পরিস্রবণ ও নির্বীজন : হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ১৯৫৯
১১। ময়লা পরিশোধন : হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট, নভেম্বর ১৯৫৯
১২। বায়ুচলন ও তাপনিয়ন্ত্রণ : হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট, অক্টোবর ১৯৬০
১৩। ভিতের কথা : ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৭৩
১৪। কলিকাতার জল নিকাশ সমস্যা : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পূজা সংখ্যা ১৩৭৫
১৫। কলিকাতার জলসরবরাহ সমস্যা ও তার সমাধানের প্রচেষ্টা : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মে ১৯৬৯
১৬। বৃহত্তর কলিকাতার জলসরবরাহ : আলোক সরণি, আগস্ট ১৯৬৯
১৭। হাওড়ার নতুন সেতু : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পূজা সংখ্যা ১৯৭২
১৮। পাতাল রেল : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পূজা সংখ্যা ১৯৭৩

(খ) পারিভাষিক শব্দাবলীর তালিকা

১। তাপগতি বিজ্ঞানের পরিভাষা ; গ্রন্থাগার ১৩৭৩
২। যন্ত্র বিজ্ঞানের পরিভাষা : গ্রন্থাগার ১৩৭৩
৩। সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিভাষা : গ্রন্থাগার ১৩৮০-৮১

(গ) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের তালিকা

১। হরিতালীর পরপারে : দেশ ১৯৩৬
২। অন্তরীক্ষ রশ্মি : নবশক্তি, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭
৩। অগ্নিজ্বালিকা : নবশক্তি, ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮
৪। জ্যোতিঃ পদার্থ বিদ্যা ; নবশক্তি, ১১ মার্চ ১৯৩৮
৫। কাঁচের জন্মকথা : নবশক্তি, ৩ জুন ১৯৩৮
৬। ধরার ভাগ্য : নবশক্তি, ২৭ জানুয়ারী ১৯৩৯
৭। কয়লা ও কয়লার খনি : নবশক্তি, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯
৮। স্থাপত্যের রূপ : হাওড়া জিলা স্কুল বার্ষিকী, ১৯৫২
৯। গ্রহাগার ও জ্যোতি প্রদর্শনী : সংহতি, আশ্বিন ১৩৬৬
১০। টেলিফোন : সংহতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
১১। বৌদ্ধ স্থাপত্য : বিদিশা ও সাঁচির স্তূপ : স্ফুলিঙ্গ, আশ্বিন ১৩৭০
১২। আলো, আরও আলো : দেশ, ৯ বৈশাখ, ১৩৫৭
১৩। জাতীয় মহোদ্যান : আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা ১৩৬৬
১৪। বালুকা : হাওড়া মিউনিসিপাল গেজেট, এপ্রিল ১৯৬০
১৫। ইস্পাত নগরী রূড়কেলা : হাঃ মিউনিসিপাল গেজেট, জুলাই ১৯৬০
১৬। উদ্যান ও ক্রীড়াঙ্গন : হাঃ মিউঃ গেজেট, অক্টোবর ১৯৬১
১৭। বিমান আক্রমণ ও তাহার প্রতিরোধ : আঃ বাঃ পঃ
১৮। সৃষ্টি রহস্য : এডুকেশন গেজেট, ১৭ পৌষ ১৩৪৩ এপ্রিল ১৯৬০
১৯। উদ্যান ও ক্রীড়াঙ্গন : বিচার, পূজা সংখ্যা ১৩৭২
২০। পথ : ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটি গেজেট, ১লা জুলাই ১৯৬৭
২১। প্রাচীন ভারতীয় নগরী ও জনপদ : সংহতি, শ্রাবণ ১৩৭৪
২২। ধূলার ধন : সংহতি, ভাদ্র ১৩৭৫

২৩। বর্তমান পথ নির্মাণের ইতিবৃত্ত : ক্যাল মিউ গেজেট, ২৭ এপ্রিল ১৯৬৮

২৪। স্থাপত্য শিল্পের গোড়ার কথা : নবশক্তি, ২২ অক্টোবর ১৯৩৭

২৫। তাজমহলের স্থাপত্য : নবশক্তি, ২৫ মার্চ ১৯৩৮

২৬। জনস্বাস্থ্য ও বৃটেনের জনস্বাস্থ্য : হাঃ মিঃ গেজেট জুন ১৯৬০

২৭। মূষিক ও জনস্বাস্থ্য : হাঃ মিঃ গেজেট, জানুঃ ১৯৬১

২৮। নগর পরিকল্পনা ও মাস্টার প্ল্যান : বিচার ১০ জুলাই ১৯৬৫

২৯। মাস্টার প্ল্যান : সংহতি জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

৩০। দুরন্ত বাধা, দিগন্ত জয় : সংহতি

৩১। গৃহ সমস্যা ও উন্নয়ন সংস্থা : সংহতি

---

* মূল প্রবন্ধটি কোন একটি ইংরেজি পত্রিকার জন্য লেখা হয়েছিল। লেখকের ইচ্ছানুসারে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার জন্য এটিকে বাংলায় তর্জমা করেছেন শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধ লেখক শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বি. এস সি, বি. ই, এফ. আই, ই. সি. ই, এম এ. এস সি, (টোরোন্টো), এম. আই ই. এম বেক্‌, ই. এ, চাটার্ড ইঞ্জিনিয়ার—তার বৃত্তিগত বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একজন পরামর্শ দাতা। এছাড়া সাহিত্য কর্মের জন্যও তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি।

পরিষদ সংবাদ

সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি

বিগত ১৭ই মে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। সভার শুরুতে দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগার-এর গ্রন্থাগারিক স্বর্গত কে, বি, মোথের আত্মার শান্তি কামনা করে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত সভায় অবিলম্বে পরিষদের জেলাশাখাগুলির পুনর্গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কোচবিহার জেলাশাখার সহ-সভাপতি শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন সভায় উপস্থিত থেকে জেলাশাখা সংগঠনের বিভিন্ন অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীমনোরঞ্জন দে (ঘোকসাডাঙ্গা সাসধারণ পাঠাগার, কোচবিহার) মহাশয়ের প্রস্তাবের সূত্রে উপসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোচবিহারে গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলির কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য 'শিবির শিক্ষণ'-এর কর্মসূচী গ্রহণ করতে উক্ত জেলাশাখার সংগঠকদের অনুরোধ জানান।

ঃ পেশা ও গ্রন্থাগারিকতা ঃ

প্রবোধ ভট্টাচার্য্য
পোঃ কামডহরি, গড়িয়া, ২৪ পরগণা

গ্রন্থাগারিকতাকে পেশা হিসাবে প্রায়শঃই দাবী করা হয়। এটা একটা বিতর্কমূলক বিষয়। পেশা উচ্চতর সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতীক। পেশা হিসাবে স্বীকৃত হবার প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ এ থেকেই উদ্ভূত। ডক্টর রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার বৃত্তিকে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এতে পেশার প্রচলিত গুণগুলি বর্ত্তমান। (১) প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী রবার্ট লে বলেছেন যে গ্রন্থাগারিকতা একটা দক্ষ বৃত্তি যা সঙ্ঘবদ্ধ পেশায় পরিণত হওয়ার পথে। (২) দেল সাফার পেশার উপর লিখিত প্রায় দুই শতাধিক নিবন্ধ পর্যালোচনা করে পেশার কতকগুলি মানদণ্ড নির্ণয় করেন এবং প্রতিটিকে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে সনাক্ত করার চেষ্টা করে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। (৩) গ্রন্থাগারিকতা কতদূর পেশাদারী বৃত্তি সে বিষয়ে একটা সম্যক ধারণা করতে হলে পেশার সংজ্ঞা কি সেটা জানা দরকার। পেশার সংজ্ঞা কোন বিশেষ মানদণ্ডে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিভিন্ন সমাজবিদেরা পেশার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মানদণ্ডের উপর বিভিন্ন ধরনের গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরা যে সমস্ত বহুগুণ সম্বলিত সংজ্ঞার কথা বলেছেন সেগুলি হোল :

পেশা স্বশাসিত, পূর্ণ সময়ের বৃত্তি ও প্রধান আয়ের উৎস; উচ্চতর লক্ষ্যাদর্শ ও মানবকল্যাণে নিয়োজিত সমাজের একটি অত্যাবশ্যক সেবা ; একটা জোরালো উদ্দেশ্য ও সারা-জীবনের আনুগত্যের উপস্থিতি ; দীর্ঘ সময়ের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অর্জিত বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও দক্ষতা ; মক্কেলের শুভাশুভ বিচারের ক্ষমতা অর্থাৎ পেশাগত কাজকর্ম বিচারের পূর্ণ স্বাধীনতা ; পেশাদারী পরিষদের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ এবং পেশায় প্রবেশের মান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরীক্ষা, অনুজ্ঞাপত্র ও অধিক্ষেত্র ইত্যাদির সংজ্ঞা নির্ধারণের মাধ্যমে স্বায়ত্ত শাসন রক্ষা ; নীতিবিষয়ক নিয়মাবলীর উপস্থিতি এবং জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃতি।

এখন উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির ভিত্তিতে গ্রন্থাগার বৃত্তিকে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে কোন অসুবিধা আছে কিনা দেখা যেতে পারে। গ্রন্থাগারিকেরা সাধারণভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় আমাদের সমাজে তাদের একটা বৃত্তিগত সম্মান আছে। সেকারণে পেশাদার হিসাবে তাদের দাবী বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। গ্রন্থাগারিকতা সেবা-ধর্মী। গ্রন্থাগারিকেরা পাঠকের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তারা বিশ্বাস করেন যে গণতান্ত্রিক সমাজে পাঠ করা প্রত্যেকের পক্ষেই হিতকর। সে কারণে ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে সেবার প্রতি তারা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গ্রন্থাগারিকেরা স্বশাসিত নয়। তারা বেতনভুক কর্মচারী। তাদের যা কিছু দায়দায়িত্ব নিয়োগকর্ত্তার প্রতি। একটা সত্যিকারের পেশায় মক্কেলের প্রয়োজন পেশাদার নির্ধারণ করে। অথচ গ্রন্থাগার বৃত্তিতে পাঠকই কি তার প্রয়োজন সেটা জানিয়ে দেয়। এমন কি কে তার মক্কেল হবে সে সিদ্ধান্তও নিয়োগকর্ত্তার উপরেই ন্যস্ত থাকে। বিগত কয়েক দশকে সামাজিক প্রয়োজন ও সামাজিক বিধি পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে পেশাগত কাজের ধারা, কর্মগত ভূমিকা ইত্যাদির পরিবর্ত্তন হয়েছে। একটা গোটা প্রতিষ্ঠান পেশাগত কাজের ক্রেতা হওয়ায় সমস্ত পরিস্থিতির বিরাট পরিবর্ত্তন সূচিত হয়েছে। পেশাদারেরা অধিক সংখ্যায় বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বেতনভুক কর্মচারী হওয়ায় তাদের পেশাগত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হচ্ছে। আর প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের সাথে সাথে প্রকৃত মক্কেল নির্ধারন একটা জটিল বিষয় হয়ে পড়েছে। যেমন : চিকিৎসকের পরামর্শ যদি কারোও অত্যন্ত জরুরী হয় তিনি যদি অসুস্থ হন তবে মক্কেল নিশ্চয়ই রোগী নয়, তিনি তার জন্য দায়ী হবেন তিনিই। তেমনই একটা শিশু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে শিশু, শিশুর পিতামাতা কিংবা গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থা—এই তিন জনের মধ্যে কে প্রকৃত মক্কেল সে

প্রশ্নের উত্তর জটিল হয়ে পড়েছে। পেশাদারদের পেশাগত সনাক্তিকরণে মক্কেলের সঠিক নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরী। নতুন ধরনের মক্কেল ও তাদের নতুন নতুন প্রয়োজন পেশাগুলিকে নানাধরনের পরিবর্ত্তনে প্রভাবিত করছে। ফলে কোনও পেশায় নিয়োগকর্ত্তা অথবা সাহায্যপ্রার্থী মক্কেল—কার প্রতি পেশাদারের দায়দায়িত্ব সেটা নির্ধারণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। অবশ্য এ ধরণের সমস্যা ব্যক্তিগত মক্কেলের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। যেমন, কোন ব্যক্তি কর ফাঁকি দেবার জন্য আইনজীবির সাহায্য নেয় কিংবা পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াতে প্লাষ্টিক সার্জারির সুযোগ নেয়। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যক্তিগত মক্কেলের মূল উদ্দেশ্য নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সেটা প্রতিষ্ঠানগত মক্কেলের ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। তাছাড়া নীতি বিষয়ক অনুশাসনগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত মক্কেলভিত্তিক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানগত মক্কেলের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে পেশাদারদের যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে।

গ্রন্থাগারিকেরা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অধিকারী এটা অনেকে স্বীকার করেন না। তারা তালিকাবিদ্যা কিংবা বর্গীকরণে পারদর্শী হতে পারেন কিন্তু সকল বিষয়ের জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে তাদের একচেটিয়া বিশেষজ্ঞ জ্ঞান নেই। গ্রন্থাগারিকদের পেশাগত ভূমিকা ও যার উপর ভিত্তি করে এই জ্ঞান তার যথাযথ ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন। চিকিৎসা পেশায় তার সহযোগী বিজ্ঞান ক্ষেত্রের উদ্ভাবিত পদ্ধতির মাধ্যমে যে কোন রোগের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সেই শাস্ত্রে বিবৃত। কিন্তু গ্রন্থাগার বিদ্যা একটা সাধারণ মূলতত্ত্বের উদ্ভাবনে ব্যর্থ হওয়ায় উদ্ভূত কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানে অপারগ। আর যদি বা সে রকম কোন বিশেষজ্ঞ জ্ঞান থাকে, জনসাধারণ সে বিষয়ে অবহিত নয়। গ্রন্থাগারের অধিকাংশ পেশাদারী কাজকর্মই জনসাধারণের দৃষ্টির আড়ালে সম্পন্ন হয়। জনসাধারণ সাধারণতঃ নিম্নস্তরের অদক্ষ কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন। সে কারণে গ্রন্থাগারিকের পেশাদারী দক্ষতা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা না থাকায় জন দৃষ্টিতে পেশাগত যোগ্যতার অবমূল্যায়ন হয়। কাজেই একটা দৃঢ় সাধারণ ও কেন্দ্রীভূত জ্ঞানের উপস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট জনগণ কর্তৃক তার স্বীকৃতি ছাড়া গ্রন্থাগার পেশার স্বশাসন আয়ত্ত করা সহজ হবে না। একটা প্রতিষ্ঠিত পেশা স্বঅধিক্ষেত্রের যে কোন সমস্যার সমাধানকল্পে নিবদ্ধ করা জ্ঞানের উপর সালিশী ক্ষমতার দাবী করতে পারে। কিন্তু সমস্যাটি যদি সাধারণভাবে স্বীকৃত না হয় এবং তার সমাধানের জন্য যদি যথোপযুক্ত জ্ঞান অর্জিত না হয় তবে যে কোন পেশার স্বশাসন দাবী উপেক্ষিত হতে পারে।

গ্রন্থাগার পরিষদ কতদূর পেশাদারী এবারে সেটা পর্যালোচনা করা যাক। কার-সাণ্ডারস্ ও উইলসন (৪) পেশাদারী পরিষদের যে সমস্ত বিশেষ লক্ষ্যের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল : পেশায় নিয়োজিতদের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ, পেশার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও সদস্যদের স্বার্থের যথোচিত সংরক্ষণ, কর্মলব্ধ জ্ঞানের ভাববিনিময়ের কেন্দ্র ও দক্ষতারও মানের ক্রমোন্নয়ন। এই লক্ষ্যগুলির পরিপূরণ দেখা যায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রন ও লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে, নীতিবিষয়ক নিয়মাবলীতে, বিভিন্ন সভা ও প্রকাশনার মাধ্যমে পেশায় নিয়োজিতদের সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনে ও কর্মলব্ধজ্ঞানের বিনিময় সুযোগের মাধ্যমে। বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদগুলির গঠনপদ্ধতি ও কার্য্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ প্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি অনুপস্থিত। যেমন পেশায় প্রবেশের যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা, সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার একটা জোরালো অঙ্গীকার অথবা নির্ধারিত মান প্রয়োগের ক্ষমতা, একটা জোরালো ও কার্য্যকরী নীতি সম্বন্ধীয় অনুশাসন।

চিকিৎসা পেশায় বিভিন্ন প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলির উপর যেমন একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ অধিকার আছে, গ্রন্থাগারিকতায় সেটা অনুপস্থিত বললেই চলে।

গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিয়োজিতদের বেতন উপযুক্ত নয়। চিকিৎসক কিংবা আইনজীবিরা প্রচলিত মূল্যসূচী অনুযায়ী মক্কেলের নিকট হতে দক্ষিণা আদায়ে সক্ষম। কিন্তু গ্রন্থাগারিকেরা বেতনভুক কর্মচারী হওয়ায় সেভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

গ্রন্থাগার পরিষদগুলি দক্ষতার মান; উন্নততর পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার সুপারিশ গোছের মান নির্ধারণ করেই দায়িত্ব সম্পন্ন করে—এগুলি কার্য্যকরী করার ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কোন উদ্যোগ নেই। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল যে কোন প্রকার বিরোধ মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা। কিন্তু গ্রন্থাগার পরিষদগুলি গ্রন্থাগার বৃত্তির পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব না করায় পরিষদের এ ধরণের সুপারিশ গ্রহণের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদগুলিতে ব্যক্তিগত সদস্য-ভুক্তির সাথে সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার পরিচালক-বৃন্দের সদস্যভুক্তি পরিষদগুলির মূল লক্ষ্যকে বিচ্যুত করেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত পেশাদারী পরিষদগুলিতে (যেমন ভারতীয় চিকিৎসা পরিষদ) এ জিনিষ দেখা যায় না। চিকিৎসা পরিষদ মূলতঃ চিকিৎসকদের পরিষদ, হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজগুলির পরিষদ নয়। নিয়োগ কর্ত্তারা গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যভুক্ত হলে গ্রন্থাগার পরিষদগুলি গ্রন্থাগারিকদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হতে পারে না। কাজেই যতদিন গ্রন্থাগার পরিষদগুলির মূল লক্ষ্য গ্রন্থাগারিক-দের সামগ্রিক উন্নয়ন না হয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিদ্যার উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ থাকবে ততদিন পেশাদারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিষদের স্বীকৃতি ব্যাহত হবে:

পেশার কার্য্যবিষয়ক নির্দেশাবলী সাধারণতঃ নীতিবিষয়ক অনুশাসনে বিবৃত হয়। এই অনুশাসন সাধারণতঃ সদস্যদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, মক্কেলের সহিত সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এ ধরনের নীতিবিষয়ক অনুশাসন গ্রন্থাগারিক ও পাঠকের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। গ্রন্থাগারিকতার নীতিবিষয়ক অনুশাসনে সেটা পরিস্ফুট, কারণ অনুশাসনের অনেকটাই সুপারিশ গোছের। এই দুর্বলতা বিবাচন বা সেন্সরসিপ সমস্যায় বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। পুস্তক অধিগ্রহণে নিরপেক্ষতা ও প্রাজ্ঞতার নির্দেশ একটা জোলো পরামর্শ মাত্র। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনভিজ্ঞ মতামতকে অপ্রাসঙ্গিক ও অনুপযুক্ত বলে প্রত্যাখ্যান করা এবং পেশাদারী নীতি অনুসরণ করার মতো একটা সাধারণ নীতিগত কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত নিশ্চয় করে বলা সম্ভব হয় নি। সত্যি বলতে কি গ্রন্থাগারিকেরা বিবাচন সমস্যার ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে চান। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে কোন বিতর্কিত পুস্তকের ক্রয় হতে বিরত থাকেন। কাজেই নির্দেশ ও ব্যবহার পদ্ধতিতে বিস্তর ফারাক হেতু গ্রন্থাগারি-কতা পেশাগত নৈতিকগুণ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। পেশাগত অভেদত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা না থাকায় এই পেশা সম্পূর্ণতা অর্জনে এবং পেশাগত নীতির রূপায়ণে সম্ভাব্য আক্রমণ হতে পেশাদারকে রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। গ্রন্থাগারিক যেন অনেকটা বেসামরিক কর্মী—একজন অত্যাবশ্যক পেশাদার নয়--এই দুর্বলতা তার প্রতিটি কাজকর্মে সহজাত। এ সমস্ত কারণে প্রখ্যাত সমাজবিদ্ উইলিয়াম গুডে পেশাটিতে নৈতিক আগ্রহের অভাব, পেশাটির যে একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে, একটা ভবিষ্যত আছে, সেটা দৃঢ়ভাবে অনুধাবনের অভাবের অনুযোগ করেছেন।

চিকিৎসা বা আইন পেশার মতো নীতিবিষয়ক সত্যি-কারের কোন সমতুল বিদ্যা না থাকায় এটি জনসাধারণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত নয়। পেশা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আইনগত পৃষ্ঠপোষকতা বা স্বীকৃতি অর্জন অত্যাবশ্যক। পেশা সাধারণতঃ তার নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে একটা সুপরিকল্পিত প্রচার চালিয়ে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে স্বীকৃতি অর্জনে সচেষ্ট হয়। এবং লাইসেন্সিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পেশাটির মান ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। একজন চিকিৎসক বা আইনজীবি উপযুক্ত লাইসেন্স ছাড়া পেশাগত দক্ষতার প্রয়োগে দণ্ডিত হবেন। এই আইনগত পৃষ্ঠপোষকতার অনুপস্থিতি গ্রন্থাগার বৃত্তির একটা দুর্বলতম দিক। গ্রন্থাগারিকেরা আজ পর্য্যন্ত গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগার ডিগ্রি অপরিহার্য্য এই স্বীকৃতি বিভিন্ন আইনসভার মাধ্যমে আদায় করতে পারেন নি। ফলে চিকিৎসক ছাড়া কোন হাসপাতাল পরিচালনা অকল্পনীয় হলেও গ্রন্থাগার বৃত্তির বাহিরের লোক দ্বারা গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্ভবপর হচ্ছে। আমেরিকান গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও আমেরিকান

জাতীয় গ্রন্থাগারিক পদে আর্চিবল্ড ম্যাকলিশের নিয়োগ সম্ভবপর হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগারেও পরিচালক পদে গ্রন্থাগার বৃত্তির বাহিরের লোক নিয়োগের চিন্তা করা হচ্ছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃত্তিগত পরিমানের অভাব, শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তার কঠোরতার অভাব, কর্তৃত্বের পরিমান ও নীতিবিষয়ক অনুশাসনের অদৃঢ়তা গ্রন্থাগার বৃত্তির পেশাগত মর্যাদায় উপনীত হওয়ায় বাধা-স্বরূপ। যদিও কতকগুলি ঘটনা ও প্রবণতা গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে পেশাদারী করে চলেছে। যেমন: নিয়োগ-কর্তাদের গ্রন্থাগার পরিষদ স্বীকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্নাতক দাবী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের অধ্যাপক পদমর্যাদার সুপারিশ, কর্তব্য পালনে বিপদগ্রস্থ সদস্যদের জন্য সংগ্রাম করা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, সালিশী ব্যবস্থার প্রচলন ইত্যাদি। এ সমস্ত কারণে প্রখ্যাত সমাজবিদ্ উইলিয়াম গুডে গ্রন্থাগার বৃত্তিকে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি না দিলেও আগামী দিনের জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান মাথাপিছু ক্রয়ক্ষমতা ও পাঠপ্রবণতা এবং অধিকতর মাত্রায় জ্ঞানের চলাচল ও রাশীকরণের প্রতি নির্ভরশীল প্রযুক্তিসমাজ ও গ্রন্থাগারের অধিকতর গুরুত্বের কথা মনে রেখে গ্রন্থাগার বৃত্তির পেশাদারী হবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেন নি। তিনি গ্রন্থাগার গবেষণায় অধিকতর অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে বৃত্তিটির জ্ঞানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা, সামাজিক প্রতিষ্ঠার উন্নয়ন, পেশাগত কাজকর্ম হতে করণিক কাজকর্মের পরিহার, এবং এই পেশায় অধিক সংখ্যায় যোগ্যতা সম্পন্ন, মেধাবী, প্রতিভাবান ছাত্রদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজনে জাতীয় ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন।

: নির্দেশিকা :

(১) Ranganathan, S. R : Is there a library profession ? Library Herald, July-Oct., 1968.

(২) Robert Leigh : The Public library in U. S. N. Y. 1960, p. 192

(৩) Dale Shaffer : The Maturity of librarianship as a profession. Scarecrow Press, 1968.

(৪) Saunders & Wilson: The profession. 1933.

সিসটেমস্ এনালিসিস ও গ্রন্থাগার পরিচালনা

অশোক বসু

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৭০০০৩২

ক ভূমিকা

ক১ গ্রন্থাগার পরিচালনার অঙ্গ হিসেবে পদ্ধতি-বিশ্লেষণ

সিসটেমস্ এনালিসিস (পদ্ধতি বিশ্লেষণ) শব্দটি আজকের গ্রন্থাগারিকের কাছে আর নতুন নেই। অল্প-বিস্তর সকলেই এর সাথে পরিচিত। এর বাংলা পরিভাষা হতে পরে পদ্ধতি-বিশ্লেষণ। পদ্ধতি-বিশ্লেষণের প্রাথমিক ব্যবহার সমর বিজ্ঞানে। আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রীকরণের সাথে সাথে পদ্ধতি-বিশ্লেষণের প্রয়োগ ও ব্যবহার ক্রমশ বেড়েই চলে। যান্ত্রীকরণের প্রথম সর্তই হল—বিশ্লেষণ। যান্ত্রীকরণের প্রভাব সাধারণ কাজকর্মেও এসে পড়ছে। পদ্ধতি-বিশ্লেষণ হয়ে উঠেছে প্রায় অপরিহার্য। আধুনিক পরিচালন-বিজ্ঞানের (Management Science) একটি প্রধানতম হাতিয়ার এই পদ্ধতি-বিশ্লেষণ। পরিচালন বিভাগের মূল কথা: পরিকল্পনা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই উভয় ক্ষেত্রেই পদ্ধতি-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে সঠিক সার্বিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রায় অসম্ভব। গ্রন্থাগারের সার্বিক দায়িত্বে-বৃত পরিচালক গ্রন্থাগারিকের কাছে আজ এই পদ্ধতি-বিশ্লেষণ ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে উঠছে। তিনি একাধারে গ্রন্থাগারিক, পরিচালক এবং পরিচালনার অংশ হিসেবে পদ্ধতি-বিশ্লেষক। পদ্ধতি-বিশ্লেষণ তাঁর পরিচালনাকে আরও সুষ্ঠু, তথ্যনির্ভর ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলবে। এর সাহায্যে গ্রন্থাগারিক প্রচলিত ব্যবস্থার মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন, পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে সবিশেষ সাহায্য পেতে পারেন যদি এ সম্পর্কে তাঁর যথাযথ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে থাকে।

ক২ গ্রন্থাগার পরিবর্তনের প্রভাব ও উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা

আজকের গ্রন্থাগার/তথ্যকেন্দ্রগুলি বহু সমস্যায় জর্জরিত। চালু গ্রন্থাগারের সমস্যা নিত্যকালীন হলেও কিছু কিছু একেবারে হাল আমলের। বলা যায়, বিগত কয়েক দশক থেকে এইসব সমস্যার তীব্রতা দেখা দিয়েছে আর সত্তর দশকে এসে তা আরও জটিলতার দিকে। কারণগুলি সংক্ষেপে বলা চলে

(ক) বিষয় মণ্ডলের (Universe of Subjects) চির পরিবর্তনশীল কাঠামো;

(খ) বিষয় বিভাজন (Atomisation of Subject);

(গ) আন্তর্বিষয় চর্চা;

(ঙ) তথ্য বিস্ফোরণ ও তার পরিণতি হিসেবে প্রকাশন বিস্ফোরণ;

(ঙ) পাঠ্যবস্তুর গুণগত পরিবর্তন, এবং ক্রমচয়িত ফল হিসেবে

(চ) গ্রন্থাগারে কাজের জটিলতা বৃদ্ধি।

এইসব সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে দেখা প্রয়োজন

(ছ) বিষয় মণ্ডল সম্পর্কে গভীর ধারণা;

(জ) কার্যকরী আর্থিক পরিকল্পনা;

(ঝ) পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গ্রন্থাগারে নতুন, উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তন; এবং

(ঞ) পরিচালক-গ্রন্থাগারিকের পরিচালন বিভাগ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান।

ক ৩ সমস্যা সমাধানের উপায়

ক৩১ সমাধানের নতুন পথ

উল্লিখিত সমস্যার কারণ এবং তার সমাধানের উপায়গুলি গ্রন্থাগারে কার্যকরী করতে গেলে একটিই সরলীকৃত পথ—অর্থবরাদ্দ বা ব্যয়ের বহরটা বাড়িয়ে চলা। অর্থাৎ আরও বেশী বেশী পত্র-পত্রিকা, বই ইত্যাদি পাঠ্যবস্তু কেনা এবং সেগুলি যথাযথ ব্যবহারের উপযোগী করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। এটা সমস্যা সরলীকরণের পথ—সমাধান নয়। এমনকি এক বা দুই দশক আগে হলেও এটাই ছিল একমাত্র সমাধান। এখনকার পরিচালক—গ্রন্থাগারিককে সমস্যা সমাধানের বিকল্প খুঁজতে হচ্ছে।

ক৩২ সমস্যার মূল কারণ পরিবর্তনজনিত সংঘাত

গ্রন্থাগারের মূল সমস্যাটা বোধহয় সংঘাত। পুরাতন ও নতুনের সংঘাত—পরিবর্তনের সংঘাত। পারিপার্শিক দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে অথচ গ্রন্থাগার/তথ্যকেন্দ্রগুলির ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা তার পুরাতন মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না—গ্রন্থাগার সম্পর্কে পরিবর্তিত ধারণার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অপারগ হচ্ছে। অন্যদিকে প্রচণ্ড দ্রুততায় পাঠ্যবস্তুর গুণগত ও পরিচালনাগত পরিবর্তন গ্রন্থাগারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। পাঠকের/ব্যবহারকারীর চাহিদারও রূপান্তর ঘটছে। গ্রন্থাগারিকের কাছে এটা একটা 'চ্যালেঞ্জ'। সুতরাং প্রথমেই প্রয়োজন সমস্যার কারণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ এবং তারপর সেই সমস্যার গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি/কয়েকটি উপায় নির্ধারণ।

ক৩৩ পদ্ধতি-বিশ্লেষণ একটি উপায়

পদ্ধতি-বিশ্লেষণ হল সেই প্রার্থিত উপায়। এর দ্বারা যেকোন অবস্থা/বস্তু/প্রতিষ্ঠানের পারিপার্শিক পরিবর্তনজনিত সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ করে সমস্যা সমাধানের পথ বাতলান সম্ভব। বিভিন্ন ব্যবসায়/প্রতিষ্ঠান প্রশাসন/প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার কারণ ও প্রকৃতি নির্ধারণে এবং সমস্যা সমাধানে পদ্ধতিবিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং সফল ভূমিকা নিয়েছে। গ্রন্থাগারে সমস্যা সমাধানে পদ্ধতি-বিশ্লেষণ প্রয়োগ একেবারেই হাল আমলের। মনে রাখা দরকার, পদ্ধতি-বিশ্লেষণ নিজে সমস্যা সমাধান নয়—সমস্যার প্রতিকারের দিগ্‌দর্শন করে মাত্র। পদ্ধতি-বিশ্লেষণ পরিচালকের একটি হাতিয়ার বিশেষ। প্রচলিত ব্যবস্থার উন্নততর বিকল্প ব্যবস্থা পাওয়া যায়। এমনকি পদ্ধতি-বিশ্লেষণে পারদর্শী গ্রন্থাগারিক সামান্যকে সম্বল করেই অসাধ্য সাধন করতে পারেন।

খ পদ্ধতি-বিশ্লেষণ

খ১ একটি নতুন বিষয়

শিশুর মতই বিষয়ের জন্ম ও বৃদ্ধি আছে। আছে পূর্ণতা। পদ্ধতি-বিশ্লেষণ বিষয় হিসেবে সেই পূর্ণতার অভিমুখে। জন্ম তার বহু বিষয়ের অভিজ্ঞতা লব্ধ সম্পদ থেকে। মূল সম্পর্ক পরিচালন বিজ্ঞানের সাথে। পরিচালন বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রয়োগ-অভিজ্ঞতা থেকে তিল তিল করে পুষ্টি লাভ করছে এই পদ্ধতি-বিশ্লেষণ। স্বভাবতই পরিচালন বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখার সাথে আত্মসম্পর্কে যেমন রয়েছে মিল, অমিলও আছে।

খ ২ পরিচালন বিজ্ঞান

খ২১ উৎপত্তি

পদ্ধতি-বিশ্লেষণকে জানতে শুরু করা ভাল পরিচালন বিজ্ঞান থেকেই। এই শতকের শুরুতে L B Brandeis 'টেলরনীতি' অনুসরণে পরিচালনার ক্ষেত্রে Scientific management শব্দের প্রচলন করে 'প্রচলিত পরিচালনা' ও 'প্রগতিশীল পরিচালনা'র মধ্যে একটি সীমারেখা টেনে দিয়ে পরিচালন পদ্ধতিকে কিছুটা বিজ্ঞানভিত্তিক রূপ দিলেন। F W Taylor (১৮৫৬-১৯১৫) পরিচালন বিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত।

খ২২ মূলনীতি

পরিচালন বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলি হল:

ক পরিচালন বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসত্যে প্রতিষ্ঠা করা;

খ নীতিনিষ্ঠ উপায়ে উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন;

গ নির্বাচিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও উন্নতি সাধন;

ঘ পরিচালক (গোষ্ঠী) ও কর্মীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

স্বল্প কথায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

খ২৩ উদ্দেশ্য

পরিচালন বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য অর্থ, সম্পদ, শ্রম, যন্ত্র ও পরিচালনার সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে সর্বাধিক উৎপাদন লক্ষ্যে পৌছান; স্বল্প সময়ে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন; উন্নততর দ্রুত উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রভৃতি।

খ২৪ সীমাবদ্ধতা

উদ্দেশ্য সফল করতে যে সব উপায়/পদ্ধতি-গুলির উদ্ভাবন ও প্রচলন হয়েছিল তাদের মধ্যে একটি সার্বিক সমন্বিত দৃষ্টিভংগির অভাব ছিল। উপায়/পদ্ধতিগুলির মধ্যে যে সাযুজ্য থাকতে পারে, থাকতে পারে পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্ক সেদিকটা খুব খতিয়ে দেখা হয়নি। পরিচালন বিজ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতা বিজ্ঞানীদের নতুন করে ভাবিয়েছে।

খ২৫ বিকল্প

পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে পরিচালন বিজ্ঞানে নতুন নতুন উপায়/পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে, যেমন work measurement, Work simplification, Methods research, Time—motion study এবং আরও অনেক। কিন্তু এসবেরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

খ৩ পদ্ধতি-বিশ্লেষণ ও পরিচালন বিজ্ঞান

এদিক থেকে পদ্ধতি-বিশ্লেষণের কিছু সফল মৌলিকত্ব রয়েছে। পরিচালনবিজ্ঞানের প্রচলিত উপায়/পদ্ধতিগুলি এখানেও ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু একেবারেই অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। ফলে উপায়/পদ্ধতিগুলির নিজস্ব সীমাবদ্ধতাকে এক্ষেত্রে কাটিয়ে ওঠা গেছে। পদ্ধতি-বিশ্লেষণ একটি সমগ্র অবস্থাকে —তা যাইহোক না কেন যেমন, কোন কাজ/প্রতিষ্ঠান/উৎপাদন/বন্টন/সরবরাহ/বিষয় প্রভৃতিকে

১ পরিকল্পিতভাবে বিশ্লেষিত করে;

২ প্রতিভাগ উপবিভাগে নির্দিষ্ট করে;

৩ ভাগ/উপবিভাগের শেষতম অংশকে চিহ্নিত করে;

৪ ভাগ/উপবিভাগ/খণ্ড/খণ্ডাংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে; এবং

৫ সম্পূর্ণ অবস্থাটির একটি সার্বিক সমন্বিত রূপকে বিশ্লেষিত করে।

পদ্ধতি-বিশ্লেষণ কোন সামগ্রিক অবস্থার কর্মক্ষমতাকে প্রার্থিত লক্ষ্য/উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করে; সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোন উপায়/পদ্ধতিকে পর্যালোচনা করে না।

খ৪ অপারেশন রিসার্চ ও পদ্ধতি-বিশ্লেষণ

অপারেশন রিসার্চ (=OR) আর একটি প্রয়োগ-বিদ্যা। পরিচালক(—)গ্রন্থাগারিকের এ বিষয়েও কিছু পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। কিছুটা সাযুজ্য থাকায় অনেকেই অপারেশন রিসার্চ ও পদ্ধতি-বিশ্লেষণে একই বিষয় বা সমার্থক বলে জানেন। ধারণাটা ঠিক নয়। অপারেশন রিসার্চ পরিচালককে কোন কাজের কতগুলি বিকল্প সম্ভাবনার হদিশ দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। বর্তমান কাজটিকে বিশ্লেষণ করে কতগুলি কল্পিত 'মডেলের' সাহায্যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিকল্প সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিয়ে পরিচালককে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার পথ সুগম করে; কখনই গৃহীত সিদ্ধান্তকে রূপায়িত করতে সাহায্য করে না। এর কাজ বিশ্লেষণ, পূর্বাভাস ও বিকল্প নির্দেশ।

অন্য দিকে পদ্ধতি-বিশ্লেষণ বর্তমান অবস্থাকে তার সামগ্রিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ করে, ত্রুটি নির্দেশ করে উন্নততর পদ্ধতির সন্ধান দেয়, গৃহীত সিদ্ধান্ত রূপায়িত করতে সাহায্য করে।

খ৫ একটি নতুন সম্ভাবনা

পদ্ধতি-বিশ্লেষণ পরিচালন বিজ্ঞান বংশোদ্ভূত হলেও ভাগ, উপবিভাগ সহ সমগ্র পরিচালন বিজ্ঞানকেই আত্মস্থ করে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করতে চলেছে। বলা যায়, পরিচালনবিজ্ঞানের আর এক নাম পদ্ধতি-বিশ্লেষণ। অর্থাৎ সমগ্র পরিচালন বিজ্ঞানের ভিত্তিই হতে চলেছে পদ্ধতি-বিশ্লেষণ। পদ্ধতি-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে পরিচালনা অসম্পূর্ণ—ত্রুটীপূর্ণ।

খ৬ সংজ্ঞা

পদ্ধতি-বিশ্লেষণের ওপর এখন যথেষ্ট প্রবন্ধ/বই বেরুচ্ছে।

সংজ্ঞাও দিয়েছেন অনেকেই। একটি নমুনা দেওয়া গেল :

Encyclopedia of Management (1973)

পদ্ধতি হল পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত কাজের কার্যাবলীর মধ্যে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সমন্বিতরূপ যা যে কোন প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যধারার আকাঙ্খিত সফলতা আনতে সাহায্য করে।

গ পদ্ধতি বিশ্লেষণের ছয় ধাপ

পদ্ধতি-বিশ্লেষণকে পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত ছয়টি ধাপ/পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে : ১ সমীক্ষা ২ তথ্য সঞ্চয় ৩ বিশ্লেষণ ৪ পরিকল্পনা, ৫ রূপায়ণ, ৬ মূল্যায়ন ও সংশোধন।

গ১ সমীক্ষা

গ১১ প্রয়োজন

পরিচালক যদি প্রয়োজন মনে করেন তবেই সমীক্ষার আয়োজন করা হয়। বর্তমান ব্যবস্থায় পরিচালক সন্তুষ্ট না হলে, ত্রুটী বিচ্যুতি দেখা গেলে, উন্নততর ব্যবস্থা চালু করতে পরিচালক প্রথম যা করেন তা হোল প্রচলিত ব্যবস্থার বিস্তারিত সমীক্ষা।

গ১২ উদ্দেশ্য

সমীক্ষার উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া। ধারণা দু' ভাবে পাওয়া যায় :

ক প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক প্রতিবেদন, সভাসমিতির প্রতিবেদন প্রভৃতি লিখিত/মুদ্রিত পত্র/পত্রিকা/বই থেকে ; এবং

খ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, উপদেষ্টা, পরিদর্শক, বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে।

দেখা গেছে, আলোচনার মাধ্যমেই ভালভাবে জানা যায়—প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি এবং বাস্তবে তা কতদূর কার্যকরী হচ্ছে।

গ১৩ প্রতিবেদন

সমীক্ষক/বিশ্লেষক সমীক্ষা জনিত ধারণা প্রতিবেদনের আকারে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের কাছে পেশ করেন। এতে থাকে

ক পরিচালক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানের কাছে কি প্রত্যাশা করেন ;

খ কার্যত তাঁরা কি পাচ্ছেন ;

গ কাজের ধারাবাহিকতায় কোন্ কোন্ অংশে ত্রুটী রয়েছে ;

ঘ কি ভাবে ঐসব ত্রুটী/সমস্যা সমাধান করা যাবে ; এবং

ঙ কোন অংশ থেকে কাজ শুরু করতে হবে।

গ১৪ মূল্যায়ন

পরিচালক গোষ্ঠী প্রতিবেদনটি পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করে পরবর্তী ধাপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন।

গ১৫ পর্যালোচনা

সমীক্ষক/বিশ্লেষক এবার পরিচালক গোষ্ঠী প্রদত্ত মতামত সহ প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে সমগ্র প্রকল্পটির জন্য আর্থিক দায়দায়িত্ব সহ একটি প্রতিবেদন রচনা করেন।

গ১৬ পুণর্মূল্যায়ন ও সম্মতি

পরিচালক গোষ্ঠী পুনর্লিখিত প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে প্রয়োজনীয় অর্থ, কর্মী, স্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন।

গ১৭ বিশ্লেষকের প্রস্তুতি

সমীক্ষক বিশ্লেষক এবার উপযুক্ত সহকর্মীর সহযোগিতায় তাঁর কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নেন।

গ২ তথ্য সঞ্চয়ণ

সমীক্ষক/বিশ্লেষক তাঁর সহযোগীদের নিয়ে এবার বিস্তৃত বিবরণ তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। অনেক রকম উপায় পদ্ধতির আছে। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর বিবরণ, বিভিন্ন 'ফাইল', 'ফরম' ইত্যাদির বিশ্লেষণ ; পরিচালক, পরিদর্শক, কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাজের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ ; বস্তু-কর্মী-কাজের গতি-চিত্রণ (Flow chart) ; প্রভৃতির মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। এ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্লেষিত হবে।

এতে বেশ সময় লাগে এবং অনভ্যস্তের কাছে বেশ ক্লান্তিকর। এমন কি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরও বিরক্তির কারণ হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে সহযোগিতা, কর্মীদের মানসিক প্রস্তুতি। কর্মীরা অবশ্যই জানবেন বিশ্লেষণের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য। অন্যথায় বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে।

গ৩ সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ

গ৩১ উন্নত/বিকল্প পদ্ধতির সন্ধান

এ পর্যায়ে গ২ অংশের সমীক্ষাজনিত তথ্যাদির যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ, প্রকৃতি, পরিচিতি, পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে চিহ্নিত করা হয়; বিকল্প পদ্ধতির সন্ধান করা হয়; বিকল্প পদ্ধতি(গুলি) পরীক্ষা করে দেখা হয়—কোন পদ্ধতি প্রার্থিত প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে।

গ৩২ মডেলিং—একটি বিশ্লেষণ পদ্ধতি

বিভিন্ন উপায় হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে যেমন, Sampling, linear programming, simulation, মডেলিং প্রভৃতি। এদের মধ্যে মডেলিং সব-চেয়ে সুবিধাজনক। মডেলিং কম্পিউটারের সাহায্যেও যেমন করা যায়, তেমনি হাতে কলমেও করা যায়। মডেলিংএর সাহায্যে একটি বাস্তব বা প্রস্তাবিত পদ্ধতি বিভিন্ন অবস্থায় কিভাবে কাজ করে তা বোঝা যায়। একটি বিশেষ পদ্ধতির মূল্যায়ন, প্রচলিত পদ্ধতির ক্রটীপূর্ণ অংশ খোঁজা কিংবা বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে দেখতে মডেলিংএর ব্যবহার হয়ে থাকে।

গ৪ পরিকল্পনা

গ৪১ উদ্দেশ্য

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দুটি :

এক, সমীক্ষক/বিশ্লেষক পদ্ধতি বিশ্লেষণের জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা রচনা করেন। কিভাবে কাজ হবে, খরচের পরিমাণ, উপকরণ কি কি লাগবে তা পরিকল্পনায় বিশদভাবে উল্লেখ থাকে এবং দ্বিতীয়ত এতে থাকে প্রচলিত প্রস্তাবিত পদ্ধতিকে কিভাবে উন্নত করা যাবে, পরীক্ষা নিরীক্ষার ধারা, রূপায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে পরিকল্পনা।

গ৪২ বিশ্লেষকের সুপারিশ

গ৩ অংশে উল্লিখিত সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষক সুপারিশ করেন, প্রচলিত পদ্ধতির সংশোধন করলেই চলবে অথবা সমস্ত পদ্ধতিটাই নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। সুপারিশ যাইহোক, সবক্ষেত্রেই খুঁটিনাটিসহ পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। এমনকি প্রতিটি বিকল্প সুপারিশের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়।

গ৪৩ পরিচালকের সম্মতি

পরিচালক/পরিচালকবর্গ পরিকল্পনাটি এই অবস্থায় পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন কোন্ সংশোধিত বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য।

গ৫ রূপায়ণ

গ৫১ অনুকূল পরিবেশ

প্রস্তাবিত পদ্ধতি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন অনুকূল ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। অনুকূল পরিবেশ রচনার ওপর সাফল্য বা অসাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। বস্তুত কর্মীদের সহযোগিতার ওপরই সাফল্য নির্ভর করে।

গ৫২ কর্মীদের মানসিক প্রস্তুতি

সাধারণত কর্মীরা প্রচলিত পদ্ধতির যেকোন রকম পরিবর্তনকেই মেনে নিতে প্রথমত অপারগ হন। এজন্য প্রয়োজন কর্মীদের মানসিক পূর্ব প্রস্তুতি। কর্মীরা যেন মনে করতে পারেন এই পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে এবং তাঁরাও এই পরিবর্তনের অংশীদার। এটা সম্ভব কর্মীদের সাথে আলোচনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। প্রতিটি কর্মীকেই এই পরিবর্তনে তাঁর নিজস্ব ভূমিকা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

গ৫৩ পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তন

কোন প্রচলিত পদ্ধতির সংশোধন/পরিবর্তন হলে সেই সম্পর্কিত নথিপত্রে ফাইলেরও প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন করতে হয়। এবং এক্ষেত্রেও কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে পুরান পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়। কর্মীরা সম্পূর্ণ অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কর্মী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়।

গ৬ নতুন পদ্ধতির মূল্যায়ন ও সংশোধন

গ৬১ মূল্যায়ন বারংবার

পদ্ধতি-উদ্যোগ (Systems effort) একটি নিত্যকালীন ব্যবস্থা। একবার চালু করে থেমে গেলে চলবে না। অভিগমন পদ্ধতির (Systems approach) উদ্দেশ্যই হল প্রচলিত পদ্ধতির ত্রুটী মুক্ত করে উত্তরোত্তর ভাল ফল পাবার ব্যবস্থা আর এর জন্যই প্রয়োজন বারংবার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সংশোধন।

গ৬২ হস্তান্তর

সমীক্ষক(দল) নতুন সংশোধিত পরিবর্তিত পদ্ধতি চালু হবার পর আবার মূল্যায়ন করে দেখেন প্রার্থিত ফল পাওয়া যাচ্ছে কিনা। প্রয়োজনে ত্রুটি সংশোধন করেন। সমীক্ষকের দায়িত্বের এখানেই শেষ। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় শিক্ষিত কর্মীদের ওপরই দায়িত্ব এসে পড়ে। সবদিক থেকে ভাল হয় যদি পরিচালক/পরিদর্শক/কর্মীদের মধ্যেই দুই/একজন পদ্ধতি-বিশ্লেষণে অভিজ্ঞব্যক্তি থাকেন। পরবর্তী মূল্যায়ন ও সংশোধন এঁরাই করতে পারেন।

ঘ গ্রন্থাগারের পদ্ধতি-বিশ্লেষণ

ঘ১ কম্পিউটারের পূর্বাভাস নয়

পদ্ধতি-বিশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে অনুমান হতে পারে—এটি একটি ব্যয়বহুল ব্যবস্থা ও সময় সাপেক্ষ এবং প্রধানত যন্ত্রগণকের বা কম্পিউটার প্রচলনের দিকেই এর লক্ষ্য। বিদেশে ও ভারতে জাতীয় পর্যায়ে কিছু গ্রন্থাগারে/তথ্যকেন্দ্রে যান্ত্রীকরণের উপায় হিসেবে পদ্ধতি বিশ্লেষণের প্রয়োগ হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু এথেকে মনে করার কোন কারণ নেই যে শুধুমাত্র কম্পিউটার প্রচলনের জন্যই পদ্ধতি-বিশ্লষণের প্রয়োগ হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের যেকোন কাজে/স্থানে বা প্রচলিত পদ্ধতির মূল্যায়ন ও পরিমাপ করার জন্য এবং উন্নততর কোন পদ্ধতি উদ্ভাবকের জন্য যে কোন গ্রন্থাগারেই পদ্ধতি বিশ্লেষণের ব্যবহার হতে পারে। কার্যকরী আর্থিক পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিকরা ক্রমেই পদ্ধতি বিশ্লেষণ সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে উঠছেন।

ঘ২ প্রয়োগের বিভিন্ন দিক

গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারে :

এক, প্রচলিত পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সচেতন বিশ্লেষণী অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভংগি নিয়ে সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলি খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস গড়ে উঠবে ;

দুই, প্রচলিত পদ্ধতিগুলির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা ;

তিন, প্রচলিত পদ্ধতিগুলির উন্নত সাধন করা ;

চার, গ্রন্থাগারিক-কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে তাঁদের উদ্ভাবণী শক্তিকে কাজে লাগান ; এবং

পাঁচ, গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ, তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রকে আরও ব্যাপক, প্রসারিত ও কার্যকরী করে তোলা সম্ভব হবে।

ঘ৩ সচেতন গ্রন্থাগারিক

গ্রন্থাগারে পদ্ধতি-বিশ্লেষণের প্রয়োগ নতুন হলেও এর প্রয়োগ-সম্ভাবনা খুবই ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী। অন্য কেউ নন, সচেতন উদ্যোগী গ্রন্থাগারিকদেরই এব্যাপারে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রাথমিক ব্যর্থতা ও সমালোচনার কথা মনে রেখেই বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায় দায়িত্ব তাঁদেরই নিতে হবে। মনে রাখতে হবে : পদ্ধতি-বিশ্লেষণ একটি নতুন বিষয়, বিশেষ করে গ্রন্থাগারের প্রয়োগশালায়।

ঘ৪ গ্রন্থাগারে প্রয়োগ স্থান

বর্তমানে এবং আগামীদিনে গ্রন্থাগারে পদ্ধতিবিশ্লেষণের প্রয়োগস্থানগুলি হল : গ্রন্থাগার পরিচালনা, গ্রন্থাগারের প্রশাসন কাঠামো রচনা ও বিভিন্ন প্রচলিত পদ্ধতির মূল্যায়ন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে।

ঘ৫ প্রয়োগে সতর্কতা ও কয়েকটি অনুশাসন

সব ভালর সাথেই কিছু মন্দের খাদ থাকে। প্রয়োজন তাই সতর্কতার : ভাবনায়, ধারণায় ও প্রয়োগে। গ্রন্থাগারিককেও তাই প্রথম থেকেই সাবধান হতে হবে। তাঁকে কয়েকটি অনুশাসন মেনে চলতেই হবে :

(৫৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন সম্পর্কে

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
চেয়ারম্যান,
রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন,
কলিকাতা।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আমার মত একজন প্রাক্তন ছাত্রকে আপনার মনে আছে কিনা জানিনা।

আমি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন প্রদত্ত বইগুলির বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ফাউণ্ডেশনের মূল আদর্শ তথা উদ্দেশ্য আজ বিস্মিত। ফাউণ্ডেশনের পুস্তিকার ছয় ও সাতের পাতায় গ্রন্থাগারগুলিকে আঞ্চলিক ভাষার পুস্তক এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতের পুস্তক কি ভাবে ভাগ করে সরবরাহ করা হবে তা বর্ণিত আছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাতে হচ্ছে যে বইয়ের নামে যে বস্তুগুলি সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলিকে মোটেই বইয়ের আখ্যা দেওয়া যায়না। আসলে আমরা পাচ্ছি মূলত শিশু সাহিত্য এবং সদ্য সাক্ষর প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপযোগী বই। আপনার কাছে আমার অনুরোধ যে আপনি অনুগ্রহ করে একটু দেখুন যে পুস্তিকার সাতের পাতায় বর্ণিত ভাগ (শতাংশে) যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা? আমার বিশ্বাস গ্রন্থাগারে বইয়ের সার্থকতা ব্যবহারেই; অব্যবহারের স্তূপে পরিণত হওয়ায় নয়।

আমার মনে হয়, ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগারগুলিকে সমৃদ্ধ ক'রার চেয়ে প্রকাশকদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয়ে তাঁদের বছরের পর বছর পড়ে থাকা অবিক্রীত পোকায় কাটা বইগুলির একটা হিল্লে ক'রে দিতে সাহায্য করছেন। উপরিউক্ত অভিযোগ একমাত্র নয়। এই সমস্ত প্রকাশক ও পুস্তক সরবরাহ-কারীরা জগতের অধুনা সৃষ্ট মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে যথেচ্ছ দাম বাড়িয়ে মুনাফা করছেন। হয় তারা মূল্যের অঙ্কটিকে কাগজ এঁটে ঢেকে দিয়ে "নতুন দামের অঙ্কের ছাপা কাগজ মেরে" দিচ্ছেন নয়তো রবার স্ট্যাম্প দিয়ে "দামের অঙ্কের ছাপ দিয়ে" দাম বাড়িয়ে নিচ্ছেন। বুঝতে পারিনা ১৯৫৩ সালের ছাপা বই নতুন সংস্করণ বা মুদ্রণ না করেই তাঁরা কি করে দাম বাড়ান এবং ফাউণ্ডেশন তা দেখেও দেখেন না। এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং সত্বর বন্ধ করা উচিত। ফাউণ্ডেশন নিশ্চয়ই পুরানো অবিক্রীত বাজে বইয়ের হিল্লে করার প্রতিষ্ঠান নয়।

"দশমিক ধারাপাত" এবং "লিপিলিখি" পুস্তকের জন্য নিশ্চয়ই কোন পাঠক গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হন না।

আপনার কাছে আমার ঐকান্তিক আবেদন যে সরকার তথা জনগণের অর্থের এইভাবে অপচয় বন্ধ করুন।

ফাউণ্ডেশনের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। গ্রন্থাগার জগতে একটা নতুন যুগের সূচনা করতে ফাউণ্ডেশন সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যানরূপে আপনার এটা দেখার যথেষ্ট অধিকার আছে যে, গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সরবরাহে সুনির্দিষ্ট মান আছে কিনা এবং তা যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা?

এটা সত্য যে, আদর্শনিষ্ঠ গ্রন্থাগারপ্রেমী কর্মীর আজও অভাব নেই। তাঁদের খুঁজে বার করে বলিষ্ঠ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ভারতের গ্রন্থাগার উন্নয়নের কাজে সাহায্য করুন।

বিনীত—

তাং ২৮।২।৭৫

অনিলকুমার দত্ত
গ্রন্থাগারিক
হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতি

গ্রন্থাগার সংবাদ

চণক পাঠাগার (২৪ পরগণা)

গত ১৮ই মে রবিবার, চণক পাঠাগারে রবীন্দ্রনাথের ১১৪তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্বেও যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছিল। সংগীত, আবৃত্তি ও যন্ত্রসংগীতে স্থানীয় শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন।

বনগ্রাম সাধারণ পাঠাগার (বনগ্রাম, ২৪ পরগণা)

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগারের উদ্যোগে, বিগত ২৫শে বৈশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠীত হয়। রবীন্দ্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মহকুমা প্রচার আধিকারিক, অপরাহ্নে রবীন্দ্র জনসভায় পৌরহিত্যে করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত। বিচিত্রানুষ্ঠান, স্ব-রচিত কবিতা পাঠ, সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুভাষ পাঠাগার (কালনা, বর্ধমান)

গত ১লা বৈশাখ সুভাষ পাঠাগারে ষোড়শতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পাঠাগারগৃহে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'আধুনিক কবিদের কবিতায় হতাশার সুর কেন' এর উপর আলোচনা হয়। বিভিন্ন সাহিত্যসেবী এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, সভায় কবিতা, গল্প পাঠ করে শোনানো হয়। সংগীতানুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার (জামালপুর, বর্ধমান)

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে বিগত ১৫ই এপ্রিল, সকাল ৮টায় নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়। সভায় নববর্ষের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। পতাকা উত্তোলন, সংকল্প বাণী পাঠ, শহীদের উদ্দেশ্যে মাল্যদান প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সভায় গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। বিগত ১৬ই এপ্রিল স্বর্গীয় মাখনলাল দে'র মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। ৯ই মে ১৯৭৫ তারিখে সকাল ৮টায় পাঠাগার কর্মীদের উদ্যোগে এবং জাড়গ্রাম পরিবার ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রের সহযোগিতায় রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী (মানকর, বর্ধমান)

গত ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭৫ তারিখে মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর অষ্টবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমানের জেলাশাসক শ্রীমিহির কুমার মৈত্র এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক শ্রীতারাপদ ঘোষ।

পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণীতে জানা যায় ১৯৭৪ সালে ২৭৪টি বই সংগৃহীত হয়েছে। মোট বই ৬০১০। ২৫টির অধিক পত্র পত্রিকা পাঠাগারে নিয়মিত রাখার ব্যবস্থা আছে। বিনা চাঁদায় বই ও পত্রিকা পড়ার জন্য দৈনিক গড়ে ৭৫ জন পাঠক পাঠগৃহে সমবেত হন। মোট সভ্য সংখ্যা ৩১২ জন। গত বৎসর ৬৯ জন গ্রন্থাগারে সদস্যপদ লাভ করেন। সরকারী নির্দেশে মার্চ মাস থেকে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাঠাগারে একটি ভ্রাম্যমান বিভাগ আছে। ১৯৭৪ সালে গ্রন্থাগারের মোট আয় ছিল ৩৫,২৪২ টাকা ১৩ পয়সা, ব্যয় ছিল ৩৩,৪৩৭ টাকা ০৩ পয়সা।

সবুজ গ্রন্থাগার (পাতিহাল, হাওড়া)

গত ১লা মার্চ ১৯৭৫ সবুজ গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগারের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। এছাড়া 'অন্ধকারের নীচে সূর্য' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়: গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা সম্পর্কে শ্রীনির্মলেন্দু মান্না বক্তব্য রাখেন।

সংস্কৃতি (চাকপোতা, হাওড়া)

চাকপোতা 'সংস্কৃতি' গত ১০ই মে সপ্তদশ বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করেন। এই উপলক্ষে সারারাত্রব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে 'শেকল ছেঁড়ার গান' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু জন সমাগম হয়েছিল।

সাধারণ পাঠাগার (অশোক গড়, কলিকাতা)

বিগত ১১।৫।৭৫ তারিখে সাধারণ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন— শ্রীশম্ভুচাঁদ ঘোষ। ১৮. ৫. ৭৫ তারিখে নতুন কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি—শম্ভুচাঁদ ঘোষ, সহ-সভাপতি— মৃণালেন্দু গোস্বামী ও জীবনকৃষ্ণ পাল, সম্পাদক—অমলকৃষ্ণ পাল, সহ-সম্পাদক—চিত্তরঞ্জন পাল, সদস্যবৃন্দ—সুধাময় সেনশর্মা, রঞ্জিৎ সান্যাল, শচীন্দ্রমোহন পাল, তরুণ রায় চৌধুরী প্রবীর চক্রবর্তী, মণিকৃষ্ণ পাল; গ্রন্থাগারিক—অসীম চক্রবর্তী।

English Abstracts

Twentieth century library movement and role of Bengalees : Third decade (1921-30) by **Pramil Chandra Bose**

—Demand of news and newspapers increased considerably during Non-Co-operation Movement. In reality library movement got an organised shape in these years. In 1924 All India Library Conference (AILC) was held at Belgaum along with Annual Conference of Indian National Congress. Chittaranjan Das was the President of AILC. In his absence Tulsi Charan Goswami presided over. It was resolved that in every state there should be one State Library Association. In 1929 Dr. S. Radhakrishnan and Narayan Singha presided over the 6th AILC, held at Calcutta University. In this Conference, these were resolved that free public library services for all, future librarian of the Imperial Library should be an Indian, introduction of library science training course at the university level, introduction of library legislation etc.

The then eminent Bengalee Librarians were Prafulla Kumar Chattapadhayay, Benoytosh Bhattacharyya, Satis Chanda Guha Thakurta. Surendranath Dasgupta was the President of Punjab Library Association.

Mr. Newton Mohan Dutta was the president of All Asia Educational Conference, held at Beneras, in 1930.

In Bengal, free mobile library service was introduced in Faridpur District in 1924. First Hooghly District Library Conference was held at Bansberia in 1925. Subsequent conferences were held in 1926, 1927 and 1928 respectively.

Library movement and the Librarians by **Dr. Bimal Kumar Datta**

States, history of the libraries in our country is glorius. There were existence of libraries in different names. Three stages of library movement since 1808, recognised. Establishment of libraries in large towns and introduction of Press and Registration Act (1867) considered as first stage. First decade of present century, considered as second stage. Third stage of the library movement began from 1937, when Congress Party came into power. In 1958, since the enactment of Madras Library Law, present era of library development could be recognised. In 1st Five year plan period many new libraries were established. During other plan period development of rural and as well as urban libraries were developed.

Development of educational and cultural level is the development of the country itself. Libraries to be organised as welfare institution, and to meet up this, skilled, scientifically trained librarians are necessary. Enforcement of preliminary library education in secondary level suggested. Today status of the library workers is ignored and may be ignored infuture. But the librarians should be ready to face this truth.

Difficulties encountered in writing technical articles in Bengali by **Sudhananda Chatterjee**

Enumerates, the difficulties encountered by the author in writing scientific aud technical articles in Bengali and Bengali rendering of some of the English technical terms. These are : (1) Paucity of technical terms in old and new Bengali dictionaries (2) difficulties

in choosing appropriate terms from the signonyms in Bengali available in the English to Bengali Dictionaries. Suggests the following measures to solve these problems. (1) to choose terms from English to Bengali dictionaries most judiciously (2) utilisation of current technical terms used by the professionals in different region of the country (3) use of Hindi-English dictionaries also (4) use of glossary of terms by the Indian, British and International Standard Institutions (5) Creation of new terms based on Sanskrit words and roots (6) adoptions, sometimes modification of Hindi synonyms for technical terms. Gives also lists of some technical articles and glossary of technical terms published in different journals during the last 40 years

Profession and Librarianship **by Prabodh Bhattacharyya**·

—States about the controversal point, whether librianship is a profession. Various opinions are cited both in favour and against. Difinition of Profession enunciated, Libarianship is campared with the said defiinition. Libraians are not autonomus, but most of them are salary drawers. They have no specialised knowledge as doctors, Lawyears possess. Libsary Associations are the representatives of the libraries not of the librarians.

Concludes that there are possibilities to tansform the Librarianship into a well defined profession.

Systems Analysis and Library Management **by Asok Basu**

Modern management is incomplete and faulty without the application of Systems Analysis. Now a days, Systems Analysis has become the core operational technique of any scientific management. At the advent of automation in the field at Library Services, the Systems Analysis has become an integral part of library management. The beauty of of the Systems Analysis is this that it can uniquely and equally be applied in the libraries where all the library operations are done manually. Executive Librarians should have the knowledge of the principle and techniqu of Systems Analysis for any decision-making process to improve the existing library services.

সিসটেমস্ এনালিসিস ও গ্রন্থাগার পরিচালনা

(৫১ পৃষ্ঠার পর)

১ গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে পদ্ধতি বিশ্লেষণ একটি উপায় মাত্র ;

২ বিভিন্ন সমস্যা মূল্যায়নে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পদ্ধতি বিশ্লেষণ পরিচালক-গ্রন্থাগারিকের একটি হাতিয়ার ;

৩ পরিচালক-গ্রন্থাগারিক পদ্ধতি-বিশ্লেষণের প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করবেন ;

৪ পদ্ধতি বিশ্লেষণ পরিচালনার পরিপূরক—পরিপূরক বিকল্প নয়।

৬ পদ্ধতি বিশ্লেষণ : তথ্য পঞ্জী

পদ্ধতি-বিশ্লেষণ সম্পর্কে সম্ভবত এটিই বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম প্রবন্ধ। এসম্পর্কে আগ্রহী পাঠকের জন্য একটি তথ্য-পঞ্জী পরবর্তী সংখ্যায় দেওয়া হবে 'পদ্ধতি বিশ্লেষণ : তথ্য-পঞ্জী'—এই নামে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক সংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র গ্রন্থ। মূল্য ২০ টাকা

Library Service in India To-day

মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনাচক্রের বিবরণ। মূল্য ৩ টাকা

Library Personality & Library Bill for West Bengal

S. R. Ranganathan প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গের সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন। মূল্য ২ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বই ও তৎসহ অন্যান্য কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ৺শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। পুস্তক নির্বাচনের প্রকৃত সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ৫ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমলকুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য ২ টাকা

গ্রন্থবিদ্যা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার কর্তৃক রচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলাভাষায় রচিত এই বিষয়ের একমাত্র পুস্তক। মূল্য ৪ টাকা

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী স্বর্গতা বাণী বসু সঙ্কলিত। ১৮৯১ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা। মূল্য ৭ টাকা

সবগুলি বইয়ের ৫০% কমিশন দেওয়া হবে।

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 25 : No. : 2 [**Silver Jubilee Year**] **May-June '75**

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor. Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8565

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Ramkrishna Saha.

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered, please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-14.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৫ বর্ষ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা | রজত জয়ন্তী বর্ষ | আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৮২

সূচী

বার্ষিক মূল্য—১৫'০০ [বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ] প্রতি সংখ্যা ১'৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

	সাধারণ সংখ্যা	বিশেষ সংখ্যা
মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৭৫·০০	৩০০·০০
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	১০০·০০	— — —
,, তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০০·০০	৩০০·০০
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	— — —
,, চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২২৫·০০	৪০০·০০
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	২৫০·০০
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০·০০	১৫০·০০
,, এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০·০০	— — —

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।
বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিবদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।
বিজ্ঞাপনের হার ও কন্‌ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—'**গ্রন্থাগার**'
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪
ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

REHABLITATION—INDIA

দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে সাহায্য করতে আপনার প্রতিষ্ঠানের নিম্নেবর্নিত কাজগুলি "রিহ্যাবিলিটেশন—ইণ্ডিয়া" ৪৭/১এ পাম এভিনিউ কলিকাতা-১৯ কে দিতে পারেন—

(ক) খাম ও প্যাকেট তৈরীর কাজ
(খ) বই বাঁধাই-এর কাজ
(গ) পোষাক তৈরীর কাজ
(ঘ) মুদ্রণের কাজ
(ঙ) চটের ব্যাগ, খেলনা প্রভৃতি তৈরীর কাজ ইত্যাদি—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের-এর সৌজন্যে

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—**রামকৃষ্ণ সাহা / সত্যব্রত সেন**

সহযোগী সম্পাদক—**গিনতি চক্রবর্তী**

॥ রজত জয়ন্তী বর্ষ ॥

বর্ষ ২৫, সংখ্যা ৩-৪ আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৮২

সূচী

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ ॥ বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ টলেও পাওয়া যায়।

সম্পাদকীয় :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলী কর্মীদের ঐক্যস্থল

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে আজ পর্যন্ত অন্তত চার হাজারের উপর একটি বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীবাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে যার মূলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অবদান অনস্বীকার্য, অথচ পরিষদের খাতায় ব্যক্তিগত সদস্য সংখ্যা এক হাজারের বেশী নয়। ফলে গ্রন্থাগারের সুবিধা অসুবিধার কথা, গ্রন্থাগার কর্মীদের সুবিধা অসুবিধার কথা একমুখীনতা প্রাপ্ত হয়নি, বরঞ্চ বহুধা বিভক্ত হয়ে মাঝে মাঝে বিভ্রান্তিকর হয়ে থাকে।

আজ তাই চিন্তা করার সময় এসেছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য-তালিকাভুক্ত হয়ে গ্রন্থাগার জগতের বক্তব্যকে ক্ষুরধার করে তোলা গ্রন্থাগার কর্মীদের উচিত কিনা, চার হাজার বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রায় নব্বইভাগ অন্তত একবার পরিষদের সদস্য তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন নানা কারনে তা বিচ্ছিন্নতাপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু আজ বিশেষ সঙ্কটজনক অথচ সম্ভাবনাময় মুহূর্তে পরিষদ সকলের কাছে আবেদন রাখছে যে সকল বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীর পরিষদের সদস্য তালিকা-ভুক্ত হয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলী কর্মীদের ঐক্যস্থল রূপে সক্রিয় করে তুলুন। বার্ষিক চাঁদার হার মাত্র ৫টাকা, আজীবন সদস্য হতে গেলে লাগবে মাত্র ১০০ টাকা। প্রতিটি গ্রন্থাগারকে গ্রন্থাগার পত্রিকার গ্রাহক করার ব্যাপারেও সাহায্য করুন। "গ্রন্থাগার" পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের, পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার।

"গ্রন্থাগার" পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা

আগামী অক্টোবরের পরেই "গ্রন্থাগার" পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী ও গ্রন্থাগার পত্রিকার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত হবে, প্রায় দুই শতাধিক পৃষ্ঠার এই সংখ্যা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, বিজ্ঞান শিল্প, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বহু তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ হবে, গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠ-পোষক, পরিচালক, পাঠক ও গ্রন্থাগার কর্মী সকলের সহযোগিতা আমরা প্রত্যাশা করছি।

পরিষদ সংবাদ

পরিষদের চাঁদার হার পরিবর্তন

বিগত ২৭শে জুলাই '৭৫ পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সাধারণ সভায় পরিষদের ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্যের বার্ষিক চাঁদার হার যথাক্রমে ৭·০০ টাকা ও ১০·০০ টাকা ধার্য হয়। অবশ্য এই বর্দ্ধিত চাঁদা আগামী ১৯৭৬-৭৭ থেকে সংগৃহীত হবে।

পরিষদের নতুন কাউন্সিল নির্বাচন

২৭শে জুলাই '৭৫ পরিষদ ভবনে পরিষদের সাধারণ সভায় ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্য নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি-সর্ব্বশ্রী ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার, বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায় চৌধুরী, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায় এবং প্রমীল চন্দ্র বসু।

সম্পাদক—তুষারকান্তি সান্যাল। যুগ্ম সম্পাদক - সুধেন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায়। সহ-সম্পাদক—শশাঙ্ককুমার বাগচী। কোষাধ্যক্ষ—চঞ্চলকুমার সেন। 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক—সত্যব্রত সেন। গ্রন্থাগারিক—প্রদীপ চৌধুরী।

কাউন্সিল সদস্য

(ক) ব্যক্তিগত—সর্ব্বশ্রী অজিত কুমার ঘোষ; অজয় কুমার ঘোষ, আরতি দত্ত, অশোক বসু, বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, দীপক বন্দোপাধায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, হিরণ কুমার দত্ত, কালী প্রসাদ, মলয়কুমার রায়, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, প্রবীর রায়চৌধুরী, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

(খ) প্রতিষ্ঠানগত—বাঁকুড়া—ধ্রুব সংহতি, গলসী। বীরভূম—নেতাজী সাহিত্য পাঠাগার, পাংখ্যা। বর্দ্ধমান—কাশীরামদাস পাঠাগার, সিঙ্গী ও শ্রীগদাধর গ্রন্থাগার, বোহারফুলী। কলিকাতা—মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, কলিকাতা-২৩, সুবার্বন লাইব্রেরী ও নলিনী স্মৃতি ফ্রি রীডিং রুম, কলিকাতা-২, রাইটার্স বিল্ডিং ক্লাব লাইব্রেরী, কলিকাতা-১ কুচবিহার—প্রিন্স ভিক্টর নৃপেন্দ্র নারায়ণ ক্লাব, হলদিবাড়ী হুগলী—মগড়া সাধারণ পাঠাগার, মগড়া, সাবিত্রী মনোরমা লাইব্রেরী, ইটাচুনা হাওড়া—সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া। জলপাইগুড়ি—মাটেলী পাবলিক লাইব্রেরী, মাটেলী। মেদীনিপুর—জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক। নদীয়া—পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, ঘূর্ণী পুরুলিয়া—যোগানন্দ সাধারণ পাঠাগার, রাঙ্গামাটি। চব্বিশ পরগণা—চানক পাঠাগার, তালপুকুর, পশ্চিম দিনাজপুর—রায়গঞ্জ ইনষ্টিটিউট, রায়গঞ্জ। দার্জ্জিলিং, মালদহ, এবং মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের নিকট থেকে মনোনয়ন পত্র জমা না পড়ায় এবং উক্ত জেলাগুলির প্রতিষ্ঠানিক সদস্যদের ১৯৭৫-৭৬ সালের চাঁদা পরিশোধ না থাকায় আলোচ্য সভায় ঐ জেলাগুলি থেকে কোনও সদস্য কাউন্সিলে গ্রহণ করা যায়নি।

মাননীয় রাজ্যপালকে পৃষ্ঠপোষক করার সিদ্ধান্ত

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় এ. এল্. ডায়াস মহোদয়কে পরিষদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত হয়।

পরিষদের তহবিলে এক হাজার টাকা দান

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরিষদের তহবিলে এক হাজার টাকা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর ইচ্ছা ঐ টাকা কোন ব্যাঙ্কে বা পোষ্টাপিসে গচ্ছিত রাখা হোক এবং ঐ বাবদে বার্ষিক যে সুদ পাওয়া যাবে, তা থেকে গ্রন্থাগার উন্নয়ণের স্বার্থে যে কোন কাজে তাঁর পরলোকগতা মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে ব্যয়িত হোক।

পঃ বঃ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ১১শ বার্ষিক সভা

বিগত ২১শে জুন ১৯৭৫, কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে দেবানন্দপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন কার্যকরী সমিতির গঠিত হয়। সভাপতি - সত্যব্রত সেন, কার্যকরী সভাপতি—প্রণত মুখোপাধ্যায়, সহ সভাপতিদ্বয়—সত্য চট্টোপাধ্যায়, অনঙ্গ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক—অনিল দত্ত, যুগ্ম সম্পাদক—অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন দে, কোষাধ্যক্ষ—শৈলেন পাল। সদস্য ১৮ জন এবং জোনাল সম্পাদক ৪। এই সভার উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধান সভায় সদস্য শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসাদ সিংহরায়। তিনি গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রয়োজনীতার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত সিংহ রায় সমিতির প্রধান পৃষ্ঠ পোষক নির্বাচিত হন।

* সুশীল চন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

বিংশ শতকে বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙালী

(৬)

প্রমীল চন্দ্র বসু

বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দশক (১৯২১-৩০)

প্রথম নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উৎপত্তি

১৯২৪ সালে বেলগাঁও শহরে সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রত্যেক প্রদেশে (তখন ব্রিটিশ ভারতে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক বিভাগকে প্রদেশ বলা হ'ত) প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ সংগঠনের জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয় সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা দেশে সেই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে শ্রীসুশীল কুমার ঘোষের উদ্যোগে এবং তৎকর্তৃক সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বানে ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (অধুনা জাতীয় গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারিক শ্রী জে, এ, চ্যাপমানের সভাপতিত্বে ক'লকাতা শহরে কলেজ স্কোয়ারের পাশে অবস্থিত, তৎকালে এলবার্ট ইন্সটিটিউট নামে অভিহিত ভবনে সমগ্র বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার সমূহের প্রতিনিধি-দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গ্রন্থাগার সমূহের প্রতিনিধি ব্যতীত সুধী ও গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিরাও যোগদান করেন। এই সম্মেলনই নিখিল বঙ্গের সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে এবং আন্দোলনের অগ্রগতি ও প্রসারের কামনা জানিয়ে বিশ্ব বিশ্রুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্মেলনে বাণী প্রেরণ করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে সুব্যবস্থায় গ্রন্থাগার পরিচালন, গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রসার এবং গ্রন্থাগারের যথোচিত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন কার্যকরী করার জন্যে একটি নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে এই সময়ে 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন' (All-Bengal Library Association) নামে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের এক পরিষদ গঠিত হয় এবং পরিষদের কার্য পরিচালনের জন্য এক অস্থায়ী (Provisional) সংসদ গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পরিষদের সভাপতি পদে বৃত হন। শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ এই পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে বিভিন্ন জেলার গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরা ব্যতীত যোগদানকারী এবং কার্যানুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরাও ছিলেন :—অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীসত্যানন্দ বসু, শ্রীশচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী, মৌলবী মুজিবর রহমান, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, সেন্টপল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী পি, সি, ব্রিজ প্রভৃতি। প্রায় দু'বৎসর কাল পরে পরিষদের ইংরেজী নাম 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন' পরিবর্তন ক'রে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' এই বাংলা নামকরণ হয়।

১৯২৫ সালের পূর্বে গ্রন্থাগার সৃষ্টি বিষয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য প্রদেশের পুরোভাগে থাকলেও সমগ্র প্রদেশের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাদেশিক ভিত্তিতে কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন অথবা প্রতিষ্ঠান তখনও গড়ে ওঠেনি। প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের ফলে এই অভাব পূরণ হ'ল এবং এতদিনের বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর নিরপেক্ষ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়াস কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ পেল। অতঃপর এই প্রয়াসকে সংহত ও সুসংবদ্ধ ক'রে বাংলাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রবর্তনের কাজ শুরু হয়। কাজেই গ্রন্থাগার আন্দোলন নূতন খাতে প্রবাহিত হওয়ায় এই দশকে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হবার পর সমগ্র প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন অতঃপর প্রধানতঃ এই পরিষদের উদ্যোগে ও মাধ্যমে পরিচালিত হ'তে থাকে। সে কারণ বাংলাদেশে পরবর্তীকালের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস প্রধানতঃ গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকলাপের বিবরণ স্বাভাবিক ভাবে প্রাধান্য লাভ ক'রবে ইহা সহজেই অনুমেয়।

পরিষদের উৎপত্তিকালে সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদাধিকারী সভ্যগণ ব্যতীত অন্যান্য সভ্যের সকলেই কোন না কোন গ্রন্থাগারের অথবা গ্রন্থাগার পরিষদের, যেমন হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি ছিলেন। অর্থাৎ পরিষদের প্রথম গঠনতন্ত্রের বিধান অনুসারে এই পরিষদ মুখ্যতঃ গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের পরিষদ ছিল। পরবর্তীকালে পরিবর্তিত বিধানানুসারে গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি সভ্য ব্যতীত গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিরাও পরিষদের ব্যক্তিগত সভ্য হবার অধিকার প্রাপ্ত হন। প্রথম বিধানে ব্যক্তিগত ভাবে কারও পরিষদের সভ্য হবার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল না; গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরা পরিষদের সভ্য হবেন এই রকমই ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী পরিবর্তিত বিধানে পরিষদের ব্যক্তিগত সভ্য হবার ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত সভ্য শ্রেণী থেকে মন্ত্রণা সমিতি (Council) এবং কার্যনির্বাহক সমিতির (Executive Committee) সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়। কাজেই পরিষদের প্রথম ও পরবর্তী কাঠামোর মধ্যে এক মূলগত পার্থক্য ছিল।

গ্রন্থাগার পরিষদের লক্ষ্য ও কার্যধারা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিষদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ব'লে ঘোষণা করা হ'য়েছিল—

(১) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠন ও উন্নয়ন।

(২) বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং ঐ স্বার্থের প্রসার সাধন।

(৩) জন সাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার ও পাঠ রুচি সৃষ্টির সহায়তার উদ্দেশ্যে পুঁথিপত্র ও ঐতিহাসিক মালমশলা সংগ্রহের জন্য এবং দুষ্প্রাপ্য সৎ ও মূল্যবান গ্রন্থপ্রকাশনকে উৎসাহিত করার জন্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সমন্বয় সাধন ও সুসংবদ্ধ করন। এবং,

(৪) গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্ষেত্র ও উপযোগিতার বিস্তার সাধন।

পরিষদের প্রথম নিয়মাবলীতে পরিষদের কার্যধারা সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছিল যে গ্রন্থাগার সমূহ যাতে পৌরসভা জেলা বোর্ড এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য পায় এবং তাদের আর্থিক অবস্থার যাতে উন্নতি হয় সে বিষয়ে পরিষদ যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবেন। ইহা ভিন্ন পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জেলায় জেলায় জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন; গ্রন্থাগারের কাজকর্ম কোন পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে মধ্যে মধ্যে নির্দেশাবলী প্রণয়ন; এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ ও আয়োজন করা হবে ব'লে ও উল্লেখিত হয়েছিল।

লক্ষ্য করার বিষয় সে সময়ে পরিষদের উদ্দেশ্য এবং কার্যধারার বর্ণনার মধ্যে বিনা চাঁদায় সার্বজনীন গ্রন্থাগারের আবশ্যিক ব্যবস্থা; গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও সমস্যা; গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা; জন সাধারণের গ্রন্থাগারের জন্য সরকারী দায়িত্ব ইত্যাদি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে অবহিত হবার বা করার কোন উল্লেখ ছিল না। মনে হয় পরিষদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ব্যক্তিরা তখন হয়তো এসব বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হন নি। অথবা ঐ সকল বিষয়ে আন্দোলনের সময় দেশে তখনও উপস্থিত হয় নি ব'লে মনে ক'রেছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সে সময়ে উল্লেখ এবং অনুল্লেখের মধ্য থেকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে তদানীন্তন ধারণা এবং গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ চিত্র ও অবস্থার পরিচয় মেলে।

দ্বিতীয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হবার পর পরিষদ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার কার্যে কিছুদিন ব্যস্ত ছিলেন।

নানা জায়গায় সভা সমিতিতে গ্রন্থাগার আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা হ'তে থাকে। অতঃপর পরিষদের উদ্যোগে ১৯২৮ সালের ২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারী এই দুই-দিন ব্যাপী দ্বিতীয় নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন হয়। ক'লকাতার এ্যালবার্ট হলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন বীরবল ছদ্মনামে সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। মূল অধিবেশন ব্যতীত এই সম্মেলনে চারটি শাখা সম্মেলনের আয়োজন করা হ'য়েছিল এবং প্রত্যেক শাখার জন্য এক একজন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলন' শীর্ষক শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন চন্দন নগরের শ্রীচারুচন্দ্র রায়। 'দেশবিদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন' আখ্যার শাখা সম্মেলনের সভাপতি পদে বৃত হয়েছিলেন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। 'গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক শিক্ষা' নামক তৃতীয় শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হন শ্রীমতী সরলা-দেবী চৌধুরাণী। এবং 'গ্রন্থাগার পরিচালন' শীর্ষক চতুর্থ শাখাটির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন তদানীন্তন ইম্পি-রিয়াল লাইব্রেরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীসুরেন্দ্র নাথ কুমার। সম্মেলনে 'গ্রন্থাগার পরিচালন' সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে একটা শাখা সম্মেলনের আয়োজন রাখায় গ্রন্থাগার পরি-চালনের বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি সম্বন্ধে উদ্যোক্তারা যে তখন অবহিত ছিলেন এবং সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁরা যে সচেতন ছিলেন তা' বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের অগ্রজ রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা ও প্রান্ত থেকে অনেক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু, ডক্টর কালিদাস নাগ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ, ডক্টর গুরুদাস রায় অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজোহান ভ্যান ম্যানেন (Johan Van Manen), শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীমতী লতিকা বসু, কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিক্ষাব্রতী এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা ও উৎসাহী কর্মী এই সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান ক'রে-ছিলেন। এঁদের অনেকেই সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা অথবা আলোচনায় যোগদান ক'রেছিলেন। দেশের অনেক গণ্যমান্য এবং পণ্ডিত জন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হ'য়েছিল। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাচ্ছে।—

(১) নিজ নিজ এলাকায় বিনা চাঁদার সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন ও পালনে তৎপর হবার জন্যে মিউনিসি-প্যালিটিগুলিকে তাগিদ জ্ঞাপক প্রস্তাব। (২) নিজ নিজ এলাকার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ সাহায্য দেবার জন্যে জেলা বোর্ড সমূহের নিকট আবেদন। (৩) প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলিকে অনুরোধ। (৪) বাংলাদেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে বার্ষিক সাহায্যের জন্যে বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগকে এবং ক'লকাতার সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহকে অধিকতর সাহায্যের জন্য ক'লকাতা করপোরেশনকে অনুরোধ। (৫) গ্রন্থাগার সম্পর্কে সম্প্রসারিত বক্তৃতা মালার (Extension Lectures) ব্যবস্থা করার জন্য ক'লকাতা ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছে অনুরোধ। (৬) বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল বই এর এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিশ্বভারতী এবং গ্রন্থাগার পরিষদকে বিনামূল্যে পাঠাবার জন্যে সরকারকে অনুরোধ। (৭) সর্বত্র বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার স্থাপন ও পালনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের জন্য আইন পরিষদের সদস্যদের তাগিদ জ্ঞাপক প্রস্তাব। (৮) শিক্ষায়তন সম্পর্কিত শিক্ষা (Academic Education) বিস্তারের সহায়তা কল্পে (সাধারণ) গ্রন্থাগার গুলিতে স্কুল ও কলেজের পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহের অনুরোধ। (৯) জেলা বোর্ড ও ক'লকাতা করপোরেশনের অবৈতনিক প্রাথমিক ও নৈশ বিদ্যালয়ে ছোটদের উপযুক্ত গ্রন্থাগার সংযোগের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ। (১০) প্রতি জেলায় বিনা চাঁদার সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের

জন্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের নিকট আবেদন। (১১) গ্রন্থ, পত্রিকা ও সংবাদপত্র যাতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'তে পারে সেই উদ্দেশ্যে মুদ্রণকালে কিছু সংখ্যক গ্রন্থ, পত্রিকা ও সংবাদ-পত্র যা'তে উত্তম ও মজবুত কাগজে মুদ্রিত হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের নিকট অনুরোধ। (১২) ক'লকাতা থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত থাকায় ঐ প্রস্তাব চিরতরে পরিত্যাগ করার জন্য ভারত সরকারকে তাগিদ সূচক প্রস্তাব। (১৩) শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় প্রণীত 'পথের দাবী' নামক উপন্যাসের উপর আরোপিত সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় তাগিদ দেবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের নিকট দাবী প্রেরণ। ১৪। পরিষদের ইংরেজী নাম 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন' পরিবর্তন ক'রে 'বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ' নাম ধারণ এবং (১৫) পরিষদের সভাদির কার্য বিবরণ বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করণ।

প্রস্তাবগুলির বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা দৃষ্টে এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না যে এই সময়ে এখানকার গ্রন্থাগার আন্দো-লনে আগ্রহী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে উন্নত ও অগ্রসর দেশগুলির চিন্তাধারার সাথে পরিচিত ছিলেন এবং এখানকার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে স্থায়ী, সুদূর প্রসারী ও সার্থক ক'রে তোলার জন্য সচেষ্ট হ'য়েছিলেন। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের দাবী বাংলাদেশে সর্বপ্রথমে এই সম্মেলনে উত্থাপিত হয়। বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের আয়োজন রাখার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বক্তৃতার ব্যবস্থা করার দাবীও এই সময়েই সর্বপ্রথমে উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবগুলি পর্যালোচনা ক'রলে সে সময়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বাংলাদেশে প্রচলিত চিন্তা, ভাবনা, ধারণা ও কাজকর্মের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়।

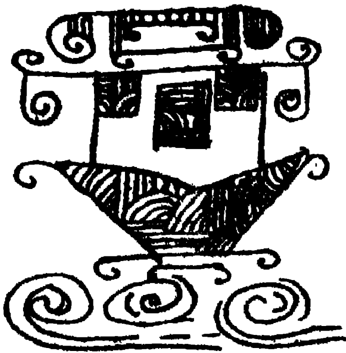
দ্বিতীয় নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার কল্পে এবং সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক প্রচার কার্য শুরু হ'ল। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এবং জনসভায় বক্তৃতার আয়োজন হ'তে লাগলো। লণ্ঠন চিত্র সহযোগে এবং বেতারের মারফৎ বক্তৃতার ব্যবস্থাও হ'ল। এইভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার চেষ্টা হ'তে থাকে এবং কিছু কিছু সাফল্যও পরিলক্ষিত হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে নিজ নিজ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের উন্নতির জন্য এবং নূতন নূতন গ্রন্থাগার স্থাপনে অবহিত হবার জন্য বিভিন্ন মিউনিসি-প্যালিটি ও জেলা বোর্ডকে পরিষদ অনুরোধ করায় এই সকল স্বায়ত্ত শাসন মূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেকগুলির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল। এই সূত্রে বেলুড়, বালী, হাওড়া, শ্রীহট্ট, মৈমনসিং, মৌলভী বাজার, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২৭ সালে গ্রন্থাগারের সাহায্যকল্পে ক'লকাতা করপোরেশনের বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ষোল হাজার টাকা। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে কর্পোরেশনকে গ্রন্থাগারের সাহায্যে অধিকতর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করার অনুরোধ জানাবার পরে ১৯২৮ সালে ঐ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করে একুশ হাজার টাকা করা হয়। এ ছাড়া করর্পোরেশন কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছোটদের উপযুক্ত গ্রন্থাগার স্থাপন করলেন এবং কলকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুধাবনান্তর অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একজন গ্রন্থাগার পরিদর্শক নিযুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রলেন।

এই সময়ে সভা সম্মেলনে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হ'ত তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের গুরুত্বের বিষয়ে জোর দেওয়া হ'ত। ধীরে ধীরে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দো-লনের অন্যান্য দিক ও বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখিত ও আলোচিত হ'তে আরম্ভ হ'ল। এই দশকের শেষে সুশীলকুমার ঘোষ 'লাইব্রেরি আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৯৩০ সালে ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বাংলাভাষায় প্রকাশিত ইহাই প্রথম গ্রন্থ।

স্মরণ থাকতে পারে ১৯২৮ সালে ক'লকাতার অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে সুপারিশ করা হ'য়েছিল যে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর তদানীন্তন ইংরেজ গ্রন্থাগারিকের কার্যকাল শেষ হ'লে সেই পদে একজন ভারতীয় গ্রন্থাগারিককে যেন নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৯ সালে ঐ গ্রন্থাগারের গ্রন্থারিকের শূন্যপদে গ্রন্থাগারিক নিযুক্তির প্রয়োজন উপস্থিত হ'লে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিকিসন সাহেব পরিচালিত গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণ ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম বৎসরে শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লা সাহেবকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয় দশকে ক'লকাতা শহরে ১৯২৫ সালে একবার এবং ১৯২৮ সালে দ্বিতীয় বার নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন এবং ১৯২৮ সালে একটি সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবং ১৯২৫ সালে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তি আহরণ ক'রতে থাকে। এই দশকের পরিসমাপ্তি হয়।



বিজ্ঞানী ও শিল্পী রঙ্গনাথন

এ নীলমেঘন, প্রফেসর, ডি আর টি সি,
বাঙ্গালোর ৫৬০০০৩

অনুবাদ : অশোক বসু
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলকাতা ৭০০০৩২

১ বিজ্ঞানী রঙ্গনাথন

১১ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-পদ্ধতি

প্রচলিত ধারনায় প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়, যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ণবিদ্যা বা জীববিদ্যাই 'বিজ্ঞান' হিসেবে স্বীকৃত এবং যিনি এর যে কোন একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তিনিই বিজ্ঞানী। কিন্তু কেন শুধু এই বিষয়গুলিকেই বলা হবে বিজ্ঞান, অথচ অন্য কতগুলি বিষয় যেমন, চারুকলা ও দর্শনশাস্ত্রকে বলা যাবে না। কোন বিষয় বিজ্ঞান কিনা তা প্রধানতঃ নির্ভর করে বিষয়ের অনুশীলন পদ্ধতির উপর, বিষয়বস্তুর উপর নয়। কোন বিষয়ের অনুশীলন বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুগামী হলেই বিষয়টি বিজ্ঞান এবং এই বিষয়ের অনুশীলনকারী একজন বিজ্ঞানী। সংক্ষেপে দেখা যাক, একজন বিজ্ঞানী কিভাবে একটি বিষয়ের অনুশীলন করেন।

১২ সুসম্বন্ধীকরণ

বিজ্ঞানী বিশ্বপ্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাপুঞ্জ থেকে এক বা একাধিক বস্তু বা অভিজ্ঞতা বেছে নিয়ে অর্জিত জ্ঞানের নিরিখে বিশ্লেষণ ও বিচার করে দেখার চেষ্টা করেন। যদি প্রচলিত জ্ঞানের মাপকাঠিতে তার কোন ব্যাখ্যা না মেলে বিজ্ঞানীর কাছে এটি তখন প্রতিপাদ্য সমস্যা হয়ে ওঠে। অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী ঐ প্রতিপাদ্য ঘটনা সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন যা দিয়ে জ্ঞানেররাজ্যে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। এজন্য বিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে থাকেন যেমন, প্রচলিত ধারণার নতুন ব্যাখ্যা দিতে পারেন, ঈষৎ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে নিতে

পারেন কিংবা এতাবৎ আহরিত ঘটনা বা সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মধ্যে সাজুয্যরেখা টেনে জ্ঞানের জগতে নতুন কোন সূত্রের উদ্ভাবন করতে পারেন। জ্যোতির্পদার্থবিদ ডঃ চন্দ্রশেখর একে বলেছেন, কোন বিষয়ের ধারনাগুলির মধ্যে সুসম্বন্ধী করন।

১৩ আবর্তনশীল চক্র

এই তথ্য সংগ্রহের মধ্যেও কয়েকটি পারম্পর্য প্রক্রিয়া রয়েছে।

প্রথম পর্যায় : অরোহীসূত্র

প্রতিপাদ্য বিষয় বা ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে দেখা হয়; সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক অনুযায়ী তাদের বর্গীকৃত বা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; এবং আরোহীপ্রথায় বিচার করে সাধারণী করণের মাধ্যমে আরোহীসূত্র বা অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্র উদ্ভাবিত হয় যা দ্বারা সংগৃহীত ঘটনা, তথ্য বা অভিজ্ঞতার তথ্যমূলক যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়া একটি বিষয়ে বারম্বার ঘটতে পারে এবং পর্যবেক্ষণ জনিত পুঞ্জীভূত ঘটনা বা তথ্যের মতই একাধিক আরোহীসূত্র বা অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্রের উদ্ভাবন হতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায় : মৌলিক সূত্র

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াটি ঘটে বিচার বিশ্লেষণের বাইরে মহাবিজ্ঞানীর স্বতঃলব্ধ অনুভূতির সীমানায়। এটা সচরাচর ঘটে না। মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে উল্কার মতই ক্ষণপ্রভ মনীষা এসে পুঞ্জীভূত আরোহীসূত্রগুলিকে মন্থন করে মৌলিক সূত্রের উদ্ভাবন করে যান। এই মৌলিক সূত্র বা সূত্রগুলিই হলো কোন বিষয়ের তাত্ত্বিক কাঠামো বা মূল বনিয়াদ। মৌলিকসূত্রগুলিকে কেন্দ্র করেই কোন বিষয় ক্রমবিকশিত হয়ে শাখা-প্রশাখায় বিবর্ধিত হয়; বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি করে; আগামী দিনের সম্ভাব্য বিকাশের বা বিবর্তনের পূর্বাভাষ দেয়; এবং বিকাশের প্রতি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক নির্দেশ দিয়ে থাকে। যখন নতুন কোন ঘটনা প্রচলিত ধারনায় আর ব্যাখ্যা করা যায় না, তথ্য সংগ্রহ—পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ-আরোহীসূত্র পারম্পর্যে গ্রথিত এই আবর্তনশীল চক্রটি আর একটি দ্রুত বাঁক নিয়ে সমস্ত পুঞ্জীভূত ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করে। কোন একটি বিষয়ের ক্রমবিকাশের ধারাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করার নামই হলো—বিজ্ঞান-পদ্ধতি।

১৪ রঙ্গনাথনের পদ্ধতি

এবার দেখা যাক ডঃ রঙ্গনাথন এ বিষয়ে কি বলেন। ডঃ রঙ্গনাথন বিশ দশকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে পাঠ নেন ইংলণ্ডে এবং সেখানকার শতাধিক গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি অনুভব করেন, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কার্যপ্রণালী ও পর্যবেক্ষণজনিত পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার মধ্যে কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি রয়ে গেছে—কিছুতেই একটা সুসঙ্গত পূর্ণতার সীমা রেখায় টেনে নেওয়া যাচ্ছে না। এবং এরপরের ঘটনাবলী অল্পবিস্তর সকলেই অবহিত—কি করে ১৯২৪ সনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূলসূত্রের অনুভূতি এলো তাঁর মনে—কিভাবে ১৯২৮ সনে সেই মূলসূত্রগুলি পঞ্চ অবয়বে স্বীকৃতি পেল আর কি করেইবা ১৯৩১ সনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চ সূত্র'। এই সূত্রগুলি গ্রন্থাগার জগতে প্রচলিত পুঞ্জীভূত ব্যবহারিক কার্যপ্রনালী-মথিত ঘনীভূত সারবিশেষ অথবা কাঠামো কিংবা তাত্ত্বিক ধারনার ভিত্তি স্বরূপ। এই পঞ্চ সূত্রের নিরিখে গ্রন্থাগারের প্রতিটি সূক্ষ্মতম কাজকেও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আগামী দিনের সম্ভাব্য বিকাশের মূল্যায়ন ও গতিপথ নির্দেশিত হয়েছিল। সংক্ষেপে, তখনকার দিনে গ্রন্থাগার চর্চায় মধ্যে যে খণ্ড-বিচ্ছিন্নতা ছিল এই পঞ্চসূত্র তার মধ্যে একটি সুসম্বদ্ধ নিটোল পূর্ণতা এনে দেয়। ডঃ রঙ্গনাথন এখানেই থেমে যান নি। তিনি মূলসূত্রগুলির মধ্যে ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন শ্রেণী ভাগ করে দেন যেমন,

১ চিন্তার মূলসূত্র;

২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূলসূত্র;

৩ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-উপশাখার জন্য বিভিন্ন সূত্রাবলী; এবং

৪ এমন কতগুলি নীতি, যেখানে বিভিন্ন স্তরের সূত্রের মধ্যে সঙ্ঘাত দেখা দিলে নিরপেক্ষ মীমাংসার জন্য আবেদন করা যেতে পারে।

এভাবে গ্রন্থাগার বিদ্যাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ডঃ রঙ্গনাথনের অনস্বীকার্য অবদান। তিনি উপরোক্ত যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা বিজ্ঞানী মাত্রেই করে থাকেন।

২ শিল্পী রঙ্গনাথন

২১ বিষয়ের শিল্প বিন্যাস

বিজ্ঞানী রঙ্গনাথনের সৃজনী প্রতিভাব সাথে মিলিত হয়েছে সরল মাধুর্য, সৌন্দর্যানুভূতি আর গভীর পরিমিতি বোধ। একটি ছোট্ট উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বিষয়ের কাঠামো গড়ে ওঠে কতগুলি অনুভূতি এককের সমবায়ে—ডঃ রঙ্গনাথন একে ব্যাখ্যা করেছেন 'লিনিয়ার মডেলে'র সাহায্যে—যা সৃজনী প্রতিভার এক শিল্প সুন্দর নিদর্শন। একে বলা যেতে পারে বিষয়ের শিল্প বিন্যাস।

২২ ছন্দ ও তাল

ঐ পদ্ধতির অনুসরণে অনুভূতি-এককগুলি বারম্বার আবর্তিত হতে থাকে, যাকে বিষয়-বিন্যাসের শিল্প সম্মত ছন্দ ও তাল বলা যেতে পারে। এই অনুভূতি-এককগুলি হল P, M, ও E অথবা Personality idea, Matter idea ও Energy idea যার সাথে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই পরিচিত। প্রতিটি আবর্তিত একক এককভাবে অসম্পূর্ণ এবং Personality idea কেন্দ্রিক হলেও তারা একটি নিয়মিত ছন্দে বারবার আবর্তিত হতে থাকে। এবং 'লিনিয়ার মডেলে'র ধারনায় এই আবর্তন চক্রকে একটি সরল রেখায় রূপান্তরিত করা হয়েছে ব্যবহারিক সুবিধার্থে।

২৩ ভারসাম্য

ব্যবহারিক সুবিধার্থে বিষয় মণ্ডলকে ছোট ছোট খণ্ডে এমনভাবে সীমাম্বিত করে নেওয়া হয়েছে যে একটি বিষয়-খণ্ড বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধানের ও অনুশীলনের বিষয় হয়। আসলে অবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষজ্ঞরাই তাঁদের বিগত চর্চা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিষয় মণ্ডলকে টুকরো টুকরো খণ্ডে পরিণত করেন। এই প্রতিটি খণ্ডই হল এক একটি বিষয়। বিষয়ের অন্তর্গত আবর্তিত অনুভূতি এককগুলির এক প্রান্তে থাকে বিষয় যাকে ডঃ রঙ্গনাথন বলেছেন মৌল বিষয় এবং অপর প্রান্তে স্থান (Space) কাল (Time) জুড়ে দিয়ে অনুভূতি এককগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। এভাবে ডঃ রঙ্গনাথন প্রতিটি বিষয় ভাবনার সাথে যুক্ত করেছেন সামগ্রিক বিশ্বসৃষ্টি ধারনার অনুভূতি। এই কাঠামো যে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখনও পর্যন্ত এমন কোন বিষয় পাওয়া যায়নি যা এই কাঠামোর সাথে খাপ খায় না। এখানেই শিল্পী রঙ্গনাথনের বিজ্ঞান ভাবনা শিল্প সৌন্দর্যে নন্দিত।

৩ ভিত্তির গভীরতায়

৩১ জীব বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব

এই যে বিষয় বিন্যাসের কাঠামো রঙ্গনাথন প্রবর্তিত করেছে তার ভিত্তির গভীরতায় রয়েছে জীব বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন। বিষয় সৃষ্টির মূলে রয়েছে মানুষের উপলব্ধিজনিত ভাবনা সমষ্টির সম্মিলন। মানুষের পরিশীলিত ভাবনা বা চিন্তা-জগতে থাকে একটা পারম্পর্য সম্পর্কে গ্রথিত কাঠামো যার সাথে তুলনা চলে বাক্য গঠন রীতির। সৃষ্টির অরুণাচল থেকে মানুষের দেহ ও মন একই কাঠামোর আদলে থেকে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে তার মানস উপলব্ধি সৃজিত বিষয়ও একটি নির্দিষ্ট কাঠামো ধরেই আবর্তিত ও বিবর্তিত হবে যতক্ষন না তার স্রষ্টার নিজের মানস কাঠামোর পরিবর্তন হচ্ছে। এজন্যই বলা হয়েছে বিষয়ের একক-অনুভূতিগুলির সংযোজনা বা আবর্তনের মূলে রয়েছে মানুষের শরীর বিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের সংমিশ্রণ।

৩২ অঙ্ক শাস্ত্র ও সহজাত অধ্যাত্মবাদ

ডঃ রঙ্গনাথনের সৃজনী প্রতিভার এই সৌন্দর্যানুভূতির মূলে রয়েছে সম্ভবত গণিত চর্চা ও সহজাত অধ্যাত্ম অনুভূতি। অঙ্কশাস্ত্র কিভাবে প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্টির

সাথে শিল্প সৌন্দর্য, সুষমা, মমতা এবং ছন্দ ও তাল সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। জন ভন নিউম্যান অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, "এর জীবন ধারাই অদ্ভুত বরং তুলনা চলে সৃজনী শক্তির সাথেই এবং সর্বতোভাবে পরিচালিত হয় সৌন্দর্যানুভূতির সহজাত প্রেরণা থেকে।" ডঃ রঙ্গনাথন শুধু সৌন্দর্যানুভূতির প্রেরণা থেকেই বিষয়ের শিল্প বিন্যাস করেন নি—তার পেছনে ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধও ছিল। এজন্য তিনি অঙ্কশাস্ত্র থেকে topology, trans formation ও invariant র সাহায্য নিয়েছেন।

যদি আরও বিশ্লেষণের গভীরতায় প্রবেশ করা যায় কিংবা ডঃ রঙ্গনাথনের প্রেরণার উৎস সন্ধানে আমরা তৎপর হই—দেখা যাবে সেই প্রেরণার উৎস তাকে শুধু প্রেরণা ও উৎসাহই যোগায়নি অঙ্ক শাস্ত্র, জীব বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব থেকেও সাহায্য নিতে অনুপ্রাণিত করে ছিল যার সার্থক প্রতিফলন আমরা দেখি বিষয়ের শিল্প বিন্যাসে বা কাঠামো রচনায়। এই মূল প্রেরণার উৎস ভূমিটি এমনই যেখানে সমস্ত বিষয় তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে অসীম মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। আবার এই সেই ক্ষেত্র, যেখান থেকে প্রতিটি বিষয় তাদের প্রার্থিব দেহ ধারণ করে জ্ঞেয় এবং জ্ঞানান্বেষীর অভিগমনে। ডঃ রঙ্গনাথন একে বলেছেন—অধ্যাত্ম অনুভূতি বা আত্মিক ভূয়োদর্শন। এবং সন্দেহের অবকাশ নেই এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট পরিমানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ণের সুযোগ হয়েছিল।

প্রবন্ধের প্রয়োজনে ব্যবহৃত পরিভাষা

অনুভূতি একক—Idea-unit

অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্র—Empirical Principle

আরোহী প্রথা—Induction

আরোহী সূত্র—Inducted Law

জ্ঞানরাজ্য/জ্ঞান মণ্ডল Universe of knowledge

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চ সূত্র—Five Laws of Library Science

বিজ্ঞান পদ্ধতি—Scientific method

বিষয়—Subject

বিষয় মণ্ডল—Universe of Subject

বিষয়ের শিল্প বিন্যাস—Architecture of Subject

মূল সূত্র—Fundamental Law

মৌল বিষয়—Basic Subject

সুসম্বদ্ধীকরণ—Systematization

স্থান কাল—Space Time



সিসটেমস এনালিসিস : একটি নির্বাচিত তথ্যপঞ্জী

অশোক বসু
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৭০০০ ৩২

১ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় (২৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; ১৩৮২, জ্যৈষ্ঠ) দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "সিস্টেমস এনালিসিস ও গ্রন্থাগার পরিচালনা" প্রবন্ধটির বিভিন্নদিক নিয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী অনেকেই আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে তথ্য পঞ্জীর অভাব অন্যতম। বর্তমান প্রয়াস সেই অভাব মোচন। পঞ্জীর ভূমিকা হিসেবে পদ্ধতি বিশ্লেষণের পুনরাচরণ করছি বিষয়টা আবার ঝালিয়ে নেবার জন্য।

২ একটি নির্দিষ্ট উপায় / লক্ষ্য / কাজ পূরণে চিন্তা / খণ্ড / ভাগগুলির সমষ্টিগত রূপকে বলা হয় সিসটেমস বা পদ্ধতি। পদ্ধতি শুধুমাত্র কোন বাহ্যবস্তুতে সীমাায়িত নয়, যেকোন ধারনা / ঘটনা / কাজ / বিষয় ইত্যাদিতে পদ্ধতি-ধারনা আরোপ করা যেতে পারে। ধারনার প্রকাশ, অর্থনীতি, জীবন বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার এমনকি প্রতিদিনের জীবনচারনাও একটি পদ্ধতি। এই সব পদ্ধতিগুলিকে বিশ্লেষণ করে ত্রুটি নির্দেশ করে আরও উন্নত করার প্রচেষ্টাই পদ্ধতি বিশ্লেষণ। সমাজ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ পদ্ধতি বিশ্লেষনের ব্যাপক ও সফল প্রয়োগ দেখা যায়। স্বভাবতই গ্রন্থাগার / তথ্যকেন্দ্র কিংবা গ্রন্থাগারিক / তথ্য-বিজ্ঞানীও পদ্ধতি বিশ্লেষণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনেও তার প্রভাব অনুভূত হচ্ছে।

৩ তথ্যপঞ্জীটি নিম্নলিখিত 'ছকে' সাজিয়ে বই প্রবন্ধগুলি লেখক-বর্ণানুক্রমে সাজান হয়েছে। বই-প্রবন্ধ ইংরাজী বিধায় ছকটিও ইংরাজীতে দেওয়া হল :

১ Systems Analysis, Theory
২ Systems Analysis, Applications
২১ Systems Analysis, Presentation of Ideas
২২ Systems Analysis, Management
২৩ Systems Analysis, Library Management

৪ Systems Analysis, Theory

পদ্ধতি বিশ্লেষণ সম্পর্কে তত্ত্বগত আলোচনা রয়েছে এই অংশের বই প্রবন্ধে।

৫ Systems Analysis, Applications

বিষয়ের প্রকৃতি হিসেবে পদ্ধতি বিশ্লেষণ distilled subject. বিভিন্ন বিষয়ে এর প্রয়োগ এবং প্রয়োগজাত ফলশ্রুতি থেকেই বিষয়টির শ্রীবৃদ্ধি। কৃষিবিজ্ঞান, শিক্ষা, যন্ত্রবিজ্ঞান সমস্ত বিষয়েই পদ্ধতি বিশ্লেষণের প্রয়োগ। বহু প্রয়োগ থেকে শুধুমাত্র তিনটি প্রয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ৭ অংশে (SN 33—130) সংকলিত।

৫১ Systems Analysis, Presentation of Ideas

চিন্তাভাবনাগুলিকে অনেকেই চান লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে। ভাবনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তা ঠিক সুশৃঙ্খলভাবে আসে না—পারম্পর্য প্রকাশে কিছুটা বিচ্ছিন্নতা থাকে। আবার এই সব ভাবনার পাশা-পাশি আর একটি ভাবনা-নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রও থাকে যা প্রকাশ-পূর্ব-ভাবনাকে সদা নিয়ন্ত্রণ, পরিশীলিত ও অর্থবহ করার চেষ্টা করে। তাসত্ত্বেও এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সর্বত্রই সুপ্রস্থ নয়। প্রয়োজন অনুশীলনের। বাক-প্রকাশ অনুশীলনের ক্ষেত্রেও পদ্ধতি বিশ্লেষণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এই বিভাগের পঞ্জীভুক্ত তথ্য (SN 33—38) বাক-প্রকাশে পদ্ধতি বিশ্লেষণ কি ভাবে সাহয্য করতে পারে, কিভাবে প্রকাশকে একটি নিটোল পূর্ণতায় অর্থবহ করা যায়—সে বিষয়ে আগ্রহী পাঠককে সচেতন করবে।

৫২ Systems Analysis, Management

'সিসটেমস এনালিসি ও গ্রন্থাগার পরিচালনা' প্রবন্ধে আমরা দেখেছি পদ্ধতি বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে পরিচালন ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ, ত্রুটীপূর্ণ। পরিচালনায় প্রার্থিত সাফল্যকামীদের এই অংশের বই-প্রবন্ধজাত-তথ্য (SN 39— 130) আরও সফল হতে সাহায্য করবে।

৫৩ **Systems Analysis, Library Management**

আমরা জেনেছি, পদ্ধতিবিশ্লেষণ গ্রন্থাগার পরিচালনায় একটি সফল প্রয়োগ। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকদের পদ্ধতিবিশ্লেষণ সম্পর্কে নতুন চিন্তার খোরাক যোগাবে এই অংশের তথ্য (SN 59—130)।

৬ পরিশেষ, এই তথ্যপঞ্জী সবদিক থেকেই অসম্পূর্ণ হয়েও গত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'সিসটেমসস এনালিসি ও গ্রন্থাগার পরিচালনা'র পরিপূরক তথ্য পঞ্জী / তথ্যউৎস হিসেবে প্রকাশিত হল।

৭ **নির্বাচিত তথ্য পঞ্জী**

Systems Analysis, Thory

Articles

1 BOULDING (K E). General systems theory : The Skeleton of science (*Management Science*. 2 ; 1956 ; 197-208).

2 SOLBERG (J J). Priniciples of systems modeling. *In* SYSTEMS ENGINEERING AND ANALYSIS (International symposium on—) (Purde University) (1972). Proceedings. VI. P 67-74 .

Books

3 ACKOFF (RL). A Concept of corporate planning. 1970. [Includes systems concepts]

4 BANATHY (B H A). Systems view of education. 1973.

5 BARES (RM). Motion and times study : Desigsn and measurement of work. Ed 6. 1968.

6 BEISHON (J) *and* PETERS (G) *Ed.* Systems behaviour. 1973.

7 BERTALAN FFY (L von).General systems theory : Essays on its foundation and development. 1969.

8 BINGHAM (JE) *and* DAVIES (GW). Handbook of systems analysis. 1973.

9 BOGUSLAW (R). New utopians : A study of system design and social change. 1968.

10 BUCKLEY (W). Sociology and modern systems theory. 1967.

11 CHARTRAND (RL). Systems technology applied to social and community problems 1970.

12 CHURCHMAN (CW). Design of inquiring systems : Basic concepts in systems analysis. 1972.

13 ————. Design of inquiring systems : Basic concepts of systems and organization. 1971.

14 ————. Systems approach. 1968.

15 COHEN (LJ). Operating system analysis and design. 1970.

16 COUGER (JD) *and* KNAPP (RW) *ed.* System analysis techniques. 1974.

17 DANIELS (A) *and* YEATES (D). systems analysis. 1971.

18 EMERY (FE) *Ed.* Systems thinking. 1970.

19 HARE (VC). Systems analysis : A Diagnostic approach. 1967.

20 HOOS (IR). Systems analysis in public policy : A critique. 1972.

21 ————. Systems analysis in social policy. 19/2.

22 JANTSCH (E). Design for evaluation : Self-organization and planning in the life of human systems. 1975.

23 KELLEHER (GJ) *Ed.* Challenge to systems• analysis : Public policy and social change. 1970.

24 KLIR (GJ) *Ed.* Trends in general systems theory. 1972.

25 LEE (AM). Systems analysis frame works. 1970.

26 LOTT (RW). Basic systems analysis. 1971.

27 MACHOL (RE), *Ed.* Systems engineering handbook. 1965.

28 MESAROVIC (MD). Views on general systems theory 1974.

29 PATTEN (BC) *Ed.* Systems analysis and simulation in ecology. 2v. 1972. [Presents accurate picture of growing application of Systems science]

30 STEIN (IL). Systems theory : Science and social work. 1973.

31 WEINBERG (GM) . Introd to general systems thinking. 1974.

32 WHITE (HJ) *and* TAUBER (S). Systems analysis. 1969.

Systems Analysis, Presentation of Ideas

Articles

33 NEELAMEGHAN (A). Books and articls ; Guiding principles for Presentation of text. (Lib Sc with a Slant to Doc. 5 ; 1968 ; Paper B).

34 ————. Seminal mnemonics as a pattern for system analysis. (Lib Sc with a stant to Doc. 7 ; 1970 ; Paper P).

35 PRATAP LINGAM. Use of seminal mnemonics in the presentation of ideas : Case studies (*Annual Seminar* (DRTC). 10 ; 1972 ; Paper AN).

36 RANGANATHAN (SR). Technical report : Structure and presentation. (*ISI bulletin*. 18 ; 1966 ; 272)

Books

37 LONERGAN (BJF). Insight : A study of human understanding. Ed 3. 1970.

38 NEELAMEGHAN (A). Presentation of ideas in technical writings. 1975. [Explains systemes cncepts]

Systems Analysis, Management

Books

39 BAKER (F) *Ed.* Oraganizational systems : General systems approach to complex organizations. 1973.

40 BARMETT (A). Systems man's role in systems development. 1971.

41 BENTON (JB). Managing the organizational decision process. 1973,

42 BOCCHINO (WA). Management information systems : Tools and techinnes. 1972.

43 CARLSEN (R) *and* LEWIS (J). Systems analysis workbook : A Complete guide to project implementation and control. 1973.

44 CHANDOR (A). Practical Systems analysis. 1971.

45 CLELAND (DI) *and* KING (WR). Management : A Systems approach. 1972.

46 ————. Systems analysis and Project management. 1968.

47 ————. Systems, organizations, analysis, management : A Book of readings. 1969.

48 DENEUFVILLE (R) *and* STAFFORD (J). Systems analysis for engineers and managers. 1974.

49 EXTON (W). Age of systems : The Human dilemma. 1972.

50 HEAD (RV). Manager's guide to managementi mformation systems. 1972.

51 HICKS (HG). The Management of organisations : A Systems and human resources approach. Ed 2. 1972.

52 HOPEMAN (R). Systems analysis and operations management. 1969.

53 KELLY (WF). Management through systems and procedures : The Total systems concepts. 1969.

54 LAZZARO (V) *Ed.* Systems and procedures : A Handbook for bussiness and industry. Ed 2. 1968.

55 NEWSCHEL (RF). Management by systems. 1960.

56 ROTHERY (B) *and* MULLALLY (A). Practice of systems analysis. 1971.

57 ROY (RH). Administrative process. 1958.

58 WESNER (RE) *Ed*. Systems and management science. 1974.

Systems Analysis, Library Management Articles

59 ADELSON (M). System approach : A Perspective (*Wilson Library Bulletin.* 42; 1968 March ; 711-5).

60 BECKER (J). Systems analysis : Prelude to library data processing.(*ALA Bulletin.* 59, 4 ; 1965 April ; 293-6).

61 BELLOMY (FL). Management planning for library systems development. (*J of Lib Autometion.* 2 ; 1969 Dec ; 187-217).

62 ———. Systems approach solves library problems. (*ALA Bulletin.* 62 ; 1968 oct ; 1121-5).

63 BURNS (RW). Generalized methodology for library systems analysis. (*College & Research Lib.* 32 ; 1971 July ; 295-303).

64 CARTER (HC). Systems analysis as a prelude to library automation. (*Lib Trend.* 31 ; 4 ; 1973 April ; 505-21)

65 CHAPMAN (EA). Planning for systems study and systams development. (Lib Trend. 21, 4; 1973 APril ; 479-92).

66 CHAPMAN (EA) and St PIERRE (PL). Systems analysis and design as related to library operations. (*LARC reports.* 2 ; 1969 March ; 1)

67 COREY (JF) and BELLOMY (FL). Determining requirements for a new system. (*Lib Trend.* 21, 4 ; 1973 Aprll ; 533—52).

68 COVILL (GW). Librarian + Systems Analyst – Teamwork ? (*Special Lib.* 58 ; 1967 Feb ; 99-101).

69 COX (NSM). Management criteria in the design of systems for academic libraries. *In* BALMFORTH (CK) and COX (NSM) *Ed.* Interface. 1971. P 181-94

70 DIX (WS). Two decisive decades : Came & effect on University libraris. (*American Lib.* 3 ; 1972 July-Aug ; 725-31).

71 DROTT (MC). Random sampling : A Tool foy library research (*College & Research Lib.* 30 ; 1969 March ; 122-3).

72 DUCHESNE (RM). Analysis of costs and performance. (*Lib Trend.* 21, 4 ; 1973 April ; 587-603)

73 FASANA (PJ). Systems analysis. (*Lib Trend.* 21, 4 ; 1973 April ; 465-78).

74 GRIFFEN (AM) and HALL (JHP). Social indicators and library change. (*Lib* J. 97, 4 ; 1972 Oct ; P 3120-3).

75 GRIFFIN (HL). Implementing the new systems : Conversion, Training and scheduling, (*Lib Trend.* 21, 4 ; 1973 April ; 565-74).

76 HAMBURG (M). Library objectives and performance measures and their use in decision making. (Lib Quarterly. 42 ; 1972 Jan ; 107-28).

77 HEINRITZ (FJ). Analysis and evaluation of current library procedures. (*Lib Trend.* 21, 4 ; 1973 April ; 522-32).

78 HEINRITZ (FJ). Quantitative management in libraries. (*College & Research Lib.* 31 ; 1970 July ; 234).

79 HERNER (S). System design, evaluation and costing. (*Special Lib.* 58 ; 1967 Oct ; 576-81).

80 HEWITT (JA). Sample audit of cards from a university library catalogue. (*College & Research Lib.* 33 ; 1972 Jan ; 24-7).

81 HOUGHTON (B). Zipf ! *(New Lib World.* 73 ; 1971 Nov ; 130).

82 KEMPER (RE). Library planning : The Challenge of change. *In* MELVIN (JV) *Ed.* Advances in librarianship V 1. 1970. P 207-39.

83 KIPP (LJ). Management literature for libraries (*Lib J.* 97, 1 ; 1972 15 Jan ; 158-60).

84 LACY (D). Social change and the library, 1945-1980. *In* DOUGLAS (MK) and SHEPLEY (EN) *Ed.* Libraries at large. 1962. P 3-12.

85 LANCASTER (FW). Cost effectiveness analysis of information retrieval and dissemination systems. (*J of the American Society for Information Sc.* 22 : 1971 Jan ; 12-27).

86 LEIMKUHLER (FF). Large scale library systems. *(Lib Trend.* 21, 4 ; 1973 April ; 575-86).

87 ————. Librarv operations research : A Process of discovery and justification *(Lib Quarterly.* 42 ; 1972 Jan ; 84-96).

88 - ————and COOPER (MD). Cost accounting and analysis for university libraris. *(Collage & Research Lib.* 32 ; 1971 Nov ; 449-64).

89 MACKENZIE (AG). Systems analysis as a decision-making tool for the library manager. (*Lib Trend.* 21, 4 ; 1973 April ; 493-504).

90 MAIDMENT (WR). Management information from housekeeping routines. (J *of Doc.* 27 ; 1971 March ; 37-42).

91 MARKUSON (BE). An Overview of library systems and automation. (*Datamation* 16 ; 1970 Feb ; 60-8).

92 MARTELL (C). Administration : Which way—traditional practic or modern theory ? (*College & Research Lib.* 33 ; 1972 March ; 104-12).

93 MASON (E). The Sobering seventies : Prospects for change. (*Lib J.* 97 ; 4 ; 1972 Oct, ; 3115-19).

94 MEIER (RL). Efficiency criteria for the operation of large Librarises. (*Lib Quartery.* 31 ; 1961 July ; 215-34).

95 MINDER (T). Application of systems analysis in designing a new system. (*Lib Trend.* 21, 4 ; 1974 April ; 553-64).

96 ————. Library systems analyst ; A Job description. (*College & Research Lib.* 27 ; 1966 July ; 274-5).

97 MOORE (E). Systems analysis : An Overview (*Special Lib.* 58 ; Feb 1967 ; 87-90).

98 MORSE (PM). Measures of library effectiveness. (*Lib Quarterly.* 42 ; 1972 Jan ; 15-30).

99 NATIONAL LIBRARY OF CANADA. An Integrated information system for the National Library of Canada : A Snumary of the report on the systems development project. 1970.

100 ONEILL (ET). Sampling university library collections. (*College & Research Lib.* 27 ; 1966 Nov ; 450-4)

101 ORR (RH). Development of methodologic tools for planning and managing library Services. (*Bulletin of the Medical Lib Association.* 56 ; 1968 July ; 241-67).

102 PLUMB (PW). Cambridge university library management research unit. (*Lib Association Record.* 73 ; 1971 Oct ; 187-8).

103 POPAGE (ST). Work sampling in library administration. (*Lib Quarterly.* 30 ; 1960 July ; 213-8).

104 PRATT (AD). Systems : Components, characteristics and analysis. *In* GLORIA (L) and ROBERT (SM) *Ed.* Library use of computers. 1969 P 19-37.

105 ROBINSON (F). Systems analysis in libraries : The Role of management. *In* BALMFORTH (CK) and COX (NSM) *Ed. Interface.* 1971. P 101-1.

106 SCHULTHEISS (L) Systems analysis and planning. *In* JOHN (H) *Ed.* Data processing in public and university libraris. 1966. P 95-102.

107 SLAMECKA (V). A Selective bibliography on library Operations Research. (*Lib Quarterly.* 42 ; Jan 1972 ; 152-8)

108 SMITH (DT). Circulation statistics by sampling. *In* HOADLEY (IB) and CLARK (AS) *Ed.* Quantitative method in librarianship : Standards, Research, Management. 1972. P 214-6)

109 STEIN (T). Automation and library systems state—of—art review. (*Lib J.* 89, 13 ; 1964 ; 2723-34).

110 ST PIERRE (PL). Systems study as related to library operations. *In* SALMON (SR) *Ed.* Library automation : A State of the art review. 1969. P 14-8)

111 THOMPSON (J I & Co). Criteria for evaluating the effectiveness of library operations and services. Phase I : Literature search and state of the art. (ATLIS report No. 10). 1967.

112 ————. Data galhering and evaluation. (ATLIS repal No. 19). 1968.

113 ————. Phase 111 : Recommended criteria and methods for their utilisation. (ATLIS report No. 21. 1969.

114 URQUHART (JA) and SCHOLIELD (JL). Measuring reader's failure at the shelf. (J *of Doc.* 27 ; 1971 Dec ; 273-86) and 28 ; 1972 Sep. ; 233-41).

115 VOOS (H). Standard times for certain clerical activities in technical proccessing (*Lib Resources and Technical Services.* 10 ; 1966 Spring ; 223-7).

116 WESSEL (CJ). Criteria for evaluating library effectiveness. (*Aslib Proceedings* 20 ; 1968 Nov. ; 456).

117 বসু (অশোক)। সিসটেমস এনালিসিস ও গ্রন্থাগার পরিচালনা (গ্রন্থাগার। ২৫, ২ ; ১৩৮২, জৈষ্ঠ্য ; ৪৬-৫১, ৫৫)

Systems Analysis, Library Management Books

118 BROPHY (P). Library management game. 1972.

119 BUCKLAND (MK). Systems analysis of a university library. 1970.

120 BURKHALTER (BR) *Ed.* Case studies in systems analysis in a university library. 1968.

121 CHAPMAN (EA). Library systems analysis guidelines. 1970.
122 DOUGHERTY (RM) and HEINRITZ (FJ). Scientific management of library operations. 1966.
123 HAWGOOD (J). Project for evaluating the benifits of university libraries : Final report. 1969.
124 HOADLEY (IB) and CLARK AS) *Ed.* Quantitative methods in librarianship : Standards, Research, Management. 1972.
125 HAYES (RM) and BECKER (J) Handbook of data processing libraries. 1970.
126 LICKLIDER (JCR). Libraries of the future. 1965.
127 MORSE (PM). Library effectiveness : A Systems approach. 1968.
128 TAYLOR (RS). Making of a library : The Academic library in transition. 1972.

Periodicals

129 Advanced technology / libraries. VI, I ; Jan. 1972.
130 LIBRARY TRENDS. 21, 4; 1973 April. [The whole issue is devoted to systems design and analysis for libraries.]

৮ তথ্য উৎস

১ OGATA (K). Modern control engineering. 1973. P2.

২ বসু (অশোক)। সিসটেমস্ এনালিসিস ও গ্রন্থাগার পরিচালনা। (গ্রন্থাগার ২৫, ২ ; ১৩৮২, জ্যৈষ্ঠ ; ৪৬-৫১, ৫৫)



অলগ্ন-মলাট প্রসঙ্গ

বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বোলপুর।

পুস্তক প্রকাশের আদি যুগে বইকে কিভাবে ভাঁজ করে সেলাই করে খাড়া করা হবে সে পদ্ধতির নানান নিদর্শন এখনো প্রাচীন পুথির নমুনায় দেখা যায়। একেক ধাপ করে এগিয়ে এসেছে বইকে হাত-মুঠোয় ধরবার, আকর্ষক করে তুলবার নানা প্রকার চেষ্টা,—বাজার মাৎ করবার প্রক্রিয়া। সেকালে বই যখন হাতে লেখা হত তখন লিপিকার নানান কারুকার্যে তাকে মোহনীয় করে তুলতেন। খুব ভারী পাটা বা ধাতব পাত দিয়ে মুড়ে বাঁধাই-এর কাজ চলত। এবং পাছে বই চুরি যায় তাই শেকলেও বেঁধে রাখা হত। সেজন্যই ব্যবহৃত হত পোক্ত ওজনদার পাটা এবং চিত্রিত শোভিত আকর্ষক কিছু কাজ। এদেশে কাঠের পাটায় পুথি বেঁধে রাখা হত। এবং সেই পাটার উপরেও কারুকার্য অথবা চিত্রাঙ্কনের প্রচলন ছিল। শেকল-টেকল দিয়ে রক্ষাকবচ বানাবার রীতি ছিল না। ওদেশে যেমন গির্জ্জায় বা গ্রন্থগৃহে বই রক্ষিত থাকত, এদেশে থাকত মঠে মন্দিরে বা, সাধারণত, পণ্ডিতদের টোলে পাঠশালায়। বই পাছে চুরি যায় সেই ভেবে নানারকম শপথ বাক্য লেখা হত পুথির মধ্যে। ধর্মভীরু মানবকুল সংযত থাকত।

কাগজ এবং মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ক্রমে বই-এর বাজার দেখা দিল, সংখ্যাধিক্য দেখা দিল পুস্তকের প্রকাশনে। তখনো বাঁধাই-এর বাজার ছিল সরগরম। বইএ জৌলুষ আনা হত নানান নক্সার জল-রং করে। চামড়ার সুদৃশ্য পরিপাটি বাঁধাই-এর সাহায্যে বই ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য্য রক্ষা করে চলত। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন বই-এর বাজার প্রসার লাভ করল, পৃথিবীর এদেশে ওদেশে যাতায়াতের পথ হল সুগম তখন আর হাতে বাঁধাই করে কুল পাওয়া গেল না। অন্তত নক্সা তুলে পরিশ্রম করে অনেক সময় খরচ করে বই বাঁধানোর

দিন চলে গেল। তার বদলে শুরু হল কাগজ, কাপড়, রেক্সিন প্রভৃতি সামগ্রী দিয়ে সস্তায় দ্রুততর দপ্তরী কর্মের। পরিশেষে বাঁধাই এর কাজে যন্ত্রের ব্যবহারও চালু হয়ে গেল। কিন্তু শোভনতার ঝোঁক বা প্রয়োজন স্বভাবতই লুপ্ত হল না।

ক্রেতামহলে সস্তায় বই সরবরাহ করার তাগিদে অনেক দেশেই আজকাল বই বাঁধিয়ে বাজারে ছাড়বার রেয়াজ নেই। অধিকাংশ পুস্তকই কাগজের মলাটেই বেরিয়ে পড়ে। সে বই ছিঁড়ে গেলে ক্রেতাই সেটি বাঁধিয়ে নেন। আজকাল আবার দুনিয়া-জোড়া কাগজ-মলাট বা Paper-back বই সস্তায় কেনা যাচ্ছে। দামী মলাটের এবং উন্নত মানের কাগজে ছাপানো বই-এরও সস্তা কাগজ-মলাট সংস্করণ বেরিয়ে পড়ুয়া মহলের প্রীতি উৎপাদন করছে। সে বই টেঁকসই হয় না।—না কাগজে, না মলাটে, না সেলাই-এ। ছিঁড়ে গেলে বাঁধানোও দুষ্কর। তবে নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে এগুলির বাঁধন পোক্ত করতে এবং মলাট সুদৃশ্য ও আকর্ষণ করে তুলতে তৎপরতার শেষ নেই। এভাবে বই-এর বাজারে দুধরণের প্রকাশন চালু হয়ে গিয়েছে। একটিকে বলা হয় সুলভ সংস্করণ, অপরটি শোভন সংস্করণ বা গ্রন্থাগার সংস্করণ। দ্বিতীয়টি অধিক পরিমাণে পোক্ত হবার দরুন গ্রন্থাগারে সাত সতেরো ব্যক্তির যদৃচ্ছ ব্যবহারের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত।

আজকের এই প্রবন্ধে আমি অবশ্য উপরোক্ত ধরণের বাঁধাই প্রকল্পগুলির কথা বলতে বসিনি। সংশ্লিষ্ট অপর এক প্রকল্প—যার সঙ্গে বাঁধাই এর প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই, অথচ যেটি প্রকাশের পক্ষে প্রকাশন সৌকর্য বৃদ্ধি করে, গ্রন্থের ব্যবসায়িক প্রসারে সহায়তা করে, সে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় বসেছি। এটি গ্রন্থের অলগ্ন মলাট, ইংরেজিতে যাকে বলে Jacket বা dust cover অথবা Publisher's blurb; গ্রন্থিত মলাটের উপরে অতিরিক্ত আচ্ছাদন, স্বতন্ত্র এক আলগা মলাট। সাধারণত কাগজের তৈরি, আজকাল স্বচ্ছ কাচ-কাগজের অথবা প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তুরও হয়ে থাকে।

উক্ত অলগ্ন-মলাটের ব্যবহার স্পষ্টতই মূল বাঁধাই ও স্থায়ী মলাটকে ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য। আমরাও বই কিনে অনেক সময়ে মোড়ক-কাগজ কেটে বইটিকে আচ্ছাদিত করি;—বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই অভ্যেস ব্যাপক। প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের পক্ষে এধরনের আচ্ছাদনের প্রয়োজন বেশি; কেননা, সব বই তো এক সঙ্গে বিক্রি হয়ে যায় না, তাই তাকের উপরে থাকতে থাকতে ধুলোয় বিকৃত হতে পারে মলাট, পোকা লাগতে পারে, অথবা ছাতা ধরে যেতে পারে, ময়লা হয়ে যেতে পারে এ হাত ও হাত ঘুরতে ঘুরতে, ছাতা ধরে যেতে পারে। তাই এসবের থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটা আবরণের দরকার হয়। কাগজে মুড়ে বেঁধে রাখলে চলে বটে, কিন্তু দোকানে বই রাখা তো সবাইকে দেখাবার জন্যই। তাই একটা কোনো উপায় প্রয়োজন যাতে বইগুলিও রক্ষা পায় অথচ সেগুলিকে প্রদর্শিত অবস্থাতেও রাখা চলে। এই সব কারণেই জ্যাকেট বা অলগ্ন মলাটের চলন শুরু হয়েছে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য দেশগুলিতেই ব্যাপকভাবে পুস্তক ব্যবসায়ের সূত্রপাত, অন্যান্য দেশে প্রসারও তাদেরই অনুসরণে। বছর পঞ্চাশেক আগে যেসব গাত্রাবরণ বইএ সংলগ্ন হত সেগুলি ছিল সাদা—অর্থাৎ অমুদ্রিত কাগজের তৈরি। কখনো বা স্বচ্ছ কাগজেরও ব্যবহার দেখা যেত। স্বচ্ছ কাগজ লাগালে বইএর মূল মলাটের চেহারা এবং মুদ্রনাদি দৃষ্টিগোচর হত। কিন্তু একাগজ টিঁকত না, একেবারেই সাময়িক ধরণের। তাই ক্রমে সুরু হল আবরণটির উপরে বইএর আখ্যা মুদ্রণের। কেবলমাত্র পুটাংশে অথবা সম্মুখাংশে ছাপা হত নামটি। ক্রমে পুট এবং মুখ উভয় অংশেই প্রথম দিকে বইএর নাম, পরে বই ও লেখক উভয় নাম ছাপানো চলতে লাগল,—সুবিধে হল আচ্ছাদিত বইগুলিকে চট করে চিনে নিতে। আরো পরে আরম্ভ হল ব্যবসায়িক দিক থেকে অলগ্ন মলাটকে কাজে লাগানো,—যেজন্য এর অন্যতম নাম করণ publisher's blurb—প্রকাশন পরিচিতি। পুস্তকটির পরিচয় জ্ঞাপক কিছু লেখা সংযুক্ত হল এই মলাটে, ক্ষেত্র বিশেষে কিছু নক্সা বা চিত্রও।

সাম্প্রতকালের অলগ্ন মলাটে বইএর তথ্যচুম্বক মুদ্রিত হয়,

মুদ্রিত হয় লেখক পরিচিতিও। মলাটের কিছুটা অংশ সামনের ও পিছনের স্থায়ী মলাট বা বাঁধাই মলাটের ভিতরের দিকে মোড়া থাকে। এর ফলে মলাটটির মোটামুটি চারটি ভাগ—চার পৃষ্ঠা পাওয়া যায় পরিচয়াদি মুদ্রণের জন্য। সম্মুখ ভাগ, পশ্চাৎ ভাগ, ভাঁজের ভিতরের সম্মুখাংশ এবং পশ্চাতের অংশ। এছাড়াও আছে পুট পৃষ্ঠ। এই অংশগুলির কোথায় কোন ধরণের তথ্য থাকবে তার মোটামুটি একটা চলতি চেহারা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সম্মুখ ভাগে থাকে গ্রন্থাখ্যা, গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম এবং কোনো গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হলে তার উল্লেখ, খণ্ডবদ্ধ গ্রন্থ হলে খণ্ড নির্দেশ। পুটাংশে সংক্ষেপে গ্রন্থাখ্যা, গ্রন্থখণ্ড, গ্রন্থকারের নাম এবং প্রকাশকের নাম বা প্রতীক। পশ্চাৎ ভাগের ব্যবহার কখনো পুস্তক ও লেখক সংক্রান্ত তথ্য অথবা গ্রন্থবিষয়ে নানান মতামতের উদ্ধৃতি, কখনো বা প্রকাশনের অন্যান্য প্রকাশনের বিজ্ঞপ্তির জন্য। মলাটের গ্রন্থমধ্যস্থ সম্মুখ ভাগের অংশে স্থাকে পুস্তক পরিচিতি—অর্থাৎ বিষয় চুম্বক, পশ্চাৎ ভাগের অংশে লেখক পরিচিতি। এই রীতিই মোটামুটিভাবে সাম্প্রতিক বইএর বাজারে গৃহীত এবং চালু হয়ে গিয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশকের পক্ষে অলগ্ন মলাট গ্রন্থটির সংরক্ষণের জন্য এবং ঐসঙ্গে এটিকে বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সাহায্যে আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্য কাজে লাগছে। এছাড়াও এটি প্রদর্শনীর প্রয়োজনে লাগে। প্রকাশক ইচ্ছে করলে জানলার শার্শীতে অথবা কোনো ফলকে মলাটগুলি গেঁথে পুস্তকের প্রকাশ বিষয়ে ক্রেতাদের অবহিত করতে পারেন। মলাটগুলি স্বতন্ত্রভাবে ও গ্রন্থাগারে পাঠিয়ে বিজ্ঞাপনের কাজ করতে পারেন। গ্রন্থাগারিক মূল বইটি না দেখেও তার চেহারা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারেন। যে বই গ্রন্থাগারে কেনা হয় সেগুলির অলগ্ন মলাট প্রদর্শ ফলকে গেঁথে সদ্যক্রীত বই এর খবর জানাতে পারেন পড়ুয়াদের।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বই বা প্রকাশন পরিচর্যায় অলগ্ন মলাটের অপরিহার্য প্রয়োজন আছে কিনা। প্রশ্নটা মূলত মনে জাগে এর জন্য বাড়তি খরচের কথা ভেবে। এই মলাটগুলি তো টেঁকেনা,—থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়, অথবা ফেলে দেওয়া হয়। সুতরাং এর পিছনে প্রকাশক শুধু শুধু টাকা ঢালবেন কেন। এ প্রশ্নের সম্ভবত সহজতম উত্তর এই যে, গ্রন্থটিকে নোংরার স্পর্শ থেকে বাঁচানোর তাগিদ ছাড়াও বিজ্ঞাপনের খাতিরে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য, স্বীকার্য গ্রন্থকে নয়ন-শোভন চেহারায় উপস্থিত করার রুচি। প্রকাশক নানাভাবে বই এর বিজ্ঞাপন দিয়েই থাকেন। গ্রন্থ মলাটকে আকর্ষনীয় করে তুলতে পারলে গ্রন্থের মর্যাদা যেমন বাড়ে তেমনি সকলের চোখে তুলে ধরবার কাজও সহজ হয়। বাজারে কোনো জিনিস কিনলে দোকানী সেগুলিকে ঠোঙ্গায় পুরে দেন। বিশেষ বিশেষ বিক্রেতারা এজন্য সুদৃশ্য ঠোঙ্গা বা মোড়ক কাগজের বাক্স তৈরী করেন, তার উপরে দোকানীর নামও ছাপানো থাকে। এর ফলে বিক্রেতার নামটা পাঁচজনের নজরে পড়ে। ক্রেতাও তৃপ্ত হন সুন্দর ভাবে জিনিষটি হাতে পেয়ে। বই এর ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম হয় না। বরঞ্চ এই পণ্যটির মূল্য বিচারে অলগ্ন মলাট অপরিহার্য বলেই বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। অনেক প্রকাশক স্বতন্ত্রভাবে এই মলাটগুলি গ্রন্থাগারে পাঠিয়ে দেন প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকার পরিবর্তে। গ্রন্থাগারিক এক নজরে বই এর চেহারা এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই অবহিত হন।

সুতরাং পাঠকের ও গ্রন্থাগারের পক্ষে যেমন অলগ্ন মলাট সহায়ক, প্রকাশকের পক্ষেও তেমনি এটি সন্দেহাতীত ভাবেই কার্যকর। এবং এই খাতে যে খরচ হচ্ছে সেটি বৃথা বরবাদ হয়ে যাচ্ছে মনে করার কোনো কারণ নেই। অতএব, এর পরবর্তী প্রশ্ন বা বিবেচনা, উক্ত মলাটটি কেমন ধরণের হবে। এটি কেবল মাত্র কাগজের মোড়ক হিসেবে নীরস বা নিষ্প্রভ হবে, না কি আকর্ষক এবং উজ্জ্বল ধরণের হবে। বইটিকে কেবল মাত্র ধূলো বালি থেকে বাঁচানোর জন্যেই এই আচ্ছাদান ব্যবহৃত হবে, না কি বইএরই আকর্ষক প্রত্যঙ্গ হিসেবে এটিকে মর্যাদা দেওয়া হবে,—বিজ্ঞাপনের বিশিষ্ট অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে। যেহেতু

এই মলাট স্থায়ী নয়, নেহাৎই আলগা কাগজের তৈরি, কেনবার পরেই হয়ত ক্রেতারা এ গুলিকে ফেলে দেবেন, গ্রন্থাগার বই এর গা থেকে এগুলিকে খুলেই রাখবে, এই ভেবে অনেক প্রকাশক বইএ বাড়তি আচ্ছাদন দেবেন কিনা, দিলেও তার পিছনে কতটুকু খরচ করবেন কতটা কার্পণ্য করবেন ভাবতে বসেন। কিন্তু, একথা ঠিক যে, গ্রন্থাগারের পক্ষে এগুলি-বিজ্ঞপ্তি হিসেবে অপরিহার্যও বলা চলে,—যার ফলে প্রকাশকেরও বিজ্ঞাপনের কাজ হয়ে যায়। সমগ্র বই প্রদর্শনের ব্যবস্থা কোনো গ্রন্থাগারেই বড় একটা থাকে না, ব্যাপারটা সহজও নয়। তাই মলাটই বিকল্পে বই এর কাজ করে। সেজন্য এই আচ্ছাদন অপরিহার্য আনুসঙ্গিক হিসাবে গণ্য হতে পারে নিশ্চয়ই। এ যুগে তা হচ্ছেও। কিছু প্রকাশক এটিকে এমন সজ্জায় সাজান, এমন কাগজ ব্যবহার করেন, মুদ্রণে এমন পরিপাট্য রাখেন যে ক্রেতা শুধু সন্তুষ্টই হন তা নয়, এটিকে বই এর সঙ্গে সযত্নে রক্ষাও করেন।

আগেই বলা হয়েছে, পুস্তকাবরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল প্রচ্ছদ বা স্থায়ী মলাট তথা বইটিকে ক্ষয়-ক্ষতি থেকে, অপরিচ্ছন্নতা থেকে বাঁচানোর জন্য, অতিরিক্ত আলো বা রোদ, ধুলো, ব্যবহার জনিত ময়লা ছোপ, আবহাওয়ার তারতম্য থেকে রক্ষা করার কথা ভেবে। কিন্তু দেখা গেল, এই আবরণ-পত্রটি যদি স্বচ্ছ কোনো কাগজের তৈরি না হয় তাহলে বইটিকে চিনে নিতে অসুবিধা দেখা দেয়। তখন আবরণ পত্রের উপরে বই এর আখ্যা মুদ্রণের রীতি প্রবর্তিত হল। এই থেকেই উদ্ভব হল অলগ্ন মলাটটিকে শিল্পিত করার রীতি, আকর্ষক করে তোলার প্রচেষ্টা। এবং পরিমামে মুদ্রিত হতে থাকল লেখকের নাম, লেখক পরিচিতি, গ্রন্থ পরিচিতি ও বিষয়-চুম্বক, প্রকাশকের নামধাম। বিদেশী বই বিশেষ করে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকে অলগ্ন মলাটকে চটকদার এবং অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ইদানিং জাপান, ভারত প্রভৃতি এশীয় দেশেও এর প্রতি কিঞ্চিৎ নজর দেওয়া হচ্ছে। তবে ভারতীয় অন্যান্য ভাষাবর্গের বাজারের তো কথাই নেই, বাংলা বই এর প্রকাশকরাও প্রকাশনের মান এবং রুচির পথ প্রদর্শক হয়েও এটির প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয় না। অনেক প্রকাশকই অবশ্য আজকাল মলাটের উপরে স্বতন্ত্র আচ্ছাদন লাগাচ্ছেন, কিন্তু তাতে কেবল গ্রন্থাখ্যান, গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নাম মুদ্রিত হয়। পশ্চাতে বা অভ্যন্তর ভাগে পরিচিতি জাতীয় কিছু তো থাকেই না, এমন কি আচ্ছাদন পত্রের অংশও বর্ধিত থাকে নামে মাত্র,—হয়ত বা সওয়া ইঞ্চি বা আধ ইঞ্চি মুড়ে দেওয়া হল। এর ফলে এটি বিশেষ কাজে লাগেনা, ব্যবহার করতেও অসুবিধে হয়। হয়ত বইটি সাময়িকভাবে ধুলো-টুলোর হাত থেকে রক্ষা পায়, অথবা প্রকাশকের মলাটের দুর্বলতা বা অশোভনতা ঢাকবার জন্যই এটুকু করা হয়। কিন্তু না লাগে প্রদর্শনের কাজে, না বিজ্ঞাপনের। এর পিছনে প্রকাশক কিঞ্চিৎ খরচ করেন, অথচ সে খরচের প্রতিদান কিছু পাননা। তবে ইদানিং দেখা যাচ্ছে অনেক প্রকাশকই অলগ্ন মলাট বইএর গায়ে লাগাচ্ছেন পূর্ণ মর্যাদায়, মুদ্রিত হচ্ছে যাবতীয় তথ্যাদি।

অলগ্ন মলাটের স্থায়ীত্ব নেই সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একালের বই—বিশেষ করে বাংলা বইএর বাজারে স্থায়ী মলাটের বাহার ও জৌলুষ খুব চালু হয়েছে। প্রচ্ছদ শিল্প পুস্তক প্রকাশের অভিন্ন অংশ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই মলাট যতই চটকদার হোক, বাঁধাইএর দুর্বলতায় টেঁকসই হচ্ছেনা। কোনোক্রমে কাগজের উপরে শিল্পিত চাতুর্যের নকসা বা ছবি ছাপিয়ে সেই প্রচ্ছদে দপ্তরীর আঠা বুলিয়ে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়। ক্রেতার ঘরে আসতে না আসতেই ঠুনকো মলাট যায় ছিঁড়ে, শিল্পকর্মের ঘটে কৈবল্য-প্রাপ্তি। এই পরিপ্রেক্ষিতে মলাটের উপরে স্বতন্ত্র রুচিকর আবরনের প্রসঙ্গ উপেক্ষনীয় নয় বলেই মনে হয়। অনেক সময়েই দেখা যায় অলগ্ন মলাটটি স্থায়ী মলাটেরই পুনর্বৃত্তি বা প্রতিরূপ মাত্র। কিন্তু মলাট এবং তার আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন ধরনের। মলাট বইএর অপরিহার্য অঙ্গ, তাই এটিকে কোনোক্রমেই প্রদর্শনের কায়দায় সজ্জিত করা উচিত নয়। বিজ্ঞাপনের বিকল্প হিসেবেও মলাট ব্যবহার যোগ্য নয়। প্রকাশনের রুচি এবং গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হলে স্থায়ী মলাটের অঙ্গ সজ্জা চটকদার করা ঠিক নয়। বইএর আভ্য-

ন্তরীন পদার্থ অর্থাৎ রচনার ধরণের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রেখে প্রচ্ছদ প্রস্তুত করা ভাল। প্রবন্ধ পুস্তক এবং উপন্যাসাদির মধ্যে কিছু তারতম্য ঘটলেও স্থায়ী মলাট শাদামাটা ধরণের হওয়া বাঞ্ছনীয়। চটকদার ভাবে সজ্জিত প্রচ্ছদ ক্রমে চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে পারে, সর্বশ্রেণীর রুচির অনুকূল না হতে পারে। পুস্তক সম্ভারকেই বা শিল্প প্রদর্শনী হিসেবে সাজিয়ে রাখতে চায়। সেজন্য মূল মলাট যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন ধরণের করাই সমীচীন। ব্যতিক্রম অবশ্য ছোটদের বইএর বেলায়। শিশুগ্রন্থে রকমারি রং মিলিয়ে যেমন প্রচ্ছদসজ্জা তেমনি আভ্যন্তরীন অঙ্গসজ্জাও বহুলাংশে রংচঙে করতে হয় শিশুদের আকৃষ্ট করে তোলার জন্য এবং বৈচিত্রের কথা ভেবে।

কিন্তু অলগ্ন-মলাটে যেমন বই সম্পর্কে সমালোচনা, মন্তব্য, ভূমিকা, বিষয়বস্তু ইত্যাদির অংশবিশেষ বা সারাংশ থাকা বাঞ্ছনীয়, তেমনি এটিকে চটকদার বা আকর্ষনীয়ভাবে সজ্জিত করা বাঞ্ছনীয়। বাংলা বইএর বেলাতে এর ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ্য করি। খুব কম প্রকাশকই এদিকটা ভাবেন। বস্তুত ভারতীয় তাবৎ প্রকাশকেরই এই চিন্তাদৈন্য লক্ষ্য করা যায়। হয় প্রচ্ছদপটেরই নকল হিসেবে থাকে আচ্ছাদনটি, নয়ত শাদামাটা একটি পত্রাবরনী মাত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পায় স্থায়ী মলাটটি,—আকর্ষনীয় প্রচ্ছদপট। প্রচ্ছদ শিল্পীর বাজারও এখানে ব্যাপক। এমনকি, বইএর অভ্যন্তর ভাগ কাগজে, মুদ্রনে, সজ্জায় নিকৃষ্ট ধরণের হলেও যেন ক্ষতি নেই, ক্ষতি নেই বাঁধাইটা পোক্ত না হলেও, শুধু প্রচ্ছদটি চকচকে ঝলমলে হলেই হল। বিশেষ করে এক শ্রেনীর বইএ এব্যাপার ব্যাপক, এগুলি বিয়ের বাজারে উপহার হিসেবে প্রস্তুত। ক্রেতা কিনে নিয়ে যাবার পরে মলাট ছিঁড়ে ফুঁড়ে যেতে দেরি হয়না, বইটা হয় বরবাদ নয়তো আরেক দফা খরচ করে বাঁধিয়ে নিতে হয়। তাতে প্রকাশকের ভ্রুক্ষেপ নেই।

অলগ্ন মলাটের সজ্জা নিয়ে এযাবত কি প্রকার চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে এবারে সে প্রসঙ্গে আসা যাক। আগেই বলা হয়েছে, প্রচ্ছদপটের উপরে ন্যূনতম আচ্ছাদন হিসেবে কাগজের মলাট জড়িয়ে দেওয়া হত প্রাথমিক পর্যায়ে। এই আবরণের উপরে বইএর নামটি লেখা থাকত সনাক্ত করে নেবার প্রয়োজনে। এই আবরণ যদি স্বচ্ছ কাগজ অথবা প্লাষ্টিক পাতের তৈরি হয় তাহলে স্বতন্ত্রভাবে বইএর নাম এর উপরে ছাপাবার প্রয়োজন হয়না, স্বচ্ছ আবরণের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী মলাটে মুদ্রিত নামটিই পড়া যায়। তবে এযুগে যখন প্লাষ্টিকের প্রচলন ব্যাপক হয়ে উঠল তখন দেখা গেল এটি কাগজের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি স্থায়ী, এবং শুধু প্রকাশকের নয়, ক্রেতার তরফেও এই মলাট নষ্ট না করে রেখে দিলে বইএর চেহারাও দেখা যায়, ধুলো বা হাতের ময়লা থেকেও রক্ষা পায়, জলের ছিঁটে লেগে গেলেও ক্ষতি হয়না। কিছু প্রকাশক আবার উজ্জ্বল হরফে বইএর নামধাম সবই এর উপরে ছাপাতে স্বরু করলেন, এমনকি নকসা বা চিত্রশোভিত করতেও বাকি রাখলেন না। এর ফলে কিন্তু বইএর চেহারাটা বড় বেশি রকমের চোখ বাঁধানো হয়, মনে হয় যেন বাহারে শাড়ি পরিয়ে 'ডামি' দাঁড় করানো হয়েছে। এ'মলাটের প্রথম এবং বিশেষ অসুবিধা, পুস্তক পরিচিতি ছাপানো যায় না। গ্রন্থাগারেও প্রদর্শনের কাজে লাগানো যায় না। এটিতে খরচ যে আরো বেশি পড়ে তাও বলাই বাহুল্য। অনেক প্রকাশক এই মলাটের ধার সেলাই করে বা আটা দিয়ে লাগিয়ে দেন, যাতে ব্যবহার করতে গিয়ে ছিঁড়ে না যায় বা খুলে না পড়ে। এর ফলে স্থায়ী মলাটের উপরে আরেকটি প্রায়-স্থায়ী মলাট এসে আসর জমাতে বসেছে।

তবে, অলগ্ন মলাট হিসাবে একে তো এটি বেশ ব্যয় সাপেক্ষ, তায় আবার এটি বিজ্ঞাপনের বা প্রদর্শনের কাজে লাগানো যায় না। ওদিকে, ক্রেতা মাত্রেই এটি পছন্দ করবেন এমনটাও বলা চলে না। কাগজের মলাটই এজন্য ব্যাপক ভাবে চালু হয়েছে। ব্যবসায়িক দিক চিন্তা করে কেবলমাত্র নাম লেখার দিন পার হয়ে পুস্তক সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ও পরিচিতিও ছাপানো স্থরু হয়েছে। অনেক প্রকাশক আজ-কাল তাঁদের প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকের জন্য বিশেষ এক ধরণের আচ্ছাদক পত্র ব্যবহার করছেন, যাতে দেখা মাত্রই প্রকাশককে সনাক্ত করা যায়। খণ্ডবদ্ধ বইএর জন্য আরেক ধরণের আচ্ছাদনের ব্যবহার প্রচলিত। কাগজের একটি

বাক্সের মধ্যে সব খণ্ডগুলিকে রেখে মনোভিরাম সাজে হাজির করা। এই আচ্ছাদক ব্যাক্স আবার নানান ধরণের হয়। কোনোটির এক ধার খোলা থাকে এবং এইগুলির পুট সেই খোলা ধারের দিকে সজ্জিত থাকে, যার ফলে পুট পৃষ্ঠস্থ পুস্তকাখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়। তবুও অনেকে এর অপর পৃষ্ঠে, অর্থাৎ বাক্সটির পুটপৃষ্ঠে গ্রন্থাখ্যা ও গ্রন্থকার, প্রকাশক প্রভৃতির নাম মুদ্রিত করছেন। তবে এগুলির সঙ্গে অলগ্ন মলাটের মিল থাকলেও প্রত্যক্ষ যোগ নেই। এর কাজ সুন্দরভাবে গ্রন্থ-পর্যায়কে বাজারে উপস্থাপিত করা। এক আধারে থাকার দরুন খণ্ডগুলি একত্র গুছিয়ে রাখার সুবিধে হয়।

অলগ্ন মলাটের অন্যতম কাজ গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা এবং প্রদর্শ-ফলকে গ্রথিত করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা। এজন্য স্বভাবতই প্রকাশক চিন্তা করেন কোন উপায় গ্রন্থাবরণ দৃষ্টে ক্রেতার মন তুষ্ট হবে। যেহেতু স্থায়ী প্রচ্ছদপট থেকে এর কাজ আলাদা, তাই এটিকে প্রচ্ছদের প্রতিরূপ হিসেবে খাড়া করে কোনো লাভ হয় না। অপর পক্ষে, এটির সঙ্গে বিজ্ঞাপনেরও প্রত্যক্ষ যোগ নেই। বিজ্ঞাপন এবং গ্রন্থসজ্জা এক জিনিস নয়। গ্রন্থেরই বিজ্ঞাপন হলেও নয়। সুতরাং বিজ্ঞাপনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, যে ভাষায় যেভাবে সাজানো হবে, যে হরফে মুদ্রিত হবে, তার থেকে গ্রন্থসজ্জার সঙ্গে যুক্ত সামগ্রীর স্বাতন্ত্র্য থাকবেই। গ্রন্থাবরণ যেহেতু গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যেহেতু স্বতন্ত্রভাবে এটির অস্তিত্ব নয়, সেহেতু এটির সাহায্যে স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞাপনের কাজ চলেনা। মলাটটি প্রচ্ছদের সঙ্গে হুবহু এক হয়না, কিন্তু দুটিতে কিছু পরিমাণে মিল রেখে চলতেই হয়। যে সব প্রকাশক তাঁদের প্রকাশিত এবং বই এর অলগ্ন মলাটে অভিন্ন ধারা বজায় রাখা পছন্দ করেন, তাঁদের মলাট সজ্জায় স্বাধীনতার কিছুটা অভাব থেকে যায়। ইচ্ছে হলেও মলাটে বিভিন্ন ভঙ্গি আনতে পারেন না। হয়ত প্রবন্ধ বা কাব্য বা উপন্যাসের মলাট সজ্জা অনেকটা একই ধরণের হয়ে পড়ে, যার ফলে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে। গুরুগম্ভীর আলোচনার বই এবং হালকা গল্পের বইএর উপস্থাপনে ভিন্ন স্বাদ থাকাই তো স্বাভাবিক।

সাধারণত অলগ্ন মলাটের উপরের হরফগুলির আকার বেশ কিছুটা বড় করে ছাপানো হয়। রঙের ব্যবহারেও মূল মলাট থেকে এতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হয়, এমনভাবে বর্ণ ও মুদ্রণের বিন্যাস করা হয় যাতে চট করে নজর কেড়ে নিতে পারে। এর কারণ দ্বিবিধ ; দোকানের মঞ্চে বইটি যাতে চোখে পড়ে, আদর্শ ফলকেও যাতে চোখ এড়িয়ে না যায়। প্রদর্শ ফলকটিও—তা সে দোকানেরই হোক বা গ্রন্থাগারেরই হোক – মেঝে থেকে দু' হাত বা তিন ফুট আন্দাজ উপরে স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, ফলকটির উচ্চতা ছয় হাতের মধ্যে বা আট ফুট আন্দাজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা হলে সবগুলি প্রদর্শ-মলাট বিনা আয়াসে দেখবার সুবিধে হয়। বইএর তথ্য সামগ্রীর মধ্যে আখ্যাটিই প্রধানতম বলে এটিকে সর্বাধিক আকর্ষক ভাবে বিন্যস্ত করা উচিত। তবে বিশিষ্ট লেখকদের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের নামটিকে প্রাধান্য দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। সাধারণত গ্রন্থাখ্যা ও গ্রন্থকারের নাম একই হরফে, এবং অনেক সময়ে একই রঙে মুদ্রিত হচ্ছে।

অলগ্ন মলাট আকর্ষণীয়, রুচিকর এবং শিল্পিত করে তুলবার প্রচেষ্টায় হরফগুলি চিত্রিত করে, অর্থাৎ কোনো শিল্পীর দ্বারা আঁকিয়ে নিয়ে ব্লক করে ছাপানো হচ্ছে। এতে বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ে সন্দেহ নেই, তবে খরচও পড়ে যায় বেশি। মুদ্রা ব্যবসায়ীরা অবশ্য নানান ধরণের নানান গড়নের বৃহৎ হয়ফ তৈরি করেন, এর মধ্যে কোনোটা আবার চিত্রিত নকসার কাছাকাছি ঘেঁষে যায়। হাতে আঁকা হরফে প্রায়শই মুদ্রনের রীতি বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু দেখা যায়, অতিরিক্ত শিল্পী তার ঝোঁকে হরফগুলি এমন চেহারা নেয় যে সহজে পড়া যায় না, মাথা খাটিয়ে নামটা বার করে নিতে হয়। এধরণের ব্যাপার আমরা পত্র-পত্রিকায় গল্প প্রবন্ধাদির শীর্ষেও লক্ষ্য করে থাকি। লক্ষ্য করে থাকি প্রচ্ছদ শিল্পীদের অঙ্কনের মধ্যেও। এধরণের মুদ্রনে শিল্প সৌকর্য এবং শিল্পীর কৃতিত্ব, এবং প্রকাশনের রুচি-পারিপাট্য প্রকাশ পায় সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যবসায়িক দিক থেকে—বিশেষ করে বিজ্ঞাপনের দিক থেকে পুরোপুরি কার্যকর হয়না। প্রদর্শ ফলকে, অথবা বিক্রেতার আল-মারিতে যে বই সাজানো থাকবে তার লেখা এক নজরে

বিনা আয়াসে দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে চলে না। এজন্য পরিচ্ছন্ন হরফে ছাপানোই বিধেয়,—যাতে বেশ খানিকটা দূর থেকেও সনাক্ত করা যায়। হরফগুলির মধ্যেও—এবং তাদের বিন্যাসেও সামঞ্জস্য থাকা দরকার। সমানুপাতিক ভাবে সমপর্যায়ের হরফে বিন্যস্ত থাকা দরকার। সহজে যাতে চোখে পড়ে এজন্য হরফগুলির রং গাঢ় এবং পশ্চাৎপট হালকা রঙের, অথবা গাঢ় পশ্চাৎপটে হালকা রঙের হরফে ছাপালে কাজ হয়। শাদামাটা মুদ্রন এ ব্যাপারে কার্যকর নিঃসন্দেহে, কিন্তু কেবলমাত্র হরফ বিন্যাসে মন বিন্যাসে মন তৃপ্ত হয় না, বৈচিত্র্য কামনা করে। তাই নক্সাকাটা হরফ কোন ধরণের হলে এসব দিকে সঙ্গতি পূর্ণ হবে তা ভেবে দেখতে হয়। মুদ্রন শিল্পের জ্ঞানের সঙ্গে প্রচ্ছদ প্রস্তুতির জ্ঞান সম্পৃক্ত হলেও বিজ্ঞাপনের বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এটিকে স্বতন্ত্র শিল্পকৃতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া অসঙ্গত নয়।

অলগ্ন মলাটের সম্মুখ ভাগের ভিতরের ভাঁজে পুস্তক পরিচিত লেখার রীতি। অনেক সময়ে দেখা যায় এই পরিচিতি উক্ত ভাঁজের অংশ ছাপিয়ে মলাটটির পশ্চাৎ ভাগের ভিতরের অংশে ক্রম পর্যায়ে টেনে নেওয়া হচ্ছে। এই অভ্যেস বর্জন করাই উচিত। কেননা পরিচিতি সংক্ষিপ্ত হলেই ভাল; লম্বা পরিচিতি পাঠক-ক্রেতা ধৈর্যচ্যুতি ঘটাত পারে। পিছনের ভাঁজে অংশ বিশেষ থাকলে প্রদর্শনেরও অসুবিধা হয়। সমগ্র আচ্ছাদনটি টান-টান করে খুলে ফলকে লাগালে অনেক স্থান নেয়। উপরন্তু, কিছু অবান্তর অংশ,—অর্থাৎ যা ঠিক প্রদর্শনের অনুকূল নয় সেটাও যেমন জাহির হয়ে যায় তেমনি পরিচিতি অংশের পারম্পর্যও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মলাটের পশ্চাতের অংশ প্রকাশকের অন্যান্য বই এর বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি থাকে, এবং বলা বাহুল্য, এগুলির সঙ্গে বক্ষ্যমান বই এর কোনো সংশ্রব নেই। তাই এই অংশ প্রদর্শিত পুস্তকের পক্ষে অবান্তর। এমন কি লেখক পরিচিতিও পুস্তক সূত্রে অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে পড়ে। মূল প্রসঙ্গ প্রকাশিত পুস্তকের বিষয় বস্তু। এই বস্তুর প্রতি আলোক সম্পাতই মূল লক্ষ্য। তাই এদিকটা ভেবে মলাটের মাল-মশলা সাজিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। ছবি বা নক্সা সম্বলিত আবরণ খরচ সাপেক্ষ সন্দেহ নেই, তবে বইটির মর্যাদা প্রকাশে সহায়তা করে। আকর্ষকও হয়। এই ছবি বা নক্সা অনেক সময়ে মলাটের সামনে ও পিছনে টানাভাবে ছাপানো হয়,—একই ছবি থাকে সারা মলাট জুড়ে। তখন সমগ্র মলাটটিই প্রদর্শ ফলকে টান করে রাখলে পাঠকের দৃষ্টি ও কৌতূহল আকর্ষণ করে।

মোট কথা, প্রকাশক এবং বিক্রেতার তরফে প্রদর্শন এবং বিজ্ঞাপনের মূল্য নির্ধারণ করে অলগ্ন মলাট তৈরি হবে। অর্থাৎ কোন বই এর জন্য কোন ধরণের বিজ্ঞাপন প্রয়োজন এবং কী প্রকার প্রদর্শ-প্রকল্প সে কাজ করতে পারে সেটি আন্দাজ করে নিয়ে সেই ভাবে অলগ্ন মলাট-সজ্জা করা উচিত। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও মোটামুটিভাবে সেই একই নীতি কাজ করে,—যদি চ এর প্রস্তুতির সঙ্গে গ্রন্থাগারের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকাশক, গ্রন্থাগারের কথা এই সূত্রে মনে রেখে চলেন। বিক্রেতার নীতি মলাটটির অনাড়ম্বর আকৃতি, স্পষ্টতা এবং লক্ষ্যমুখীনতা—অর্থাৎ গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বস্তুর গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে সঠিক বক্তব্য-সার তুলে ধরা। গ্রন্থাগারের নীতি মূলত এই তৃতীয় অংশটুকুতেই সীমাবদ্ধ বা কেন্দ্রীভূত, যদিও অন্য অংশগুলিও স্বাভাবিক ভাবেই এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। বিক্রেতার নীতি পণ্যের—অর্থাৎ গ্রন্থের ক্রেতা আকর্ষণ, গ্রন্থাগারের নীতি পাঠককে বই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমাচারটুকু আকর্ষক রীতিতে পরিবেষণ। অভিজ্ঞ প্রকাশক এই দুই দিকেই লক্ষ্য রেখে চলেন। গ্রন্থাগার তো নিশ্চিত ভাবেই গ্রন্থের বিশিষ্ট ক্রেতা।

অলগ্ন মলাট তৈরী হয় বই বাঁধাই হয়ে যাবার পর,—অন্ততপক্ষে বইএর আকার নির্ধারিত হয়ে যাবার পর। কেননা, বইটির আকার,—বিশেষত তার পুরুত্ব নির্ধারিত না হলে মলাট মাপ সই হবে না। বই যতটা মোটা হবে তার উপরে পুটপৃষ্ঠে মুদ্রনের মাপ নির্ভর করবে। মলাট একেবারে বইএর মাপে মাপে খাপে খাপে আঁটানোর মতন করে তৈরি করা ঠিক নয়। ভাঁজ হবার জন্য সামান্য একটু বড় রাখা বাঞ্ছনীয়। তাহলে বই মুড়ে রাখার পরে ফেঁপে উঠবেনা বা উঠলেও মলাটটি যেমন তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকবে তেমনি পড়বার সময়েও পিছলে যাবেনা। স্থায়ী

মলাটের চেয়ে অলগ্ন মলাট উপরের এবং নিচের দিকেও যৎসামান্য বাড়তি রাখতে হয়। বেশি বড় রাখলে আবার ছিঁড়ে যাবার ভয় থাকে। আবরণের কাগজ পুরু হওয়া আবশ্যক, পাতলা হলে ছিঁড়ে বা কুঁকড়ে যায় সহজেই। যদি চকচকে বা আর্ট পেপার জাতীয় কাগজ হয় তবে ভিতরের দিক,—অর্থাৎ যে দিকটা পাটার সঙ্গে লেগে থাকে সে দিকটা খসখসে হলেই ভাল। তবে আমাদের দেশের পক্ষে আর্ট পেপার বর্জন করাই সঙ্গত। আবহাওয়ার তারতম্যে সহজে নষ্ট হয়ে যায়। ভাঁজের দাগে দাগে কেটেও যায়। এক ধরণের বই আজকাল প্রকাশিত হচ্ছে যার বাঁধাই বোর্ডের বদলে পুরু কাগজের তৈরি। এর যে জ্যাকেটটিও পুটের দিকে সাঁটা থাকে। কিন্তু এর বাড়তি অংশ বইএর ভিতরের দিকে ভাঁজ করা থাকে। পুস্তকের সঙ্গে সংলগ্ন থেকেও প্রকৃতিতে এটি অলগ্ন মলাটেরই সগোত্র। তবে প্রদর্শ-প্রকল্পে এটি স্বভাবতই কাজে লাগেনা। মলাটের কতরকম ধারা, কত বিচিত্র সজ্জা আজকাল হচ্ছেই। 'পেপার ব্যাক' নামে যে বই চলছে তার মলাট তো স্থায়ী হয়েও জ্যাকেটের মতো বিজ্ঞাপনের ভাষা বহন করে। তবে অলগ্ন মলাটের অভিজাত্য ও আকর্ষণ বইএর বাজারে আজকাল অনন্য হয়ে আছে, এবং থাকবে। বাংলা বই এর প্রকাশন ক্ষেত্রে স্থায়ী মলাটের স্থায়ীত্বের প্রতি যেমন নজর দেওয়া উচিত, তেমনি অলগ্ন মলাটকেও আকর্ষনীয় এবং কার্যকরী করে তোলা উচিত। প্রকাশনের ক্ষেত্রে বাংলা বই এর অনন্যতা অনস্বীকার্য। তাই এর অবয়বে সার্বিক উন্নতি ক্রেতা ও গ্রন্থাগার নিশ্চয় কামনা করেন॥



গ্রন্থাগার, প্রদর্শনী ও বিজ্ঞাপন

শিবেন্দু মান্না, নিজবালিয়া, হাওড়া

The healing place of the soul—আমরা এর অর্থ করতে পারি, "আত্মার আরোগ্য নিকেতন"। যেহেতু আত্মা নামক একটি নিরাবয়ব অব্যাখ্যেয় বস্তুর আরোগ্য নিকেতন হোল গ্রন্থাগার—তাই তা নিয়ে কখনো এদেশে কোন প্রকার বিজ্ঞাপন দানের বা বিজ্ঞাপিত হবার প্রয়োজন হয় নি, কিন্তু আমাদের দেশের মতো উন্নতিকামী অথচ নিরক্ষর, সদ্য সাক্ষর, আধা শিক্ষিত, শিক্ষিত প্রমুখ সুবিপুল জন সাধারণের কাছে গ্রন্থাগারেরও বিজ্ঞাপন দানের বা বিজ্ঞাপিত হবার সবিশেষ প্রয়োজন আছে। এই বিজ্ঞাপন দানের বা বিজ্ঞাপিত হবার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে প্রদর্শনী।

ইউরোপীয় ব্যবসায়িক প্রবাদ অনুসারে—A satisfied customer is the best advertisement—এই তথ্যটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞাপনের বা প্রদর্শনীর ক্ষেত্রেও সমভাবে কার্য্যকরী।

বই পরতে পারা বা পড়তে শেখানোটাই মানসিক উন্নতির একমাত্র মাধ্যম নয় কিম্বা ভাবের আদানপ্রদানের একমাত্র যোগসূত্র নয়, কিন্তু অক্ষর জ্ঞানহীনদের মতো অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন সুশিক্ষিতদের কাছে বিভিন্ন ধরণের প্রদর্শনী সমভাবে আকর্ষক এমনকি অনেকক্ষেত্রে মানসিক আবেদন বা সংবেদনও এক প্রকার।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সমূহে প্রদর্শনীর আয়োজন বা ব্যবস্থাপনা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়নি। পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আকর্ষণ মাধ্যম অথবা নতুন / অপরিচিত কোন জগতের সঙ্গে পরিচিত মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগার সমূহে প্রদর্শনীর ব্যবহার বা আয়োজন খুবই সীমিত। অথচ উপযুক্ত বা সময়োপযোগী বিষয়কে কেন্দ্র করে আকর্ষণীয় প্রদর্শনী গ্রন্থাগারের গ্রাহক সংখ্যা বাড়াতে সক্ষম বলেই আমার

ধারণা। একজন আগ্রহশীল দর্শক, পাঠক, সন্তুষ্ট ক্রেতার মতোই উপযুক্ত বিজ্ঞাপন মাধ্যম।

আমারা প্রায়শঃ মন্তব্য করে থাকি গ্রন্থাগারের গ্রাহক / পাঠক সংখ্যা না বাড়ার মূলে রয়েছে নিরক্ষরতা; কিন্তু একজন নিরক্ষর অথবা শিক্ষিত ব্যক্তি কিভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে সে সম্পর্কে স্বদেশীয় গ্রন্থাগার-আন্দোলনকারীরা সরব বা উচ্চকণ্ঠ নন।

ব্যবসায়িক জগতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি সর্বাধিক বিক্রীত দ্রব্যাদির জন্য সর্বাধিক আকর্ষণীয় শ্লোগান এবং বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন, ঠিক তেমনই দৈনন্দিন জীবনে গ্রন্থাগার কি অমূল্য সাহায্য, গৃহিনী থেকে বিশেষজ্ঞ সকল শ্রেণীকে, সমভাবে করতে পারে তার জন্যও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন, শ্লোগানের প্রয়োজন, প্রয়োজন বিজ্ঞাপনের স্থানাধিকারী (সাবসটিটিউড) প্রদর্শনীর।

এখন প্রশ্ন উঠবে প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু কি হবে?—যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে একসঙ্গে একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রদর্শনী হলে দর্শকের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে সুতরাং কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রদর্শনীর আয়োজন করলে দর্শকের মন কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ পায়। প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু সমকালীন অথবা চিরকালীন ঘটনা, কাহিনী বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে হতে পারে।

এরপরেই প্রশ্ন ওঠে: প্রদর্শনীর মাধ্যম কি হবে? প্রশ্নটির সমাধান আংশিক সরল এবং আংশিক জটিল। এমন বিষয় খুব অংশই আছে যা ছবি, মডেল, চার্ট, ফটো এবং 'ডাটা' বা সারণীর সাহায্যে বোঝানো অসম্ভব। যা কিছুই উপরোক্ত মাধ্যমগুলির সাহায্যে ব্যাখ্যাত হতে পারে তাকেই আমরা প্রদর্শনীতে স্থান দিতে পারি। বিশেষজ্ঞদের মতে—"To day the most successful organisations everywhere are those which tell the world by every feasible means, especially pictorial presentation." এই যে "পিকটোরিয়াল প্রেজেনটেশন"—এটি হাতে আঁকা ছবি হতে পারে, ছাপা ছবি হতে পারে অথবা ফটোগ্রাফী হতেও বাধা নেই।

কতরকমভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন স্বল্পবিত্তের গ্রন্থাগারগুলি করতে পারে তার একটা মোটামুটি রকমের তালিকা উপস্থাপিত করছি—

(১) পুস্তক প্রদর্শনী—

এক বা একাধিক বিষয়ের বই যা নাকি গ্রন্থাগারে আছে অথবা পুস্তক তালিকায় সদ্য সংযোজিত হয়েছে। এর দ্বারা পাঠক নিজের ইচ্ছামত বইটিকে দেখবার, নাড়াচাড়া করবার একটা সুযোগ পেতে পারেন এমন কি একটি নতুন বিষয় সম্পর্কে অননুভূত আকর্ষণও অনুভব করতে পারেন।

(২) বইয়ের জ্যাকেট বা মলাটের প্রদর্শনী—

পুস্তক ব্যবসায়ী মহলে একটা কথা যথেষ্ট প্রচলিত: মলাটই ললাট—অর্থাৎ দর্শনধারী মলাট বা বুক কভার বা জ্যাকেট ক্রেতা আকর্ষণের অন্যতম বিজ্ঞাপন মাধ্যম। গ্রন্থাগারে বুক জ্যাকেট বা খোলা যায় এমন বুক কভারের (লুজ বুক কভার) সাহায্যে মনোহারী অথচ ভিন্নস্বাদের প্রদর্শনী করা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সমালোচনার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি থাকলে আরো ভালো হয়।

(৩) নির্বাচিত রচনাবলী—

বিখ্যাত কিম্বা স্বদেশখ্যাত গ্রন্থাগারের নির্বাচিত রচনাবলীর সাহায্যে প্রদর্শনী এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ঐ রচনাবলীর অংশবিশেষ পাঠ করে শোনানোর মাধ্যমে ভিন্নতর স্বল্পকালীন প্রদর্শনী পাঠকের আগ্রহবৃদ্ধির সহায়করূপে বিবেচিত হতে পারে। গ্রন্থাগারের একটি কর্তব্য যদি হয় রুচির উন্নতি সাধন এবং পাঠককে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত রাখা অথবা বিভিন্ন গ্রন্থাকারের রচনার স্বাদ গ্রহণ করানো—তবে যোগ্যভাবে প্রয়োগ করতে পারলে এটি একটি অন্যতম গ্রন্থাগার বিজ্ঞাপন মাধ্যম রূপে কার্য্যকরী হতে পারে।

(৪) সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে মডেল, সারণী, আলোকচিত্র এবং খবরের কাগজের কাটিংস ইত্যাদি সহযোগে প্রদর্শনী করা যেতে পারে। এবং সম্ভব হলে সম্পর্কিত ঘটনা-কেন্দ্রিক পুস্তকাদির তালিকা ইত্যাদি প্রদর্শনীতে স্থান পেতে পারে।

(৫) সাময়িক পত্র পত্রিকা বা দৈনিক পত্র-পত্রিকা সহযোগে প্রদর্শনীর আয়োজন ভিন্ন ভিন্ন রুচির আস্বাদন এনে দিতে পারে।

(৬) স্থানীয় ইতিহাস, পুরাকীর্তি, সামাজিক প্রথাও আচার, লৌকিক দেবদেবী, পূজা-পার্বণকে কেন্দ্র করে চিত্র, মডেল, ফটো, সারণী ইত্যাদির সাহায্যে প্রদর্শনীতে উৎসাহী ও আগ্রহী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটতে পারে।

(৭) কোন স্থানের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, তার উপকরণ, নকশা, মডেল, সূত্রধর বা মিস্ত্রীদের সম্পর্কিত তথ্যাবলীর সাহায্যে প্রদর্শনী আয়োজিত হতে পারে।

(৮) অনুরূপভাবে লোক শিল্পকে কেন্দ্র করে হতে পারে প্রদর্শনী।

(৯) ম্যাপ, সারণী, চিত্র, মডেল, ইত্যাদি সহযোগে কোন স্থানের অবস্থান, ভূপ্রকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচিতি জ্ঞাপক বহু রকমের প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়।

(১০) কৃষিজ সম্পদ, সুষম সার দানের প্রথা, উন্নত কৃষি পদ্ধতি একং পশুপালনকে কেন্দ্র করেও প্রদর্শনী হতে পারে, অথবা

(১১) অনুরূপভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক আকর্ষনীয় প্রদর্শনীরও আয়োজন হতে পারে।

তবে এই সব প্রদর্শনীর সাথে সাথে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত সংরক্ষিত পুস্তকাবলীরও স্থান পাওয়া উচিত—কেননা এর দ্বারা পাঠক গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্পদ সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন।

গ্রন্থাগারের অবস্থান সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন রাখার উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য রাস্তার মোড়ে, গ্রন্থাগারে পৌঁছানোর সহজতম রাস্তার চিত্র সহযোগে বিজ্ঞাপনদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। 'ইউনেস্কো স্টাডি গ্রুপ' ইউরোপের বিভিন্ন অংশে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সমীক্ষা গ্রহণকালে লক্ষ্য করেছেন বড় বড় অক্ষরে "পাবলিক লাইব্রেরী" কথা কটি গ্রন্থাগার ভবনের সামনে লেখা থাকা সত্ত্বেও তার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনা মনে পড়ছে যেখানে গ্রন্থাগারকে এফ, সি, আই-য়ের গুদাম ঘর বলে পরিচয় দেয়া হয়েছিল। তাহলেই দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারেরও বিজ্ঞাপনদানের প্রয়োজন আছে।

আমাদের দেশে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি বা সহরাঞ্চলের ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলি অনেক কিছু ব্যাপারে "রিকেট রোগ"গ্রস্ত কিন্তু একটি ব্যাপারে তাদের সুবিধা রয়েছে, সেটি হচ্ছে বিশেষ একটি স্বল্প সীমার মধ্যেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই যাঁরা গ্রন্থাগারের সদস্য হন তাঁরা জানেন না গ্রন্থাগারটির মধ্যে কি মূল্যবান সম্পদ বা পুস্তকরাজি আছে। তাঁদের কাছে এটা বারম্বার তুলে ধরতে হবে, যতক্ষণ না বিস্তৃতভাবে এবং পুরোপুরিভাবে গ্রাহক/পাঠকদের অবহিত করা যাচ্ছে—ততক্ষণ থামা চলবে না; যত বেশী গ্রাহক/পাঠক গ্রন্থাগারের সম্পদ সম্পর্কে অন্তরনিহিত শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয় ততই ভালো—কারণ এরই মধ্যে নিহিত আছে: একজন সন্তুষ্ট ক্রেতাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন এই প্রবন্ধটির বিজ্ঞাপন মূল্য এবং এভাবেই গ্রন্থাগার আন্দোলনকারীদের দলবৃদ্ধি ঘটা সম্ভব।



বার্তা-বিচিত্রা

কোটি কোটি টাকার বই গুদামজাত

শ্রীপ্রকাশবীর শাস্ত্রী এম. পি. সম্প্রতি রাজ্য সভায় এই মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রনালয়ের পরিচালনাধীন চারটি সংস্থার গুদামে কোটি কোটি টাকা মূল্যের বই পড়ে রয়েছে। এ চারটি সংস্থা—কেন্দ্রীয় হিন্দী দপ্তর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, সাহিত্য একাডেমী ও ললিতকলা একাডেমী। এ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট সরকারী সিদ্ধান্তের কথা এখনও জানা যায়নি, তবে এটা জানা গেছে, এত বই জমে যাওয়া সত্ত্বেও ঐ সংস্থাগুলি বই সংগ্রহের জন্য যথারীতি বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দ পাবে।

নদীয়া জেলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা

গত ১৩মে '৭৫ রাণাঘাট থেকে 'বাংলা বাজার' নামে একখানা দৈনিক পত্রের প্রকাশ শুরু হয়েছে। নদীয়া জেলা থেকে এটিই প্রথম প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা।

চন্দননগর পুস্তকাগার

একশ বছরের পুরানো চন্দননগর পুস্তকাগার নানা কারণে দুরবস্থার সম্মুখীন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য না করলে শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী পুস্তকাগারটি একেবারেই ভেঙ্গে পড়বে।

নানা ধরণের বই এবং পুঁথি মিলিয়ে সংগ্রহের সংখ্যা প্রায় ৩৬,০০০। বই সংরক্ষণের কোন আধুনিক ব্যবস্থা এখানে নেই এবং অর্থের অভাবে লোক রাখাও সম্ভব হচ্ছে না। দীর্ঘ একশ বছর ধরে এই পুস্তকাগারের পরিচালনায় ছিলেন: হরিহর শেঠ, চারু চন্দ্র রায়, প্রমথনাথ মিত্র, নারায়ন চন্দ্র দে, ফটিকলাল দাস। ৫১ বছর আগে হরিহর শেঠের বদান্যতায় গড়ে ওঠা পাঠাগারের বাড়ীটির উদ্বোধন করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সংগ্রহশালার যাত্রা শুরু হয়েছিল।

এই পুস্তকাগারের মূল্যবান সংগ্রহের মধ্যে আছে কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতের পুঁথি; মার্টির্ভে—এর ডুপ্লেকস এবং ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়ার প্যারিস সংস্করণ; হেনরী ওয়েবারের ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৬০৪ ১৮৭৫)। বহু মূল্যবান বাংলা বই, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যে পুরস্কার

পুলিৎজার পুরস্কার

গল্প-লেখক মাইকেল সারা তাঁর উপন্যাসের 'দি কিলার এঞ্জেলস' উপন্যাসের জন্য এ বৎসর পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন। সাংবাদিকতায় এই পুরস্কার লাভ করেছেন চিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকার রিপোর্টার উইলিয়ম মুলেন এবং ফটোগ্রাফার ওটি কার্টার। শেষোক্ত জন কৃষ্ণকায়। এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উপর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংবাদ চিত্র পরিবেশনের জন্য তারা যৌথভাবে এই পুরস্কার পেয়েছেন।

উর্দু লেখিকার গালিব পুরস্কার লাভ

বিশিষ্ট উর্দু লেখিকা শ্রীমতি ইসমৎ চুগতাইকে এ বছরের গালিব পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ৫০০০ টাকা। এবারই এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। এখন থেকে প্রতি বছরই কোন লেখকের শ্রেষ্ঠ নাটক বা সমগ্রভাবে তার সৃষ্ট নাটকাবলীর জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

রবীন্দ্র পুরস্কার

এ বছর রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হল যথাক্রমে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে 'উত্তরায়ণ' কাব্যগ্রন্থের জন্য এবং গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যকে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা 'বাংলার কীটপতঙ্গ' পুস্তকের জন্য। এই পুরস্কারের মূল্য দশ হাজার টাকা।

অন্যান্য পুরস্কার

গত ২৭ এপ্রিল রবিবার সরলা মেমোরিয়াল হল-এ এবারের নববর্ষের সাহিত্য পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অমৃতবাজার যুগান্তরের পক্ষ থেকে 'শিশির কুমার পুরস্কার' দেওয়া হয় কবি ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রকে এবং 'মতিলাল পুরস্কার' লাভ করেন কথা সাহিত্যিক সতীকান্ত গুহ। 'প্রানতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হয় জগদীশ ভট্টাচার্যকে। প্রসাদ পত্রিকার পক্ষ থেকে 'সত্যেন দত্ত পুরস্কার' পান কবি কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত এবং 'গিরিশ পুরস্কার' লাভ করেন নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। শৈব্যা পুস্তকালয়ের 'রঞ্জিত স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন শিশু সাহিত্যিক রবিদাস সাহা রায়

এবং মৌচাক পত্রিকার পক্ষ থেকে 'সুধীর চন্দ্র পুরস্কার' দেওয়া হয় বিমল দত্তকে।

সুইডিস প্রকাশনার সঙ্গীত অভিধান

স্টক হলম-এর প্রকাশন সংস্থা শলম্যানস্ ফরল্যাগ পাঁচ খণ্ডের একখানা সঙ্গীত অভিধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তিন বছর আগে। সম্প্রতি এদের সম্পাদকমণ্ডলী প্রথম খণ্ডের ছাপার কাজ শেষ করেছেন, এবং শীঘ্রই পুস্তক বিক্রেতাগণের নিকট সরবরাহ করা হবে। প্রায় ৩৫০০ পৃষ্ঠার এই বিরাট সঙ্গীতকোষে প্রায় ১৭০০০ রেফারেন্স পাওয়া যাবে। তাছাড়া ৭০০০ চিত্র এবং ২০০০ নিবন্ধ। পৃথিবীর প্রায় ৮০০ জন সঙ্গীত বিশারদ এই বৃহৎ সঙ্গীতকোষ সংকলনে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এই সঙ্গীত অভিধানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষার সঙ্গীত অভিধানের সার সংকলিত হয়েছে বলে প্রকাশক দাবী করেন। নানা-দেশের নানা বাদ্যযন্ত্রের চিত্র এই অভিধানটির একটি বৈশিষ্ট্য।

বিদেশী বই কেনার-সমস্যা

গত বছর মে মাসে অল ইণ্ডিয়া বুক সেলার্স এণ্ড পাবলিশার্স ফেডারেশন ডলার এবং পাউণ্ডের যে বিনিময়-হার বেঁধে দিয়েছেন তাতে ঐ দুটি মুদ্রার মাধ্যমে যে সমস্ত বিদেশী প্রকাশকগণ তাঁদের প্রকাশনার পুস্তকাদির মূল্য ধার্য করেন, তা কেনা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্সচেঞ্জ ব্যাকগুলিতে ডলার এবং পাউণ্ডের কোনও স্থির-নির্দিষ্ট মূল্য নেই। দর ওঠানামা করে। গত এক বছরে দেখা গেছে ডলারের মূল্য ৭-৬২ পয়সা থেকে ৮-০৪ পয়সা ওঠানামা করেছে অর্থাৎ ডলারের মূল্য ৭-৯৩ পয়সা। কিন্তু গত এক বছর ধরে বইয়ের বাজারে ডলারের মূল্য স্থির হয়ে আছে ৮.৫০ পয়সা। এর ফলে সমস্ত পাঠাগার প্রচুর দামী টেকনি-ক্যাল বই কিনে থাকেন তাদের প্রচুর ক্ষতি হয়। ডলারের মত পাউণ্ডের বিনিময় মূল্যও বইয়ের ব্যাপারে অত্যাধিক। যেমন পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক রেট ১৮-৮৮ পয়সা, অথচ ফেডারেশন ঠিক করেছে ২০-০০ টাকা। ডলার ও পাউণ্ডের মূল্য বেশী ধার্য করার জন্য ক্রেতাকে ৫½ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত বেশী মূল্য দিতে হচ্ছে। এইভাবে প্রচুর পরিমাণ সরকারী অর্থের অপচয় ঘটছে। সরকারের উচিত এ-বিষয়ে তৎপর হওয়া।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য "গ্রন্থাগার" সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নহেন)

মহাশয়;

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় কয়েকজন গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দের গ্রন্থাগার পত্রিকার "২৪ বর্ষ" প্রথম সংখ্যায় "বৃত্তি ভিত্তিক পদনাম" প্রসংগে পত্রটির বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত পত্রটির মূল বক্তব্য অশোক বসু "বৃত্তি ভিত্তিক পদনাম : কয়েকটি প্রস্তাব" নামক প্রবন্ধের সমালোচনা (২৪ বর্ষ নবম সংখ্যা পৌষ ১৩৮১)।

আমি একজন কলেজের গ্রন্থাগারিক হয়ে এটুকু বলতে পারি যে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিভাগীয় কর্মীর বক্তব্য অযৌক্তিক এবং এগুলো আমাদের বৃত্তির পক্ষেও ক্ষতিকারক

প্রথমতঃ তাঁরা বলেছেন যত ছোট বিভাগীয় গ্রন্থাগার হোক না কেন "পরিকল্পনা, প্রতিপাদন, সিদ্ধান্ত" ইত্যাদির সামগ্রিক দায়িত্বের সমতুল্য কোন দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ছাড়া অন্য কোন পরিচালক গ্রন্থাগারিকের থাকে না। মূল কথা হলো তাদের পদ মুখ্য গ্রন্থাগারিকের সমতুল্য। এ প্রসংগে আমার বক্তব্য হলো বিভাগীয় গ্রন্থাগারকর্মীদের ক্ষমতা সীমিত। প্রতি পদে পদেই তাঁদের মুখ্য গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ প্রয়োজন হয়ে থাকে! এক্ষেত্রে তাঁদের সংগ্রহ সংখ্যা ও কর্মপ্রণালীও বিশেষ বিচার্য্য বিষয়।

আমি যতদূর জানি যে পুস্তক ও সাময়িক পত্র সংগ্রহন থেকে আরম্ভ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্গীকরণ, তালিকা প্রণয়ন এবং লেবেল পর্য্যন্ত সমস্ত কাজেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যা-লয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেদিক থেকে বিচার করলে বিভাগীয় কর্মীদের "সংগ্রহ"-গুলোকে রক্ষনাবেক্ষণ, (যার সংখ্যা ৩০০০ কোন ক্রমেই

অতিক্রম করবে না) বই ক্রয়ের ব্যাপারে List প্রস্তুত এবং বিভাগীয় প্রধানের অনুমোদন ইত্যাদি ছাড়া কোন বিশেষ Technical কাজ তাঁদের করবার প্রয়োজন হয় না। আমি আবারও বলছি যে মুখ্য গ্রন্থাগারিকের পদমর্য্যাদার সংগে অধীনস্থ বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকের পদমর্য্যাদাকে সমতুল্য করে দেখার কোন দাবীকে আমি মূল্যই দিতে চাইনা এবং এটা একটা বিতর্কিত বিষয়ই নয়। তবে আমাদের পরিষদের মুখপত্রে এধরণের চিঠি পত্র ছাপানোর আগে এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা তা বিচার করা বোধ হয় উচিত ছিলো।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক মহোদয়কে ধন্যবাদ যে তিনি এই অহেতুক শিশু সুলভ দাবিকে মোটেই প্রাধান্য দেন নাই বা কোন গুরুত্বই আরোপ করেন নাই।

হয়ত এসকল গ্রন্থাগার কর্মীরা বলেছেন যে তাঁদের পদনাম বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক হওয়া বাঞ্চনীয়। এ প্রসংগে আমার কোন বক্তব্য নাই। তবে এঁরা যেখানে বলেছেন যে তাঁদের অধীনে যারা কাজ করবেন তাদের পদনাম গ্রন্থাগারিক অথবা সহযোগী গ্রন্থাগারিক : সহকারী গ্রন্থাগারিক ১ : সহকারী গ্রন্থাগারিক ২ ইত্যাদি পদনাম থেকে যে কোন একজন বা একাধিক পদনামধারী ব্যক্তিকে প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করা উচিত—সেখানে তর্কের অবকাশ আছে। এর কারণ বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকগণ নিজেদের পদ ও মর্য্যাদা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন।—তাঁদের ক্ষমতাও সীমিত সেখানে তাঁরা এধরনের দাবি কেমন করে করবেন এটাই আমার প্রশ্ন।

শ্রীঅশোক বসু সম্পর্কে তাঁরা এক জায়গায় বলেছেন যে তিনি স্ব-বিরোধী উক্তি করেছেন যেখানে তাঁর বক্তব্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ভিত্তিক পদনাম প্রয়োগের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোন অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া নেই বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই তা সম্ভব। আমি বসু মহাশয়কে সমর্থন করে একথা বলতে চাই স্ব-বিরোধিতার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। কারণ অতীতে বৃত্তি-ভিত্তিক পদনাম প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক বাধাই ছিল প্রধান। তাই সে সময় এই বৃত্তি-ভিত্তিক পদনাম সম্ভব হয় নাই।

হয়ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি-ভিত্তিক পদনাম প্রবর্ত্তনের প্রসংগে তারা বলেছেন এখানে একমাত্র বাধা একই রকমের বৃত্তি কুশলী হওয়া সত্বেও এবং একই ধরণের কাজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও একদল কর্মী আরেক দল কর্মীর তুলনায় নিম্ন স্তরের বেতনের আওতায়। আমারও বক্তব্য তাই যে একই রকমের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও দুরকমের বেতনক্রম থাকা বাঞ্চনীয় নয়। তবে আমি যতদূর জানি যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহকারী গ্রন্থাগারিক—২ থেকে সহকারী গ্রন্থাগারিক১— উন্নীত হয়ে থাকে। সুতরাং একই অভিজ্ঞতায় দুরকমের বেতনক্রম চালু রয়েছে সেকথা ঠিক নয়।

পরিশেষে অন্যান্য বৃত্তির দিকে তাকিয়ে বলা যায় সমস্ত বৃত্তিতেই hierarchy অনুসারে বিভিন্ন স্তরের কর্মী আছে। সুতরাং তারা যে বলেছেন অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতিরেকে শুধু মাত্র বৃত্তি ভিত্তিক পদনামের উপর জোর দেওয়া যেন তেন প্রকারে জাতে ওঠার চেষ্টার নামান্তর। আমি মনে করি অশোক বসু মহাশয় কোন জায়গায়ই বলেন নাই যে অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রয়োজন নাই।

বরং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বৃত্তি ভিত্তিক পদনামের বিষয়ও যে কোন অর্থনৈতিক দাবি অপেক্ষা কম গুরুত্ব পূর্ণ নয়। অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

শ্রীকান্তিময় চক্রবর্তী
গ্রন্থাগারিক, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ



গ্রন্থাগার সংবাদ

রহড়া : জেলা গ্রন্থাগার : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্র : রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম।

বিগত ১৬ই জুন থেকে ২০শে জুন '৭৫ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম পরিচালিত ও জেলা গ্রন্থাগারের (২৪ পরগণা উত্তর) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রের ডাকে সেখানকার দুই শতাধিক শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী যারা প্রধানত ভারত স্বাধীন হবার পর পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটিতে কর্মরত কর্মী মিলিত হয়েছিলেন। আলোচনা করেছেন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কয়েকটি দিক : ফণিভূষণ রায়ের প্রবন্ধ ভিত্তিতে "গ্রাম ও শহরের গ্রন্থাগার গুলির তথ্য কেন্দ্র হিসাবে ভূমিকা", প্রবীর রায় চৌধুরীর প্রবন্ধ ভিত্তিতে "নতুন শিক্ষাক্রম পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রাথমিক স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রম; সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ভিত্তিতে "সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার" এবং বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ইত্যাদি।

উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আলোচনাচক্রে আর যাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন, ডঃ আদিত্য কুমার ওহাদেদার, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বিমলেন্দু মজুমদার, তরুণ মিত্র, ডঃ এস, এন ঘোষাল, ডঃ কল্যাণী প্রামাণিক, ডঃ অমিয় সেন, সুধাংশু কুমার সাহা ও স্বামী নিত্যানন্দ প্রমুখ।

পাঁচ দিনের এই আলোচনা চক্র সকাল ৬॥০ টা থেকে রাত নটা পর্যন্ত (খাওয়া দাওয়ার সময় বাদে) উপস্থিত গ্রন্থাগার কর্মীরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে প্রতিভাগে দু জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এই আলোচনা চক্রের কয়েকটি অন্যতম বক্তব্য হচ্ছে, রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের অভাব গ্রন্থাগার জগতে সৃষ্টি করেছে অবাঞ্ছিত এক বিশৃঙ্খলা। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের আবহাওয়া এখনও অনুপস্থিত। গ্রন্থাগারগুলো তথ্যকেন্দ্র হিসাবে কাজ করার যে সুযোগ রয়েছে তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারগুলি যে অবদান রাখতে পারতো, তারও সদ্ব্যবহার হয়নি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিষয়ে প্রতিধ্বনিত হয় একটি চতুস্তর বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার কথা। প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষাক্রমের নয়-দশ ক্লাসে ১০০ নম্বরের গ্রন্থাগর বিষয়ক পাঠ্যবস্তু, দুই বৎসরের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে থাকবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা, তিন বৎসরের অনার্স ডিগ্রী পর্য্যায়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং তৎপরবর্তী স্তরে থাকবে দু বছরের মাষ্টার ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষণ ব্যবস্থা। এখানে আরও প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন স্নাতকোত্তর শিক্ষণ প্রাপ্ত (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান) সাধারণ শিক্ষক মর্যাদার গ্রন্থাগারিকের অধীনে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার একান্তভাবেই প্রয়োজন।

তমলুক : জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর

১৯শে জুলাই, ১৯৭৫- শনিবার গ্রন্থাগার ভবনে দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের ১১২তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। দ্বিজেন্দ্র গীতি পরিবেশন, সাজাহান ও চন্দ্রগুপ্ত নাটক অভিনয় এবং কবি ও নাট্যকারের জীবন দর্শন আলোচিত হয়। সাহিত্যানুরাগী ও নাট্যশিল্পী প্রধান আইনজীবী শ্রীহরিসাধন সরকার সভা-সঞ্চালকের কাজ করেন।

বঙ্কিম জন্মজয়ন্তী

গত ২৮শে জুন, ১৯৭৫ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগার সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। পুরুলিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীশীতল প্রসাদ ভট্টাচার্য প্রধান অতিথির ভাষণে বন্দেমাতরম মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমের জীবন দর্শন আলোচনায় শক্তিশালী লেখনীর চরিত্র সৃষ্টির ও জাতীয় চরিত্র গঠনে বঙ্কিম সাহিত্যের প্রভাব বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেন। বঙ্কিমের কাব্য প্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। বঙ্কিম রচনাবলী পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী কমলেশ ভট্টাচার্য, প্রণব বেরা ও রাধাগোবিন্দ গোরাই।

রামমোহন জন্মজয়ন্তী

গত ২২শে মে, ১৯৭৫ গ্রন্থাগারে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন খড়্গপুর কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীভক্তিভূষণ চক্রচর্তী। শ্রীমান কাজল চক্রবর্তী রামমোহনের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করেন। 'অত নয়' পত্রিকার লেখক শ্রীতুরন্ত বিজলী রামমোহনের সামগ্রিক জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার তেজস্বিতা, স্বাদেশিকতা, সমাজ সংস্কার, বাংলা সাহিত্যে গদ্যের প্রচলন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তমলুক কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীসত্যগোপাল চক্রবর্তী ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ পাল রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী আলেখ্য বর্ণনা করেন।

বুদ্ধ জয়ন্তী

২৫শে মে, ১৯৭৫ জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে তমলুক ব্রহ্মবিদ্যা শাখার আয়োজনে শাক্যসিংহের বা বুদ্ধদেবের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। ভাগবত আচার্য শ্রীবিষ্ণুপদ মিশ্র আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া অবতাররূপী ভগবান বুদ্ধের আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও মানবকল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় ভগবান বুদ্ধের উপদেশ বাণী পঠিত ও আলোচিত হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ, ও ব্যাখ্যা ও বুদ্ধের জীবন দর্শন আলোচনা করেন।

নজরুল জন্মজয়ন্তী

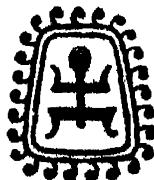
২৬শে মে, ১৯৭৫ গ্রন্থাগার অনাড়ম্বর পরিবেশে নজরুল জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। শ্রীযুক্ত অনুরাধা দেবী বিশিষ্ট অতিথিরূপে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। কুমারী বীথিকা ও শ্রীমান দেবজ্যোতি রক্তাম্বরধারিনী মা, ও বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। শুচিতা হালদার, লোমা, বাবুনী ও পার্থ সমবেত কণ্ঠে নজরুল গীত পরিবেশন করেন। শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ দেবশর্মা ও অনুরাধা দেবী কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনার পরিচয় দান ও শ্যামা সঙ্গীতে প্রতিভার উল্লেখে বিদ্রোহী কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

২৫শে বৈশাখ, ১৩৮২ জেলা গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। সকাল ৭টায় তমলুক ফ্রেণ্ডস ক্লাবের আয়োজনে রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, রচনাবলী পাঠ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝাড়গ্রাম : মাখনলাল পাঠাগার, বর্দ্ধমান

২৩শে জুলাই '৭৫—বর্ধমান জেলার জমোলনগর থানার অন্তগত জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারেবর বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২২ ৬ ৭৫ তারিখে পাঠাগার ভবনে পাঠাগারের সহ সভাপতি শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ দেব মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার আগামী তিন বৎসরের জন্য পরিচালক সমিতি পুনর্গঠন করা হয়। সভাপতি—বি, ডি, ও জামালপুর- সহ-সভাপতি---শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ দেব ও শ্রীবলাই চাঁদ পাল, সম্পাদক - শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক শ্রীনিমাই চাঁদ ঘোষ, সহ সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক—শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ – শ্রীশক্তি আরাধ্য চট্টোপাধ্যায় এবং সদস্যবৃন্দ—সর্ব্বশ্রী সত্যনারায়ণ পণ্ডিত, জ্যোতির্ম্ময় গাঙ্গুলী, অরুণ কুমার পণ্ডিত, বৈদ্যনাথ সিংহরায় ও জামালপুর ব্লকের সমাজ শিক্ষার সম্প্রসারণ আধিকারিক মহাশয়। ১৯৭৪-৭৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশিত যে পাঠাগারের-পুস্তক সংখ্যা—৫২৯৭, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা—১২২৯, সভ্যসংখ্যা—১৭৫। মোট আয় ১৬,৬৩৯ ৯০ পঃ এবং ব্যয় ১৩,২৪৮ ৫৯ পঃ।



ENGLISH ABSTRACTS

Twentieth century library movement in Bengal and role of Bengalees (1921-30) by **Pramil Chandra Bose**···Page 59.

Described 1st All Bengal Library Conference held at Calcutta and how Bengal Library Association was formed on 20th December 1925. It was stated in this article, the aims of the Assn and its programme of works. 2nd Bengal Library Confernce held in 1929 was also described in which Pramatha Chowdhury (Birbal) an eminent literateur of Bengal, was elected President. Some proposals incloding free library service to all were adopted in this Conference. After this conference Calcutta Corporation incresed grants to Libraris from Rs. 18000/- to Rs. 21000/- and started libraries in its some of the Primary Schools and created the post of Inspector of Libraries. Author further mentioned that in 1930, a book in Bengali related to Library movement & expansion of Education written by Sushil Ghose was published—which was the 1st book in Bengali regarding Libraries.

Scientist and Artist Ranganath an **by A Neelameghan.**···page 63.

It is a translation in Bengali from English by Asoke Bose. Author described Rangathan as Scientist & Artist because of his various contributions.

System Analysis : Selected Bibliography by **Asoke Bose**···page 37.

This article is actually continuation of his article published in the previous issue of the journal under the title System Analysis and Library management. Present article is associated with a bibliography on the subject in question.

On Jacket of a book by **Birendrachandra Bandopadhyay**....page 93.

Author described in detail the historical development of jacket of a book. He explained why Jacket is necessary and what are its varieties.

Library, Exhibition and Advertisement by **Sibendu Manna.**

Auther expreses the necessity of Exhibition in a Library as advertisement is required by a commercial firm, to attract readers. It has suggested different kinds of exhibitions which may be undertaken by different libraries.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক সংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র গ্রন্থ। মূল্য ২০ টাকা

Library Service in India To-day

মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনাচক্রের বিবরণ। মূল্য ৩ টাকা

Library Personality & Library Bill for West Bengal

S. R. Ranganathan প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গের সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন। মূল্য ২ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বই ও তৎসহ অন্যান্য কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ৺শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। পুস্তক নির্বাচনের প্রকৃত সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ৫ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমলকুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত।

মূল্য ২ টাকা

গ্রন্থবিদ্যা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার কর্তৃক রচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলাভাষায় রচিত এই বিষয়ের একমাত্র পুস্তক। মূল্য ৪ টাকা

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী স্বর্গতা বাণী বসু সঙ্কলিত। ১৮৯১ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা। মূল্য ৭ টাকা

সবগুলি বইয়ের মূল্যের উপর ৫০% কমিশন দেওয়া হবে।

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1.50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No WB/CC—115
Regd No. RN 26 4/57

Volume 25 : No. : 3-4 [**Silver Jubilee Year**] **June-July-August '75**

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Ramkrishna Saha / Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-14.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৫ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা ; [রজত জয়ন্তী বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৮২

সূচী

বার্ষিক মূল্য—১৫'০০ [বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ] প্রতি সংখ্যা ১'৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

	সাধারণ সংখ্যা	বিশেষ সংখ্যা
মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৭৫·০০	৩০০ ০০
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	১০০·০০	— — —
,, তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০০·০০	৩০০·০০
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	— — —
,, চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২২৫ ০০	৪০০·০০
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	২৫০ ০০
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০·০০	১৫০·০০
,, এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০·০০	— — —

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্য্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কনট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—**'গ্রন্থাগার'**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।

সম্পাদক—সত্যব্রত সেন

সহযোগী সম্পাদক—মিনতি চক্রবর্তী

॥ রজত জয়ন্তী বর্ষ ॥

বর্ষ ২৫, সংখ্যা ৫ ভাদ্র, ১৩৮২

সূচী

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ ॥ বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ ॥ স্টলেও পাওয়া যায়

সম্পাদকীয় :

পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে, প্রতিষ্ঠান সদস্যবর্গের ভূমিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনকালে, মূখ্য ভূমিকায় ছিল প্রতিষ্ঠান সদস্যবর্গ। এক কথায় বলা যায়, তখন গ্রন্থাগারগুলোই ছিল গ্রন্থাগার আন্দোলনের হোতা।

অথচ হিসাব নিয়ে আজ দেখা যাচ্ছে, মাত্র শ' পাঁচেক প্রতিষ্ঠান সদস্য রয়েছে সদস্য তালিকায়, যদিও নানা ধরণের গ্রন্থাগারের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে আজ পাঁচ হাজার।

পরিষদের সদস্যভূক্তির ক্ষেত্রে এই অনীহা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দুর্বল করে একথা আমরা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনুরোধ জানাবো, গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বুঝতে, নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করতে ও গ্রন্থাগার কর্মী ও পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্যদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করতে, এই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে অধিক সংখ্যায় পরিষদের সদস্য হওয়া উচিত। যে সব প্রতিষ্ঠান এখনও ৭৫-৭৬ সালের চাঁদা দেন নি, তাঁরা এ বিষয়ে তৎপর হয়ে, নিজেদের চাঁদা দিয়ে দিন এবং অন্য গ্রন্থাগারগুলোকেও উদ্বুদ্ধ করুন যাতে পরিষদের হয়ে এর বিভিন্ন কাজকর্মে উৎসাহ যোগায় এবং নানাভাবে অংশগ্রহণ করে।

প্রশ্ন হতে পারে, প্রতিষ্ঠান সদস্যবর্গের প্রতি পরিষদের ভূমিকা কি এই নিয়ে।

পরিষদ হচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন। গ্রন্থাগারের অভাব অভিযোগের কথা ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে বলে যাওয়া একটা প্রধান কাজ। তাতে ফলও ফলে। যেসব গ্রামীণ গ্রন্থাগারে একসময় পুস্তক অনুদান ছিলই না, সে সব গ্রন্থাগার বিগত দু'তিন বছর যাবৎ এই বাবদে অর্থ বা পুস্তক পাচ্ছেন। বাড়ীঘর প্রভৃতির জন্যও বহু গ্রন্থাগার আজ সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন যদিও প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম, ও এই সমস্ত সাহায্য বন্টনের কোন নীতিই নেই।

নীতি স্থির করবার জন্য আমরা চাইছি—(ক) গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে নিঃশুল্ক সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, (খ) শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২৫ ভাগ সাধারণের গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দ, (গ) প্রতিটি উচ্চ/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, (ঘ) শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়, (ঙ) জনগণের উদ্যোগে স্থাপিত এবং স্বেচ্ছাকর্মী-দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দান প্রভৃতি।

পরিষদের সুবর্ণ-জয়ন্তী বর্ষে তাই আবেদন, পরিষদকে শক্তিশালী করুন—জেলায় জেলায়, গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে এই সুবর্ণ-জয়ন্তী বর্ষ পালন করুন, গ্রন্থাগার আন্দোলনের দাবীগুলির প্রতি জনসাধারণের সমর্থন আদায় করুন। আগামী ২০শে ডিসেম্বরের আগে বা পরে ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালন, গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করবে বলে, আমরা মনে করি।

সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম প্রখ্যাত সুহৃদ, বাংলার জনপ্রিয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-শত বার্ষিকী উদ্‌যাপনও পরিপূরক ব্যবস্থা হবে সন্দেহ নেই। হিসাব নিলে বোধহয় দেখা যাবে যে, শরৎচন্দ্র আজও সবচেয়ে বেশী পঠিত কথা সাহিত্যিক অর্থাৎ গ্রন্থাগারগুলির প্রাণ স্বরূপ।



গ্রন্থাগার সংবাদ

জাতীয় গ্রন্থাগার : পাঠ্য পুস্তক পাঠাগার পরিকল্পনা

কলকাতাস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ মধ্য কলিকাতা অঞ্চলে যথাশীঘ্র সম্ভব একটি "পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার" স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, বর্তমানে যাঁরা নিয়মিত জাতীয় গ্রন্থাগারে পড়াশুনার জন্য যান তাঁদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনই ছাত্র। কাজেই ছাত্র সমাজের সুবিধার জন্য তথা মূল গ্রন্থাগারের উপর থেকে চাপ কমাবার জন্য পূর্বোক্ত পাঠ্যপুস্তক পাঠাগার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারে অন্তত ৫০,০০০ পুস্তক রাখা হবে।

রামপুর লাইব্রেরী, লক্ষ্ণৌ : কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে

উত্তর প্রদেশ রাজ্যসরকার লক্ষ্ণৌ-এর রামপুর লাইব্রেরী পরিচালনার ভার সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিখ্যাত "হামিদ মঞ্জিল" ও "রঙ্গমহল" এর সঙ্গে আরো কয়েকটি বাড়ী যুক্ত হয়ে রামপুর লাইব্রেরী শীঘ্রই একটি প্রধান পাঠাগারে রূপান্তরিত হবে বলে আশা করা যায়।

যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারে সপ্তাহব্যাপী লোকোৎসব : যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বর্ধমানের গান্ধী ও বর্ধমানের জেলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা মহাশয়ের স্ব-গ্রাম গলসী থানার সাটিনন্দীতে তাঁর নামাঙ্কিত যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের সপ্তাহব্যাপী (১৭ই-২২শে ফেব্রুয়ারী '৭৫) লোকোৎসবের শেষ দিবস ২২শে ফেব্রুয়ারী তাঁর স্মরণ দিবস রূপে পালিত হয়।

এই সঙ্গে পাঠাগার ও বিদ্যায়তনের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পুরঞ্জয় প্রামাণিক।

সপ্তাহব্যাপী লোকোৎসবে পাঁচালী, কবিগান, বাউল, যাত্রা, থিয়েটার, রায়বেশে, ভাদুগান, আলকাপ, ছায়াচিত্র প্রদর্শনী, পাঠাগারের মিউজিয়াম বিভাগ, পুস্তক ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রদর্শনী ও নানাবিধ ক্রীড়া (খো-খো, কবাডি : পুং ও মহিলা, ভলিবল, ক্রিকেট হ্যাণ্ডবল) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ভ্রম সংশোধন :—গত সংখ্যায় ঝাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার এর স্থলে জাড়গ্রাম পড়তে হবে।

ক্রয়লভ্য বাংলা তালিকার অভাব : সমস্যা সমাধানের সূত্র

প্রবীর রায় চৌধুরী
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলি-৩২

গ্রন্থকারের কলম থেকে বইয়ের জন্ম ; প্রকাশক তাকে দেন রূপ। বিক্রেতা তা দোকানে রাখেন যাতে ক্রেতা পছন্দ করে কিনে নিতে পারেন। গ্রন্থগারিকরা বইয়ের বিশিষ্ট ক্রেতা। এবং তাঁরা বই শুধু যে সংগ্রহ করেন তা নয়, তাকে বর্গীকৃত, সূচীকৃত করে রাখেন যাতে ব্যাপক ব্যবহার সহজ হয় এবং দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পাঠকরা তা পড়ার সুযোগ পান। বইয়ের মাধ্যমে আমরা একে অন্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আমাদের অনেকের বৃত্তিও বইকে ভিত্তি করে। বিভিন্ন গ্রন্থকারের লেখা এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর নূতন কি কি বই বেরুল এবং আগে ছাপা কোন বই এখনও ক্রয়লভ্য (books in print), এই খবর জানতে বিক্রেতা, পাঠক, গ্রন্থাগারিক এবং সাধারণ ক্রেতা সকলেই আগ্রহী। আবার এই খবর যদি ঠিক সময়ে যারা বই কিনতে চান তাদের কাছে না পৌঁছয়, তবে গ্রন্থকার, প্রকাশক এবং বিক্রেতা সকলেরই যথেষ্ট ক্ষতি।

বাংলা ভাষায় বইয়ের সংখ্যা কম নয়। আগ্রহী পাঠকও বহু। এই আগ্রহী পাঠকরা হয় ব্যক্তিগত ভাবে বই কিনে পড়েন, নতুবা কোন গ্রন্থাগারের সাহায্যে বই পড়ার আগ্রহকে তৃপ্ত করেন। বঙ্গদেশে ভাল বইয়ের সমাদর বহুদিনের। কিন্তু সত্ত্বেও বলা যায় যে বিদ্যা ও বিত্তের অধিকারী যত বাঙ্গালী আছেন সেই তুলনায় বাংলা বই খুব কম বিক্রি হয়। বাংলা বই কম বিক্রি হওয়ার অন্যতম মুখ্য কারণ হল বই সম্বন্ধে যথাযথ খবরের অভাব। বিদেশে বইয়ের ক্রেতা তথা গ্রন্থগারিকরা বই সম্বন্ধে খবর নানা সূত্র থেকে পান যাকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় "গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক পঞ্জী বা তালিকা" (Book Selection Tools or Aids)। সামগ্রিকভাবে এই একটা নাম ব্যবহার হয় বটে কিন্তু এর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের তালিকা গণ্য করা হয়—যথা, পুস্তক ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী (Trade bibliography), বিষয় গ্রন্থপঞ্জী (Subject bibliography), লেখক গ্রন্থপঞ্জী (Author bibliography), নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী (Selective bibliography), ক্রয়লভ্য গ্রন্থপঞ্জী (Books in print) ইত্যাদি। এই আলোচ্য প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল বাংলা ভাষায় ক্রয়লভ্য বইয়ের (books available in print) তালিকা প্রণয়নের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তার সম্ভাব্য সমাধান কি হতে পারে তার অনুসন্ধান।

১ গ্রন্থ নির্বাচনে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির ভূমিকা

আগেই বলা হয়েছে যে গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত এবং প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে যে তিন শ্রেণীর ব্যক্তি সর্বাধিক আগ্রহী তারা হলেন : গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থ ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি এবং গ্রন্থ বিক্রেতা। এবার এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ক্রয়লভ্য বই কি কি রয়েছে এই খবর জানতে কেন বিশেষভাবে আগ্রহী তা আলোচনা করা যাক।

১১ গ্রন্থ নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য

গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থ নির্বাচনের মূল নীতি জেনে রাখতে হয় এবং এ সম্বন্ধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উপযুক্ত নির্দেশসূত্র আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে, মানসিক উৎকর্ষতা ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে গ্রন্থের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সামাজিক অগ্রগতির মূল স্তম্ভ শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন মানুষ। মানুষ গড়ার কাজে গ্রন্থের অবদান অপরিসীম। সাধারণ পাঠকের বইয়ের চাহিদা মেটাবার নির্ভরযোগ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক ব্যাপক। আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চশিক্ষা পাই আর না পাই আমাদের সকলের কাছেই গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং এই প্রয়োজন সারা জীবনের জন্য। চিত্ত বিনোদন, জ্ঞান আহরণ, বৃত্তিগত দক্ষতা অর্জন, অনুসন্ধিৎসার চরিতার্থতা, এই সবকিছুর জন্যই গ্রন্থাগারের শরণ নিতে হয়। গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচন

তাই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা অত্যন্ত দক্ষতা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া উচিত। গ্রন্থ নির্বাচনের সাধারণ নীতি সম্পর্কে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের নির্দেশ হ'ল "সর্বাধিক পাঠকের জন্য সর্বনিম্ন ব্যয়ে শ্রেষ্ঠ পাঠ্য সামগ্রী সরবরাহ করা" (Best reading for the largest number at the least cost)। এখানে "সর্বনিম্ন ব্যয়ের" অর্থ গ্রন্থাগারের ব্যয় কমানো নয়, বরাদ্দ অর্থের সদ্ব্যবহার করে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করে তোলা।

কোনও দেশের কোনো গ্রন্থাগারিকেরই বই কেনার জন্য অপরিমিত আর্থিক অনুদান থাকে না, সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে তাদের ভাল বই বাছতে হয়। আমাদের দেশে এই অনুদান আরও সীমিত। সব গ্রন্থাগারেই পাঠকদের বহুবিধ বিষয়ের বইয়ের প্রয়োজন হয়। এই কথা স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার (Academic Library), সাধারণ গ্রন্থাগার (Public Library), এবং বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ বিদ্যার গ্রন্থাগার (Specialist Library) সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে জানা প্রয়োজন বিভিন্ন গ্রন্থকারের লেখা এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত কি কি বই প্রকাশিত হয়ে চলেছে; আগে প্রকাশিত কোন কোন বই এখনও ক্রয়লভ্য; কোন বই কি ধরণের পাঠকের প্রয়োজন মেটাতে পারে ইত্যাদি। একটি বই কিনতে যাবার আগে গ্রন্থাগারিককে জেনে নিতে হয়: গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থের আখ্যা, প্রকাশক, প্রকাশনের সময়, সংস্করণ, মূল্য; সম্ভাব্য বিক্রেতা। এই সব তথ্য গ্রন্থাগারিকের কাছে অপরিহার্য।

দক্ষ গ্রন্থাগারিক চেষ্টা করেন পাঠকের সম্ভাব্য প্রয়োজন অনুমান করে আগে থাকতে ভাল বই সংগ্রহ করে নিতে। সেইদিক থেকে গ্রন্থাগারিক সমাজের শিক্ষক পর্যায়ের মধ্যে গণ্য। আর পাঠক যদি কোন বই আনিয়ে দিতে বলেন, বা কোন বিশেষ গ্রন্থকারের লেখা বইয়ের জন্য অনুরোধ করেন, তবে এই দাবী অন্যায্য না হলে গ্রন্থাগারিককে পাঠকের সহায়তা করতেই হয়—এই তাঁর কৃত্য। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন গ্রন্থাগারকে একটি বিষয়ের প্রায় সব বই সংগ্রহ করে রাখতে হয়। এই সকল কর্তব্য সম্পাদনে শুধু সহায়ক নয়, অপরিহার্য উপাদান হ'ল "গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক পঞ্জী"।

আমাদের দেশে অনেক সময় আর্থিক বছরের শেষ দিকে গ্রন্থাগারিকেরা বই কেনার জন্য আর্থিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি পান যা ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে কাজে লাগাতে না পারলে এই প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু বই সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য খবর হাতের কাছে থাকে না বলে তাঁরা মনমতো বেছে বই কিনতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে আরো অসুবিধা হ'ল মফঃস্বলের গ্রন্থাগারিকদের। তাঁরা অনেকে কলকাতায় এসে বইএর দোকানে দোকানে ঘুরে গ্রন্থ নির্বাচনের সময় ও সুযোগ পান না। পরিণামে স্থানীয় কোন পুস্তক বিক্রেতা নিজের সংগ্রহ থেকে যে সব গ্রন্থ সরবরাহ করেন তার উপরেই নির্ভর করতে হয়। এইভাবে তড়িত-ঘড়িত বই কেনায় গ্রন্থ নির্বাচন কখনই সুষ্ঠু ও সার্থক হতে পারে না।

গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহের সুষম বিকাশের জন্য গ্রন্থাগারিককে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ নির্বাচন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কি কি বই আছে এবং তা ক্রয়লভ্য কিনা তা না জানতে পারলে গ্রন্থ নির্বাচনের কাজ সুষ্ঠুভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদন করা যায় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। হাওড়া শহর এবং তার আশে-পাশে বিভিন্ন ধরণের শিল্প গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিক কারণেই হাওড়া শহরে অবস্থিত কোন গ্রন্থাগার যদি বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজ ও শিল্পের উপর কি কি ক্রয়লভ্য বাংলা বই আছে (যথা, ওয়েল্ডিং-এর কাজ, ইলেকট্রিকের কাজ, লেদ মেশিনের কাজ, ঢালাই-এর কাজ ইত্যাদি) জানতে চায় তাহলে গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক পঞ্জীর সাহায্য ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

১২ গ্রন্থ ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি

আজকের সমাজে গ্রন্থাগারই বইএর বড় ক্রেতা। কিন্তু গ্রন্থপিপাসু ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির কথা ও গ্রন্থকার বা প্রকাশক বা বিক্রেতা কেউই ভুলতে বা উপেক্ষা করতে পারেন না।

তাঁদের কাছেই বা নূতন প্রকাশিত বইয়ের খবর পৌছায় কতখানি? বা কিছুদিন আগে প্রকাশিত একখানা বই আজও ক্রয়লভ্য কিনা এই খবর তাঁরা অনায়াসে কি করে পেতে পারেন? উৎসবাদিতে প্রিয়জনকে সমাদৃত করতে ভাল বইএর কথা এই ধরণের ক্রেতার মনে আসে, বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন রুচির ব্যক্তিকে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে (যথা জন্মদিন, উপনয়ন, বিবাহ, বিবাহবার্ষিকী, বিদায় সম্বর্ধনা, বিশেষ সম্মান বা পুরস্কার লাভ ইত্যাদি) সমাদৃত করতে ব্যক্তিগত ক্রেতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন মানের বইয়ের কথা বা বিশেষ কোন গ্রন্থকারের লেখা বইয়ের কথা ভাবেন। কিন্তু ঠিক মতই বই খুঁজে বার করার উপাদান তার হাতের কাছে কোথায়? বিক্রেতার কাছে গিয়েই বা তিনি সাহায্য পাবেন কোন সূত্র থেকে?

ব্যক্তিগত ক্রেতা অনেক সময় গবেষণা বা উচ্চতর পাঠের জন্যও কোন একটি বই বর্তমানে ক্রয়লভ্য কিনা তা জানতে চান। একটু খুলে বলা যাক্। কোন একজন গবেষক জানতে চান "বৈষ্ণব দর্শন" সম্পর্কে বর্তমানে ক্রয়লভ্য বই কি কি আছে। অথবা কোন গবেষকের জানা প্রয়োজন "ন্যায় দর্শন" নামক বইটি বর্তমানে ক্রয়লভ্য কিনা এবং ঐ বইয়ের প্রকাশক, প্রকাশ সময়, মূল্য ইত্যাদি বিষয়েও তিনি জানতে উৎসুক। এই ধরণের ব্যক্তিরা তাদের আকাঙ্খিত বইয়ের সন্ধানই বা পাবেন কোন সূত্র থেকে? তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত ক্রেতার ক্ষেত্রেও গ্রন্থ নির্বাচন সহায়কপঞ্জীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

১৩ গ্রন্থ বিক্রেতা

গ্রন্থাগারিক বা ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বই কিনতে আসবেন পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে। তাঁদের ব্যবসার সাফল্য নির্ভর করছে নূতন কি বই বেরুল, আর আগে প্রকাশিত কি কি বই প্রকাশকের হাতে রয়েছে সেই খবর জানার উপরে। গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থরসিক ক্রেতার নিকট বিক্রয়ের জন্য কোন্ কোন্ বই আগে থাকতে সংগ্রহ করে সাজিয়ে রাখবেন তার জন্য গ্রন্থ বিক্রেতার কাছে একটি অপরিহার্য উপাদান হ'ল গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক পঞ্জী। কোন ব্যক্তিগত ক্রেতা যদি কোন গ্রন্থবিক্রেতাকে এক বা একাধিক গ্রন্থ সরবরাহ করতে বলেন, তাহলে গ্রন্থবিক্রেতাকে প্রথমেই জানতে হয় যে ঐ বই বা বইগুলি বর্তমানে ক্রয়লভ্য কিনা এবং ক্রয়লভ্য হ'লে ঐ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যও (প্রকাশক, সংস্করণ, মূল্য ইত্যাদি) তাকে জানতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থবিক্রেতার ব্যবসার ক্ষেত্রেও গ্রন্থ নির্বাচন সহায়কপঞ্জী অপরিহার্য। এই সহায়কপঞ্জী থাকলে পুস্তক বিক্রেতার ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে।

২ বাংলা ভাষায় গ্রন্থনির্বাচন সহায়ক পঞ্জী বা তালিকা

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হ'ল আশা করি তা থেকে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে যে গ্রন্থ নির্বাচনে গ্রন্থাগারিক, ব্যক্তিগত ক্রেতা এবং গ্রন্থ বিক্রেতার কাছে গ্রন্থ নির্বাচন সহায়কপঞ্জী কতখানি প্রয়োজন এবং বই বিক্রিতে কতখানি সহায়ক। বাংলা বই সম্বন্ধে কতটুকু খবর কত পরিশ্রমে পাওয়া যায় আর ইংরেজি বইয়ের ক্ষেত্রে এই তথ্য কত সহজে মেলে—এই তুলণাত্মক প্রভেদ অনেক প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থকার জানেন। এবং এই তুলনা থেকে আমাদের সমস্যা সমাধানের অনেক সূত্রও পাব। বিদেশে এ ধরণের গ্রন্থ নিবাচন সহায়কপঞ্জী অনেক আছে এবং তার উল্লেখ পরে করা হবে। এখন বিচার করা যাক বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে কি কি নির্বাচন সহায়কপঞ্জী আমাদের হাতে আছে এবং আমাদের যা প্রয়োজন তা কতটুকু মেটাতে পারে।

২১ সরকারী উদ্যোগ

২১১ রেজিষ্ট্রার অব্ পাবলিকেশনের তালিকা

১৮৬৭ সালের প্রেস অ্যাণ্ড রেজিষ্ট্রেশন অব্ বুক্স্ অ্যাক্ট অনুসারে মুদ্রাকরকে মুদ্রিত বইয়ের কপি রেজিষ্ট্রার অব্ পাবলিকেশনের কার্যালয়ে জমা দিতে হয়। এইভাবে সংগৃহীত বই থেকে এই কার্যালয় হতে একটি তালিকা তৈরি হয় যা তিন মাস অন্তর "ক্যালকাটা গেজেটের" অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই তালিকাটির নাম হ'ল:

"Descriptive Catalogue of Books and publications"। গবেষকের কাছে এই তালিকার বেশ মূল্য আছে। বিশেষ করে 'Indian National Bibliography' প্রকাশ শুরু হওয়ার আগের যুগের জন্য। কিন্তু আমরা যে অসুবিধার কথা বলছি এই তালিকা তা দূর করতে সাহায্য করে না। তার কারণ হচ্ছে: (ক) এই তালিকা সর্বসাধারণের জন্য বিক্রয়ার্থে প্রকাশিত হয় না। এমনকি ক্যালকাটা গেজেটের যাঁরা গ্রাহক তাঁরাও এই তালিকা পান না। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী এই মুদ্রিত তালিকা কিছু কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট বিতরণ করেন; সুতরাং ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি, গ্রন্থাগার এবং পুস্তক বিক্রেতার পক্ষে এই তালিকার সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয়। (খ) ১৯৫৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হবার পর আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। (গ) যখন প্রকাশিত হত তখনও বেশ খানিকটা সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হত। (ঘ) এই তালিকা ভাষা ও বিষয় অনুযায়ী সজ্জিত তালিকা। এই তালিকায় উল্লেখিত বইগুলির বিষয় বিভাগ ভারত সরকারের ১৯৪৩ সালের একটি সার্কুলারে উল্লেখিত নির্দেশ অনুযায়ী করা হয়েছে। এই বিষয় বিভাজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী করা হয়নি। (ঙ) এই তালিকায় বাংলা বইয়ের নাম বাংলা ও রোমান হরফে ছাপা হয়। (চ) এই আইন অনুসারে যদি পুনর্মুদ্রণের সময় কোনও বইয়ের কোনও পরিবর্তন করা না হয় তাহলে সেই বই রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়ে জমা দেওয়া আবশ্যিক নয়। অতএব এই তালিকায় পুর্নমুদ্রিত বহু বইয়ের নাম উল্লেখিত হয় না। (ছ) এই তালিকা বাজারের ক্রয়লভ্য বইয়ের তালিকা নয়। (জ) রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়ে যে সব প্রকাশিত বই পৌঁছয় না তা নিচের পরিসংখ্যান থেকে প্রমাণিত হবে (এই তালিকা রেজিষ্ট্রারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে যেহেতু বাংলা বইয়ের পূর্ণ কোন সূচী ছাপা হয় না অতএব রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়ের পক্ষেও জানা সম্ভব নয়, কোন কোন বই তাদের কার্যালয়ে পাঠানো হয়নি। এই যুক্তি I. N. B. সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে ২১২ অনুচ্ছেদের পরিসংখ্যানের তুলনা করা যেতে পারে।

বৎসর	রেজিষ্ট্রারের কাছে পাঠান বই যা পুরোপুরি বাংলায় ছাপা।	রেজিষ্ট্রারের কাছে পাঠান বই যাতে বাংলার সঙ্গে অন্য ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে (যথা হিন্দী, ইংরাজী ইত্যাদি)।
১৯৫৭-৫৮	৭৬৮	১৩০
১৯৫৮-৫৯	৮৬৬	২৪১
১৯৫৯-৬০	৮২৬	১৯৮
১৯৬০-৬১	৭১৯	২৩৬
১৯৬১-৬২	৭১৯	১৭৫
১৯৬২-৬৩	৭৩৭	১৮৭
১৯৬৩-৬৪	৫৯৯	১০২
১৯৬৪-৬৫	৫৪০	৩৬
১৯৭১	১৬৬	১২
১৯৭২	৫১৪	৩১

২১২ ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (INB)

১৯৫৪ সালের ডেলিভারী অব্ বুক্স (পাবলিক লাইব্রেরীজ্) অ্যাক্ট ১৯৫৬ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী ভারতে প্রকাশিত প্রতিটি বইয়ের কপি কলিকাতাস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার এবং অন্য তিনটি গ্রন্থাগারে জমা দেওয়ার কথা। জাতীয় গ্রন্থাগারে যে কপি দেওয়া হয়, সে কপি নিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে অবস্থিত সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী থেকে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (Indian National Bibliography, সংক্ষেপে INB) প্রকাশিত হয়।

INB প্রকৃত অর্থে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয় ১৯৫৮ সালে। ১৯৫৭ সালে একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, প্রথমে প্রতি তিন মাসে প্রকাশিত হ'ত, ১৯৬৪ সাল থেকে প্রতি মাসে একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই বর্গীকৃত তালিকাটিতে বাংলা এবং ইংরাজী সহ ১৪টি ভারতীয় ভাষায় সম্প্রতি প্রকাশিত সব বইয়ের নির্ভরযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় বিবরণ থাকে। বছর শেষে INB গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত ভারতীয় গ্রন্থের বিজ্ঞান সম্মত তালিকা হিসাবে INB-র যতই গুরুত্ব থাকুক না কেন,

গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থ বিক্রেতা এবং গ্রন্থ ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির যে সব প্রয়োজনের কথা আমরা আলোচনা করেছি তার সমাধান হচ্ছে না। কারণগুলি এই : (ক) INB কর্তৃপক্ষ সন্দেহাতীত-ভাবে কখনই বলতে পারেন না যে বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় যত বই প্রকাশিত হচ্ছে তার একখানা কপি তাদের কার্যালয়ে আসছে কি না। যদি প্রকাশিত সব বইয়ের পূর্ণ তালিকা ছেপে বেরুত তাহলে মিলিয়ে দেখা যেত কোন কোন বই INB দপ্তরে আসেনি। (খ) বিভিন্ন বছরে INB-তে উল্লেখিত বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা নীচের তালিকা থেকে জানা যাবে। এর সঙ্গে ২১১ . অনুচ্ছেদের পরিসংখ্যানের তুলনা করা যায়। অনুমানে বলা যায় যে প্রতি বছরে বাংলা ভাষায় এর চেয়ে বেশী কিছু বই প্রকাশিত হয়।

বছর	সংখ্যা	বছর	সংখ্যা	বছর	সংখ্যা
১৯৫৮	১০৮২	১৯৬৩	১১১১	১৯৬৮	১১৯৩
১৯৫৯	১০৮৫	১৯৬৪	১০৮৪	১৯৬৯	১৩১০
১৯৬০	১০২২	১৯৬৫	৮৮৩	১৯৭০	৯১৪
১৯৬১	১০৪০	১৯৬৬	৯১৬	১৯৭১	১১৩৮
১৯৬২	১২৩৩	১৯৬৭	১২৫৪	১৯৭২	৯৬৯

(গ) INB মারফৎ সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা বইয়ের সংবাদ পাওয়া সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণগুলি হল : প্রকাশকরা বই পাঠাতে দেরী করেন ; সংকলনের কাজে সময় লাগে, মুদ্রণ ও প্রকাশনেও সময় লাগে।

INB-র একটি মাসিক সংখ্যা বিশ্লেষণ করে যে পরিসংখ্যান পাই তা হ'ল :

কোন মাসের করে. কোন কোন বছরের প্রকাশিত বই আছে.

INB	প্রকাশিত	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২
জানুয়ারী	মার্চ	মোট—১	মোট—১৩	মোট—৬৩
১৯৭৩	১৯৭৩		(এপ্রিল—১,	(জানুয়ারী—৩,
			জুন—২,	কেব্রুয়ারী—২,
			আগষ্ট—২,	মার্চ—২,
			সেপ্টেম্বর—১,	এপ্রিল—১০ ;
			অক্টোবর—৩,	মে—৫,
			নভেম্বর—২,	জুন—২,
			মাস উল্লেখ	জুলাই—৫,
			নেই—২)	সেপ্টেম্বর—৪,
				অক্টোবর—২
				মাস উল্লেখ
				নেই—২২)

মোট—৭৭

(ঘ) 'প্রেস অ্যাণ্ড রেজিষ্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্টের' (১৮৬৭) ন্যায় 'ডেলিভারী অব বুকস (পাবলিক লাইব্রেরীজ) অ্যাক্টের' (১৯৫৪, ১৯৫৬ এ সংশোধিত) কিছু অপূর্ণতা থাকায় এই আইন মারফৎ সব বই জমা দেওয়া হচ্ছে কিনা সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এই আইনের মাধ্যমে এই বিষয়ে কিছু করাও প্রচুর সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। কপি রাইট অ্যাক্টের মাধ্যমে বই জমা দেওয়া আবশ্যিক করে দিলে এই দুর্বলতা দূর করা যেত—ইংলণ্ডের আইনে এই ব্যবস্থা আছে বলে British National Bibliography পূর্ণাঙ্গ হতে পারছে। (ঙ) যুক্তিসঙ্গত কারণেই INB আগাগোড়া রোমান হরফে ছাপা। কিন্তু বাংলা বইয়ের সংবাদ বাংলা হরফে ছাপা হলে ক্রেতা-বিক্রেতার বেশী সুবিধা হয়। (চ) INB-র বার্ষিক চাঁদা ১২০ টাকা এবং বার্ষিক খণ্ডের মূল্য স্বতন্ত্রভাবে ৬৫ টাকা, সাধারণতঃ বার্ষিক খণ্ড বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। ছোট ছোট গ্রন্থাগার এমনকি অনেক পুস্তক বিক্রেতা এই উদ্দেশ্যে বছরে এত টাকা খরচ করতে রাজী নাও হতে পারেন, ব্যক্তিগত ক্রেতার কথাত উঠেই না। (ছ) সর্বোপরি INB সম্প্রতি প্রকাশিত বইয়ের তালিকা বাজারে ক্রয়লভ্য প্রতিটি বইয়ের তালিকা নয়, এই তথ্য পরিবেশণও INB-র কৃত্য নয়।

২১৩ ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা বিভাগ

স্থির হয়েছিল যে INB কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় উক্ত গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত বাংলা গ্রন্থের একটি বার্ষিক তালিকা রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগে এবং ব্যয়ে প্রকাশিত হবে। এই ধরণের তালিকা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার কথা। এই উদ্যোগের ফলে "ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা বিভাগ" এর যে কটি বার্ষিক বা দ্বি-বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তার একটি চিত্র তুলে ধরছি।

INB বর্ষ	প্রকাশন বর্ষ .	উল্লেখিত বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা.	মূল্য
১৯৫৮	১৯৬০	১০৮২	৫·০০ টাকা
১৯৫৯-১৯৬০ একত্রে	১৯৬২	১৯৬১	৭-৫০ টাকা
১৯৬১-১৯৬২ একত্রে	১৯৬৫	২৩৬৭	৯-৭৫ টাকা
১৯৬৩	১৯৬৭	১০৭১	৮-৫০ টাকা
১৯৬৪	এপ্রিল ১৯৬৫		
ত্রৈমাসিক···	জুলাই ১৯৬৫	মোট-১০০২ টি	৮·০০ টাকা
৪টি সংখ্যায়	সেপ্টেম্বর ১৯৬৫		(প্রতি সংখ্যা
প্রকাশিত	ডিসেম্বর ১৯৬৫		২-০০ টাকা)

তিনবার প্রকাশ করেছেন। প্রকাশকদের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত এই তালিকা প্রথম। সেই দিক থেকে সমিতি সকলেরই অভিনন্দন যোগ্য। এই তালিকার অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের আলোচ্য সমস্যার সমাধানের সূত্র আমরা পেতে পারি। কাজেই এর মধ্যে অপূর্ণতা কিছু ছিল কিনা তা বিচার্য এবং এই তালিকা সর্বজনগ্রাহ্য করতে হলে পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিছু প্রয়োজন কিনা তাও আলোচ্য। এই "পুস্তক তালিকা" প্রাসঙ্গিক বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল :-

কোন বছরে প্রকাশিত	সংস্করণ	মোটগ্রন্থ সংখ্যা	মোট প্রকাশকের নাম উল্লেখিত	মূল্য	মুদ্রন সংখ্যা	কিভাবে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে
১৯৬৩	২য় সংস্করণ	৪১৫০	৭৯	১ ৫০ টাকা	৫৫০০	প্রথম ভাগে বিষয়ানুযায়ী পুস্তক তালিতা, ২য় ভাগে বর্ণানুক্রমিক লেখক তালিকা, প্রকাশকের একটি তালিকাও আছে।
১৯৭১	৩য় সংস্করণ	২৮১১	৫১	১ ০০ টাকা	২২০০	বিষয়ানুযায়ী বিন্যস্ত তালিকা, প্রকাশকদের তালিকা আছে। কেবলমাত্র সমিতির সদস্যদের গ্রন্থ অন্তর্ভুক্তি, করা হয়েছে।

INB-র বাংলা বইয়ের এই তালিকা আলাদা করে প্রকাশিত হ'লেও আগের অনুচ্ছেদে যে কয়টা অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দূর হয়নি। উপরের বিবরণ থেকে জানা যাবে যে বেশ খানিকটা সময়ের ব্যবধানে এই গ্রন্থপঞ্জীগুলি প্রকাশিত হয়েছে। অধিকন্তু ১৯৬৪ সালের পর থেকে এর প্রকাশনই বন্ধ হয়ে গেছে।

২২ বে-সরকারী উদ্যোগ

২২১ বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার উদ্যোগে প্রকাশিত "পুস্তক তালিকা"

এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা ১৯১২ সালে ; বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৪০০। এই সমিতি নিজের উদ্যোগে "পুস্তক তালিকা" নামে একখানা বাংলা বইয়ের তালিকা এই পর্যন্ত

এই তালিকা পুস্তক নির্বাচনে অনেকখানি সাহায্য করে ; কিন্তু এর অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট : (ক) এই ধরণের তালিকাতে সব প্রকাশকের সব ক্রয়লভ্য বইয়ের নাম ও বিবরণ থাকা প্রয়োজন। আমাদের ধারণায় বাংলা ক্রয়লভ্য বইয়ের সংখ্যা আনুমানিক দশ সহস্রাধিক হবে। এই "পুস্তক তালিকাতে" অনেক বই বাদ পড়েছে (খ) অনেক প্রকাশকের বইয়ের হদিশ এদের পুস্তক তালিকায় স্থান পায়নি। যে সব প্রকাশকের বইয়ের কোন সংস্করণই নেই তাদের মধ্যে আছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশক। বাংলায় মূল্যবান বইয়ের প্রকাশকদের মধ্যে এই সব প্রতিষ্ঠান সর্বাগ্রণ্য। (গ) বইয়ের বিবরণে দেয় কিছু অতি প্রয়োজনীয় তথ্য এই তালিকায় নেই, যথা, বইয়ের প্রকাশ কাল, সংস্করণ (প্রকৃত অর্থে), পৃষ্ঠা সংখ্যা ইত্যাদি। (ঘ) তালিকাটি খুব ব্যাপক ধরণের বিষয় শিরোনামে সাজানো হয়েছে। বিষয় শিরোনামগুলি শুধু ব্যাপক নয়, অনেক

ক্ষেত্রে অর্থবহও নয়, সুনির্দিষ্টও নয়। (ঙ) এই ধরণের তালিকা প্রতি বছর প্রকাশিত হওয়া দরকার। কিন্তু এটি বেশ কয়েক বছর বাদ দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। (চ) এই বইয়ের বিজ্ঞাপন গ্রন্থাগারিক বা সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে তেমনভাবে পৌছায়নি। কাজেই সমিতি নিশ্চিত হতে পারেননি যে তাদের এই তালিকা প্রতি বছর যথেষ্ট সংখ্যায় বিক্রি হবে। ছ) তৃতীয় সংস্করণে কোন লেখকসূচী নেই। (জ) আখ্যার অধীনে কোন সংলেখ বা নির্ঘণ্ট করা হয়নি। অথচ এই ধরণের একটি তালিকায় গ্রন্থাগাব, বিষয় এবং আখ্যা— প্রতিটির অধীনে তথ্য পরিবেশিত হলে ব্যবহারকারীর যথেষ্ট সাহায্য হয়।

২২২ পত্র পত্রিকার প্রকাশকের বিজ্ঞাপন

ছোট বড় সব প্রকাশকই প্রতি বছর পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করে থাকেন। এই বিজ্ঞাপনগুলি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি ধরণের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের বিজ্ঞাপন হতে পুস্তক নির্বাচনের প্রধান অসুবিধাগুলি হল: (ক) কোনও প্রকাশকের পক্ষে ত.দের সব বইয়ের তালিকা পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা সম্ভব নয়—এমন কি শুধু নূতন প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা ব্যয় সাধ্য। বিজ্ঞাপনের ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে (খ) বিজ্ঞাপন বেশ কয়েকবার ধরে প্রকাশিত না হলে ক্রেতার নজরে পড়ল কিনা নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। (গ) কোন গ্রন্থাগারিক বা কোন ব্যক্তিগত ক্রেতা কোন একটি বিষয়ের উপর বা কোন গ্রন্থকারের লেখা সমুদয় গ্রন্থের তালিকা চাইলে তাকে একাধিক পত্র-পত্রিকার (অন্তত দশ বারটির) একাধিক সংখ্যায় খোঁজ করতে হবে। তাতেও পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে না কেননা প্রতিটি ক্রয়লভ্য বইয়ের বিজ্ঞাপন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না (ঘ) ছোট ছোট গ্রন্থাগার এবং মফঃস্বলের গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার একাধিক সংখ্যা খুঁজে খুঁজে ক্রয়লভ্য বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করা সময় সাধ্য, ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

২২৩ বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক তালিকা

বিদেশের অনেক প্রকাশক প্রতিবছরে অন্ততঃ একবার তাদের নিজস্ব বইয়ের তালিকা প্রকাশ করেন এবং তা বিনা মূল্যে অনেক প্রতিষ্ঠানকে বিতরণ করেন। ঐ প্রকাশকদের সমুদয় ক্রয়লভ্য বইয়ের বিবরণ এই তালিকায় থাকে। তাদের বিক্রয়ের মাত্রা এত বেশী যে এই ধরণের নিজস্ব বইয়ের তালিকা প্রকাশের খরচ উঠে যায়। বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে এ ধরণের তালিকা প্রকাশের অসুবিধা হ'ল: (ক বাংলা বইয়ের প্রকাশকদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের এ রকম নিজ প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থের বিবরণ তালিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার সঙ্গতি আছে। (খ) তা ছাড়া তালিকা বিলি করার জন্য ঠিকানা জোগাড় করা ও ডাক খরচ যোগাবার মতো অর্থবল ও লোকবল সকলের নাও থাকতে পারে।

২২৪ গ্রন্থ সমালোচনা

পত্রিকা সমালোচনা গ্রন্থ নির্বাচনে সহায়তা করে এবং গ্রন্থাগারিক ও সাধারণ ক্রেতাকে নূতন বই সম্বন্ধে সংবাদ যোগায়। দেশে বিদেশে গ্রন্থ সমালোচনার উপর নির্ভর করা হয় কারণ একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত এতে থাকে। কিন্তু গ্রন্থাগারিক, বিক্রেতা, পাঠক ও ক্রেতার জন্য আমরা ক্রয়লভ্য বইয়ের যে সার্বিক তালিকার কথা বলছি, গ্রন্থ সমালোচনা তার স্থান পূরণ করতে পারে না। কারণ, (ক) কোন প্রকাশক সমালোচনার জন্য কোন পত্রিকায় বই নাও পাঠাতে পারেন। কিংবা যতগুলি পত্রিকায় পাঠান উচিত ততগুলিতে নাও পাঠাতে পারেন। (খ) সম্পাদক সব বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ করাব ব্যবস্থা নাও করতে পারেন। (গ) সমালোচক (বা সম্পাদক) সমালোচনা প্রকাশে দেরী করতে পারেন এবং সচরাচর দেরী করে থাকেন। (ঘ) সমালোচনা নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। (ঙ) গ্রন্থ প্রকাশ ও সমালোচনা প্রকাশের মধ্যে বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধান থাকে।

২২৫ গ্রন্থ সমালোচনামূলক ও গ্রন্থ সম্পর্কিত পত্রিকা

ইংরাজী ভাষায় 'Times Literary Supplement' নামে একটি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক গ্রন্থ সমালোচনা পত্রিকা আছে। এই পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে ১৯০২ সাল থেকে। ইংরাজীতে প্রকাশিত সব রকম ভাল বইয়ের (প্রযুক্তি বিজ্ঞান ছাড়া) সমালোচনা এতে থাকে। প্রকাশকরা বিজ্ঞাপনের জন্যও এই পত্রিকাটি সর্বাধিক ব্যবহার করে থাকেন। বছরে প্রায় ৩০০০ বইয়ের সমালোচনা এই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়।

আমাদের দেশে Times Literary Supplement এর মত প্রতিষ্ঠিত ও গ্রন্থ সমালোচনামূলক পত্রিকা নেই। তবে কিছু কিছু প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই থেকে "গ্রন্থ পরিক্রমা" (সম্পাদক : শ্রীঅপর্ণা প্রসাদ সেনগুপ্ত) নামে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার আলোচনার একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী এই পাক্ষিক পত্রিকায় সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, বাংলাভাষায় জ্ঞানচর্চ্চার বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন গ্রন্থকারের অবদান প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধাদি লেখেন। পত্রিকাটি বিভিন্ন সংখ্যায় (সব সংখ্যায় নয়) কিছু কিছু গ্রন্থের উপর আলোচনাও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ পরিক্রমার কয়েকটি বিশেষ সংখ্যায় নূতন বাংলা বইয়ের তালিকা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, যদিও সে তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা বইয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকাও নয় বা বাজারে ক্রয়লভ্য সব বইয়ের তালিকাও নয়। এই তালিকা প্রকাশনের প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। কারণ, একক প্রচেষ্টায় এ ধরণের তালিকা তৈরী করা ও নিয়মিত প্রকাশ করা একটি কঠিন কাজ। আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রিকার ত্রুটিগুলি হল : (ক) গ্রন্থ সমালোচনার সংখ্যা খুব বেশী নয়। একটি সংখ্যায় গড়ে ৫/৬ টির বেশী সমালোচনা বের হয় না (খ) সব সংখ্যায় সমালোচনা প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ কয়েকটি সংখ্যায় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উপর আলোচনার পরিবর্তে অন্যান্য বিষয় যথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা থাকায় এই পত্রিকাটিকে পরিপূর্ণভাবে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার আলোচনা-পত্রিকা বলা চলে না। (গ) এই ধরণের পত্রিকার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, কিন্তু আমরা যে ক্রয়লভ্য বইয়ের তালিকার কথা চিন্তা করছি এই ধরণের পত্রিকা তার স্থান নিতে পারে না। (ঘ) এই পত্রিকার প্রকাশন অনিয়মিত। (ঙ) গ্রন্থ প্রকাশ ও সমালোচনা প্রকাশের মধ্যে বেশ খানিকটা সময়ের পার্থক্য থাকে।

বাংলা ১৩৭৯ সাল থেকে "সাম্প্রত" (সম্পাদক : শ্রীপ্রবীর গোপাল রায়) নামে এ ধরণের আরো একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকায় কিছু কিছু গ্রন্থ সমালোচনা ছাড়াও আর যা যা থাকে তা হ'ল : বিভিন্ন গ্রন্থকারের উপর আলোচনা ও তাঁর গ্রন্থপঞ্জী, কয়েকটি নির্বাচিত পত্র-পত্রিকার সূচী, সাহিত্যের তথ্য সংকলন। আমাদের উদ্দেশ্যের দিক থেকে এই পত্রিকাটি তেমন প্রয়োজন সাধক নয়। কারণ, (ক) আমরা যে ধরণের ক্রয়লভ্য বইয়ের সার্বিক তালিকা চাই, এই পত্রিকা তার স্থান নিতে পারে না। (খ) আলোচিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদি মূলতঃ সাহিত্য বিষয়ক বা সাহিত্যিকদের উপর, বিভিন্ন বিষয়ের উপর খুবই কম বই সমালোচিত হয়। (গ) প্রতি সংখ্যায় সমালোচিত বইয়ের সংখ্যা খুব বেশী নয়। (ঘ) গ্রন্থ প্রকাশ ও সমালোচনা প্রকাশের মধ্যে সময়ের যথেষ্ট ব্যবধান থেকে যায়।

উপরোক্ত প্রচেষ্টা দুটি অভিনন্দন যোগ্য। তবে একক প্রচেষ্টায় এই ধরণের গ্রন্থ সমালোচনামূলক পত্রিকা দাঁড় করান শক্ত। এই পত্রিকা দুটিকে যদি আরো উন্নত করা যায় এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমালোচিত গ্রন্থের সংখ্যা বাড়িয়ে যদি এদের প্রকাশন নিয়মিত করা যায় তাহলে শুধু সাহিত্য রসিকদের নিকট নয়, ব্যক্তিগত ক্রেতাদের কাছেও এর সমাদর বৃদ্ধি পাবে।

বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভার মাসিক মুখপত্র "গ্রন্থ জগৎ" পত্রিকায় মুখ্যতঃ গ্রন্থ প্রকাশন, মুদ্রণ ও গ্রন্থ ব্যবসা সম্পর্কে প্রবন্ধ ও তথ্যাদি প্রকাশিত হয়। তবে এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে কিছু নূতন বাংলা বইয়ের তালিকা প্রকাশিত হয়। এই তালিকা বাংলা ভাষায় লিখিত সমুদয় ক্রয়লভ্য গ্রন্থের তালিকা যেমন নয়, সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা

গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ তালিকাও নয়। এই তালিকা এমনকি এই সংস্থার সকল সদস্যদের প্রকাশিত বইয়ের তালিকাও নয়। তাছাড়া 'গ্রন্থ জগৎ' পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা বইয়ের এই তালিকা খুবই অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়।

২২৫১ গ্রন্থ সমালোচনার সার সংক্ষেপ সম্বলিত পত্রিকা

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের সমালোচনার সার সংক্ষেপ সম্বলিত কয়েকটি পত্রিকা আছে। এই ধরণের একটি পত্রিকা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইলসন কোম্পানী কর্তৃক ১৯০৫ সাল থেকে প্রকাশিত "Book Review Digest" (মাসিক; এবং নানা ধরণের খণ্ডাকারে প্রকাশিত)। এই পত্রিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটবিটেন থেকে প্রকাশিত প্রায় ৭৫টি ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনার সার সংক্ষেপ দেওয়া হয়। এই ধরণের আরো একটি পত্রিকা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গেল রিসার্চ কোম্পানী কর্তৃক ১৯৬৫ সাল থেকে প্রকাশিত "Book Review Index" (মাসিক; এবং নানা ধরনের খণ্ডাকারে প্রকাশিত)। এই পত্রিকায় প্রায় ২০০টি পত্র-পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনার নির্ঘণ্ট বা সূচী করা হয়। বাংলা ভাষায় লিখিত বিভিন্ন বইয়ের সমালোচনা বর্তমানে বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে এবং সাধারণ ও বিষয়ানুগ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এই সব সমালোচনার সার সংক্ষেপ সম্বলিত একটি পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা যায় কি না তা কোন উদ্যোগী প্রকাশক বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

গ্রন্থ সমালোচনামূলক পত্রিকা বা গ্রন্থ সমালোচনার সার সংক্ষেপের যতই গুরুত্ব থাকুক না কেন, বাজারে ক্রয়লভ্য সমুদয় গ্রন্থের তালিকার অভাব কখনই এই ধরণের প্রচেষ্টার দ্বারা পূরণ হতে পারে না।

২২৬ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পরিবেশিত বছরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের তালিকা

বাংলা বইয়ের খবর গ্রন্থাগারিকরা এবং ব্যক্তিগত ক্রেতারা ঠিকমত পান না। এই অভাব লক্ষ্য করেই হয়ত সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী বিগত বিশ বৎসরের অধিক কাল ধরে সাহিত্য সংখ্যায় (রবীন্দ্র জন্মোৎসবকালে প্রকাশিত) গত বছরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করছেন। প্রথম দিকে কয়েক বছর পূর্ব-বাংলায় প্রকাশিত বাংলা বইয়ের একটি নির্বাচিত তালিকাও এর সাথে থাকত। সাধারণত যে সব বই সমালোচনার জন্য "দেশ" কার্যালয়ে জমা পড়ে তার থেকে এই তালিকা তৈরী হয়। গড়ে ৩০০ থেকে ৩৫০টি বই (শিশু সাহিত্য সমেত) এই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়। সম্প্রতি "অমৃত" পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীও ঐ পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যায় গত বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা বইয়ের এক তালিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। ১৩৮০ সালের 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় ৩২১টি বই এবং 'অমৃত' নববর্ষ সংখ্যায় ৫৭৪টি বই গত বছরে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই ধরণের তালিকা গ্রন্থ নির্বাচনে যথেষ্ট সহায়তা করে, তবে এর ত্রুটিও রয়েছে: (ক) এই ধরণের তালিকা বাজারে ক্রয়লভ্য সমুদয় গ্রন্থের তালিকা নয়। (খ) এই ধরণের তালিকা একটি বছরে প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থের তালিকাও নয় শুধু উক্ত পত্র-পত্রিকার গ্রন্থ নির্বাচক-দের মতে বছরের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের তালিকা। (গ) একটি বিশেষ বছরে প্রকাশিত অনেক বই নির্বাচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। (ঘ) এই নির্বাচন এক বা একাধিক নির্বাচকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে হয়। তাই এই নির্বাচন সব সময়ে বিতর্কের উর্দ্ধে নয়। (ঙ) গ্রন্থ প্রকাশ ও নির্বাচিত তালিকা প্রকাশের মধ্যে বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধান থাকে।

২২৭ নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে সংকলিত এবং ১৯৬২ সালে প্রকাশিত "নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা" নামক গ্রন্থপঞ্জীতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২৩৫৪টি বাংলা বই সম্পর্কিত তথ্য বর্গীকৃত আকারে পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থ নির্বাচনে এই তালিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এর সীমাবদ্ধতাগুলি হল: (ক) এটি একটি

নির্বাচিত তালিকা, বাজারে ক্রয়লভ্য সমুদয় গ্রন্থের তালিকা নয়। (খ) এই তালিকাটির দীর্ঘদিন কোন নূতন সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়ায় গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক পঞ্জী হিসেবে এর গুরুত্ব যথেষ্ট কমে যাচ্ছে।

২২৮ বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

বাণী বসু সংকলিত এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত "বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী" ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়; ১৮১৮ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সমুদয় বাংলা শিশু গ্রন্থের এ এক পূর্ণাঙ্গ এবং নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী। গ্রন্থপঞ্জীতে মোট ৫০৬০টি গ্রন্থ এবং ১৩৩টি সাময়িক পত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরা যে ধরণের ক্রয়লভ্য বইয়ের তালিকার চিন্তা করছি তার পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থপঞ্জীর সীমাবদ্ধতাগুলি হল : (ক) এই গ্রন্থপঞ্জীর নূতন কোন সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়ায় এর প্রকাশ কাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা শিশু গ্রন্থের হদিস এতে পাওয়া যায় না। (খ) এর প্রকাশ কালে কোন্ কোন্ শিশু গ্রন্থ বাজারে ক্রয়লভ্য তার কোন ইঙ্গিত এতে ছিল না। অতএব সাধারণ ক্রেতা-বিক্রেতার তুলনায় গবেষকদের কাছে এই গ্রন্থপঞ্জীটির মূল্য অনেক বেশী।

২২৯১ বিভিন্ন বিষয়ের উপর এবং বিভিন্ন গ্রন্থকারের উপর গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত গ্রন্থপঞ্জী যা প্রকাশিত হয়েছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন গ্রন্থকারেরর উপর গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের কিছু কিছু উদ্যোগ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। গ্রন্থপঞ্জীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই তালিকাগুলির অনেকগুলি ত্রুটিমুক্ত না হলেও, গবেষণার কাজ এবং গ্রন্থাগারের সংগ্রহের পূর্ণতা আনয়নে এই তালিকাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে।

২৩ বিদেশের অভিজ্ঞতা

আমাদের দেশে গ্রন্থ নির্বাচনের সমস্যা সমাধানের সূত্র সন্ধানের পূর্বে এ বিষয়ে বিদেশের অভিজ্ঞতা কিছু নেওয়া প্রয়োজন। গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বইয়ের বাজারের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হওয়ায় এ বিষয়ে ঐ দেশগুলির অবস্থা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

২৩১ গ্রেট ব্রিটেন

গ্রেট ব্রিটেনে সম্প্রতি প্রকাশিত বইয়ের জন্য British National Bibliography (সাপ্তাহিক এবং বিভিন্ন ধরণের খণ্ডাকারে প্রকাশিত), Bookseller (মাসিক), British Book News (মাসিক), Whitaker's Book of the month and Books to come (মাসিক), Whitaker's Cumulative Book List (ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক ও অন্যান্য খণ্ডাকারে প্রকাশিত) প্রভৃতি গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক পঞ্জী আছে।

গ্রেট ব্রিটেনে প্রকাশিত অথচ বাজারে ক্রয়লভ্য এই ধরনের বইয়ের সংবাদ দেওয়ার জন্য British Books in Print ১৯৬৭ সাল থেকে প্রতি বছর ২ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে; এই গ্রন্থের আগের নাম ছিল The Reference Catalogue of Current Literature এবং ১৮৭৪ সালে এর প্রকাশ শুরু হয়। British Books in Print এর দুই খণ্ডেই বর্ণানুসারে গ্রন্থকার, আখ্যা এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয় শিরোনামার অধীনে গ্রেট ব্রিটেনে প্রকাশিত সমস্ত বইয়ের তালিকা পাওয়া যায়। গ্রন্থ নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই এতে দেওয়া থাকে। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত সংস্করণের দুই খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৬০; মূল্য ১৬ পাউণ্ড, আয়তন ৩০ × ১৯.৫ সে. মি। মোট ৬৮০০ প্রকাশকের ২৫০,০০০ ক্রয়লভ্য বইয়ের বিবরণ এতে দেওয়া হয়েছে। আকারের তুলনায় এই বইয়ের দাম যথেষ্ট কম এবং এর গ্রাহক সংখ্যা স্বদেশে ও বিদেশে বহু।

২৩২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি প্রকাশিত বইয়ের জন্য American Book publishing Record (মাসিক), Publishers' Weekly (সাপ্তাহিক), Cumulative Book Index (মাসিক এবং বিভিন্ন ধরণের খণ্ডাকারে প্রকাশিত) প্রভৃতি গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক পঞ্জী আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত অথচ বাজারে ক্রয়লভ্য এই ধরনের বইয়ের সংবাদ দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক পঞ্জী আছে :—

(ক) **Publishers' Trade List Annual**—১৯০১ সাল থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত। এই বইটি হল প্রকাশকদের নিজস্ব পুস্তক তালিকার সংকলন। প্রকাশকদের নাম বর্ণানুসারে সজ্জিত। প্রতিটি প্রকাশকের সমস্ত ক্রয়লভ্য বইয়ের বিবরণ এতে আছে। যে সব প্রকাশকের পুস্তক এই তালিকায় দেওয়া হয়েছে তাদের একটি তালিকা প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭২ সালের সংস্করণটি সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র ৭ খণ্ডের মূল্য ২৯·৫০ ডলার।

(খ) Books in Print—১৯৪৮ সাল থেকে প্রকাশিত। **Publishers' Trade List Annual** এ উল্লিখিত সমুদয় প্রকাশনের বিবরণ এই বইতে বর্ণানুসারে গ্রন্থকার এবং প্রকাশনের বিবরণ এই বইতে বর্ণানুসারে গ্রন্থকার এবং আখ্যার নামে পরিবেশিত হয়েছে। বর্তমানে দুই খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডে বর্ণানুসারে গ্রন্থকার অনুযায়ী এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণানুসারে আখ্যা অনুযায়ী সজ্জিত আকারে সমুদয় ক্রয়লভ্য বইয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত ২ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৪৫ ; মূল্য ২৭·৫০ ডলার ; আয়তন ২৮·৫×২১ সে মি.। মোট ২২৫০ জন প্রকাশকের ৩০৫,০০০টি আখ্যার বিবরণ এতে আছে।

(গ) **Subject Guide to Books in Print**—১৯৫৭ সাল থেকে প্রকাশিত। Publishers' Trade **List Annual** এ উল্লিখিত সমুদয় প্রকাশনের বিবরণ এই বইটিতে বর্ণানুসারে নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামার অধীনে দেওয়া হয়েছে। এই বইটি বর্তমানে দুই খণ্ডে প্রকাশিত। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত ২ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬২৮ ; মূল্য ৩৯·৫০ ডলার ; আয়তন ২৮×২১ সে.মি.। ১৯৭২ সালের সংস্করণে মোট ২৬৫,০০০ ক্রয়লভ্য বইয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত গ্রন্থতালিকাগুলির মূল্য আকারের তুলনায় অনেক কম এবং এদের গ্রাহক সংখ্যাও যথেষ্ট। দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত এই গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক পঞ্জীগুলি শুধু নিজ নিজ দেশেই নয়, বিদেশেও যথেষ্ট সমাদৃত।

২৩৩ বাংলাদেশ রাষ্ট্র

"বাংলাদেশে" বাংলা বই প্রকাশের হার ক্রমশ বাড়ছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মত ওখানেও বাংলা ক্রয়লভ্য বইয়ের কোন তালিকা নেই। গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের কাজও যে খুব এগিয়েছে তা নয়। তবে এই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হল শামসুল হক সংকলিত ও সম্পাদিত "বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী : ১৯৪৭-১৯৬৯" (ঢাকা, পাকিস্তান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ১৯৭০ ; মূল্য ১৮·০০)। কয়েকটি বিষয় ও বিভাগের অধীনে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত মোট ৪৮২১টি বই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এই গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হয়েছে। একটি শিশু গ্রন্থপঞ্জীর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে সংকলক এই গ্রন্থপঞ্জীতে শিশুগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করেননি। গ্রন্থপঞ্জীতে "গ্রন্থ" ও "গ্রন্থকারের" অধীনে নির্ঘণ্ট তৈরী করায় এর ব্যবহারিক মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থপঞ্জীতে উক্ত সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত সমুদয় বাংলা গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ঐ গ্রন্থের অগ্রকথায়ও বলা হয়েছে "বর্তমান গ্রন্থপঞ্জী স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও, এর তালিকায় পাকিস্তানের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক যাবতীয় মুদ্রিত পুস্তক স্থান পেয়েছে, তেমন কথা বলার ধৃষ্টতা সংকলকের নেই"। এ ছাড়া এই বইগুলির মধ্যে কোনটি ক্রয়লভ্য তারও ইঙ্গিত নেই। তবুও বলতে দ্বিধা নেই যে শামসুল হক একটি অসাধারণ কাজ করেছেন। এত বিস্তৃত সময়কালের জন্য বাংলা গ্রন্থের পঞ্জী আমরা পশ্চিমবঙ্গে এখনও তৈরী করতে পারিনি।

৩ সমস্যা সমাধানের সূত্র

বাংলা গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক পঞ্জীর প্রয়োজনীয়তা, বর্তমানে সার্বিক পঞ্জীর অভাব এবং অন্যান্য সূত্রে কোথায়

কতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা উপরের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আলোচিত সমস্যা-গুলি সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

৩১ বাংলা ক্রয়লভ্য বইয়ের তালিকা (Bengali Books in Print)

আমাদের প্রয়োজন পূর্বে এবং বর্তমানে প্রকাশিত অথচ বাজারে ক্রয়লভ্য সমস্ত বইয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা। এই ধরণের তালিকা গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি এবং পুস্তক বিক্রেতাদের দীর্ঘ দিনের চাহিদা পূরণে সমর্থ হবে। এই তালিকা প্রতিবছর প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের রাজ্যের বাংলা বইয়ের প্রকাশকরা প্রতিবছর বিজ্ঞাপন বা/এবং নিজ প্রতিষ্ঠানের পুস্তক তালিকা প্রণয়নের জন্য বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকেন। বিজ্ঞাপনের ক্রমবর্দ্ধিত হারের জন্য সমস্ত বইয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব নয়। আর্থিক সঙ্গতির জন্য প্রতিটি প্রকাশকের পক্ষে প্রতি বছর নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বইয়ের তালিকাও প্রকাশ করা এবং ক্রয়েচ্ছু বিভিন্ন গ্রন্থাগার, ব্যক্তি ও পুস্তক বিক্রেতার নিকট প্রেরণ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং এযাবৎকাল এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থের কিছুটা অংশ এই তালিকাটি প্রণয়নের কাজে ব্যয় করে প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট নাম মাত্র মূল্যে তা সরবরাহ করলে বিজ্ঞাপনের পরিবর্তে প্রস্তাবিত এই সার্বিক গ্রন্থপঞ্জীটিই গ্রন্থ নির্বাচনের মূল সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে। তালিকাটি সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ না হলে এর ব্যবহারিক মূল্য কম। অথচ সর্বজনের প্রয়োজন মেটাবার মত ত্রুটিহীন তালিকা সময়মত প্রতিবছরে প্রকাশ করে যাওয়া একক ব্যক্তি বা একক প্রকাশন সংস্থার পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রথম এক দুই বছরে এই তালিকা প্রণয়ন, প্রকাশন, বিতরণ ও বিক্রয়ে যে ব্যয় হবে তাও হয়ত বিক্রির টাকা থেকে পুরাপুরি উঠবে না। এমনকি এই তালিকাকে পরিচিত ও জনপ্রিয় করার জন্য হয়ত বিনা মূল্যে বা নামমাত্র মূল্যেও এক দুই বছর বিতরণ করতে হতে পারে। আমাদের মনে হয় এই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতম প্রতিষ্ঠান "বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা।" এই সভা পথিকৃৎরূপে যেটুকু কাজ করেছেন তার উল্লেখ ২২১ অনুচ্ছেদে রয়েছে। তাদেরই 'পুস্তক তালিকাকে' পূর্ণাঙ্গ করে দিলে বহু দিনের এই অভাব দূর হয়ে যায়।

তালিকাটিতে কি কি তথ্য কিভাবে পরিবেশিত হবে তার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বৃত্তি কুশলী ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

অধিকন্তু বাংলা বইয়ের এই ধরণের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সঙ্কলন ও প্রকাশনের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুদান চাওয়া অন্যায্য নয়। তবু লক্ষ্য রাখা উচিৎ যাতে অচিরেই তালিকাটি স্বয়ংভর হয়। যদি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের যেমন জগৎ জোড়া বাজার আছে বাংলা বইয়েরও সেই রকম বিক্রির সম্ভাবনা থাকত তাহলে এই তালিকা প্রকাশ করা লাভজনক ব্যবসাই হত। যেহেতু বাংলা বই বিক্রি সেই স্তরে পৌছয়নি সে জন্য এই তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশনের ব্যয় বহনের কি উপায় হতে পারে তাও ভাবতে হয়।

উপরের বিশ্লেষণ প্রমাণ করবে যে এই ধরণের একটি তালিকা ভাল করে তৈরী করলে এবং তা ভালভাবে প্রচার করলে তার বিক্রয় সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। সুতরাং ব্যবসায়িক দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্থ হবার আশঙ্কা নেই। এই তালিকা যে কত প্রয়োজন তার পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই। এই ধরণের তালিকা প্রকাশ দুইভাবে সম্ভব হতে পারে।

(ক) বিভিন্ন প্রকাশকদের বছরের একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নিজ নিজ প্রকাশিত ক্রয়লভ্য বইয়ের প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ প্রেরণ করতে হবে। প্রতিটি বইয়ের জন্য (আখ্যা) প্রকাশককে একটি নির্দিষ্ট হারে সংলেখ চাঁদা (Entry fee) দিতে বলা হবে। এর ফলে ছোট বা বড় প্রকাশক তাদের প্রকাশনের সংখ্যা অনুযায়ী আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ থেকে প্রতি বছর অনায়াসে এই ধরণের একটি তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্ভব।

এই তালিকা বা পঞ্জীটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে। প্রথমভাগে বর্ণানুসারে গ্রন্থকার এবং আখ্যার অধীনে

প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে। দ্বিতীয়ভাগে নির্দিষ্ট বিষয়ে শিরোনামার অধীনে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে। তৃতীয়-ভাগে বর্ণানুসারে প্রকাশকদের নাম ও ঠিকানা দেওয়া হবে।

(খ) দ্বিতীয় আর একটি যে পদ্ধতিতে এই তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব তা হল: তালিকার প্রথমভাগ বর্ণানুসারে প্রকাশকদের বিজ্ঞাপন থাকবে। বিজ্ঞাপনের আয়তন অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের হার নির্দ্ধারিত হবে। দ্বিতীয় ভাগে বিজ্ঞাপনে পরিবেশিত সমুদয় গ্রন্থের গ্রন্থকার আখ্যা নির্ঘণ্ট থাকবে। তৃতীয় ভাগে বিজ্ঞাপনে পরিবেশিত সমুদয় গ্রন্থের নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামার অধীনে নির্ঘণ্ট থাকবে। অর্থাৎ এই তালিকাটি প্রকাশক, গ্রন্থকার, আখ্যা, বিষয়, যেদিক দিয়েই গ্রন্থের অনুসন্ধান হোক না কেন সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে।

উপরোক্ত উভয় ধরণের গ্রন্থপঞ্জীতে যে সব তথ্য অবশ্যই দেওয়া প্রয়োজন তা হল: গ্রন্থকারের নাম, আখ্যা (উপ-আখ্যাসহ) সংস্করণ (প্রকৃত অর্থে, কেন না অনেক বাংলা বইয়ের প্রকাশক সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ উভয় ক্ষেত্রেই সংস্করণ কথাটি ব্যবহার করে থাকেন), প্রকাশকের নাম, প্রকাশক বৎসর, পৃষ্ঠা, মূল্য। গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের অভিজ্ঞতা আছে এই ধরণের ব্যক্তিদের উপর এই ধরণের তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বর্ত্তমানে প্রতি বছর প্রকাশকরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাবদ যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে থাকেন তার এক তৃতীয়াংশ অর্থ যদি তারা উপরোক্ত যে কোন একটি ধরণের তালিকা প্রণয়নের বাবদ ব্যয় করেন তাহলে এখন তাদের বিজ্ঞাপন যত সংখ্যক সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে পৌছাচ্ছে বা এখন তারা যে সামান্য কয়টি বই বেছে নিয়ে বিজ্ঞাপন দেন তার বদলে অনেক বেশী সংখ্যক ক্রেতার কাছে নিজেদের প্রকাশিত সমুদয় ক্রয়লভ্য বইয়ের কথা সহজে প্রচার করতে পারবেন। এতে তাদের যেমন লাভ, ক্রয়েচ্ছু গ্রন্থাগারিক ও ব্যক্তিগত ক্রেতারও তেমনি উপকার হবে।

৩২ সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে তথ্য (Current Books)

"ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী :—বাংলা বিভাগ" দীর্ঘদিন প্রকাশিত না হওয়ায় (এবং যখন প্রকাশিত হত তখনও ঠিক সময়ে প্রকাশিত না হওয়ায়) বর্ত্তমানে প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থের হদিশ পাওয়া সহজ নয়। অথচ সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা বইয়ের সংবাদ গ্রন্থাগারিক, ব্যক্তিগত ক্রেতা এবং পুস্তক বিক্রেতা সকলের জন্যই প্রয়োজন। রোমান হরফে প্রকাশিত INB র অসুবিধার কথা আগেই বলা হয়েছে। তাহলে এই সমস্যার সমাধান কি করে সম্ভব? বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটির গ্রাহক সহস্রাধিক গ্রন্থাগার। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর মাসিক সংখ্যায় উল্লিখিত বাংলা গ্রন্থের তথ্যগুলি যদি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মাসিক সংখ্যায় বর্গীকৃত আকারে নিয়মিতভাবে বাংলায় প্রকাশিত হয় তাহলে গ্রন্থ নির্বাচকরা সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ সম্পর্কে দ্রুত সংবাদ পেতে পারেন। এর জন্য গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় হয়ত অতিরিক্ত ২/৩টি ফরমা লাগবে। এর ব্যয়ের কথাও ভাবতে হয়। রাজ্যসরকার এককালে INB-র বাংলা বিভাগ প্রকাশনের ব্যয় বহন করতে প্রস্তুত ছিলেন। তার বদলে তাঁরা যদি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আর্থিক অনুদান দেন তাহলে পরিষদের পক্ষে তাদের মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থা-গারে'র সঙ্গে এই ধরণের ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা সহজ হয় এবং বৎসরের শেষে এই ক্রোড়পত্র পুস্তকাকারেও প্রকাশ করা যেতে পারে।

৩৩ "নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা" ও 'বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী"

ছোট ছোট গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে ক্রয়লভ্য বইগুলির থেকে একটি নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা প্রণয়ন প্রয়োজন প্রয়োজন। প্রতি ৫ বছর অন্তর এই ধরণের একটি তালিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই ধরণের একটি তালিকা তৈরী হলে যাঁরা সীমিত অর্থের মধ্যে গ্রন্থ ক্রয় করতে চান তাঁরা উপকৃত হবেন। যে সব গ্রন্থাগারে কর্মীর সংখ্যা

অধিক নয় তাদের পক্ষে নিজেরা সন্ধান করে বই নির্বাচন করার চেয়ে নির্ভরযোগ্য লোকের দ্বারা বাছাই করা তালিকা বেশী সাহায্যকারী হয়। নূতন প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও এই উক্তি প্রযোজ্য।

২২৭ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত "নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা" সেই দিক থেকে পথ প্রদর্শক প্রচেষ্টা। ২২৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত "বাংলা শিশু সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী" বাংলা শিশু সাহিত্যে একটি সার্থক তালিকা। কিন্তু অন্ততঃ যদি প্রতি পাচ বছর অন্তর এই রকম গ্রন্থপঞ্জীর নূতন সংস্করণ না বেরয় এবং প্রতি ক্ষেত্রে যদি কোন্ বই ক্রয়লভ্য তার ইঙ্গিত না থাকে তবে এই ধরণের তালিকার ব্যবহারিক মূল্য কমে যায়।

৩৪ বিভিন্ন বিষয় ও গ্রন্থকারের উপর গ্রন্থপঞ্জী (Subject Bibliography and Author Bibliography)

বাংলা প্রকাশনের এই অবহেলিত দিক সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলেরই নজর দেওয়া উচিত। এই ধরণের গ্রন্থপঞ্জী গবেষণার কাজ এবং গ্রন্থাগারের পূর্ণতা আনয়নে শুধু যথেষ্ট সহায়তা করে না, আমাদের গ্রন্থ প্রকাশনার ভালো এবং দুর্বল দিকও দেখিয়ে দেয়! একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বইয়ের একটি তালিকা তৈরী করা হলে তা গ্রন্থাকার, প্রকাশক, এবং পাঠক সবাইকে এই বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের এ পর্যন্ত প্রকাশিত বই কি আছে, কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন মানের বই (যথা পরিচায়ক, Introductory, পূর্ণাঙ্গ, Comprehensive) লেখা হয়নি এই সব তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে দেবে এবং এর ফলে ভবিষ্যতে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার দিক নির্দেশও করবে। প্রকাশনার সম্ভাবনা থাকলে অনেক বিশেষজ্ঞ বা গ্রন্থাগারিক এই ধরণের গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে উৎসাহ বোধ করতে পারেন।

৪ বাংলা ক্রয়লভ্য বইয়ের গ্রন্থপঞ্জীর সম্ভাব্য গ্রাহক

প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে যে এ ধরণের একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হলে তার সম্ভাব্য গ্রাহক বা ক্রেতা হতে পারেন তিন শ্রেণীর ব্যক্তি : ব্যক্তিগত ক্রেতা, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্রন্থাগারিক। সর্ব শেষে আমাদের একটু সমীক্ষা করে দেখা যাক যে এই ধরণের সম্ভাব্য গ্রাহক বা ক্রেতা কি পরিমাণের হতে পারেন।

৪১ ব্যক্তিগত ক্রেতা।

১৯৭১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম-বাঙ্গর জনসংখ্যা ৪৪, ৪৪০, ০৯৫ ; এর মধ্যে ১৪, ৬৭৮, ৭৪৫ জন সাক্ষর। লিখন পঠনক্ষম এই ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই বাংলা ভাষাভাষী। এ কথা সত্যি যে আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খাবাপ হওয়া সত্ত্বেও অনেক শিক্ষিত বাঙালী নিজের অনেক ব্যক্তিগত প্রয়োজন বর্জন করেও বই কেনেন। এই ধরণের ব্যক্তিগত ক্রেতারা যদি বইয়ের দোকানে বা গ্রন্থাগারে ক্রয়লভ্য বইয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ব্যবহার করার সুযোগ পান তাহলে তাঁরা তাদের সীমিত অর্থের মধ্যে মনের মত বই কিনতে পাবেন। যদি এই তালিকার মূল্য সুলভ হয় তাঁরা অনেকে নিজের প্রয়োজনে কিনেও নেবেন। বাংলা বইয়ের পাঠক আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় বারো কোটির মত। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ত্রিপুরা, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের সংলগ্ন অঞ্চলে এবং ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সহরে প্রচুর সংখ্যক বাঙালী আছেন। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক হওয়ায় বাংলা বইয়ের পাঠকেয় সংখ্যাও তাঁদের মধ্যে বেশী। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় ভবিষ্যতে বাংলা বইয়ের ব্যবসার নূতন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে।

৪২ পুস্তক বিক্রেতা

এই ধরণের একটি তালিকা বা গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হলে দ্বিতীয় যে শ্রেণীর ব্যক্তি খুবই উপকৃত হবেন তাঁরা হলেন পুস্তক বিক্রেতা। এই ধরণের পুস্তক বিক্রেতার সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ১৫০০-র অধিক। ভাল করে এই তালিকাটি তৈরী করা গেলে এবং যথাসম্ভব প্রচার করা সম্ভব হলে পুস্তক বিক্রেতাদের মধ্যে অধিকাংশই, এই তালিকার গ্রাহক বা ক্রেতা হবেন। তাঁদের ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য এ এক

অপরিহার্য উপাদান এবং এর সাহায্যে তাঁরা বিক্রয় প্রভূত মাত্রায় বাড়াতে পারবেন।

৪৩ গ্রন্থাগার

বাংলা বইয়ের প্রধান ক্রেতা হল গ্রন্থাগারগুলি। বাংলা বইয়ের পাঠকদে অধিকাংশই বর্তমানে গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে পড়েন। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার আছে। এর মধ্যে জনসাধারণের জন্য যে গ্রন্থাগারগুলি আছে তারাই বাংলা গ্রন্থের প্রধান ক্রেতা। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারগুলি এবং যে সামান্য সংখ্যক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার আছে তারাও বাংলা বই কিনে থাকে।

গ্রন্থাগারগুলির ক্রয় ক্ষমতা আজকাল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যথাযথ আর্থিক অনুদানের অভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে আদৌ কোন আর্থিক অনুদান না থাকায় জন-সাধারণের বর্তমান এবং সম্ভাব্য চাহিদা অনুযায়ী বই গ্রন্থা-গারগুলি কিনতে পারছেনা। অবস্থা ক্রমান্বয়ে শোচনীয় হয়ে উঠছে কিন্তু সীমিত আর্থিক সামর্থের মধ্যে গ্রন্থাগারগুলি যে বই কিনে থাকে তা সার্থক করে তুলতে হলে এই ধরণের একটি গ্রন্থনির্বাচন সহায়ক তালিকা বা পঞ্জী অপরিহার্য। সুতরাং এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলি এই প্রস্তাবিত তালিকার সম্ভাব্য ক্রেতা বা গ্রাহক হবে যদি অবশ্য এর মূল্য খুব বেশী না হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের গ্রন্থাগার সংখ্যা নিম্নরূপ।

৪৩১ সাধারণ গ্রন্থাগার

ক)	প্রত্যক্ষভাবে সরকারের পরিচালনাধীন	৭
	সরকারী স্পনসর্ড গ্রন্থাগার (১৭টি জিলা, ২১টি সহর/মহকুমা, ২০টি আঞ্চলিক এবং ৬০৩টি গ্রামীন গ্রন্থাগার)	৬৬১
খ)	জনগণের উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগার	৪০০০
গ)	বিভিন্ন অফিসের সঙ্গে যুক্ত রিক্রিয়েশন ক্লাব বা কর্মচারী সংস্থা পরিচালিত গ্রন্থাগার	৩০০

৪৩২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার

ক)	বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার	৭
খ)	কলেজ গ্রন্থাগার	২৭৫
গ)	বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (প্রকৃত অর্থে)	১৫০

৫ বিশ্বব্যাপী বাংলা বইয়ের গ্রন্থপঞ্জী

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইংরাজি ভাষায় যে সব বই প্রকাশিত হচ্ছে তা তালিকাবদ্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Wilson Company নিয়মিতভাবে Cumulative Book Index (মাসিক এবং খণ্ডাকারে প্রকাশিত) নামে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী ১৮৯৮ সাল থেকে প্রকাশ করছেন। পৃথিবীতে ইংরাজী ভাষাভাষীর সংখ্যাও যেমন অনেক, তেমনি ইংরাজী ভাষাভাষী নন যাঁরা তাঁদের অনেকের কাছেও ঐ ভাষা যথেষ্ট সমাদৃত। তাই ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের জন্য গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করা গ্রন্থ ব্যবসার দিক থেকে লাভজনক।

পৃথিবীব্যাপী বাংলা ভাষার গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের কথা এই মুহূর্তে আমরা ভাবতে না পারলেও আগামী দিনের জন্য এই পরিকল্পনার কথা চিন্তা করে রাখলে আপত্তির কোন কারণ হয়ত থাকবে না। ইতিহাসই তো বারবার প্রমাণ করেছে আজ যা কল্পনা আগামীকাল তা বাস্তব সত্য। পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ১২ কোটির মত। বাংলা বইয়ের প্রধান প্রকাশক হল পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র। ভারতরাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ত্রিপুরা ও আসামের কাছাড়ে কিছু বাংলা বই প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া খুব অল্প সংখ্যক কিছু বই ও পত্র-পত্রিকা অন্য কয়েকটি রাজ্য থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের বাইরেও বাংলা চর্চার আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় একদিকে যেমন বহির্বিশ্বে বাংলা বইয়ের চাহিদা বেড়েছে, তেমনি কয়েকটি রাষ্ট্র থেকে সামান্য সংখ্যক বইও প্রকাশিত হচ্ছে। এই সব কিছুই গ্রন্থপঞ্জীর আওতার মধ্যে আনা উচিত। এই প্রচেষ্টা দু'ভাবে হওয়া প্রয়োজন।

৫১ বিশ্বব্যাপী বাংলা বইয়ের সার্বিক গ্রন্থপঞ্জী

এ পর্যন্ত যত বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে তার একটি সার্বিক গ্রন্থপঞ্জী প্রণীত হওয়া উচিত। এ ধরণের একটি

গ্রন্থপঞ্জী রচনা একটি যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও ভারত সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় এ ধরণের একটি কার্যক্রমের দায়িত্ব নেওয়া উচিত—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বাংলা একাডেমী (ঢাকা), বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং উভয়রাষ্ট্রে অবস্থিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিতভাবে।

৫২ বিশ্বব্যাপী সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা বইয়ের গ্রন্থপঞ্জী

C B I র অনুরূপ বিশ্বব্যাপী সম্প্রতি প্রকাশিত (Current books) বাংলা বইয়ের একটি গ্রন্থপঞ্জী নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত। বাংলাভাষার চর্চা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ধরণের গ্রন্থপঞ্জীর চাহিদাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। তাই ভবিষ্যতে এ ধরণের একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করা সম্ভব কিনা উদ্যোগী প্রকাশকরা ভেবে দেখতে পারেন।

(এই প্রবন্ধ রচনায় আমার সহকর্মী ও বন্ধুগণের কাছে যে সাহায্য পেয়েছি তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।)



ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীর ২৫ বর্ষ পূর্তিউৎসবে বক্তৃতা

বিগত দশকে ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিকতার অগ্রগতি

ডি. গানটন

সহ শিক্ষা উপদেষ্টা (গ্রন্থাগার)

ব্রিটিশ হাই কমিশন, ব্রিটিশ কাউন্সিল বিভাগ নয়াদিল্লী

অনুবাদ : **চঞ্চল কুমার সেন,**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা

বৃটিশ গ্রন্থাগারিকতার ক্ষেত্রে অন্য কোন দশকে অথবা গত দু' তিন দশকে যা ঘটেনি এমন অনেক কিছুই গত দশকে ঘটে গেছে। এই প্রায়-বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে প্রকাশিত পুস্তকের প্রাচুর্য তথা প্রাদুর্ভাব, এবং তার গতি প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার অসুবিধা। শতাব্দীর প্রথম দিকে একজন গ্রন্থাগারিক তার গ্রন্থাগারে কি ধরণের বইপত্র আসতে পাবে এবং কি কি জিনিষ আছে তা সহজেই অনুমান করতে পারতেন। কিন্তু ১৯৬০ সালে এটা একরকম পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই ধরনের অনুমান সামান্য কয়েকটি অত্যন্ত বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে একেবারেই সম্ভব নয়।

২. গ্রেট ব্রিটেনে গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনটি বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায়। আমরা দেখতে পাই নতুন ধরনের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা, সাংঘাতিকভাবে সক্রিয় রয়েছে। ধারাগুলি হচ্ছে :

১) ক্রমবর্দ্ধিত সরকারী সহায়তা।

২) গবেষণা সহযোগে ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষার সার্বিক দিক পরিবর্তন এবং গুরুত্বের ক্রমবর্দ্ধন।

৩) অটোমেশন ও কম্পিউটারের যান্ত্রিক প্রয়োগ রীতির প্রবর্তন।

১৯৬০ সাল থেকে সরকার সংবাদ সংগ্রহ করা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সংবাদ সংগ্রহ প্রকাশ করা বিষয়ে তৎপর হন। সরকারের এই নীতি পরিবর্তনের কারণ প্রচুর পরিমানে সংবাদ সংক্রান্ত প্রকাশনের বহুল আবির্ভাব এবং তৎসহ অর্থনীতি ও কারিগরি ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য ঐ সংবাদ-সংগ্রহের উপর ভরসা করা বিষয়ে ক্রমবর্দ্ধমান সচেতনতা।

৩ সরকারী প্রচেষ্টা : ১৯৬৪ সালে পার্লিয়ামেন্ট সাধারণ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা আইন পাশ করে, যার বলে শিক্ষা মন্ত্রনালয়কে বৃটেনে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৬০ সাল থেকে ৭০ সালের মধ্যে প্রায় ৬০০টি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও এদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার অথবা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার বা পুরনো কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। তার মধ্যে বেশ কিছু খুবই পুরনো এবং খুবই ছোট। এগুলি এত খারাপ ভাবে পরিকল্পিত যে আধুনিক গ্রন্থাগার নীতি অনুযায়ী চলতে অক্ষম, এদের কোন পরিবর্তনও হয়নি। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিল অতঃপর ১৯৭২ সালের লোক্যাল গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট প্রবর্তনের ফলে। এই আইনে ৩১৪টি গ্রন্থাগার পরিচালক সংস্থাকে (Library Authority) ৭৫টিতে নামিয়ে আনা হয়। প্রতিটি পরিচালক সংস্থা এখন কম পক্ষে একলক্ষ মানুষের মধ্যে এবং কিছু কিছু দশ লক্ষ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই নতুন পরিচালক সংস্থাগুলি অনেক বেশী কার্যকরী এবং অর্থসাশ্রয়কারী। এরা শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ কর্মীর সাহায্যে এবং নতুন গ্রন্থাগার বিষয়ক যন্ত্রপাতি, যেমন কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, অডিও ভিসুয়াল যন্ত্রপাতি এবং টেলেক্স প্রভৃতি ক্রয়ের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে সক্ষম। লোক্যাল গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাতে সুসংহতি আনার জন্য প্রবর্তিত হয়। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সংবাদ সংক্রান্ত কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণার উন্নয়ন, নতুন রীতিনীতি ও প্রথার প্রবর্তন এবং বর্তমান কর্মধারার উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী সংবাদ আদান প্রদানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং সম্মিলিত ভাবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে কাজ করার ব্যবস্থাও এই আইনবলে সম্ভব হয়ে উঠেছে। মেডলারস (Medlars) অর্থাৎ ভেষজ সাহিত্য বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান ব্যবস্থা (Medical Literature Analysis and Retrieval System) উকসিস (UKCIS) অর্থাৎ যুক্তরাজ্য রসায়ণ তথ্য পরিবেশন (United Kingdom Chemical Information Service) এবং ইনসপেক (INSPEC) অর্থাৎ পদার্থ ও পরমাণুবিদ্যুৎ নিয়ামক বিষয়ে তথ্য পরিবেশন (Information Service in Physics and Electronic Control) প্রভৃতি সংস্থা OSTIর কাছ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সাহায্য পেয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য পরিবেশনের কাজ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের (US) পাশাপাশি সমানতালে চলার জন্য ব্রিটিশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে পরীক্ষামূলকভাবে কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য মেশিন রিডেবল টেপ (Machine readable tape) ও পরবর্তীকালে মারক টেপের (MARC tape) সহযোগ ও সমর্থিত হয়েছে।

৪ ১৯৬৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিষয়ে রিপোর্ট তৈরী করান। এই রিপোর্ট **প্যারী রিপোর্ট** (Parry Report) **১৯৬৭** নামে পরিচিত। এই রিপোর্ট বহু সমালোচিত। বলা হয় এই রিপোর্ট সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষিত নয় এবং অত্যন্ত চিরাচরিত ধারণার পরিপোষক। কমিটির সুপারিশ, বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের ৬% গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে। সুপারিশটির আলোকে জানা যায়, কার্যত ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে জাতীয় গড় খরচ মাত্র ৩.৯%। মাত্র ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ৬% বা তার অধিক ব্যয় হয়। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত **ডেইনটন রিপোর্ট** (Dainton Report),—যাকে স্যার ফ্র্যাংক ফ্রান্সিস একটি হতাশামূলক দলিল বলে অভিহিত করেছেন—এটা, অনুযায়ী যুক্তিযুক্তভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চারটি ভাগে বিভক্ত এরা হোল :

ব্রিটিশ মিউজিয়াম

বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের জাতীয় রেফারেন্স গ্রন্থাগার,

জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং

বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার জাতীয় লেণ্ডিং গ্রন্থাগার। একটা সামগ্রিক জাতীয় বিশ্লেষণের কথাও এই রিপোর্টে পাওয়া যায়। যাঁরা বৃত্তিতে আছেন তাঁরা একমত হয়ে একে সমর্থন করেন। একটি পরিকল্পনা ও সরকারী নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বৃত্তিকুশলী কর্মীরা ঐক্যমত। ১৯৭১ সালে **ব্রিটিশ লাইব্রেরী** নামে একটি শ্বেত পত্র (white paper) প্রকাশিত হয়। তাতে উপরের চারটি গ্রন্থাগারের সঙ্গে **ব্রিটিশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর** নাম যোগ করা হয়। ডেইনটন রিপোর্টের পরিণতি ১৯৭২ সালের আইন। নতুন ব্রিটিশ লাইব্রেরির জন্য স্থান নির্ণয়, যেন প্রতিবন্ধক প্রস্তর খণ্ড। কারণ মন্ত্রীবর ঘোষণা করেন যে পরিকল্পনা সুরু হবে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জন্য স্থান নির্ণয় যা, ব্লুমসবারিতে নয়, অন্যত্র। এই ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ লাইব্রেরি বোর্ড প্রতিবাদ করে জানান, ব্লুমসবারি অঞ্চলেই এটা করতে হবে। এই সাংঘাতিক বিতর্কের শেষ অধ্যায় জানা খুব কঠিন। জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষস্থান স্থির করা খুব সহজ সাধ্য নয়। এর জন্য ব্যয় বাবত মূল বরাদ্দ ৩৬ মিলিয়ন পাউণ্ডের চেয়েও বেশী। কিন্তু এর শেষ পরিণতি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শুধু মাত্র অলঙ্করণের কাজ নয়, নেতৃত্ব ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৫ বৃত্তিমূলক শিক্ষা : গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তিমূলক শিক্ষারদিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই গত দশকে আমূল এবং সুদূর প্রসারী পরিবর্তন প্রশ্নাতিত ভাবে ব্রিটেনে ঘটেছে, যা ইতিপূর্বে কোন সময়ই ঘটেনি। গ্রন্থাগারিকতা ব্রিটেনে কোনদিনই স্নাতক বৃত্তির অন্তর্গত ছিল না। কিন্তু এখন এটা এই বৃত্তির মধ্যে পড়ছে এবং ১৯৮০ সালে পরিপূর্ণভাবেই এর অন্তর্গত হয়ে যাবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের ফলে এখন বহু ছাত্রছাত্রী এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। ১৫টি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ স্কুলে ১৯৬৫ সালে ছাত্রছাত্রী ছিল ১৬০০, কিন্তু বর্তমানে হয়েছে ২৫০০ ; এর মধ্যে ৫০০ স্নাতকোত্তর কোর্সে শিক্ষিত। এই প্রসঙ্গে সম্ভাব্য ALA কোর্স উঠে গেছে, FLA সংকুচিত হয়ে এসেছে। অবশ্য স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর বৃত্তিগত শিক্ষা বা এবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এর কারণ নয়, সমগ্র ইংল্যাণ্ডের পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাই কারণ।

৬ গ্রন্থাগারিকতা ক্রমশঃই যোগাযোগের ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকায় এই বৃত্তি শুধুমাত্র বইয়ের সংরক্ষণতার আদর্শ থেকে দূরে সরে আসছে এবং কলা বিভাগঘেঁষা বৃত্তিমূলক বিষয় ধারা থেকে সরে গিয়ে পরিচালনাগত উৎকর্ষতা ও কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার দিকে অধিক অগ্রসর হচ্ছে। এখানে বোষ্টন স্পা (Boston Spa) জাতীয় লেন্ডিং গ্রন্থাগারে ডঃ আরকুহার্টের মৌলিক অবদানের কথা স্মরণ করা যায়। তিনি গ্রন্থাগারিক নন অথচ তাঁর সৃষ্টি। তিনি গর্ব ভরে বলতেন, তাঁর গ্রন্থাগারে গ্রন্থসূচী নেই, কোন শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকও নেই। এবেরাইসটোয়াইথে (Aberystwyth) অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক হগ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিদ্যালয় গড়ে তোলেন ; তা খুব ভাল ভাল প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সমাহারে, ও সুন্দর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আমাদের অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গ্রন্থাগারিক এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকর্ষিত হয়ে কর্মীরূপে যোগদান করেছে। শেফিল্ডে তুলনামূলকভাবে গ্রন্থাগারিকতা খুব বেশী সম্প্রসারিত হয়নি কিন্তু তবুও আজ এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের বিষয়ে গবেষণার গুণগত ও সংখ্যাগত উন্নতি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এই দুইটি ছাড়া কতক স্কুল এই গ্রন্থাগারিকতা বিষয়ে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নানাধরণের বৃত্তি-মূলক শিক্ষা প্রদানের কাজ করছে। গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ-ব্যবস্থা এক দশকে আগের চিত্র, তুলনামূলকভাবে ছিল বিশৃঙ্খল। তবে তা অবশ্যই ছিল পরীক্ষানিরীক্ষার স্তরে অথচ উৎসাহব্যঞ্জক ও সপ্রশ্ন। শৃঙ্খলা যখন ফিরে আসবে, বর্তমান পাঠক্রমে পরিমার্জনা ঘটবে, তখন আশা করা যায়, অবশ্যই তা স্কুলগুলোর মধ্যে যে উদ্দীপনা রয়েছে, তাকে স্তিমিত না করে সঞ্জিবীত করবে এবং তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও সংক্রামিত করে দেবে।

৭ গবেষণা : ব্যক্তিগত গবেষণা যা সাধারণত উচ্চতর যোগ্যতার জন্য করা হয়ে থাকে, তাকে বাদ দিয়েও বলা যায়,

গবেষণা, প্রতিষ্ঠান সমূহকে পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কিত করে তুলেছে, যা আগে কখনও ছিল না। দুটি OSTI সমীক্ষা এই কাঠামো তৈরী করেছে। এদের মধ্যে একটি ৩৩টি সাধারণ গ্রন্থাগারের বৈজ্ঞানিক কারিগরি ও ব্যবসায়িক কাজকে ঘিরে, অন্যটি, যাত্রার চেয়েও বড়, সাউথাম্পটন, নাটিংহাম, মিডলসবারো, ওয়েষ্টলণ্ডন, সোয়ানসি, লিসেস্টার, আবেরডিন এবং নর্থ লণ্ডন প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে আণ্ড গ্রন্থাগার লেনদেন তথা সংবাদ সংগ্রহ সরবরাহ বিষয়ক কাজের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় সমীক্ষার অন্তর্গত একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে জাতীয় লেন্ডিং গ্রন্থাগারের অভূতপূর্ব সাফল্য। যত প্রশ্ন বা অনুরোধ এখানে এসেছে তার শতকরা ৯৩ ভাগ মেটানো হয়েছে দু সপ্তাহের মধ্যে। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালনায় পারস্পরিক সহায়তামূলক অটোমেশন ব্যবহারের সম্ভাব্যতা বিষয়ে অনুধাবন করেছেন। এ ব্যাপারে এক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয়, বাথের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারডিফের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল।

৮ শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী স্কুল বিশেষ ভাবে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর OSTI এর সাহায্য আদায়ে সফল হয়েছে :

ক কম্পিউটারের সাহায্যে বিষয় নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা।

খ কম্পিউটার সংগঠন ও ভেষজ বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের কাঠামো তৈরী।

গ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গ্রন্থাগারের বিষয়ে এবং সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের বিষয়ে শিক্ষাদান।

ঘ বিদেশী ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান এবং গবেষণায় শিক্ষানুরাগীদের সাহায্য করা।

ঙ বায়োমেডিকেল সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠায় এবং পরিচালনায় সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের বিষয়।

চ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সংবাদ সংগ্রহের উৎস গুলি সমীক্ষা করা।

এ ছাড়াও প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে গ্রন্থাগার পরিচালনা গবেষণা কেন্দ্র তৈরী করায় উৎসাহ প্রদানের জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই কেন্দ্র গ্রন্থাগার পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার রীতি-নীতি সংক্রান্ত সমস্যা অনুসন্ধান করে দেখছেন। IMRU তাঁর কাজ যখন থেকে শুরু করেছেন তখন থেকেই গ্রন্থাগার গবেষণা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিচার করে দেখছেন, গ্রন্থাগার পরিষদের গবেষণা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বোর্ড। এখানে পরিষ্কার তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা রয়েছে :

১ **রীতিনীতি ও প্রযুক্তি বিদ্যা**—বিশেষ করে, বর্গীকরণ, সূচীকরণ, নির্ঘণ্টীকরণ, সংবাদ অনুসন্ধান ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও প্রয়োগ, অটোমেশন, গ্রন্থাগার ভবন ও সাজ-সরঞ্জাম।

২ **গ্রন্থবিদ্যা ও কর্মী বিষয়ে সমীক্ষা**, যা সাধারণত গ্রন্থাগারের কাজকর্মের ক্ষেত্রে পাঠকদের কাছে যে চাকার দাঁত স্বরূপ।

৩ **পারিপার্শ্বিক বিষয়ে সমীক্ষা**, যা সমাজে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন এবং কিভাবে সেই প্রয়োজন মেটান যায় তার ব্যবস্থা করবে।

দেখা গেছে প্রথম দুটি বিষয়ের শতকরা ৯৫ ভাগ গবেষণা হচ্ছে এবং শতকরা ৫ ভাগ গবেষণা হচ্ছে তৃতীয় বিষয়টির উপর। এ থেকে বোঝা যায় গবেষণার মুখ্য প্রচেষ্টা সাধারণত যে সব রীতিনীতি প্রচলিত আছে তাকেই আরো সুষ্ঠুভাবে চরম উৎকর্ষতায় নিয়ে যাওয়ার দিকে নিয়োজিত এবং সেই সাথে এই প্রশ্নও উঠছে যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা, বৃত্তিকুশলীগত চিন্তারাজ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

৯ অটোমেশন : শেষ, কিন্তু কোন ক্রমেই উক্ত তিন ধারার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বের দিক থেকে ন্যূনতম নয়, এমন একটি বিষয় হচ্ছে, সংবাদ সরবরাহের কাজে এবং গ্রন্থাগারের অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় কাজকর্মে অটোমেশনের সাহায্য। কম্পিউটারের সাহায্যে বই লেনদেনের কাজ, কম্পিউটারের সাহায্যে সংবাদ সরবরাহের কাজের চেয়ে অনেক দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে যা নীচের তালিকা থেকে প্রমাণিত হবে।

১৯৬৯ সালে গ্রেটব্রিটেনের মোট ৪টি গ্রন্থাগারে অটোমেশানের সাহায্যে ধার দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৯৭১ সালে ২৩টি গ্রন্থাগারে এই ব্যবস্থা দেখা যায়।

১৯৭৩ সালে ৩২টি গ্রন্থাগারে এই ব্যবস্থা চালু হয় এবং আরো ২৮টি গ্রন্থাগারে চালু করবার চেষ্টা চলে। এই ৩২টি গ্রন্থাগারের মধ্যে ১৬টি সাধারণ গ্রন্থাগার, ১১টি শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার এবং ৫টি বিশেষ গ্রন্থাগার। এরা হোল :

সাধারণ গ্রন্থাগার	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার	বিশেষ গ্রন্থাগার
বার্নেট	ব্রাডফোর্ড	হারওয়েলের অ্যাটমিক এনার্জিরিসার্চ এস্ট্যাবলিসমেন্ট (AERE, Harwell),
বোর্ণমাউথ	ক্রনেল	অল্ডারমাস্টনের অ্যাটমিক ওয়েপনস রিসার্চ এস্ট্যাবলিসমেন্ট (AWRE, Aldermaston)
ব্রাইটন	ইস্ট আংলিয়া	কাউলনেসের অ্যাটমিক ওয়েপনস রিসার্চ এস্ট্যাবলিসমেন্ট (AWRE, Foulness)
ব্রোম্‌লে	লিডস বিশ্ববিদ্যালয়	ইন্টারন্যাশানাল বিজনেস মেশিনসের যুক্তরাজ্যের পরীক্ষণাগার (IBM, UK Laboratories)
ক্যামডেন	লিমেরিকের উচ্চশিক্ষার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান	রাণকর্ণের ইম্পিরিয়াল ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ICI, Runcorn)
ডোরসেট	লাফবারো	
গ্রিমসবি	নিউক্যাসল আপ অন টাইনে	
হুডরসফিল্ড	সাউথাম্পটন	
কিংসটন আপ অন হাল	সারে	
লাটন	সাসেক্স	
মেরটন	ওয়েসেক্স ভেষজ গ্রন্থাগার	
অক্সফোর্ড		
রিডিং		
সাটন		
ওয়েস্ট সাসেক্স		
ওয়ারথিং		

সবচেয়ে বেশী প্রচলিত কম্পিউটার হচ্ছে ICL 1900 এবং তার পরেই IBM 360 অথবা 370। মাত্র দুটো প্রতিষ্ঠানেরই অন লাইনের (on-line) সুবিধা আছে। এ বিষয়ে সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগ লক্ষণীয়। ওয়েস্ট সাসেক্সের কাউন্টি লাইব্রেরি হচ্ছে এমন একমাত্র গ্রন্থাগার যেখানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বইয়ের অর্ডার দেওয়া, বই সংগ্রহ করা, বইয়ের সূচীকরণ ও বই লেনদেন ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন অটোমেশন ব্যবহার করা হচ্ছে। একটি সংকর অটোমেশন লেনদেন প্রথা চালু হয়েছে লাঙ্কেসটারের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে। এখানে মুখ্য কম্পিউটারের অফ লাইনের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে এবং অল্প সময়ের জন্য বই দেওয়ার ক্ষেত্রে একান্ত ভাবেই ছোট কম্পিউটারের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। শুধু কম্পিউটারের খরচ পোষানোর জন্য বার্মিংহাম গ্রন্থাগার সমবায় যন্ত্রীকরণ প্রকল্প গ্রন্থাগার ও হিসাব-নিকাশ ক্ষণে সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এতে ইউনিয়ন ক্যাটালগ তৈরী করা, ডাটার সাহায্যে অস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বার্মিংহাম সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সূচী প্রনয়ণ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রয়েছে।

১০ বই লেনদেনের কাজে দ্রুততা সংবাদ সরবরাহের কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হওয়ায় ব্যহত হচ্ছে না। খরচের বহর অনেক বটে, কিন্তু খোঁজার দুরূহতার স্তর ক্রমবর্দ্ধমান। অতএব আমরা সঙ্গতভাবে ধারণা করতে পারি যে, মনুষ্যসহায়তায় প্রস্তুত ডাটার চেয়ে মেশিনের ডাটা অনেক উন্নত এবং খুব অল্প সময়ে সুসংবদ্ধ সংবাদ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে মেশিন উৎকৃষ্ট। এ ক্ষেত্রে খরচের দিকটি একটা সমালোচনার বিষয় হলেও নতুন কারিগরি বিদ্যার প্রথম পদক্ষেপে অর্থ ব্যয়কে বড় করে দেখা যায় না।

১১ এই বৈপ্লবিক দশকের জাতীয় গ্রন্থাগারিকর্তা পর্যালোচনা মাত্র আধ ঘণ্টায় পঠিতব্য প্রবন্ধের সাহায্যে

বর্ণনা করা যথেষ্ট সীমাবদ্ধতাক্লিষ্ট। তাই অনেক জরুরী বিষয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি এই দশকের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার কথা আমি কিছুই বলিনি। গ্রন্থাগার পরিষদের ক্রম-ক্ষীয়মান কর্মধারা, বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও সংবাদ সংস্থার ক্রমস্ফীতি, সাধারণ গ্রন্থাগারের অধিকার, শিল্প সংক্রান্ত গ্রন্থাগারের এবং সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্রের গুরুত্বের ক্রম-বৃদ্ধি, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় নীতির প্রভাব, প্রচুর গ্রন্থাগারিক সৃষ্টি করে বাজার ছেয়ে দেওয়াজনিত উদ্বেগ এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে আমি কিছুই উল্লেখ করিনি। যাই হোক, আপনাদের মনে কোন ছাপ যদি এতেই ফেলতে পেরে থাকি, তাহলেই আমার উদ্দেশ্য সফল। ব্রিটেনের অনেক সময় একটা বেদনাদায়ক তথা দীর্ঘ আকাঙ্খিত গ্রন্থাগার বিষয়ের পুনর্মূল্যায়ণ দেখা যায়। এবং এতে একটা ব্যাপক উত্তেজনা এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখতে যে পাওয়া যায় তা অনস্বীকার্য।



* সুশীলচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙালী

প্রমীলচন্দ্র বসু

বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

(৭)

চতুর্থ দশক

(১৯৩১-৪০)

(ক)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

পূর্ববর্তী দশকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে ইহা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। দশকের শেষ দিকে সেই উৎসাহের প্রবাহ মন্দীভূত হ'লেও তার অস্তিত্ব পরবর্তী দশকের প্রথম দিকেও কিছুটা বিস্তৃত ছিল। সেই মন্দীভূত প্রবাহকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে (১৮ই নভেম্বর) বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের উদ্যোগে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে নিউটন মোহন দত্তের সভাপতিত্বে তৃতীয় নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য, সুশীল কুমার ঘোষ, এইচ, সি, দত্ত, ডক্টর গুরুদাস রায় প্রভৃতি ভাষণ দেন অথবা প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ব্যতীত অনেক শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

পরিষদের সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এই সময়ে বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক সভার Legislative Council এর) সদস্য ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা দেশের জন্য এক গ্রন্থাগার বিল উত্থাপনের জন্য রায় মহাশয় এই সময়ে উদ্যোগী হ'য়েছিলেন। তৃতীয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে সরকারকে অনুরোধ জানান হয় যে ঐ বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হলে বিলটি বিধিবদ্ধ করার বিষয় যেন অনুকূল ভাবে বিবেচনা করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবাবলীর মধ্যে কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জ্ঞাপক প্রস্তাবও ছিল। কলকাতার পৌরসভার কর্তৃত্বাধীনে ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথাও সম্মেলনে উত্থাপিত হয়।

সম্মেলন উপলক্ষে একটি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর জন্য সম্মেলনের সভাপতি নিউটন মোহন দত্ত বরোদা থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ এবং দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় নানাবিধ বস্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে নিউটন মোহন দত্তের কলকাতায় উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ ক'রে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী, শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট, বেঙ্গল লিটারারি সোসাইটি, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, লিলুয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট, বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে ঐ সকল স্থানে শ্রীদত্তের বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে এবং উৎসাহ সৃষ্টির ব্যাপারে বক্তৃতাগুলি বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আহ্বানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীদত্ত বরোদায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে যে ভাষণ দেন সেই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহাসান সারওয়ার্দি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সুযোগে শ্রীদত্ত গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষা দানের আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে তাগিদ দেন। বাংলাদেশে তৃতীয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সময় থেকেই গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী উপস্থাপিত হয়।

এই সময়ে গ্রন্থাগার সম্মেলন, প্রদর্শনী এবং কলকাতা ও নিকটবর্তীস্থানে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে সভাদির আয়োজনের ফলে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন পুনরায় প্রেরণা লাভ করে। অনেক জেলার শহরে এবং মফঃস্বলে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সভা, বক্তৃতা প্রদর্শনীর আয়োজন হতে থাকে। ১৯৩১ সালের ৫ই ডিসেম্বর ফরিদপুর শহরে অম্বিকাচরণ স্মৃতি সাধারণ পাঠাগারের বার্ষিক সভায় বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের সম্পাদক সুশীলকুমার ঘোষ 'গ্রন্থাগার আন্দোলন ও প্রাচীন গ্রন্থাগার' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ঐ গ্রন্থাগারে পরদিন (৬ই ডিসেম্বর) ফরিদপুর জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার উপায় নির্ধারণ, প্রদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদের পুনর্গঠন, ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করার জন্য গ্রন্থাগার বিলের এক খসড়া প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সালের ১০ ই ডিসেম্বর তারিখে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লা সাহেবের বাস ভবনে এক ঘরোয়া সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাসচিব এইচ, আর, উল্কিন্‌সন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির ভ্যান জোহান ম্যানেন, শিক্ষামন্ত্রী ও স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রীসহ তিনজন প্রাদেশিক মন্ত্রী, নিউটন মোহন দত্ত, রাজা মণিলাল সিংহ রায় প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র বিষয়ের এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আসাদুল্লা সাহেবকে আহ্বায়ক নিযুক্ত ক'রে সম্মেলনে এক কমিটি গঠিত হয়।

স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার

এই সময়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড লোকাল বোর্ড এবং ইউনিয়ন

বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিজ তহবিল থেকে গ্রন্থাগারের সাহায্যে অর্থব্যয় করার আইন-সিদ্ধ ক্ষমতা না থাকায় কোন প্রতিষ্ঠান নিজ এলাকার কোন গ্রন্থাগারকে অর্থ সাহায্য করতে অগ্রসর হলে সরকারী অডিট রিপোর্টে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হত। এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সচেষ্ট হন। তাঁর প্রয়াসের ফলে ১৯৩২ সালে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধিত হয় এবং এই অসুবিধা দূর হয়।

গ্রন্থাগার বিল

দশকের প্রথম ভাগে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করার জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথনের সহযোগিতায় কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় একটি গ্রন্থাগার বিল প্রণয়ন করেন। ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি উত্থাপনের জন্য তিনি উদ্যোগীও হন। ভারতের কোন আইন সভায় গ্রন্থাগার বিল উত্থাপনের ইহাই সর্ব-প্রথম প্রয়াস। বিলে করধার্যের প্রস্তাব থাকায় ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপনের পূর্বে সভার সদস্যদের সাথে বে-সরকারী ভাবে খসড়া বিলটি আলোচনা কালে সরকারী ও বে-সরকারী উভয় মহল থেকে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হয়। এ বিষয়ে ক্ষান্ত না হয়ে তিনি পুনরায় এ বিষয়ে উদ্যোগী হলে বিল উত্থাপনে সরকারী সম্মতির অভাবে উহা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা সম্ভব হয় নি। সারা ভারতের মধ্যে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার এই সর্বপ্রথম প্রয়াস এইভাবে তখন-কার মত ব্যর্থ বা ব্যাহত হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কুমার মুণীন্দ্র দেবের সক্রিয়তা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের স্বায়ত্তশাসন মূলক আইনের সংশোধন দ্বারা গ্রন্থাগারের উন্নতির প্রয়াস এবং গ্রন্থাগার বিল উত্থাপনের প্রয়াসের কথা উল্লেখিত হ'য়েছে। মুণীন্দ্র দেব ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ছ'বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি সর্বদা গ্রন্থাগার, গ্রন্থা-গারিক এবং আনুষঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে সভায় সর্বদা প্রশ্ন উত্থাপন, প্রস্তাব পেশ এবং নানা ভাবে আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করে সভার ভিতরে এবং সারা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতির সহায়ক কাজ অবিরাম ভাবে করে গেছেন। গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি সরকারী নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি সর্বদা নানা ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। গ্রন্থাগারের উন্নয়ন, সুব্যবস্থা এবং অগ্রগতির কার্যে সরকারকে লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে সভায় তিনি নানা প্রস্তাব ও নানা দাবী উত্থাপন ক'রতেন। গ্রন্থাগারিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সরকারী নিয়ম-কানুনের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রাখা, শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্য-তালিকায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা, হাসপাতালে রোগীদের জন্য সরকারি ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের আয়োজন রাখা, বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুসন্ধানান্তর গ্রন্থাগারের উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এক কমিটি নিয়োগ ইত্যাদি নানা ধরণের কাজের জন্যে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব উত্থাপন এবং চাপ সৃষ্টির প্রয়াস করে গেছেন। সরকারী উদাসীনতার ফলে তাঁর এই সকল প্রয়াস তখনকার মত সব সময়ে সফল না হলেও সভার অভ্যন্তরে সকলের ও বাইরে জনসাধারণের দৃষ্টি যে এই সকল উপেক্ষিত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই দশকের গোড়ার দিক থেকে 'পাঠাগার' নামে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের উদ্যোগে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের আকাঙ্খাও তিনি পোষণ ক'রতেন।

ছোটদের গ্রন্থাগার

জেলার সমস্ত গ্রন্থাগার ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে এক গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করবেন হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগার

সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থাগারের জন্যে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ এবং গ্রন্থাগারের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য চালান। গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের অব্যবহিত পরে কিছু দিনের মধ্যে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীরামপুরে হুগলী জেলার ষষ্ঠ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে জেলার প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারে ছোটদের একটি বিভাগ রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ইহার অল্পদিন পূর্বে ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের উদ্যোগে রায় মহাশয়ের পৈত্রিক বাসস্থান বাশবেড়িয়া শহরে স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থাগারে ছোটদের জন্যে একটা বিভাগ খোলা হয়েছিল। তারও বহু পূর্বে ১৯১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার টাকী মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত সৈদপুর গ্রামের পল্লী মিলন সমিতির প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগারে সম্পূর্ণভাবে ছোটদের জন্য একটি সুন্দর ও মূল্যবান ছোটদের গ্রন্থাগার বিভাগ স্থাপিত হয়েছিল। লেখককে তাঁর বাল্যাবস্থায় ঐ গ্রন্থাগারটি পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। কার্যতঃ আলোচ্য দশকের প্রথম ভাগ থেকে ছোটদের জন্য গ্রন্থাগার অথবা গ্রন্থাগার বিভাগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে আলোচিত হতে থাকে এবং এ বিষয়ে ধীরে ধীরে কিছু ব্যবস্থাও হ'তে থাকে।

ক'লকাতায় সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ও ভারতীয় গ্রন্থগার পরিষদের (Indian Library Association) সৃষ্টি

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে নিখিল এশিয়া শিক্ষা সম্মেলনের গ্রন্থাগার শাখার অধিবেশনে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সংস্থাটিকে নূতনভাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে সর্বভারতীয় শিক্ষাসম্মেলনের শাখা হিসাবে এক সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু লাহোরে সে সময়ে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সেখানে শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনের উদ্যোগ পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং পরিকল্পিত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশনও সেখানে আর হ'তে পারে নি। অতঃপর শিক্ষা সম্মেলনের সাথে সম্পর্ক রহিত হয়ে ১৯৩৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক'লকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান কে, এস, আসাদুল্লা, বরোদার নিউটন মোহন দত্ত, মাদ্রাজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এস, আর, রঙ্গনাথন, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক লালা লাভুরাম প্রভৃতি এবং বাংলাদেশ (প্রদেশ), মাদ্রাজ প্রদেশ পাঞ্জাব প্রদেশ ও বরোদার গ্রন্থাগার পরিষদগুলি এই সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন।

আন্নামালায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডক্টর এম, ও, টমাস এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার জে, এল, উইলসন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাঃ উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী। তা' ছাড়া এইচ, ষ্টার্ক, দে, ভ্যান ম্যানেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, এফ, এম, আবদুল আলি সহকারী সভাপতি, কে, এম, আসাদুল্লা সম্পাদক এবং কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। সম্মেলনে স্থানীয় বহু শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন :— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, লর্ড সিংহ, শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীমতী এন, সি, সেন, রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এইচ, আর, উইল্কিন্সন, শ্রীমতী রাজকুমারী দাস, ডক্টর এইচ, এল, হোরা, ডক্টর বেণী প্রসাদ প্রভৃতি। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রায় ২০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তার মধ্যে একটি প্রস্তাবে 'ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (Indian Libary Association) গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের অস্থায়ী পদাধিকারী কর্মকর্তা ও পরামর্শ সভা সদস্য (Provistional Office

bearers and council members) নির্বাচিত হন সভাপতি ডক্টর এ, সি, উলনার ; সহকারী সভাপতি ডক্টর এস, ও, টমাস ও কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ; সম্পাদক কে, এম, আসাদুল্লা ; কোষাধ্যক্ষ এ, এফ, এম, আবদুল আলি ; সদস্য এস, আর, রঙ্গনাথন এ, এম, আর মণ্টেভি; ডি, টি, রাও, লালা লাভুরাম, এবং তিনকড়ি দত্ত।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বাঙালী ও বাংলাদেশ

দেখা যাচ্ছে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম অস্থায়ী পদাধিকারী কর্মকর্তা এবং পরামর্শ সভার সদস্যদের মোট সংখ্যা দশ জনের মধ্যে অন্ততঃ চার জন ছিলেন বাঙালী অথবা তৎকালে বাংলার বাসিন্দা। অর্থাৎ কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, এ, এম, এফ, আবদুল আলি এবং তিনকড়ি দত্ত ছিলেন বাঙালী এবং কে, এম, আসাদুল্লা ছিলেন কলকাতা প্রবাসী অবাঙালী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইতিপূর্বে ১৯১৮ সালে যে সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদ (All India Public Libary Association) গঠিত হয়েছিল সেই পরিষদ এবং ১৯৩৩ সালে গঠিত ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (Indian Libary Association) এক পরিষদ নহে উভয়ে স্বতন্ত্র সংস্থা বা পরিষদ। উহাদের উভয়ের নামের পার্থক্যও লক্ষণীয়।

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা শহরে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উৎপত্তি কাল থেকে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত দীর্ঘ পনের বৎসরেরও অধিক কাল পরিষদের প্রধান কার্যালয়ের অবস্থিতি ছিল বাংলাদেশের কলকাতা শহরে। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে নাগপুরে ৮ম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশনের পরে পরিষদের কার্যালয় ক'লকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত দশম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশনের পর অর্থাৎ প্রায় চার বৎসর পরে পরিষদের প্রধান কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং এখানে একটানা এগার বৎসর অবস্থানের পর ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে পাটনায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনের পর কার্যালয়টি কলকাতা থেকে পুনরায় দিল্লীতে চলে যায়। কাজেই ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একাদিক্রমে না হলেও প্রায় ছাব্বিশ বছর কাল ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয় কলকাতায় ছিল। এবং পরিষদের কার্যকলাপ প্রধানতঃ ক'লকাতা থেকেই পরিচালিত হত। ভারতের রাজধানী দিল্লীর কথা ছেড়ে দিলে ক'লকাতা ব্যতীত ভারতের অন্য কোন শহর বা স্থান ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হিসাবে গণ্য হবার গৌরব অর্জন করতে পারেনি।

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৭০ সালে এই বক্তৃতার সময়ের পূর্ব পর্যন্ত এই পরিষদের ১৭টি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ১৯৩৩ সালের প্রথম সম্মেলন ১৯৫৬ সালের একাদশ সম্মেলন, ১৯৬০ সালের দ্বাদশ সম্মেলন এবং ১৯৬২ সালের ত্রয়োদশ সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের অন্য কোন রাজ্য এতগুলি সম্মেলনের আয়োজন ও অনুষ্ঠানের গৌরবের অধিকারী হ'তে পারেনি।

১৯৫৩ সালের হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত দশম গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন দিল্লী বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শচী দুলাল দাসগুপ্ত এবং ১৯৬০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়। সপ্তম দশকের প্রথমে প্রায় চার বৎসর কাল ডক্টর রায় পরিষদের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৩ সাল (পরিষদের প্রতিষ্ঠা কাল) থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত একটানা চোদ্দ বছর যাবৎ পরিষদের সম্পাদক ছিলেন কলকাতা প্রবাসী কে, এম, আসাদুল্লা। তৎপরে বিভিন্ন সময়ে তিনজন বাঙালী যথাক্রমে গোবিন্দ ভূষণ ঘোষ, বর্তমান প্রবন্ধকার, এবং বিমলেন্দু মজুমদার পরিষদের সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাজেই সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন সংক্রান্ত কাজ কর্মে বাঙলাদেশ ও বাঙালীর সক্রিয় সহযোগিতার কখনও অভাব হয় নি একথা নিশ্চয় বলা চলে পক্ষান্তরে কলকাতায়

এই পরিষদের একাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবং এখান থেকে পরিষদের অনেক কাজকর্ম পরিচালিত হওয়ায় বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন যে প্রভাবিত হয়েছে একথাও নিঃসন্দেহে বলা বলা যায়।

বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের পুনর্গঠন

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর কলকাতায় সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয় একথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে। এই সম্মেলনের সময়ে কলকাতায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে যে উৎসাহের সৃষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তি এবং গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। এই সভায় 'বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদকে' (প্রাক্তন All Bengal Library Association) পুনর্গঠিত ক'রে 'বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন' (Bengal Library Association) নাম দেওয়া হয়। পুনর্গঠিত পরিষদের নিয়মতন্ত্র ইংরেজী ভাষায় রচিত হয়েছিল। পরিষদের নামকরণও (Bengal Library Association) তখন ইংরেজী ভাষাতেই হ'য়েছিল। শীঘ্রই 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' এই বাংলা নামটির ব্যবহারও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে এবং অনতিকাল মধ্যে বাংলা নামটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও ব্যবহৃত হ'তে থাকে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতেঅ নুষ্ঠিত সভায় পরিষদের সভ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, পরিষদের পুনর্গঠন সংক্রান্ত আবশ্যকীয় কার্যাদি করার ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে. এবং পরিষদকে দৃঢ়ভিত্তিক অবস্থায় দাঁড় করাবার জন্যে বিভিন্ন পদাধিকারী কর্মকর্তা সহ তেত্রিশজন সদস্যের এক অস্থায়ী বা সাময়িক সংসদ (Provisional Committee) গঠিত হয়। কুমার মুণীন্দ্র দেব রায়মহাশয় এই সংসদের সভাপতি এবং তিনকড়ি দত্ত, শচীন্দ্রনাথ রুদ্র ও এ, এফ, এম ওয়াহেব (A F M. Waheb) এই তিন জন যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ ছাড়া সাতজন সহকারী সভাপতি, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং আরও একুশ জন সদস্যকে এই সাময়িক সংসদ বা Provisional Committee র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই তেত্রিশ জন সদস্যের নামের পূর্ণ তালিকা তৎকালে দক্ষিণ ভারতের বেজওয়াদা শহর থেকে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি জার্ণালে'র (Indian Library Journol) ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় পাওয়া যায়। ক্রমে আদি সংসদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় উনপঞ্চাশে দাঁড়ায়। ১৯৩৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর (পরিষদের পুনর্গঠন সভার তারিখ) থেকে ১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 'বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েসনে'র কৃত কার্যের প্রথম মুদ্রিত বিবরণী দ্বিতীয় পরিশিষ্টে সংসদের সকলের নাম মুদ্রিত হয়। তবে 'ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি জার্ণালে' যে তেত্রিশটি আদি নাম প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্য থেকে দু'টি নাম (এইচ, জি, ফ্রাঙ্কস এবং বর্তমান লেখকের নাম) পরিষদের রিপোর্টে ভুল ক্রমে বাদ প'ড়ে যাওয়ায় সেখানে ৪৯ জন সদস্যের নামের পরিবর্তে ৪৭ জনের নাম মুদ্রিত হয়েছিল। এই ভুলের জন্য ভবিষ্যতে পরিষদের ইতিহাস আলোচনাকারীদের মধ্যে যাতে সদস্য সংখ্যা সম্বন্ধে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সেজন্যে এখানে বিষয়টির উল্লেখ করা হল। বস্তুত সংখ্যাটি উনপঞ্চাশ হওয়ায় পরিষদের সদস্যেরা তৎকালে সংখ্যাটির উল্লেখে নিজেদের মধ্যে পরিহাস করতেন।

২৫শে অক্টোবর (১৯৩৩) তারিখে অস্থায়ী সংসদের এক অধিবেশনে খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লা সাহেবকে আহ্বায়ক নিযুক্ত ক'রে সাতজন সদস্যের এক উপ-সমিতি (Sub-Committee) গঠিত হয়। ১৮৬০ সালের একাদশ আইন অনুসারে পরিষদকে রেজিষ্ট্রি করার উদ্দেশ্যে পরিষদের গঠনতন্ত্রের যে পরিবর্তন আবশ্যক সেই পরিবর্তন সহ গঠনতন্ত্রটিকে পুনরায় প্রণয়নের দায়িত্ব এই উপসমিতিকে দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিষদের এই পুনঃ প্রণীত গঠনতন্ত্র ও উপবিধি (Bye-laws) উপস্থাপিত ও গৃহীত হয় এবং পরিষদকে শীঘ্র রেজিষ্ট্রি করা হবে এই প্রস্তাবও এই সভায় করা হয়। এইভাবে ১৯শে আগষ্ট তারিখে পরিষদ পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এই চুক্তির ভিত্তিতে তারিখটিকে পরবর্তী কালে একাধিকবার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস

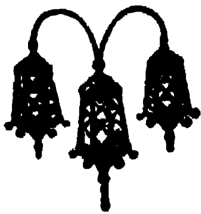
হিসাবে পালন করা হয়। অবশ্য এই চুক্তি গ্রহণের এক অপ্রকাশ্য কারণ ছিল। সে সম্পর্কে এবং আরও পরে ন্যায়-সঙ্গত কারণে অন্য একটি দিবসকে (২০শে ডিসেম্বর) পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে যথা সময়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা যাবে।

পরিষদের পুনর্গঠনের কাজ সমাপ্ত হওয়ায় পরিষদের অস্তিত্বের প্রথম পর্যায়ের কাজ এখানে শেষ হয়ে অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজকর্ম শুরু হল বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কাজেই আমরা এবার পরিষদের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ কর্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

(ক্রমশ)

ভ্রম সংশোধন

গত আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা "গ্রন্থাগারে" ৫৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ২২ পঙক্তিতে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ এর স্থলে ভুল বশত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ছাপা হয়েছে।



বার্তা বিচিত্রা

শোলোখভের 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধি লাভ

রুশ কথা সাহিত্যিক মিখাইল শোলোখভ স্বদেশের ডন নদী অধ্যুষিত অঞ্চলের দুরন্ত স্বভাবের সাধারণ মানুষের কাহিনী পরিবেশন করে বিশ্ব বিখ্যাত হয়েছেন। বাংলা সহ পৃথিবীর নানা ভাষায় তাঁর বহু গ্রন্থ অনুবাদিত হয়েছে। ইতিপূর্বে তিনি নোবেল পুরস্কারও লাভ করেছেন। এই জন্মতিথিতে সোভিয়েত সরকার তাঁকে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

রাজধানীতে দ্বিতীয় বিশ্ব গ্রন্থ মেলার উদ্যোগ

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে আগামী বৎসর ১৫-২৫ জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে দ্বিতীয় বিশ্ব গ্রন্থ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু বিশিষ্ট প্রকাশন সংস্থা এই মেলায় যোগদান করবেন বলে আশা করা যায়। জানুয়ারী ৭৪ থেকে সেপ্টেম্বর ৭৫ এই সময়ের মধ্যে ভারতে প্রকাশিত শিশু ও কিশোর পাঠ্য ও পেপারব্যাক বইয়ের একটি প্রদর্শনী এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ হবে। মুদ্রিত বই ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত অনুবাদ ও পুরণো বইয়ের পুণর্মুদ্রনের স্বত্ব হস্তান্তরের ব্যবস্থাও এই মেলার মাধ্যমে করা হবে। নানা-দেশের প্রকাশকগণ অভিজ্ঞতা বিনিময় করে প্রকাশন শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

রুশ দেশে ভারতীয় সাহিত্যের জনপ্রিয়তা

সম্প্রতি মস্কোর প্রগতি প্রকাশ ভবন থেকে স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্লড হিস্ট্রির তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। গত বছর অন্য একটি সংস্থা প্রকাশ করেন মহাকবি কালিদাসের রচনাবলী, আগামী বছর প্রকাশিত হবে 'ভারতীয় উপকথা সংগ্রহ' নামে একটি গল্প-সংগ্রহ এবং বিদ্যুৎ ও পদ্ম নামে একটি আধুনিক ভারতীয় কাব্য সংকলন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে রুশ

দেশে ভারতীয় লেখকগণের লেখা বিভিন্ন বই (মার্চে ৮২৮টি সংস্করণে ২,৮৪,০৮,০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে) এর মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা ২,৭৭,০৪,০০০।

ভারতীয় পত্র-পত্রিকা: বিদেশী মুদ্রা অর্জন

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টান নিউজ পেপার সোসাইটির মাসিক মুখপত্র ইণ্ডিয়ান প্রেস এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে জানা গেল ৭৩-৭৪ সালে ভারতে প্রকাশিত যে সমস্ত দৈনিক ও সাময়িক পত্রাদি বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছে তার ফলে প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা বিদেশী মুদ্রা সংগৃহীত হয়েছে। সোসাইটি মনে করেন যে, ভারতের পত্রপত্রিকা প্রকাশকগণ একটু সচেষ্ট হলে বিদেশে তাঁদের পত্র-পত্রিকা রপ্তানী করে খুব সহজেই অন্তত এক কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করা যায়। যে সমস্ত দেশে ভারতীয় পত্র-পত্রিকা রপ্তানী করা হয় তা হল, বৃটেন, কেনিয়া, দুবাই, কুয়ায়েত মালয়েশিয়া বাংলাদেশ নেপাল ও ইন্দোনেশিয়া।

গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিভিত্তিক পদনামে প্রবর্তন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মীদের বৃত্তিভিত্তিক পদনাম প্রবর্তনের দাবী জানিয়ে আসছে। কিছুদিন পূর্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রচেষ্টায় কর্মরত সিনিয়র লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট ও জুনিয়র লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট পদের পরিবর্তে এ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরীয়ান গ্রেড ১ ও এ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরীয়ান—গ্রেড ২ এই পদনাম প্রবর্তন করা হয়েছে। সম্ভবত, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্তরে বৃত্তি ভিত্তিক পদনামের সূচনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ই পথিকৃৎ। পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টেও বৃত্তিভিত্তিক পদনাম প্রবর্তিত হয়েছে।

বিয়োগ-পঞ্জী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক ১, বিশ্বজিৎ বসু গত ২০শে জুলাই রাত্রি ১টায় পরলোকগমন করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি কলিকাতা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি পড়াশুনা করবার জন্য লণ্ডনে যান। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য অল্প দিন পরেই ফিরে আসেন। মিষ্ট ভাষী ও বিনয়ের জন্য প্রতিটি কর্মচারীর সহিত তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল।

বনফুল সম্মানিত

সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ কথাশিল্পী বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) সাধারণতন্ত্রের রজত-জয়ন্তী বর্ষে পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেছেন। তাঁর এই স্বীকৃতিতে আমরা গৌরব বোধ করি এবং সেই সঙ্গে তাঁর নীরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করি।

অভিনব হিন্দী অভিধানের পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে চারজন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এরা হলেন সর্বশ্রী গঙ্গাশরণ শর্মা, সুধাকর পাণ্ডে, আর, পি, নায়ক কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দী উপদেষ্টা এবং গোপাল শর্মা কেন্দ্রীয় হিন্দী ডাইরেকটরেট-এর অধিকর্তা। কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দী কমিটির সুপারিশক্রমে এই নতুন কমিটিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির কাজ হবে যথাশীঘ্র সম্ভব একখানি অভিনব হিন্দী অভিধান সংকলন-এর পরিকল্পনা করা যাতে প্রতিটি হিন্দী শব্দের সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিটি ভারতীয় ভাষার প্রতিশব্দ পাওয়া যাবে। এই সংকলন প্রকাশনার সম্পূর্ণ ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন।

শিশু সাহিত্যের জন্য জাতীয় পুরস্কার

শিশু সাহিত্যের জন্য উনবিংশ জাতীয় পুরস্কার সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। অসমীয়া—বি. কে. মেধা (এমন দেশ অনেখ মানুহ), গুজরাটি—কে. দেশাই মট নে হাততালি), হিন্দী—এ. বইগার (ভারত মেরা দেশ), বাংলা—আর. এস. রায় (মুকুটমালা লেনিন), হিন্দী—কে বান্ধু (মহারাজা রঞ্জিত সিং), মালয়ালাম—জি করণওয়ার (নমুরকু এট্টুমল্ল), মারাঠী—এস শিরোলেকর (চম্বলের মূলে), সিন্ধী—এ. বেদী (ঝিরমির), তামিল—এস. সৌন্দারাজন (নাল্লা স্কৈগাল), তেলেগু—এ. ভি এস. রামারাও (আকশাণী চূড়ম)।

পরিষদ কথা

"গ্রন্থাগার পত্রিকার" বিশেষ সংখ্যা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 'স্বুবর্ণ জয়ন্তী' উৎসব এবং 'গ্রন্থাগার পত্রিকার' 'রজত জয়ন্তী' বর্ষ উদযাপন কমিটির একটি সভা গত ২৯-৮-৭৫ তারিখে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের স্বুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনের অংগ হিসাবে পরিষদের বাংলা মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে 'রজত জয়ন্তী' সংখ্যা রূপেও চিহ্নিত হবে। এই উপলক্ষে উক্ত সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের 'একশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থাগার' সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংকলিত হবে। স্বুতরাং একশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থাগারের পরিচালকগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন। এই বিশেষ সংখ্যার মূল্য ধার্য হয়েছে ৫·০০ টাকা, তবে পরিষদের সদস্যরা পাবেন মাত্র ২·০০ টাকায়।

পরিষদের সদস্য বৃদ্ধি ও স্বুবর্ণ-জয়ন্তী তহবিলে অর্থ সংগ্রহ : জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের উদ্যোগ।

গত ২৩শে জুলাই জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরিষদ সম্পাদকের আলোচনাক্রমে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্য থেকে পরিষদের সদস্য সংগ্রহের অভিযান শুরু হয়েছে। উক্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা যথাসাধ্য স্বুবর্ণ-জয়ন্তী তহবিলে অর্থ সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করেছেন। কর্মীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, স্বুবর্ণ-জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ও নিবন্ধ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তাঁরা সাহায্য করবেন।

পরিষদের মেদিনীপুর জেলা 'এ্যাড্‌হক' শাখা কমিটি

গত ১৭ই আগস্ট (১৯৭৫) ঝাড়গ্রামের আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগারে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের জন্য পরিষদের নিম্ন-রূপ 'এ্যাড্‌হক' শাখা কমিটি গঠিত হয়েছে।

সভাপতি—শ্রীঅর্দ্ধেন্দু কুমার দাস, ঝাড়গ্রাম, যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীদিলীপ কুমার চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক, সেবায়তন, শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, সেবায়তন। শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন, গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর।

সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী রতন গোপাল গোস্বামী (আলপনী মহকুমা গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রাম), বিশ্বনাথ সিন্‌হা (আলপনী মহকুমা গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রাম), হিমাংশু চ্যাটার্জী (সিলদা তরুণ সংঘ পাঠাগার), কমল চন্দ্র মণ্ডল (সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়, কাপগাড়ী।

নবগঠিত 'এ্যাড্‌হক' কমিটি পরিষদের সদস্য সংগ্রহ স্বুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবানুষ্ঠান এবং আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন করবে বলে স্থির করেন। পরিষদের সহ-কর্মসচিব শ্রীশশাঙ্ক বাগচীর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

পরিষদের বাঁকুড়া জেলা শাখা কমিটি পুনর্গঠনের প্রয়াস

গত ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫) রাতে বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ক্ষৌণিশ বিশ্বাসের সঙ্গে পরিষদের সহ-কর্মসচিব শশাঙ্ক বাগচী পরিষদের বাঁকুড়া জেলা শাখা পুনর্গঠন বিষয়ে আলোচনা করেন।

তিনি স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে কর্মরত সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্প্রসারণের প্রয়োজনীতা বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীবিশ্বাস আগামী অক্টোবর মাসে জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ডেকে পরিষদের বাঁকুড়া জেলা শাখা পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করবেন বলে জানান।



ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar : Aug.-Sept. 1975 Vol. 25, No. 5.

Want of Books in Print for Bengali Books : How to solve by, **Prabir Roychowdhury** Page 91

In this article Sri Roychowdhury discussed about the necessity of Books in Print and role of Librarian, customers of books and publishers in this respect. Role of the Government, present position of Prees & Books Ragistration Act 1867, INB with its Bengali Section, Book List of Publishers and Book sellers Association of Bengal, Book Advertisement, Review of Books, Book review digest, Select list of Bengali books, and Bani Bose's Children Bengali Literature : Bibliography, published by Bengal Library Association in 1962, were discussed. Mentioning the experience in the field of Books in Print in Great Britain, USA, Bangladesh, he suggested some solutions as to the publication of Books in Print for Bengali books. He stressed that Publishers & Book Sellers Association of Bengal may take appropriate lead in this respect introducing some entry fee. Help of the Association Bengal Library & Library professional people might be much effective.

Development in British Librarianship over the last decade, **by D. Gunton** page 106.

This article is a translated version of a lecture of the author at a funtion held in connection with 25th anniversary of British Council Library at Calcutta this year. Author mentioned about three prominent lines of development : Government Involvement, UGC (Parry Report 1967) & Professional Education. He also mentioned about the Research in different fields of seience, the influence of which brought automation in Library effectively and significantly.

Twentienth Century Library movement in Bengal and role of Bengalees (1931-40), **by Promil Chandra Boes,** Page 111.

The author described 3rd Bengal Library Conference held in 1931 in which Late Newtonmohan Dutt presided. In this period Kumar Munindra Deb Roy Mahasay took initiative for enactment of Library Law in Bengal. His descriptions covered local self Govt. and Library, Library bill, Children Library, All India Library Conference & Indian Library Association and the renaming of All Bengal Library Association to Bengal Library Association.

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No RN/2674/57

Volume 25 : No. : 5 | **[Silver Jubilee Year]** | **August-September '75**

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Ramkrishna Saha / Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-14.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৫ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা [রজত জয়ন্তী বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৮২

সূচী

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই টি স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।

(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—**সত্যব্রত সেন**

সহযোগী সম্পাদক—**মিনতি চক্রবর্তী**

॥ রজত জয়ন্তী বর্ষ ॥

বর্ষ ২৫, সংখ্যা ৬ **আশ্বিন, ১৩৮২**

সূচী

প্রতি সংখ্যা-১ ৫০ ॥ বার্ষিক মূল্য ১৫ ০০ স্টলেও খোঁজ করুন।

সম্পাদকীয়

"গ্রন্থাগার" পত্রিকা ও তার পাঠক মহলের প্রত্যাশা

যে কোন পত্রিকা পাঠকের একটি পত্রিকা ঘরে রাখার মূলে কিছু স্পষ্ট প্রত্যাশা থাকে। পত্রিকা পরিচালক গোষ্ঠীর সে বিষয়ে অবহিত না হলে পত্রিকার অকাল মৃত্যু ঘটে এটাই স্বাভাবিক পত্রিকা জগতের ধর্ম, অবশ্য এতদ্ভিন্ন কিছু কারণও পত্রিকা অবলুপ্তির জন্য দায়ী সন্দেহ নেই।

"গ্রন্থাগার" পত্রিকাটি বিগত ২৫ বৎসর ধরে যে টিকে আছে, তাতে পাঠকের প্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে পরিপূরিত না হলেও অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছে এ কথা বোধহয় বলা যায়।

তবুও আজ একবার এই প্রত্যাশার একটি বাস্তব চিত্র আঁকবার চেষ্টা করা যাক।

গ্রন্থাগার পত্রিকার পাঠকমণ্ডলীকে প্রধানত নিম্নরূপ ভাবে বিভক্ত করা যায় :

- প্রথম পাঠকগোষ্ঠী : গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ও গ্রন্থাগারের কর্মী।
- দ্বিতীয় পাঠকগোষ্ঠী : গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরিক ও গ্রন্থাগার পরিচালক মণ্ডলী।
- তৃতীয় পাঠকগোষ্ঠী : গ্রন্থাগার রূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পাঠক-সদস্য।
- চতুর্থ পাঠকগোষ্ঠী : পুস্তক ব্যবসায়ী মহল।
- পঞ্চম পাঠকগোষ্ঠী : কিছু কিছু শিক্ষিত বিদগ্ধজন, গবেষক।

অর্থাৎ "গ্রন্থাগার" পত্রিকা সর্বসাধারণের জন্য এটা দাবী করা যায় না—ইহার পাঠকগোষ্ঠী সীমাবদ্ধ।

এখন দেখতে হবে, উক্ত বিভিন্ন পাঠকগোষ্ঠী "গ্রন্থাগার" পত্রিকা কি প্রত্যাশা নিয়ে পড়তে চায়।

প্রথম পাঠকগোষ্ঠী অর্থাৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ও গ্রন্থাগার কর্মীরা চান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নানাদিক নিয়ে প্রবন্ধ যা তাঁদের পরীক্ষা পাশে ও দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনে সহায়তা করবে এবং তাঁদের আধুনিক গ্রন্থাগার কার্য বিষয়ে সর্বশেষ কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত করবে। তাদের চাকুরী প্রাপ্তির সুযোগ, বেতন, পদমর্যাদা ও নিরাপত্তা বিষয়ে অবহিত রাখবে। দ্বিতীয় পাঠকগোষ্ঠী অর্থাৎ গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরিক ও গ্রন্থাগার পরিচালকমণ্ডলী চান, কোন গ্রন্থাগারে কি ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, কি কি কাজ কি ভাবে করছে, বিভিন্ন দেশে কতটা ও কি ভাবে

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উন্নত করা হচ্ছে—কোন দেশের সরকার কি ভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনায় কি সাহায্য করছে ইত্যাদির সর্বশেষ খবরা-খবর।

তৃতীয় পাঠকগোষ্ঠী গ্রন্থাগাররূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পাঠক-সদস্যরা চান, নানা পুস্তকের বিশেষ বিশেষ দিকগুলি সবল ও প্রসাদ গুনান্বিত নিবন্ধের মাধ্যমে পরিবেশিত হোক—যাতে না হাতড়িয়েও কিছু কিছু পুস্তক গ্রন্থাগার থেকে পড়ে আনন্দ লাভ করতে পারে বা অন্যভাবে উপকৃত হতে পারে। এঁদের কাছে অবশ্য প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠক-গোষ্ঠ্যানুগ রচনাদি খুব আকর্ষণীয় নয়।

চতুর্থ পাঠকগোষ্ঠী অর্থাৎ পুস্তক ব্যবসায়ী মহল চান, তাদের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ গ্রন্থাগারে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে বিক্রয় হয়, ব্যক্তিগত পাঠকরাও যেন পুস্তক কিনতে উৎসুক হন। তদুপরি চান, কি কি পুস্তক বা কি ধরণের পুস্তকের চাহিদা রয়েছে গ্রন্থাগার জগতে যাতে করে সঠিক সময়ে সঠিক পুস্তক প্রকাশে সহায়তা হয়।

পঞ্চম পাঠকগোষ্ঠী অর্থাৎ কিছু বিদগ্ধজন, গবেষক চান, গ্রন্থ সম্পর্কিত কিছু তথ্যপঞ্জী: কোন গ্রন্থাগারে কি গ্রন্থসম্পদ আছে না আছে, তার খবর ও পরিভাষা জাতীয় বিষয়বস্তু।

"গ্রন্থাগার" পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয় তাতে প্রথম দুই পাঠকগোষ্ঠীকে যতটা সহায়তা করা হয়, তা যথেষ্ট না হলেও খুব সামান্যও নয়। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠক-গোষ্ঠীর কাছে "গ্রন্থাগার" তেমন জনপ্রিয়তা দাবী করতে পারে না যদিও মাঝে মধ্যে পুস্তক সমালোচনা, গ্রন্থতালিকা, ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে—যা অনিয়মিত—তথা দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ের কাজ। পঞ্চম পাঠকগোষ্ঠীকেও সাহায্য করা হয়েছে মাঝে মাঝে বিষয় গ্রন্থপঞ্জী, লেখক-গ্রন্থপঞ্জী বা পত্রিকা-নিবন্ধপঞ্জী প্রকাশের মাধ্যমে—খুব সীমিত সংখ্যায় অবশ্য।

আজ তাই, আমাদের উদ্যোগ নিতে হচ্ছে, কি করে "গ্রন্থাগার" সকল পাঠকগোষ্ঠীকে তৃপ্ত করতে পারে। বলা বাহুল্য, উদ্যোগ বাস্তবায়ণে আর্থিক সামর্থ্য একটি অনিবার্য সর্ত। তবুও পাঠকগোষ্ঠীর কাছে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া "গ্রন্থাগার" সম্পাদক মণ্ডলী প্রত্যাশা করছে—যার পরি-প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত "গ্রন্থাগার" প্রতি মাসে যথাসাধ্য পাঠকের মত করে সাজানো যায়। পাঠকবর্গের সহযোগিতা নানাদিক থেকে সম্প্রসারিত হলেই সম্পাদক মণ্ডলীর প্রত্যাশা বাস্তবে রূপ পাবে বলে আশা করা বোধ-হয় অসঙ্গত হবে না।

ENGLISH ABSTRACT

Social Education and Libraries, **by Sourendra mohan Gongopadhyay**, p 125.

The author in this article, mentions different phases & kinds of social education with its aims & scope. It contains discussion on Library oriented educational system mentioning about under developed country's Library, Life and employment oriented Library, its role in the eradication of illiteracy etc, Recreational activities, Coordination with different social organisation etc. Want of books there, Curriculam of social education in the field of Librarianship Education also discussed. This article is a lecture delivered by the author in a Seminer on Libranship Education, and Rural Libraries as Information Centre in West Bengal held at Rahara organised by R. K. Mission Boys' Home Librarianship Training Centre in June last.

Library oriented education system, **by Ramakrishna Saha**, p 133.

Tracing an outline of present education system, Sri Saha mentions about the role of a Library in the field of production, education. He pleads as to the necessity of Library oriented education in which Student-Library relation, etc. will be partinent factors.

Book and Library, **by Hirendranarayan Mukhopadhyay**, p 137.

The author here explains what is a book what is a library, what are the functions of a Librasy. He mentions that people's education cannot be complete only through academic Institutions but also through Libraries.

Library movement in the Twentieth Century in Bengal and Bengalees, **by Pramil ch. Bose, p 141.**

It is 8th article of a series on the topics written on the basis of Sushil Ghose memorial lecture under the auspices of Bengal Library Association. Here, the author mentions who were the 1st persons to be trained in Librarianship in India & England. During the period of movement covered in this article, Shyamaprasad Mukherjee's support Dr. Niher Ranjan Roy's role etc. different Library conferences mentioned.

কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের জ্ঞাতার্থে সরকারী আদেশনামার অনুলিপি

Government of West Bengal Education Department C. S. Branch

No. 641-Edn. (CS) — 5P-38/73/75 — Dated Calcutta, the 30th June, 1975.

From : Shri D. L. Guha, Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal

Sub : Extension of the benefit of the revised scales of pay to the Librarians/Physical Instructors in Non-Govt. Colleges.

In continuation of G. O. No. 356-Edn (CS) dt. 9. 4. 69 the undersigned is directed to say that the question of extending the benefit of the revised scales of pay approved by the Government of India in 1968 to the Librarians Physical Instructors of Non-Government Colleges (including Govt. Sponsored Colleges), who were in position on 31. 3. 66, has been engaging the attention of Government for some time past.

2. After careful consideration, the Governor is now pleased to direct that eligible Librarians (including Deputy Librarians and Assistant Librarians)/Physical Instructors of the aforesaid categories appointed to approved posts created before 1. 4. 66 and were in position on 31. 3. 66. will get the benefit of the imporved scale of pay, viz., Rs. 300-25-600/- with effect from 1. 4. 66 or from the dates of their substantive appointment, whichever is later, against such posts provided that—

i) the Librarian/Physical Instructor concerned possesses the requisite qualifications prescribed for the purpose vide Annexure to G. O. No. 2128-Edn (CS), dt. 11. 12. 68 read with G. O. No. 355-Edn (CS), dt. 9.4.69 ; and

ii) the Non-Sponsored College a minimum scale of Rs. 140-10-240-15-300/- or a higher scale of pay as existed at the college at the time of introduction of the revised salary scheme.

3. The Governor is further pleased to direct that the Physical Instructors of the aforesaid categories who do not possess the minimum qualifications indicated against para. 2(i) above will get the benefit of the scale of pay of Rs. 250-15-400/- with effect from 1. 4. 66. or from the date of their substantive appointments, whichever is later, on the same condition that the Non-Sponsored College maintains a minimum scale of Rs. 110-10-160/- or a higher scale of pay as existed at the college at the time of introduction of the revised salary scheme.

4. The benefit of the revised scale of Rs. 300-600/- may also be extended to substantively appointed Librarians (including Duputy Librarians and Assistant Librarians) who were in position on 31. 3. 66 (including those appointed subsequently on substantive basis against posts which remained vacant for not more than six months as on that date) and who do not possess the prescribed educational qualifications but whose experience and quality of work in the opinion of the concerned college authorities justify their being placed in the revised salary scale.

5. Immediate steps should be taken for fixation of pay of Librarians (including Deputy Librarians and Assistant Librarians) and Physical Instructors on the basis of th principles indicated below .—

i) the pay of the Librarians and Physical Instrucrtors entitled to the scale of Rs. 300-600/- should first be notionally fixed in the Second Plan scale of Rs. 200-16-320-20-500/- without any arrear benefits with effect from the date of introduction of the said scale as recommended by the Govt. of India or from the dates of their substantive appointments, whichever is later, and thereafter in the scale of Rs. 300-600/- with effect from 1. 4. 66 in the manner as laid down in para. 2 of G O. No, 355-Edn (CS) dated 9. 4. 69.

ii) the pay of the Physical Instructors entitled to the scale of Rs. 250-15-400/- should be fixed with effect from 1. 4. 66 after adding one advance increment in the new scale for every five year period of previous experiance subject to a maximum of three advance increments in the new scale·

6. The ad-hoc benefit senctioned in terms of G.O. No. 1050-Edn (CS) dated 6. 10. 70 read with G.O. No. 1822-Edn (CS), dt. 79. 10. 74 should be adjusted against the pay of such employees after their placement in the revised scales of pay.

7. The Central grant on account of their share of 80% of the additional expenditure for introduction of the revised scales of pay for the period from 1966-71 has already been credited to the State accounts.

8. The charge in respect of the liability for the period from 1. 4. 66 to 31. 3. 71 will be dabited to the head "Non-Plan Arts Colleges for Men/Women-Grants-in-aid/Contributions-Recurring grants" and that on account of the liability for the period from 1.4.71 to 31.3 75 and the reafter will be debited to the head "State Plan (Fourth Plan and committed)—Development of Non-Government Colleges-Grants-in-aid/Contributions" both under Higher Education-Assistance to Non-Government Colleges" in the 277-Education (excluding Sports and Youth Welfare) Bubdet.

9. This order issues with the concurrenee of the Finance Depnrtment of this Government vide their U. O. Note No. Group B/1407, dt. 27. 6. 75.

10. The Accountant General, West Bengal is being informed.

Sd/- D.L-Guha
Deputy Secretury.

No. 641/4(1)-Edn (CS)

Copy forwarded, for information, to the Bubget Branch of this Department.

Calcutta,
The 30th June, 1975.

Sd/- S K. Sengupta
Assistant Secretary.

বি, দ্রঃ উক্ত সরকারী নির্দেশনামাটি শিক্ষাঅধিকার (কলেজ) এখনও বিলিব্যবস্থা করেন নি বলে জানা যায় এবং এর কারণও আমাদের জানা নেই।

সম্পাদক গ্রন্থাগার।

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের মহার্ঘ' ভাতা বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য স্পনসর্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সঙ্গে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা মাসিক ১৬ টাকা হারে ১লা এপ্রিল '৭৫ থেকে বৃদ্ধি করে আদেশনামা প্রকাশ করেছেন। তবে তার থেকে ৮ টাকা আবশ্যিক জমা রাখতে হবে।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত এক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ

সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা

মুখবন্ধ

'বয়স্ক শিক্ষা' যা এদেশে স্বাধীনতার পরে 'সমাজ শিক্ষা' নামে অভিহিত হয়েছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা কার্যক্রম নেই। দেশ কাল ও পাত্রভেদে বিষয়টি নানাভাবে ও নামে রূপায়িত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে সমাজের বিশেষ কোনো স্তর কিংবা সমস্যার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। বস্তুত বিষয়টির সম্পর্ক ও প্রয়োগের ক্ষেত্র সর্বজনীন। কোঠারি কমিশনের ভাষায়:

"The adult today has need of an understanding of the rapidly changing world and the growing complexities of society. Even those who have had the most sophisticated education must continue to learn.. the function of adult education in a democracy is to provide every adult citizen with an opportunity for education of the type which he wishes for his personal enrichment, professional advancement and effective participation in social and political life' ^

এই আলোচনার দ্বিতীয় প্রধান আশ্রয়বাক্য হল গ্রন্থাগার সমাজ শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গ্রন্থাগার ব্যতিরেকে সমাজ শিক্ষার ব্যর্থতা অনিবার্য। বিবর্তনের ধারায় গ্রন্থাগারের রূপ ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রন্থাদি ছাড়াও নানাবিধ উপায়ে গ্রন্থাগার মানুষকে নিত্য-জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশনে এবং শিক্ষা ও আনন্দের উপকরণ বিতরণে সক্ষম। স্বাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে আপামর মানুষকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো গ্রন্থাগারের মৌল কর্তব্য।

সমাজ শিক্ষার ইতিবৃত্ত

বয়স্ক শিক্ষার উদ্ভব উনিশ শতকে প্রতীচ্যের শহরাঞ্চলেই প্রথম ঘটেছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে সেখানকার গ্রামাঞ্চলে তা বিস্তার লাভ করে এবং তৃতীয় পর্যায়ে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নানা নামে ও রূপে ক্রমবিবর্তিত হয়। প্রতীচ্যে বিবর্তণের ধারায় বয়স্ক শিক্ষার ত্রিবিধ রূপ ও কর্মধারা লক্ষিত। যথা—

১. (অন্তর্বর্তীকালীন) Transitory

প্রাক-শিল্পোন্নয়নকালে নতুন চিন্তা, উদ্ভাবনা ও বিধি-ব্যবস্থার প্রতিকূল মানসিকতা কাটিয়ে ওঠার উপযোগী শিক্ষার সাময়িক প্রয়োজন এই পর্যায়ে দেখা যায়। সমাজ শিক্ষায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ তখন গুরুত্ব লাভ করে।

২. (ক্ষতিপূরক) Compensatory

উন্নত সমাজেও নানা কারণে যাঁদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ কিংবা অসমাপ্ত থেকে যায় তাঁরা নিজেদের উদ্যমে পশ্চাৎ-পদতা থেকে উত্তরণের তাগিদে স্বশিক্ষায় সচেষ্ট হন—যাতে পেশাগত ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ এবং সেইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যায়।

৩. (পরিপূরক) Complementary

স্কুল কলেজের পরেও মানুষের শিক্ষার জীবন শেষ হয়ে যায় না। সর্ববিষয়েই মানুষের জ্ঞানের পরিসর নিত্যই প্রসারিত হচ্ছে। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার অর্থনীতিবিদ প্রশাসক রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে কারিগর শ্রমিক ও কৃষকেরও জানার প্রয়োজন থাকে নতুন ও উন্নত তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান। আজীবনকাল এই পরিপূরক শিক্ষার মোটামুটি তিনটি দিক আছে:

ক. সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা। খ. পেশাগত শিক্ষা। গ. শিক্ষাশ্রয়ী অবসর যাপন ও সৃজনসত্তার উন্মেষ সাধন।

উপরিউক্ত ত্রিবিধ ধারায় এদেশেও সমাজ শিক্ষার কর্মসূচি রূপায়িত হতে পারে। বলা বাহুল্য দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে। প্রসঙ্গত সুইডিস অর্থনীতিবিদ গানার মিরডালের একটা কথা স্মরণে রাখা ভাল: "It would be unwise simply to take over methods

and practices from the western countries, where adult education has an altogether different function and a different type of student."২

সমাজ শিক্ষার লক্ষ্য ও কর্মপরিধি

এদেশে সমাজ শিক্ষার লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতি নিরূপণের সময়ে মনে রাখা দরকার যে দেশটা গরিব ও কৃষিনির্ভর এবং অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর ও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। সেই দৃষ্টিতে বিভিন্ন লেখকের চিন্তায় যে ঐকমত্য দেখা যায় তার ভিত্তিতে এদেশের উপযোগী সমাজ শিক্ষার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের একটি রূপরেখা প্রদত্ত হল :

ক. সামাজিক শিক্ষা

১. দেশব্যাপী সর্বাত্মক এবং ভারসাম্য উন্নয়নকল্পে মানুষকে সর্ববিধ অজ্ঞতাপ্রসূত কুসংস্কার এবং জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত করে সহজাত যুক্তিবোধ ও নৈতিকতার উন্মেষসাধন এবং সমতাবোধ, সৌহার্দ, সহিষ্ণুতা ও অবাধ আত্মবিকাশের মূল্যবোধ সঞ্চার করা।

২. ব্যক্তিজীবনকে সুখপ্রদ করে তোলার উদ্দেশ্যে শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং পাড়া-পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে উৎসাহিত করা।

৩. পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের প্রয়োজনে পরিবার পরিকল্পনায় মানুষকে সবিশেষ অবহিত ও যত্নবান করে তোলা।

৪.- পণপ্রথা, যৌতুক দেওয়া-নেওয়া, লৌকিকতা এবং ভূরিভোজে খাদ্যের অপচয় প্রভৃতি কারণে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি নিবারণে মানুষকে সচেতন করা এবং সেইসঙ্গে সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টি করা। সঞ্চয়ে একদিকে ব্যক্তি মানুষের সমৃদ্ধি ঘটে, অন্যদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়।

খ. অর্থনৈতিক লক্ষ্য

১. সর্ববিধ কায়িকশ্রমকে মর্যাদা দান, স্বাবলম্বী মনোভাব সৃষ্টি এবং কাজ ও উৎপাদন বৃদ্ধির সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা।

২. চাহিদা ও সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বপ্রকার কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং উন্নত নানাধরণের ব্যবস্থাদির সুযোগ অনুযায়ী ক্ষুদ্র শিল্পে শিক্ষাদান ও কর্মসংস্থানের অবকাশ সৃষ্টি করা।

৩. কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভাবিত নতুন তথ্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় ঘটানো।

৪. ব্যাঙ্ক বীমা সঞ্চয় ঋণ সেচ সার বীজ যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও পরিবেশন। চাকুরীপ্রার্থীদের প্রয়োজনীয় খোঁজখবর সর্বরাহের ব্যবস্থা।

৫. সমবায় প্রথায় উৎপাদন ও বণ্টনের অনুকূল মনোভাব অর্থাৎ সংঘবদ্ধ প্রয়াস, ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ ও সার্বিক কল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

গ. শিক্ষাগত লক্ষ্য

১. সমাজ শিক্ষার সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল নিরক্ষরতা। অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নয়—লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম মাত্র। অক্ষরজ্ঞান ব্যতিরেকেই এক সময়ে মানুষের শিক্ষিত হবার অবকাশ ছিল। কিন্তু সভ্যতার আজকের স্তরে অক্ষর জ্ঞান ছাড়া চলা দায়। স্বশিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হবার পক্ষে প্রধান বাধা হল নিরক্ষরতা। অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে :

"The indirect economic returns from a more literate and numerate population, reflected in attitudes to innovation and birth control for example, or the freeing of illiterate villagers from exploitation by unscrupluous, politicians, moneylenders and scribes, could be very large."১

নিরক্ষরতা ছাড়াও আছে লোকের পাঠবিমুখ ও জ্ঞানবিমুখ মানসিকতার সমস্যা। পাঠক্রম ও শিক্ষিত যুগোপযোগী নব্যচিন্তার সংযোগ স্থাপন সবিশেষ প্রয়োজন। স্বশিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং সৃজনশীল কাজে প্রবৃত্ত করা সমাজ শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। অবসর (leisure) উপভোগ আজকের সভ্যতায় উন্নতির মাপকাঠি। অবসর উপভোগের জন্যে চাই সৃজনশীল শিক্ষা ও পঠনপাঠনের ব্যবস্থা। নিরন্তর মানসিক শূন্যতার অস্বস্তি একমাত্র পাঠাভ্যাসের সাহায্যে স্থায়ীভাবে দূর করা যায়।

ঘ. সমাজ শিক্ষার কর্মকৌশল

এদেশে বিগত চারটি যোজনাকালে বিপুল উদ্যম ও অর্থব্যয় সত্ত্বেও সমাজ শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার অন্যতম কারণ হল নিম্নলিখিত তিনটি কর্মকৌশলের অভাব :

১. জীবন ও জীবিকাভিত্তিক শিক্ষার প্রেরণা ;
২. গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা ;
৩. বিনোদনমূলক শিক্ষার আয়োজন ;

গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজ শিক্ষার লক্ষ্যসিদ্ধি এবং কর্মকৌশল কিভাবে, সম্ভব হতে পারে সেই প্রসঙ্গে এবার আসা যাক।

গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা

নতুন দিনের গ্রন্থাগার

প্রবন্ধের মুখবন্ধে উল্লিখিত দুটি আশ্রয়বাক্য অনুযায়ী গ্রন্থাগার বয়স্ক শিক্ষা তথা সমাজ শিক্ষারই একটি চিরন্তন অঙ্গ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের দৃষ্টিতে, 'the objective of a public library is educational, that most of its users are adults, and that therefore adult education is the central theme running through all its activities"[৪]

ইউরোপের এক সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনে (১৯৬৬) এই মর্মে একটি অভিমত গৃহীত হয় যে আগামী দিনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বই লেনদেন ছাড়াও মনন ও সংস্কৃতির উজ্জীবনকল্পে গ্রন্থাগারে অন্যান্য যাবতীয় সুযোগসুবিধা থাকবে। ব্রিটেনে সমাজ শিক্ষার মূল্যায়ন ও উন্নয়নের নিযুক্ত রাসেল কমিটি তাঁদের প্রতিবেদনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত অভিমত প্রকাশ করেছেন (১৯৭৩)।

অনুন্নত দেশের গ্রন্থাগার

নতুন চিন্তা, নতুন উদ্ভাবনা তথা জ্ঞানের পরিধি নিত্যই পরিবর্ধিত হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে প্রতীচ্যে আর একটি বিপ্লব ঘটে গেছে। অপর দিকে অনুন্নত দেশগুলির অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষা শোষণ ও দারিদ্র্যে প্রায় অর্ধমৃত। প্রাত্যহিক জীবনের জটিলতাও দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় স্বতই সমাজশিক্ষা ও গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি প্রসারিত হচ্ছে; দেশের সমস্যা ও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কর্মসূচি রূপায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগার এদেশে এখনও সমাজদেহের এক শৌখিন অলঙ্কারের মত বিরাজ করে। মানুষ নির্বিশেষে সর্বজনের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে নি। গ্রন্থাগারের দ্বার শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের কাছে সমানভাবে উন্মুক্ত না থাকলে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

জীবন ও জীবিকাভিত্তিক গ্রন্থাগার

এদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ঈপ্সিত ফল লাভ করে নি। মুষ্টিমেয় মানুষের অক্ষরাশ্রয়ী চাহিদা মেটানোই গ্রন্থাগারগুলির একমাত্র কাজ। দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর—তাদের কাছে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বর্তমান চেহারায় অর্থহীন। অপরদিকে সাক্ষর ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের বেশির ভাগ হল পাঠবিমুখ। আজকের দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার বইপত্র লেনদেন ছাড়াও নানাভাবে শিক্ষার বিস্তারে অগ্রসর হলেও মানুষ সহজে আকৃষ্ট হবে না—যদি গ্রন্থাগারের সঙ্গে মানুষের জীবন ও জীবিকার সামঞ্জস্য না থাকে। সেজন্য স্থানীয় জনসাধারণের বৃত্তিগত চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগার হবে সেখানকার প্রধান তথ্যকেন্দ্র। পেশাগত লাভ ও সুবিধা আছে জানলে সর্বস্তরের মানুষই নিত্যজীবনের প্রয়োজনীয় খোঁজখবর জানার তাগিদে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হবে। কর্মপ্রণালীর কথায় পরে আসছি।

গ্রন্থাগার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ

নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াসও এদেশে ফলপ্রসূ হয় নি সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার উন্নয়নসূত্রে আলোচিত সেই পূর্বোক্ত কারণেই : ১। জীবন ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত না থাকা ; ২। শিক্ষাকালে সদ্যসাক্ষরদের জন্যে উপযোগী বইপত্রের অভাব এবং ৩। চিত্রবিনোদনের মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান অর্জনকে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করতে না পারা।

এদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় অধিকাংশ মানুষের নিরক্ষরতার সমস্যাটি জটিল। এই কাজে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো ক্ষেত্রবিশেষে গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে। ব্রিটেনের গ্রন্থাগার পরিষদ নিরক্ষরতা দূরীকরণে

সেখানকার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে তৎপর করে তোলার জন্যে স্বতন্ত্র একটি উপ-সমিতি গঠন করেছেন।[৫] উত্তর লণ্ডনের একটি পলিটেকনিকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ক্রমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাদি অবলম্বনের সুপারিশ গৃহীত হয়।[৬]

মূলত অর্থ ও কর্মীর অভাবের জন্যেই গ্রন্থাগারের পক্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অংশ গ্রহণের প্রস্তাবে আপত্তি উঠতে পারে। সমস্যার প্রসঙ্গে পরে আসছি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াস সহজ ও সার্থক হবে। সদ্যসাক্ষরদের নবলব্ধ অক্ষর-জ্ঞান বজায় রাখা এবং ধাপে ধাপে সমাজ শিক্ষায় শিক্ষিত করার সুনিয়মিত ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা কার্যকর পন্থা। কারণ :

"If instruction is not maintained for a sufficiently long period, if reading materials are not readily available and if the initial instruction is not followed up persistently until functional literacy is assured, a speedy relapse into illiteracy becomes a virtual certainty, and most of the resources spent on the programme would be wasted."[৭]

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার বহু অর্থব্যয় করে থাকেন। গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষার সুবিধার্থে একাজে গ্রন্থাগারগুলিকে দায়িত্ব অর্পণের প্রশ্ন সরকারের বিবেচনা করা দরকার। সরকারি অর্থানুকূল্যে গ্রন্থাগারগুলি একাজে অগ্রসর হতে পারে।

যেখানে গ্রন্থাগার নেই সেখানে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং যেখানে গ্রন্থাগার আছে সেখানে তার সাহায্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিরক্ষরতা জাতীয় উন্নয়নের নিরিখে যেমন এক জরুরি সমস্যা তেমনি গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়ও বটে। তাই গ্রন্থাগারকে একাজে যথোচিত অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

গ্রন্থাগারে বিনোদনমূলক ব্যবস্থা

দরিদ্র মানুষের কাছে দিনান্তে হাড়ভাঙা খাটুনির পরে লেখাপড়া শেখার ব্যাপারটা নিতান্তই বিলাস ও বাহুল্যস্বরূপ, অর্থহীন। বৈচিত্র্যহীন জীবনে চিত্তবিনোদনের সুযোগ থাকলে লোকে সহজেই শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হবে। জীবিকাভিত্তিক ও গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে বিনোদনমূলক আয়োজন থাকা চায়। নীরস গুরুগম্ভীর পরিবেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াস তথা সমাজশিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে অন্তরায় হবে। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের হাল্কা কথাবার্তা, ধূমপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা চলবে না। গান, গল্পের আসরে শিক্ষার সংমিশ্রণ, যাত্রাভিনয়, রেডিও এবং গ্রামোফোন বাজানো এবং স্লাইডের সাহায্যে জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশনের কৌশল কার্যকর হবে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ ও সহযোগিতা

সমাজ শিক্ষার কাজে গ্রন্থাগার তিন ভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে :

১. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা করা

শহরে ও গ্রামে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান সমাজ শিক্ষার কাজে যুক্ত থাকে। যেমন মহিলা সমিতি, সাহিত্যিক ও শিল্পী সংস্থা, সংগীত বিদ্যালয়, যুবক সঙ্ঘ, সমবায় সমিতি এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রচার বিভাগ (কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি)। অন্ধ্র প্রদেশে এন. জি. রঙ্গের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ ছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণ। সেখানকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক সভার ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকত। অনেক ট্রেড ইউনিয়নের নৈশ বিদ্যালয় আছে। স্থানীয় এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে গ্রন্থঋণ দেওয়া কিংবা তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রদর্শনী স্লাইড ও সিনেমার ব্যবস্থা, তথ্যাদি বিনিময়, বক্তৃতা, আলোচনা সভা, জলসা ইত্যাদির আয়োজন বিধেয়।

২. ভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে গ্রন্থাগারে স্থান দেওয়া

স্থানাভাবে অনেক সময়ে সমাজ শিক্ষায় উৎসাহী গোষ্ঠী কিংবা প্রতিষ্ঠানের কাজ ব্যাহত হয়। গ্রন্থাগারে কোনো

কোনো প্রতিষ্ঠান যেমন নৈশ বিদ্যালয়, মহিলা সমিতি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য গ্রন্থাগারের নিজস্ব কাজে ব্যাঘাত না ঘটে এবং জিনিষপত্রের নিরাপত্তা বজায় থাকে সেদিকে যথোচিত নজর রেখেই সমধর্মী প্রতিষ্ঠানকে গ্রন্থাগার গৃহে স্থান দেওয়া প্রয়োজন। বৈষয়িক রেষারেশির পরিবর্তে সহৃদয়চিত্তে সহযোগিতার হাত প্রসারের কথাটাই বড়।

৩. সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের নিজস্ব কর্মসূচি

বইপত্র লেনদেন সমাজ শিক্ষার অন্যতম কাজ। কিন্তু তাতেই আবদ্ধ থাকলে বর্তমান অবস্থার গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। কর্মপরিধি সম্প্রসারণের নিরিখে গ্রন্থাগারকে স্থানীয় জনজীবনের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে সমাজ শিক্ষার সর্ববিধ কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারের সদর ও মহকুমা দপ্তরের সাহায্যে কৃষি, সেচ, ক্ষুদ্রশিল্প পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও পরিবেশনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার স্থানীয় জনসাধারণের পেশাগত চাহিদা মেটাতে পারে। এছাড়াও সমবায় দপ্তর, গ্রাম সভা প্রভৃতির শিক্ষামূলক প্রচারকার্যে যুক্ত থাকা দরকার। গ্রন্থাগারই হবে স্থানীয় তথ্যকেন্দ্র।

সদ্যসাক্ষর ও নিরক্ষরদের কাছে বই, খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়ে শোনানোর ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রাগ্রসর দেশে রোগী ও পঙ্গুদের সুবিধার্থে বাড়িতে এবং হাসপাতাল ও কারাগারে বইপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা এদেশে সাধ্যমত অনুকরণীয়।

গ্রন্থাদির অভাব

সাক্ষরতার বিস্তারে প্রধান অসুবিধা উপযোগী বইপত্রের অভাব। যথোচিত সমীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজন ও চাহিদা নির্ধারণ করে বৃত্তিমূলক বইপত্রের প্রকাশনে সরকারকে তৎপর হতে হবে। ঠিক বই ঠিক জায়গায় পাঠানো চাই। যত্রতত্র অনাবশ্যক বইপত্রের dumping নীতি শিক্ষার নামে অর্থের অপচয়মাত্র—সরকারকে এবিষয়ে অবহিত থাকতে হবে।

সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

বই লেনদেন ছাড়া অন্যান্য উপায়ে সর্বসাধারণের শিক্ষার কাজে গ্রন্থাগারকে অধিকতর তৎপর করে তুলতে গেলে কার্যপ্রণালীগত সীমাবদ্ধতার সঙ্গে নানাবিধ সমস্যা ও অসুবিধার কথা স্বভাবতই উঠতে পারে। সেগুলির সমাধান সময় সাপেক্ষ হলেও সাধ্যমত দূরীকরণের চেষ্টা সরকার ও গ্রন্থাগার কর্মী—উভয় পক্ষেরই থাকা দরকার।

কর্মীর সমস্যা: শিক্ষণ প্রাপ্ত এবং বেতনভুক কর্মী ছাড়া গ্রন্থাগারের সুপরিচালনা অসম্ভব। কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি কাজ এতই ব্যাপক ও জরুরি যে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন। স্থানীয় ছাত্র শিক্ষক এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের গ্রন্থাগারের কাজে অংশ গ্রহণের জন্যে সক্রিয় করে তোলা দরকার। স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর সংখ্যা ইদানীং সর্বত্র হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও বহু প্রতিষ্ঠান এখনও স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যমেই চলে। উভয় ধরনের কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে।

স্থানের সমস্যা: স্থানের সমস্যা নেই এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা কম। যাঁদের স্থানাভাব প্রকট তাঁদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি কাজ উন্মুক্ত জায়গায়, গাছতলায়, মন্দির-মসজিদের প্রাঙ্গণে, বিদ্যালয়গৃহে এবং স্থানীয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহে উদ্বৃত্ত জায়গায় ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায়ন্তর নাই।

সরঞ্জামের অভাব: সমাজ শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি কাজে নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। রেডিও, গ্রামোফোন, স্লাইড প্রজেক্টর, ছবি, চার্ট, ব্ল্যাকবোর্ড মাদুর সতরঞ্চি ইত্যাদির সংস্থান সহজসাধ্য নয়। টেলিভিশন টেপরেকর্ডার প্রভৃতি সরঞ্জাম এদেশের পক্ষে এখন বিলাসিতা হতে পারে। কিন্তু অত্যাবশ্যক ও অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান শ্রব্যদৃশ্য সরঞ্জাম এক একটি এলাকার ভিত্তিতে সংগ্রহ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সরকারের শিক্ষা দপ্তর ছাড়াও অন্যান্য দপ্তরেরও উচিত তাঁদের প্রচারকর্মের সুবিধার্থ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম গ্রন্থাগারগুলিকে সরবরাহ করা।

আর্থিক অসুবিধা : সমাজ শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গ্রন্থাগার পরিচালন প্রভৃতি জনশিক্ষার কাজে কর্মী, বইপত্র, সরঞ্জাম ইত্যাদি বাবদ অর্থের অভাব সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। এবিষয়ে সরকারি অর্ধমনস্কতার ফলে কাজ কোথাও স্থায়ী ও ফলপ্রসূ হচ্ছে না। শিক্ষার খাতে সরকারী অর্থব্যয় একদিকে মাথাভারি, অন্যদিকে তাতে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য বিশেষ দেখা যায় না। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় শিক্ষার খাতে মোট বরাদ্দ ১৭২৬ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৩৫ কোটি টাকা অর্থাৎ ২% সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি প্রচেষ্টায় সমাজ শিক্ষার জন্যে চিহ্নিত হয়েছে।[৮] দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের শিক্ষাবাবদ বরাদ্দ ঐ পরিমাণ-অর্থ আদৌ পর্যাপ্ত নয়। তথাকথিত উচ্চ শিক্ষায় দেশের যে বিপুল অর্থের অপচয় ঘটে তা সমাজ-শিক্ষার খাতে ঢাললে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হোত। মিরডালের মতে "Advances in literacy and advances in economic development are interconnected."

সমাজ শিক্ষায় আর্থিক অসচ্ছলতা নিবারণের জন্যে স্থানীয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রয়াস থাকা চায়। প্রাক স্বাধীন আমলে জনহিতকর যাবতীয় কাজে বেসরকারী সাহায্যই ছিল প্রধান উৎস। স্বাধীনতার পরে লোকে অতি বেশি রাষ্ট্রনির্ভর হয়ে পড়েছে। হয়ে পড়াটা নানা কারণেই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু তাতে সাধারণের উদ্যম ও স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়। সমাজ শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি সাহায্যের সঙ্গে সাধারণ লোকের সানুরাগ সহযোগ ও আর্থিক আনুকূল্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

যোজনা ও সংগঠনের অসমাজস্য : কোঠারি কমিশনের সুপারিশে গ্রন্থাগারের যে নব-রূপায়ণের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধে উত্থাপিত কার্যক্রমের কোনো অমিল নেই। অন্যদিকে যোজনা কমিশন পঞ্চম পাঁচ সালা যোজনার খসড়ায় জীবিকাভিত্তিক সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অনুরূপ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উভয় দলিলেই রূপায়ণের কোনো কার্যকর উপায় বাতলানো হয় নি। গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক ব্যবস্থা ভিন্ন সমাজ শিক্ষা ফলপ্রসূ হবে না। গ্রন্থ, কর্মী ও সরঞ্জামের আদান প্রধানের সুবিধার্থে, গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতা-মূলক সংবদ্ধ সম্পর্ক এবং সুষ্ঠু পরিচালন কল্পে অর্থাগমের স্থায়ী ও সুনিশ্চিত ব্যবস্থার প্রয়োজনে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কোনো সুস্পষ্ট চিন্তা ও প্রয়াস রাজ্য পর্যায়ে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সমাজ শিক্ষার প্রস্তাবিত কর্মসূচির রূপায়ণ অনেকাংশেই গ্রন্থাগার প্রবর্তনের উপর নির্ভর করছে।

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণে সমাজশিক্ষার পাঠক্রম

১৯৫৪ সালে মালদহে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের পর থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁদের বিভিন্ন বাৎসরিক সম্মেলনে জীবিকাভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা বলে এসেছেন। বই লেনদেন ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে নিরক্ষর ও পাঠ্যবিমুখ মানুষের শিক্ষার মনোন্নয়নের কথা পরিষদ বারংবার বলে এসেছেন। কিন্তু পরিষদের সুপারিশ খুব কম ক্ষেত্রেই রূপায়িত হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সমাজ শিক্ষার অন্যান্য কাজে কর্মকৌশল নিরূপণের জন্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের আলোচনাচক্র, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন থাকা দরকার।

দ্বিতীয়ত পরিষদের এবং রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণে সমাজ শিক্ষা সম্পর্কে যথোচিত পাঠ্য-বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। রহড়া শিক্ষণকেন্দ্রে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁদেরও আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উপযোগী নতুন কর্মসূচি রূপায়ণের কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ-প্রসঙ্গে মিরডালের একটি অভিমত স্মরণ করতে বলি :

"There is need for research and experimentation in the educational field and for educators with the courage to take new and unconventional approaches."

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণে সমাজ শিক্ষার দেশোপযোগী কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং সেই সঙ্গে অডিও ভিসুয়াল সরঞ্জাম ব্যবহারের শিক্ষাদান থাকা সমীচীন। বর্তমানে ডকুমেন্টেশন ও রিপ্রোগ্রাফি সম্পর্কে যে ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছে তার প্রয়োগ উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রেই বেশি। সাধারণ গ্রন্থাগারে সমাজ শিক্ষার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণে সবিশেষ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার

গ্রন্থাগার কর্মীরা যথোচিত বেতন ও সঙ্গত পদমর্যাদা থেকে যে বঞ্চিত তার অন্যতম প্রধান কারণ হল গ্রন্থাগারের প্রতি বৃহত্তর জনসংখ্যার নিশ্চেতন মনোভাব। এমন কি শিক্ষিত লোকেদের সঙ্গেও গ্রন্থাগারের সুবাদ কম। নিরক্ষরতা ও পাঠস্পৃহার অভাব ছাড়া তৃতীয় যে-কারণে গ্রন্থাগার জনচিত্তে বিশেষ স্থান পায় নি সেটি হল দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কর্মসূচির অভাব। জনসাধারণের চাহিদাপুষ্ট পৃষ্টপোষকতা না থাকায় গ্রন্থাগারের দাবি গণদাবিতে পরিণত হয় নি। সম্ভাব্য চাহিদা যাই থাকুক না কেন প্রকৃত সামাজিক চাহিদা না থাকার দরুণ সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়নে নিচেষ্ট থাকার সুযোগ পান। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যে স্মরণে রেখে কর্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণে কর্মীদের তৎপর হতে হবে। সমাজ শিক্ষার সঙ্গে একদিকে জীবন ও জীবিকা এবং অপর দিকে গ্রন্থের সার্থক সেতুবন্ধ একমাত্র গ্রন্থাগারই নির্মাণ করতে পারে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ—সম্ভাব্য এবং কার্যকর—সকল উপায়েই গ্রন্থাগারকে সমাজ শিক্ষার বিস্তারে যুক্ত হতে হবে।

নির্দেশিকা

১. India Ministry of Education. *Report of the Education Committee. 1964-66*. p. 422

২. Myrdal, Gunnar. *The challenge of world poverty*. Pelican, 1971. p. 186.

৩. Streeton and Lipton. *The crisis of Indian Planning* O. U. P. , 1968. p. 226.

৪. Jessup, Frank W. "Libraries in adult education in *UNESCO Bullatin for Libraries*. Paris Nov.-Dec. 1970. p. 404.

৫. Liasion. p. 37 in *Library Association Record*. London, June. 1974

৬. *Ibid*, p 23 in L. A. R., April, 1974

৭. Streeton and Lipton. op cit.

৮. India Planning Commission *Draft fifth five year plan, 1974-79*. Delhi, 1974, v. 2, p 200.

৯. Myrdal. *Asian Drama* Pelican, 1969 v. 3, p. 1667

১০. *Ibid*. p. 1691

১১. *Encyclopaedia of Social work in India* Delhi Planning commission, 1968. v. 2, p, 246

১২. Ranganathan, S. R and others· *Social education in a changing society* Delhi. Indian adult education association, 1960, 28 p.

১৩. *Libraries in Social Education*. Report of the Sixth National Seminar held in Delhi on 1955. Indian adult education association, 1962.

গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা

রামকৃষ্ণ সাহা

ফিজিওলজি বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রেই সমাজনির্ভর তথা উৎপাদন নির্ভর। সমাজের কাঠামো যেমন থাকবে শিক্ষার স্বরূপ ও নির্দিষ্ট দেশে সেরকম ভাবে নির্ধারিত হবে। "ব্যক্তি মানসের বিকাশ" "জ্ঞানমুখী শিক্ষা" বা "জাতির স্বার্থের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত শিক্ষা ব্যবস্থা" যা বর্তমান শিক্ষাবিদরা চিন্তা করে নয়া শিক্ষাক্রম স্থির করেছেন, সেগুলির প্রয়োগ ক্ষেত্র প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে। গ্রন্থাগার বা বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগার সমাজের সংগঠনের উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পরিচালিত হয় কোন না কোন নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে—একজন (শিক্ষক) অপর কয়েকজনকে সেই নির্দিষ্ট পাঠক্রম ভিত্তিক জ্ঞান সঞ্চারণ করেন। এই পাঠক্রম প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বা সেই পাঠক্রম ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ থাকে। প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একটি বা একাধিক রকম ছাঁচের শিক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকে।

কিন্তু গ্রন্থাগারের ভূমিকা স্বতন্ত্র। গ্রন্থাগার যুগ যুগান্তের মানুষের অভিজ্ঞতার সঞ্চিত ফল। এখানে যে কোন দেশের বা কালের মানুষের অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান পুস্তকের আকারে বা ভিন্নরূপে সঞ্চিত থাকে। এক কথায় গ্রন্থাগারকে 'সমাজের স্মৃতি ভাণ্ডার' বলা যেতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষার আঙ্গিক নির্ভর নয়; অর্থাৎ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা নিরপেক্ষ প্রায়। যে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। যে কোন ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অব্যাহত থাকে। পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের উপযোগিতা রয়েছে ; একে বাদ দিয়ে চলার অর্থ সামাজিক অগ্রগমণে বাধা সৃষ্টি করা।

গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে আমাদের ধারনা যে কোন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে গ্রন্থাগারের উপযুক্ত (Optimum) ব্যবহার। গ্রন্থাগার এখানে হাতিয়ার স্বরূপ। স্ব-শিক্ষার পদ্ধতি এর ভিত্তিকেন্দ্র হলেও শিক্ষণের সাযুজ্যে গ্রন্থাগারের ব্যবহার উচ্চমানের হতে পারে।

বর্তমান অবস্থা

ভারতের অধিকাংশ মানুষের বাস গ্রামে। অধিকাংশ গ্রামেই কোন ধরণেরই বিদ্যালয় নেই। স্বাধীনতার পরে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে অগ্রগতি ঘটলেও অধিকাংশ মানুষই স্কুলভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে। গ্রামের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি জ্ঞান-বিরোধী সাংস্কৃতিক কুয়াশাচ্ছন্নতায় পরিবৃত। সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে ৭০% ভাগ নিরক্ষর। ৩০% ভাগ সাক্ষর ব্যক্তির মধ্যে স্কুলে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছেন এর অধিকাংশ। ভারতের সংবিধানে ১৯৬১ সালের মধ্যে সমগ্র জনসাধারণকে সাক্ষর করার পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যাঁরা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছেন এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা স্বভাবতই কম। কিন্তু বর্তমান অবস্থা এই যে নানাবিধ কারনে এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাঁরা শিক্ষালাভ করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আস্থাশীল নন। আবার শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত অভিভাবকরাও চাকুরীর প্রয়োজন ছাড়া শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছেন।

বিগত ২৫ বছরে শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটাবার প্রচেষ্টা থাকলেও কার্যকারিতার দিক থেকে সেই পরিবর্তন কতটা ফলদায়ক হয়েছে সেটা গভীর মূল্যায়নের বিষয়। তবে এর ফলে উপরিতলে নানাবর্ণে চিত্রিত ব্যক্তির আবির্ভাবে জটিলতা কম সৃষ্টি হয় নি। সমস্যার সমাধান দূরে থাকুক সঙ্কট ক্রমবর্ধমান।

গ্রামের অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত না হলেও তাঁদের নিজেদের মধ্যে একধরনের শিক্ষার

প্রচলন অব্যাহত রয়েছে ; এর রূপ অবশ্যই ভিন্ন। এর পদ্ধতি পারস্পরিক অভিজ্ঞতার আদান প্রদান। কোন বই, পত্র, পত্রিকা এই অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখে নি। শিক্ষার পদ্ধতি একারণেই গুরুমুখী। গ্রামের সংস্কৃতি ও উৎপাদন পদ্ধতির বেশীর ভাগটাই অভিজ্ঞতা নির্ভর। এই পদ্ধতিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই জনসমক্ষে প্রকাশিত হতে পারছে না এবং ক্রমশই জ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এগুলির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনঃ প্রচলনের কাজ এখনও পর্যন্ত শুরু হয় নি। আবার গবেষণালব্ধ ফলগুলি গ্রামাঞ্চলের মানোন্নয়নের সহয়তা করতে পারছে না। সৃষ্টি হয়েছে বিরাট ফাঁক।

বৃটিশ শাসনের পূর্বের গ্রামগুলি স্ব-নির্ভবতা তার স্ব-নির্ভরতা হারিয়ে ফেলেছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে বৃহৎ শিল্পগুলি সরকারী আনুকূল্য অধিক পাওয়ায় এই দিকে উন্নয়ন যতটা হয়েছে এবং বৃহৎ শিল্প ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সরকারী অনুগ্রহের ছিঁটে ফোঁটা লাভ করলেও বেকার সমস্যাব সমাধান যে এদিক দিয়ে সম্ভব নয় আজ এটা প্রমাণিত। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ উৎপাদনই গ্রামভিত্তিক এবং গ্রামীন অর্থনীতিক কাঠামো ধ্বংসের মুখে পড়ার সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাই আজ বিপর্যস্ত। ফলে দেশের অধিকাংশ জন সাধারণ বেকারত্বের কবলে। শুধু তাই নয় এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নে বিদেশী Know how এর উপর নির্ভরশীল। প্রমান হিসেবে ভারতীয় কাঁচা মালের রপ্তানী ও শিল্পে বিদেশীরদের অংশ গ্রহনের পরিমান অনুধাবনযোগ্য। আজ যে সবত্র শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট দেখা দিয়েছে তার অন্যতম প্রধান কারণ অর্থ নৈতিক সংকট। এ সংকটের অন্যতম কারণ আবার গ্রামীন অর্থনীতির বিপর্যস্ততা। সুতরাং দেশের অর্থ নৈতিক সংকটের অবসানের অন্যতম পথ গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ; গ্রামীন বেকারত্বের অবসান ; গ্রামের জ্ঞান-বিরোধী সাংস্কৃতিক কুয়াশাছন্নতার অবসান ; দেশীয় উৎপাদন পদ্ধতি ও শিক্ষা পদ্ধতির পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন। এই কাজ গুলি সম্পন্ন হলে অর্থ নৈতিক সাম্য আসবে এবং বিদেশী পদ্ধতিগুলির রূপ পরিবর্তিত হয়ে উৎপাদনের উন্নয়ন ঘটাবে। এতে অধিক সংখ্যক জন সাধারণ অংশ গ্রহণ করতে পারবেন এবং সংস্কার সাধন সম্ভব হবে।

উৎপাদন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ধান ভানতে শিবের গীত কেন। আগেই বলা হয়েছে গ্রন্থাগারেই মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা পথ হারিয়ে ফেলেছে ; এ কারণেই আজ গ্রন্থাগার সম্পর্কের আগ্রহশীলতার অভাব। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। বিভিন্ন শিল্পে এজন্যই গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রাখা হয়, কারণ এই সকল শিল্প সংস্থায় গবেষণার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশেও এরকম সম্পর্ক স্থাপনের আশু প্রয়োজন। সরকারও সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে অনুদানে কৃপণ হলেও শিল্প সংস্থাগুলিতে গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্র স্থাপনে বাধ্য হচ্ছে।

শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

'বিশুদ্ধ জ্ঞান' বা 'জ্ঞানার্জনের স্বার্থে জ্ঞান' অপেক্ষা 'সৃষ্টি ধর্মী জ্ঞানই আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। না হলে সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে। এক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না, ফলে উদ্ভাবনা শক্তির অভাব ঘটে"। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষার আঁচ পাওয়া যায়। দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যাপকতর জ্ঞান লাভ এবং তাঁদের উদ্ভাবনা শক্তির বিকাশ ঘটানো কর্তব্য। এ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা কখনই নিম্নে নয় বরং প্রথমে। [না হলে অন্ধকারে হাতড়ানো হতে পারে] এজন্যও অবশ্য গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা

গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে গ্রন্থাগারের মধ্যে বসে বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে গ্রন্থকীটে পরিণত হওয়া নয় বরং বলা যায় কালোপযোগী সামাজিক অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে মানুষের সঞ্চিত স্ব শিক্ষার মাধ্যমে

উপযুক্ত ব্যবহার করার উদ্দেশ্যই গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বক্তব্য।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ।...ছাত্ররা দুই চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার বাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়"।

গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য "পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায়" এর পথনির্দেশ। এই শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই "নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে—এমনতরো মানুষ তৈরী" করার বিষয় নিশ্চিত করবে এবং "পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না ও পরের কাজের যোগানদার হইয়া থাকার" বিষয়ে বিরোধীতা করবে।

এই 'শিক্ষা দিবার কল' এর বিরুদ্ধে অনেক দেশেই প্রতিবাদ উঠেছে এবং উঠছে। এমন কি যে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক উন্নত সেই ইংল্যাণ্ডেও আজ "জ্ঞানের উপর শিক্ষালয়গুলির (School) একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙ্গে দেওয়ার রব উঠেছে।

গ্রন্থার কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় অবশ্যই "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি" অর্থাৎ শেখার কাজটা 'শিক্ষালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে' সীমাবদ্ধতার অবসান ঘটায়। অনুষ্ঠানবিহীন (Informal) এবং 'ঠেকে শেখা' (Incidental learning) এর কাজের সহায়ক এবং স্বেচ্ছামূলক কাজের স্পৃহা জাগাতে সক্ষম।

আজকের দিনে তথ্য বিস্ফোরণ এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন শিক্ষালয়ের পাঠ্যসূচী সম্পূর্ণতার দাবী করতে সক্ষম নয়। আংশিক শিক্ষাসূচীও ক্রমশঃ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে। নতুন নতুন গবেষণার অসংখ্যতার চাপে খেই হারিয়ে ফেলছে পাঠ্যক্রম। তাই আজ অন্যান্য সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় মধ্যে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার

বর্তমানকালে, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিট্যুট প্রভৃতি প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্বভাবিকভাবেই শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখছে। গ্রন্থাগার, রেডিও, টেলিভিশন, ফিল্ম (পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে যাঁরাই ব্যবহার করুন না, কেন), সেমিনার প্রভৃতি ভিন্নতর ভাবে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখছে। আরেকটি প্রশ্ন, বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক দেশেও প্রাথমিক স্তরে যতলোক পড়েন, মাধ্যমিক বা তারও উঁচু স্তরে যাঁরা পড়েন তাঁদের সংখ্যা আরও কম উচ্চতর শিক্ষায় আরও অনেক কমসংখ্যক ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও এর ব্যতিক্রম নেই। স্বভাবতই যে অংশ নিম্নতর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিম্ন আয়ের বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়ে রইলো তাদের মানসিক বিকাশের দায়িত্ব নাইট স্কুল একমাত্র বিকল্প পথ নয়। গ্রন্থাগারের ভূমিকা এখানে উল্লখযোগ্য শুধু তাই নয় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সমাপন করার পরে সে প্রতিষ্ঠান গুলির গ্রন্থাগারের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে তাঁদের পড়াশুনা চলবার স্থান সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়া আর কোথাও নেই। এছাড়াও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অভিযোগ "বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে একমাত্র আর্থিক সুবিধাভোগী শ্রেণী গুলিই ফসল তুলছে", অর্থাৎ একে আর ব্যাপক করা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রেও গ্রন্থাগার সমাজের সবরকম শ্রেণীগুলিকে সমানভাবে মানসিক খাদ্য যোগাতে সক্ষম। অবশ্য যদি সেগুলি নিঃশুল্ক হয়।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি

সাধারণ বা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যার স্থান শিক্ষালয় গুলিতে, সে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হলো 'পাঠ্যক্রম'। একে কেন্দ্র করেই শিক্ষা কাঠামো আবর্তিত হতে থাকে। যে শ্রেণী শাসন ক্ষমতায় থাকে তার হস্তক্ষেপ প্রধানতঃ এক্ষেত্র থেকেই হতে থাকে। এ ছাড়াও পাঠ্যক্রমগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন

উঠছে নানা কারণে। নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে পাঠক্রমে সামঞ্জস্যবিহীনতা, রূপগত (structure) মতপার্থক্য, প্রয়োগের অবলুপ্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কোথা থেকে শুরু হবে

দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যাপকতর জ্ঞান লাভ অবশ্যই প্রয়োজন এবং তারা যেন এমন গুণসম্পন্ন হয় যে পর পর সমাজের দরকারমত বা নিজেদের ইচ্ছামত উৎপাদনের এক শাখা থেকে সহজেই অপর শাখায় যেতে পারে। এ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন ঘটাতে হলে শুধু পাঠ্যসূচীর উপর নির্ভর করলে চলবে না, বরং এর সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলি হতে অন্যান্য পাঠ্যবহির্ভূত জ্ঞানের সংশ্রব ঘটাতে হবে। সুতরাং সূত্রপাত ঘটাতে হবে স্কুল পর্যায় থেকেই। পাঠসূচী ও গ্রন্থাগার ভিত্তিক স্ব-শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত যৌথ কার্যক্রম আজ বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এর রূপায়ন সম্ভব

ছাত্রদের আজ পড়াশোনার আগ্রহের চেয়ে শিক্ষাসম্পর্কিত অপকর্মে আগ্রহই অধিক হওয়ায় এ প্রচেষ্টার সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে স্বাভাবিক বিকাশের পথ না পেয়েই আজকের ছাত্রদের একাংশ এবম্বিধ বিষয় আগ্রহী; আবার এও সত্যি যেখানে পড়াশোনার মান উচুঁ এবং গ্রন্থাগারের সাথে ছাত্রদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সেখানে এ ধরণের ঘটনা কম। এ কারণেই বলা যায়—শুরু করতে হবে নীচু পর্যায় থেকে।

ছাত্র-গ্রন্থাগার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে

বহু বিতর্কিত 'টেকস্ট বুক লেসন' পদ্ধতি বা 'বক্তৃতা পদ্ধতি'র প্রাধান্য শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিকাংশ জায়গা জুড়ে থাকলেও নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে স্বাভাবিক আগ্রহ নীচু পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায়। ছবির বই, গল্পের বই, গল্প শোনার আগ্রহ, বিভিন্ন আবিষ্কার সম্পর্কে জানার আগ্রহ, এ্যাডভেঞ্চার প্রভৃতি আকর্ষণের সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। আবার ভিন্ন ভাবে এ কথা বলা যায় শিক্ষণ পদ্ধতি এমন হবে যে ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহার আবশ্যিক হয়ে উঠবে। এ জন্যই শিক্ষক-গ্রন্থাগারিকের যৌথ প্রচেষ্টা। আবার ছাত্রদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ছবির বই ও অন্যান্য উপকরণের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারে টানা যায়, অবশ্যই তাদের ব্যবহার হবে ঐচ্ছিক। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের কাজ ছাত্রদের পড়ার আগ্রহ জাগিয়ে রেখে এই অবস্থা থেকে ক্রমশঃ বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী, উন্নতমানের বিষয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া।

কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর সমান্তরাল শিক্ষা কি ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব এ বিষয়ে শিক্ষক সংঘঠন ও গ্রন্থাগার পরিষদ উপযুক্ত কার্যক্রম ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে পাঠাভ্যাসের দিকে লক্ষ্য রেখে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সজাগ থাকা হয়—

(১) মনের প্রসারতা বৃদ্ধি
(২) অভিজ্ঞতার ফসল আহরণ
(৩) নন্দন বিষয়ে আগ্রহের বিকাশ
(৪) আত্ম বিশ্লেষণ ও অপর সম্পর্কে সমঝোতার আগ্রহের বিকাশ
(৫) ঐচ্ছিক পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

পাঠাভ্যাস বাড়াতে গেলে সর্বাগ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কারণ পাঠাভ্যাস সাধারণ আগ্রহেরই ফল মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ আগ্রহ বাড়াতে গেলেই পাঠাভ্যাসের মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে ভাবা যেতে পারে—

(১) হবি (২) খেলাধুলার আগ্রহ (৩) কমিক (৪) পত্র-পত্রিকা (৫) খবরের কাগজ (৬) বই।

বিদ্যালয় পর্যায়ের কর্মসূচী

স্কুল পর্যায়ের গ্রন্থাগারের ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যধারা তিন ধরণের হতে পারে।

(১) উন্নয়ন মূলক / বিকাশ মূলক
(২) সন্ধান মূলক
(৩) বিনোদন মূলক

উন্নয়ন মূলক / বিকাশ মূলক শিক্ষা নিজেতেই শেষ নয়, শিক্ষাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা বাড়ানোই এ ধরণের শিক্ষার উদ্দেশ্য। সন্ধান মূলক শিক্ষার ব্যবহার বিভিন্ন ধরণের নথি হতে কম সময়ে তথ্য সংগ্রহ করার কুশলতা অর্জনে। বিনোদন মূলক শিক্ষা (পাঠ) ছাত্রদের মধ্যে বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ সঞ্চার করে।

উন্নয়ন মূলক / বিকাশ মূলক শিক্ষার ধারা শিল্প, সাহিত্যের অনুধাবন (appreciation), শব্দ সঞ্চয়, প্রভৃতি ছাড়াও এক বা একাধিক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি বাড়ানোর সহায়তা করে।

আজকের দিনে বিদ্যালয় স্তরে তথ্য সন্ধান কুশলতা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা, কোষগ্রন্থ, অভিধান, বর্ষপঞ্জী, টাইম টেবল প্রভৃতির ব্যবহার সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু বিদ্যালয় স্তরেই নয় কলেজ বা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তরেও এই ধরণের নথির ব্যবহার না শেখানোর ফলে তথ্য সন্ধান সম্বন্ধে বিশেষ কুশলতা দেখা যায় না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের প্রয়োজনেও যেমন তথ্য সন্ধানের আগ্রহ দেখা যায় না অপরদিকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় বা হাতড়ে বেড়াতে হয়।

বিদেশে শিক্ষকবৃন্দ এ সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিলেও আমাদের দেশে এ সম্পর্কে কতদূর ভাবনা চিন্তা হয়েছে বলা কঠিন। তবে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে—

(১) রেফারেন্স বই বাদে অন্য বই হতে তথ্য সন্ধানের অনুশীলন
(২) অভিধান ব্যবহার করার কুশলতা অর্জন
(৩) অভিধান বাদে অন্যান্য রেফারেন্স বই ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন
(৪) গ্রন্থাগারে বই বা পত্র-পত্রিকার সন্ধান বিষয়ে জ্ঞান লাভ

এ ছাড়াও নির্ঘণ্টের ব্যবহার, বিভিন্ন ধরণের সূচীর ব্যবহার, গ্রন্থাগারের সূচীর ব্যবহার, ম্যাপ, চার্ট, গ্র্যাফ, সারণী প্রভৃতির বিশ্লেষণ, এই পর্যায়ের শিক্ষার মধ্যে পড়ে।

বিনোদনমূলক পাঠ বলতে এ্যাডভেঞ্চার, বিভিন্ন রহস্য গল্প, প্রভৃতিও যেমন বোঝায় তেমনি, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ (পপুলার), আবিষ্কারের কাহিনী, মেকানিকস্, হবি প্রভৃতির আয়োজনও থাকে। জ্যোতির্বিদ্যা, স্পেস ফ্লাইট, রকেট এবং অন্যান্য জটিল বিষয় যা আগ্রহ সঞ্চার করে

উপসংহার

বর্তমানে দেশের সঙ্কটের কথা বিবেচনা করলে উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রযোজ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়। জনস্বার্থমুখী গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি একদিকে যেমন ব্যাপকতর জনসাধারণের জীবনযাত্রায় সার্থক অংশ-গ্রহন করতে পারবে অপর দিকে শিক্ষার সংকটে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি যদি উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগে ও কার্যধারায় পাঠ্য ক্রমতিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে গড়ে ওঠে তবে অর্থ নৈতিক সংকট নিরসনে সহায়তা হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যদিও উৎসাহের অভাব, সরঞ্জামের অভাব, সবশেষে উন্নত মানের পাঠ্য সামগ্রীর অভাব আমাদের অবসাদগ্রস্ত করে, গ্রন্থাগার সঠিকভাবে পরিচালিত হলে আমরাও বলতে পারব "হবে জয় হবে জয় হবে জয় !"



গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা

মনীষীমনের চিন্তাধারার লিপিবদ্ধ সুসংবদ্ধ গ্রন্থনের নামই গ্রন্থ। এই গ্রথিত চিন্তাধারার ভিত্তি প্রস্তরের উপরেই গড়ে ওঠে মানুষের সমাজ ও সংস্কার। সভ্যতার কাঠামো বা ইমারত (facade) প্রসাদ গড়ে ওঠে এই ভিত্তিকে আশ্রয় করে। ঘটে মানবজীবনের ক্রমবিকাশ। তাই থেকে গড়ে ওঠে জাতি ও দেশ। গ্রন্থ বরণীয় মানুষের স্মরণীয় সৃষ্টি। একখানি ভাল বই মানে, একজন চিন্তাশীল মনীষীর চিত্ত-নির্যাস বা সারবত্তা। Lord Avebury বলেছেন—'A good book is the lifeblood of master spirit embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life'. যুগের পর যুগ, জীবনের পর জীবনকে অতিক্রম করে এই সদ্‌গ্রন্থ অমৃতময় হয়ে বেঁচে থাকে। মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় অতীতের ঐতিহ্য, বর্তমানের ঘাত প্রতিঘাত ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। জীবনের বিবিধ রূপ বিকশিত করে। পুষ্প পল্লব ও সুমধুর ফলে মানুষের জীবন ও সমাজ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নির্বাচিত গ্রন্থের সমাহারই গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী। পঠন পাঠন ও সাহিত্যরসপিপাসু সুধীজনের মিলনমন্দির হয়ে ওঠে লাইব্রেরী। গড়ে ওঠে পাঠক সমাজ। শুরু হয় বিদগ্ধ মনের আদানপ্রদান। পাঠাগার হয় জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ।

একক কোন মানুষের পক্ষে বিবিধ বিষয়ের নানা গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলে, আগ্রহশীল হলেও তার অধ্যয়ন সীমিত হয়ে পড়ে। তখন প্রয়োজন হয় অন্যান্য পাঠকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাঁরা পারেন আপন আপন গৃহে লাইব্রেরী বা পারিবারিক পাঠাগার স্থাপন করতে। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত। পাঠকগণের মধ্যে এঁদের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় উৎসাহী কর্মী ও সদস্য নির্বাচন করে তাঁদের সাহায্যে নিয়মিত চাঁদা ও অনুদান সংগ্রহ করা। সদস্যগণের মধ্যে যাঁরা বিশেষ উৎসাহী এবং শ্রমদানে ইচ্ছুক, তাঁদের ভিতর থেকে সাধারণ সদস্যগণের অনুমোদনক্রমে কয়েকজন যোগ্য ও কর্মিষ্ঠ ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে একটি পরিচালক গোষ্ঠী তৈরী করে, তাঁদের হাতে গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার অর্পণ করতে হয়। এই পরিচালকগোষ্ঠী গ্রন্থাগার গঠন ও তার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগার ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত করতে হয়। গ্রন্থাগারের লেন-দেন ও অন্যান্য নৈমিত্তিক কাজ এঁরাই পরিদর্শন ও পরিচালনা করেন।

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে এই ধরণের গ্রন্থাগার ও পাঠচক্র আছে। এই সব প্রতিষ্ঠান জাতির মানসিক উন্নয়ন ও সামাজিক সংগঠনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং হিতকর। গ্রন্থাগার জাতির সম্পদ। এই সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিচালনা বিষয়ে জাতীয় সরকারের দায়িত্বও সমপরিমাণে থাকা উচিত। সরকারের সহযোগিতা, অনুদান ও পৃষ্ঠ-পোষকতা ব্যতীত এই সব প্রতিষ্ঠান যথাযথ ভাবে গড়ে উঠতে পারে না। তার সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সমৃদ্ধি সাধনও সম্ভবপর হয় না।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রত্যেক জেলা শহর এবং বড় বড় মহকুমায় সরকারী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে প্রচেষ্টা গ্রামে-গ্রামেও বিস্তার লাভ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে করবেও।

গ্রামবাসীদের উদ্যোগে গ্রামে কোন গ্রন্থাগার স্থাপিত হলে সরকার সেখানে অনুদান দিয়ে থাকেন এবং তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বার্ষিক মঞ্জুরি বা অর্থসাহায্যের ব্যবস্থাও হয়েছে। তবে সুপ্ত সিংহের মুখে যেমন মৃগ আপনা থেকে গিয়ে প্রবেশ করে না, তাকে ধরবার আয়োজন করতে হয়। তেমনি সরকারী অনুদান বা অর্থসাহায্য লাভের জন্য

গ্রামবাসী ও পাঠাগার পরিচালকবর্গের প্রস্তুতি এবং প্রচেষ্টার দরকার হয়।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষা ও ডিপ্লোমার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রম নির্দেশ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বড় বড় গ্রন্থাগারে লাইব্রেরিয়ান পদে নিয়োগ করা হয়। যাঁরা ট্রেনিং নিয়ে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাঁদের নিয়োগ করা হয় সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে। অধুনা গভর্ণমেণ্ট এই সকল কর্মীদের স্তর অনুযায়ী বেতনক্রম ও মহার্ঘভাতার হার নির্দেশ করে দিয়েছেন।

জাতির সর্বাত্মক উন্নতি সাধন করতে হলে, জনশিক্ষা বিস্তার এক অপরিহার্য কর্তব্য। ইস্কুল কলেজ ও য়ুনিভার্সিটি প্রচলিত শিক্ষা দ্বারা জনশিক্ষার প্রসার সম্ভব নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত জনশিক্ষা বিস্তার লাভ করতে পারে না। তাঁরাই হবেন জনশিক্ষার মূল উৎস ও প্রবর্তক। তাঁদের সাহায্যে সহরের বিভিন্ন পল্লী ও গ্রামাঞ্চল গড়ে তুলতে হবে গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ। সেই সঙ্গে জনসাধারণের ভিতর গ্রন্থপাঠ ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা এবং আগ্রহ সঞ্চারিত করতে হবে। তাদের যোগ্যতা অনুসারে নির্দেশ দিতে হবে। এই জনসাধারণই আমাদের দেশবাসী ও ব্যাপক অর্থে জাতি। জাতির মানসিক উন্নয়ন ও সুসঙ্গতি ভিন্ন দেশ কোনদিন আত্মনির্ভরশীল ও শক্তিশালী হয় না।

দেশ শুধু ভৌগোলিক সীমারেখায় নিবদ্ধ ভূখণ্ড নয়। তার ধর্ম পুরাণ ঐতিহ্য শিল্প, স্থাপত্য, বন-পর্বতমালা, নদনদী সমুদ্র কৃষি বনজসম্পদ খনি ও জলবায়ু ইত্যাদি সবকিছু এবং সেই সঙ্গে জনশক্তি ও জাতীয় নানা সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপযোগী শিক্ষার জন্য দরকার বিবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থ। প্রাচীন সাহিত্য, জাতির উত্থানপতনের ইতিহাস, মহাপুরুষগণের জীবনী, সমাজতত্ত্ব সমাজনীতি কাব্য সাহিত্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক গ্রন্থ-সমূহের সংগ্রহও গ্রন্থাগারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রতিটী গ্রন্থাগার জাতীয় সম্পদ।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

"গ্রন্থাগার" সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

শ্রীঅশোক বসুর "বৃত্তিভিত্তিক পদনাম: কয়েকটি প্রস্তাব" প্রসংগে শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত ইত্যাদি যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার গুলির বৃত্তিকুশলী কর্মীবৃন্দ যে চিঠি দিয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে "গ্রন্থাগার" ২৫শ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যাতে (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৮২) শ্রীকান্তিময় চক্রবর্তীর চিঠি পড়ে আমি নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলি রাখতে চাই।

১ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা থেকে শ্রীচক্রবর্তীর দূরত্ব অনেক বেশী। শ্রীদত্ত ইত্যাদিরা শ্রীবসুর বক্তব্যের মধ্য থেকে শুধু যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয় সংক্রান্ত অংশটি প্রসংগে চিঠি লিখেছিলেন। তাই এ-প্রসংগে আরও কিছু বলতে পারতেন একমাত্র শ্রীবসু নিজে অথবা যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অথবা বিভাগীয় গ্রন্থাগারের কেউ। বাইরের কারোপক্ষে কিছু বলা শক্ত। কারণ, প্রসংগটি বোঝা শক্ত। বুঝতে গেলে প্রচুর তথ্যানুসন্ধান। শ্রীচক্রবর্তীর চিঠিতে তার কোনও প্রমাণ পেলাম না।

২ শ্রীদত্ত ইত্যাদিরা "অযৌক্তিক" এবং "আমাদের বৃত্তির পক্ষেও ক্ষতিকারক" কিছু বলেন নি। তাঁরা কখনও এমন কথা বলেননি যে তাঁদের পদগুলি "মুখ্য গ্রন্থাগারিকের সমতুল্য।" তাঁরা বলেছেন যে সব সময়েই তাঁদের এমন কিছু কাজ করতে হয় যা মাত্রাগত বিচারে যত ছোটই হোক না কেন, গুণগত বিচারে মুখ্য গ্রন্থাগারিক ছাড়া অন্য কোন পরিচালক গ্রন্থাগারিককে করতে হয় না। শ্রীচক্রবর্তী, শ্রীদত্ত ইত্যাদির পত্রটির আক্ষরিক মানে করেছেন, মর্মার্থ অনুধাবনের কোন চেষ্টাই করেন নি।

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) এই দু' জন বাঙালী সর্বপ্রথমে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষাদানের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে ঐ বিদ্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শিক্ষাশেষে ভূপেন্দ্রনাথ প্রথমে বিকানীর ষ্টেট লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন এবং পরে এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরিয়ানের পদে যোগদান করেন। দুঃখের বিষয় তিনি আর ইহজগতে নেই।

পরবৎসর অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে আরও দু' জন বাঙালী গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতের অন্য দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। এরা হলেন শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপুলিন কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বে উল্লেখিত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং শ্রীপুলিন কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ওয়ালটারে অন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রবর্তিত নয় মাসের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন। উভয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। তবে শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কয়েক বৎসর পরে এই বৃত্তি ত্যাগ করে অন্য কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।

বাঙালীদের মধ্যে শ্রীনীহার রঞ্জন রায় সর্বপ্রথম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিদ্যার ডিপ্লোমা অর্জন করেন ১৯৩৬ সালে। এই সময়ে তিনি লাইডেন (Leyden) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন এবং দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের কার্যভার গ্রহণ করেন। তৎপরে এই দশকে ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, ডক্টর এ, বি, এস হবিবুল্লা, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আরও কয়েকজন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা লাভ করেন। এই দশকের শেষে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় এবং শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রিটিশ) লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের ফেলো নির্বাচিত হন।

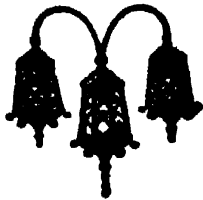
চতুর্থ দশকের কিছু পূর্ব থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের দাবী উত্থাপিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই দাবী বলিষ্ঠতা অর্জন করে। পরিষদ এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাগিদ দিতে থাকেন। অতঃপর বিষয়টি পর্যালোচনার জন্যে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আগ্রহে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক কমিটি গঠন করেন। পরিষদের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়কে বিশ্ববিদ্যালয় এই কমিটির সদস্যদের অন্যতম হিসাবে গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের অনুকূলে কমিটির সুপারিশ সিণ্ডিকেট কর্তৃক গৃহীত হলেও সরকারী অনুমোদন না আসায় বিষয়টি আর অধিক-দূর অগ্রসর হয় নি। এই অবস্থায় পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে সে বিষয়ে আলোচনা ও বিবেচনা চলতে থাকে। হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ এই সময়ে বিশেষ সক্রিয় ও জীবন্ত প্রতিষ্ঠান ছিল। কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ও শ্রীতিনকড়ি দত্ত হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই উভয় পরিষদেরই যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে ঘরোয়াভাবে আলোচনান্তর স্থির হয় যে প্রথমেই আনুষ্ঠানিকভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নামে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু না করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্ণ উদ্যোগ, তৎপরতা ও সহযোগিতায় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের নামে (অর্থাৎ সোজা কথায় বেনামীতে) হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে স্থানীয় লাইব্রেরী গৃহে পরীক্ষামূলক ভাবে এক পক্ষকাল ব্যাপী এক শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে। এই প্রচেষ্টা সফল হলে তখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজ নামে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

পূর্ববর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিয়ানের তত্ত্বাবধানে এবং বর্তমান প্রবন্ধকারের শিক্ষাদানের অবৈতনিক পূর্ণ দায়ীত্বে ও ব্যবস্থাপনায় ১৯৩৪ সালের জুনমাসে বাঁশবেড়িয়াতে পক্ষকাল ব্যাপী এক শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। মধ্যাহ্নে আহার ও বিশ্রামের জন্য কিয়ৎ কাল কর্মবিরতি ব্যতীত প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত সর্বদা ঐ শিক্ষণ শিবিরে তাত্ত্বিক কার্য চলতো। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষাকর্মীরা এই কেন্দ্রে যোগদান করেন। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাগারিকের শিক্ষণের এটাই ছিল সব-

৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯ জন বৃত্তি কুশলী কর্মীদের মধ্যে বিভাগীয় কর্মীসহ মোট ৩৯ জনই পরিবর্তিত বৃত্তি ভিত্তিক পদনাম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। বৃত্তি-ভিত্তিক পদনাম প্রচলনের জন্য কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যকে সম্মান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি অসাধারণ সামাজিক মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

৮ বৃত্তি সম্পর্কে যাঁরা সচেতন, গ্রন্থাগারিকবৃত্তিকে যাঁরা মনে করেন 'একাডেমিক' এবং গ্রন্থাগার পরিসেবাকে যাঁরা মনে করেন সঠিক সামাজিক উন্নয়নের পরিপুষ্টি স্বরূপ—এই বৃত্তি-ভিত্তিক পদনামের প্রচলন তাঁদের আত্ম সচেতনতা ও সামাজিক মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেবে। অর্থকৌলিণ্যে সব সময় সব কিছুকে পরিমাপ করা যায় না। প্রীত্যন্তে

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ **অশোক বসু**



* সুশীলচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙালী

প্রমীলচন্দ্র বসু
বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

(৮)

দ্বিতীয়ার্ধ, চতুর্থ দশক

(১৯৩১-৪০)

(খ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রন্থাগার বিদ্যায় বাঙালী

বিংশ শতকের প্রথম দিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে এবং আনুষঙ্গিক ভাবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশ সারাভারতের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকলেও গ্রন্থাগার বিদ্যার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশেষ তৎপর ছিল না। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলির মধ্যে লাহোরে অবস্থিত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম ১৯১৫ সালে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষা দেবার এক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং সেখানে এক বৎসর অন্তর ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করা হত। শিক্ষার কাল ছিল ছ' মাস। অতঃপর ১৯৩১ সাল থেকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনমাস ব্যাপী গ্রন্থাগার বিদ্যাশিক্ষার এক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু চতুর্থ দশকের প্রথম ভাগের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত এই বিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য কোন বাঙালী অগ্রণী হন নি। এই দশকে ১৯৩৩ সালে বাংলাদেশ থেকে একজন বাঙালী (বর্তমান প্রবন্ধকার) এবং এলাহাবাদে প্রবাসী একজন বাঙালী (সেখানকার ইউইং ক্রীশ্চান কলেজের অধ্যাপক

"গুণগতবিচারে" মুখ্যগ্রন্থাগারিকের কর্মপদ্ধতির সংগে তাঁদের কর্মপদ্ধতিকে এক কোঠে দেখাবার প্রবণতা আছে।

তৃতীয়ত, আমার মন্তব্য যে কতখানি যুক্তিসংগত তা শ্রীমতি ঘোষালের ৩য় বক্তব্যে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যেখানে তিনি বলেছেন যে মুখ্য গ্রন্থাগারিকের "পরামর্শ প্রয়োজন" হয়ই না, তাছাড়া মুখ্য "গ্রন্থাগারিক কোন কোন বিভাগীয় গ্রন্থাগারে নয় বছরেরও বেশী সময় কেটে যাওয়া সত্বেও গ্রন্থাগারে একবারও পা দেন নাই"। উক্ত কথার উত্তরে শুধু-মাত্র একটি কথাই বলা যায় যে মুখ্য গ্রন্থাগারিক কোন বিভাগীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করবেন বা করবেন না সেটা বড় কথা মোটেই নয়। মোদ্দা কথাটি হলো মুখ্য গ্রন্থাগারিকই হলেন বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির নীতি নির্দ্ধারক।

৪র্থ নং বক্তব্য সম্বন্ধে আমি কোনও মন্তব্যই করতে চাই না। কারণ এক কথায় বলা যায় এ বক্তব্যের মধ্যে যুক্তিই খুঁজে পাই না। তবে শ্রীমতি ঘোষালের আমন্ত্রণকে আমি স্বাগত জানাই। সুযোগ আর সুবিধা হলে নিশ্চয়ই যাবো।

৫নং বক্তব্য সম্বন্ধে আমার কোনও বক্তব্য নাই বরং শ্রীমতি ঘোষালের বক্তব্যকে সমর্থন করে এই কথাই বলতে চাই যে ভবিষ্যতে তাঁদের অধীনস্থ কর্মী এবং তাঁদের উচ্চপদস্থ কর্মীর সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা রেখেই তাঁদের দাবী রাখবেন। অযথা অযৌক্তিক ধারণা সংগঠনকে দুর্বল করে আর নিজেদের মধ্যে বাদ বিসংবাদ বাড়িয়ে তোলে। ইতি ভবদায় –

কীর্তিময় চক্রবর্ত্তী গ্রন্থাগারিক
দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ
গড়িয়া

বি. দ্রঃ - **ভ্রম সংশোধন ঃ** (১) গত আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় পত্র লেখক কীর্তিময় চক্রবর্তীর স্থলে কান্তিময় চক্রবর্তী ভুল বশত ছাপা হয়েছে, এজন্য আমরা দুঃখিত।

(২) মূল প্রবন্ধ লেখক অশোক বসুর বক্তব্যও এই সঙ্গে দেওয়া হল। এরপর এই প্রসঙ্গে আর কোন পত্র প্রকাশ করা হবে না। সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

---

(৩)

(মূল প্রবন্ধলেখক অশোক বসুর বক্তব্য)

সমীপেষু

০ আপনার অনুরোধে "বৃত্তি-ভিত্তিক পদনাম ঃ কয়েকটি প্রস্তাব" প্রবন্ধ-কেন্দ্রিক চিঠিপত্র প্রসঙ্গে এই পত্রের প্রস্তাবনা।

১ প্রবন্ধের বিষয় পত্র মাধ্যমে যে আলোচনা ও প্রচারের জন্য পত্র লেখক / পত্র লেখকগোষ্ঠীকে আমার অভিনন্দন।

২ প্রবন্ধের মূল বিষয় ঃ গ্রন্থাগারে নিযুক্ত বিভিন্ন স্তরের বৃত্তিকুশলী কর্মীদের প্রচলিত Library Assistant পদনামের পরিবর্তে বৃত্তি-ভিত্তিক পদনামের প্রচলন।

৩ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ গ্রন্থাগার পরিসেবায় (Library service) নিযুক্ত বৃত্তি কুশলী কর্মীমাত্রেই বিভিন্ন স্তরের 'গ্রন্থাগারিক'। অর্থাৎ স্তরভেদে বৃত্তিকুশলীদের পদ-নাম যাই হোক না কেন, আদি শব্দ অথবা অন্ত্য শব্দ অবশ্যই 'গ্রন্থাগারিক' হবে।

৪ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়কে কিভাবে কার্যকরী করা যেতে পারে তার উদাহরণ হিসেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে বেছে নিয়ে দেখান হয়েছে প্রস্তাবিত বৃত্তিভিত্তিক পদনামের রূপায়ণ কিভাবে হতে পারে।

৫ বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বা বিভাগীয় গ্রন্থাগারে নিযুক্ত বৃত্তিকুশলী কর্মীদের কোন বিশেষ সমস্যা কিংবা সামগ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও প্রবন্ধের আলোচ্য / প্রাসঙ্গিক বিষয় ছিল না। স্বাভাবতই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক বোধে তার উল্লেখ প্রয়োজনবোধ করিনি।

উল্লেখ্য বিভাগীয় ও কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার নিয়েই সামগ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। বৃত্তিকুশলী মাত্রেই, তিনি কেন্দ্রিয় বা বিভাগীয় যেখানেই নিযুক্ত থাকুন, এই সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অঙ্গীভূত। বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির জন্য এখনও পর্যান্ত কোন পৃথক ব্যবস্থা নেই।

৬ পশ্চিমবাংলার বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বৃত্তি সচেতন কর্মীদের সঠিক প্রচেষ্টায় সেখানে বৃত্তিভিত্তিক পদনাম প্রবর্তিত হয়েছে। এদিক থেকে তাঁরা পথিকৃত।

৩. বিভাগীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের "প্রতিপদে পদেই মুখ্য গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ প্রয়োজন হয়ে থাকে" না। কিছুদিন আগে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গ্রন্থাগারটি একটি নতুন ঘরে স্থানান্তরিত হয়। নতুন ঘরে নিয়ে আসার সময়ে নতুন করে গ্রন্থাগারটি স্থাপনের পরিকল্পনা, সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও সেই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন কোন স্তরেই মুখ্য গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ প্রয়োজন হয় নি। সবটাই বিভাগীয় বৃত্তিকুশলী নিজেই করেছেন। এবং এই একই রকম ইতিহাস সমস্ত বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির। সেগুলির শুরু থেকে এ পর্যান্ত কোন কাজেই মুখ্য গ্রন্থাগারিকের পরামর্শেরই প্রয়োজন হয় নি। স্থাপিত হওয়ার পরে ন-বছরেরও বেশী সময় কেটে গেছে এমন বিভাগীয় গ্রন্থাগারে আজও মুখ্য গ্রন্থাগারিক একবারও পা দেন নি। আসলে তিনি কোন বিভাগীয় গ্রন্থাগারেই পা দেন না, পরামর্শ দেওয়া তো দূরের কথা।

৪. শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন "কোন বিশেষ টেক্‌নিকাল তাঁদের করবার প্রয়োজন হয় না"। কোন বিশেষ টেক্‌নিকাল কাজের কথা শ্রীচক্রবর্তী বলছেন? আমি অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি শ্রীচক্রবর্তী কোন বিভাগীয় গ্রন্থাগারে এসে খোঁজ করেন নি কী ধরনের কাজ সেখানে হয়ে থাকে, কোন "বিশেষ টেক্‌নিকাল কাজ" সেখানে করবার প্রয়োজন হয় কিনা। আমি এখানে শ্রীচক্রবর্তীকে অনুরোধ করছি তিনি বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করে এবং তথ্যানুসন্ধান করে শ্রীদত্ত ইত্যাদির বক্তব্যের উপর বক্তব্য রাখার চেষ্টা করুন। তা না হলে এ ধরণের ভুলে ভরা চিঠিই আমাদের বৃত্তির পক্ষে ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত হবে। শ্রীদত্ত ইত্যাদির চিঠি নয়।

৫. বিভাগীয় গ্রন্থাগার কর্মীরা "নিজেদের পদ ও মর্য্যাদা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন" বলেই এই গ্রন্থাগারগুলিতে তাঁদের অধীনস্থ বৃত্তি কুশলীদের বৃত্তিভিত্তিক পদনাম প্রবর্তনের দাবীও তাঁরাই করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

ভবদীয়
সুজাতা ঘোষাল
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পত্র লেখকের বক্তব্য)

মহাশয়,

শ্রীঅশোক বসুর বৃত্তিভিত্তিক পদনাম ও কয়েকটি প্রস্তাব প্রসঙ্গে শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত ইত্যাদি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি কুশলী কর্মীবৃন্দ যে চিঠি দিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি গ্রন্থাগারের সম্পাদক মহোদয়কে যে পত্র দিয়েছিলাম সেই পত্রটি গ্রন্থাগার পত্রিকার ২৫ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যাতে প্রকাশিত হওয়ার জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ।

এই পত্রের প্রতিবাদে শ্রীমতি সুজাতা ঘোষাল (Civil Eng. বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) যে পত্র সম্পাদককে লিখেছেন তার উপর মন্তব্য করবার জন্য আমার কাছে উক্ত পত্রটি পাঠানো হয়েছিলো।

প্রথমেই আমি সম্পাদককে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পিতৃদত্ত নামটির বিকৃত করার জন্য আমি মর্মাহত। আশা করি গ্রন্থাগার পত্রিকায় আমার প্রকৃত নামটি জানিয়ে দেওয়া হবে। তাঁদের ১ নং বক্তব্যের উত্তরে আমি শুধু জানাই যে আমার দুরত্ব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হোতে যত বেশী দূর হোক না কেন গ্রন্থাগারিক হিসাবে যে কোন গ্রন্থাগারেরই সমস্যা সম্বন্ধে আমার জানার অধিকার আছে। আর একটা কথা বলি আজ এই বিজ্ঞানের যুগে দুরত্বটা কোন একটা সমস্যাই নয়।

আর পত্রদাতাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এর উত্তর লেখা পর্যন্ত শ্রীঅশোক বসুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়ে উঠে নাই। তিনি নিজেই এর সত্যতার বৈধতা অস্বীকার করবেন না।

অশোক বসুই যে হোন না কেন বা আমার পত্রের প্রতিবাদ যিনিই করুন না কেন বৃত্তির মঙ্গলের জন্য সুস্থ প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাতে দ্বিধাবোধ করবো না।

দ্বিতীয়ত, মুখ্য গ্রন্থাগারিকের সমতুল্য নয় বলে বর্তমানে শ্রীমতি ঘোষাল স্পষ্ট করে সে কথা স্বীকার করেছেন, শ্রীদত্ত এবং ইত্যাদির চিঠিতে তা ছিল না। এই পত্রটিতেও দেখতে পাচ্ছি যে তাঁদের ধারণা এবং চিন্তার মধ্যে এখনও

প্রথম প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থা। এই প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সাফল্য মণ্ডিত হয়। এই সাফল্যের ভিত্তিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অতঃপর প্রকাশ্যভাবে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় ও কর্তৃত্বাধীনে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্র খোলার জন্য উদ্যোগী হল এবং অনেক চেষ্টার পর অবশেষে কলকাতার আশুতোষ কলেজে এই উদ্দেশ্যে স্থান লাভ করার পর ১৯৩৭ সালে পরিষদের উদ্যোগ বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। তদবধি নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা এখনও বিদ্যমান আছে।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার দাবী প্রবল হওয়ায় ১৯৩৫ সালে কলকাতায় অবস্থিত ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগার বিদ্যার ছ'মাস ব্যাপী এক ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয়। ঐ লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৫ সালে ডিকিসন সাহেব প্রবর্তিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের সর্বপ্রথম বৎসরের ছাত্র ছিলেন। কলকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তিত হয় তা' অবিকল পাঞ্জাবের কোর্সের অনুরূপ ছিল। তবে পাঞ্জাবে জার্মাণ অথবা ফরাসী ভাষার প্রাথমিক পাঠ ও ঐ কোর্সের সাথে গ্রহণ করতে হত। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কোর্সে সে ব্যবস্থা ছিলনা। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক বৎসর স্থায়ী ডিপ্লোমা কোর্স না খোলা পর্যন্ত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ঐ শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু ছিল।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিদর্শন ও সমীক্ষা (Survey)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হুগলী জেলার সকল রকম গ্রন্থাগারের অবস্থা পরিদর্শন ও পর্যালোচনার এক আয়োজন হয়। ঐ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার অবৈতনিক পূর্ণ দায়ীত্ব প্রবন্ধকারের উপর অর্পিত হয়। পূর্ণ একমাস ব্যাপী এই সমীক্ষায় জেলার অধিগম্য এবং দুরধিগম্য বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত চল্লিশটি সাধারণ গ্রন্থাগার এবং স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগার পরিদর্শনান্তে ১৯৩৫ অথবা ১৯৩৬ সালে রাজবল হাটে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বিশদ পরিসংখ্যান সহ যে বিবরণ উপস্থিত করা হয় সম্মেলনে তা' বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়। সমীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অতঃপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই দশকের দ্বিতীয় ভাগে কলকাতা হাওড়া এবং ত্রিপুরাজেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমায় (অধুনা পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত *) অবস্থিত গ্রন্থাগার সমূহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বিবরণ প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন। হাওড়া এবং ক'লকাতার সমীক্ষা পরিচালনা করেন শ্রীপুলিন কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ঐ কার্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন কুমিল্লার শ্রীশৈলেশ সেন। উভয়ের সমীক্ষা ও বিবরণ পরিষদে বিশেষ সমাদৃত হয়। বলাবাহুল্য উভয় সমীক্ষকই অবৈতনিকভাবে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। কার্যতঃ সে যুগে গ্রন্থাগার আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা নিজেদের অবৈতনিক সমাজ সেবী বলে মনে করতেন। এবং সে যুগের সমাজ সেবার অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীদের মত গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসার প্রয়াসী কর্মীরাও এই কর্মে নিজেদের আত্মনিয়োগ করার বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণের কথা চিন্তা করতেন না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সে যুগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানজ্ঞাপক উপাচার্যের পদ অবৈতনিক ছিল। ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাসে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঐ পদে বৃত হন। স্মরণ করা যেতে পারে ইতিপূর্বে ১৯৩১ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে কলকাতা করপোরেশনে এবং ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের সুপারিশ জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। শ্রীমুখোপাধ্যায় ভাইস চান্সেলারের পদ গ্রহণ করে অনতিকাল মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধনে যত্নবান হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনটির চতুর্থ তলার সম্প্রসারণ করে ১৯৩৫ সালে সেখানে নূতন ভাবে গ্রন্থাগারকে সজ্জিত ও পুনর্গঠিত করার ব্যবস্থা করেন এবং গ্রন্থাগারটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

রূপান্তরিত করেন। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি করে ভারতের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের বিদ্যা শিক্ষাপ্রাপ্ত দু'জন বাঙালী যুবককে পদদ্বয়ে নিযুক্ত করা হয়। শ্রীনীহার রঞ্জন রায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ দেওয়া হয়। ঐ বৃত্তি নিয়ে শ্রীরায় বিদেশে গমন করেন এবং বিদেশ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাইব্রেরিয়ানশিপের ডিপ্লোমা নিয়ে ১৯৩৭ সালে কলকাতায় ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের পদে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যোগ দেবার পর তিনি গ্রন্থাগারটিকে আধুনিক প্রথায় পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে যতটা সম্ভব উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

বিদেশে মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

১৯৩৫ সালে ইউরোপের স্পেন দেশে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী সম্মেলন (Second International Congress of Libraries and Bibliography) অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য নির্বাচন করা হয়। ঐ সম্মেলনে সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদের ও (All-India Public Libraries Association) তিনি প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা করেন ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। বাংলাদেশ তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই পুরোধার বিদেশে সম্মান ও সম্বর্ধনা লাভ তৎকালে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধন করে। শ্রীরায় মহাশয় ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণে যান এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিদর্শন এবং সর্বত্র অভ্যর্থনা ও সম্বর্ধনা লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের ও বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বিদেশীদের অবহিত করেন। ঐখানকার তৎকালীন গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্ণনা কালে এ ঘটনা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা গ্রন্থাগার সম্মেলন ও কলকাতা গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পুনর্গঠনের পর ১৯৩৫ সাল থেকে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় পরিষদের শাখা স্থাপনের চেষ্টা চলতে থাকে এবং কয়েকটি জেলায় শাখা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিতও হয়। কিন্তু দুঃখের কথা এই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। কলকাতায় একটি কলকাতা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আসাদুল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে ১৯৩৬ সালে স্বতন্ত্রভাবে একটি কলকাতা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে এই সম্মেলন হয়। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার হরিশঙ্কর পাল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন আহ্বান করে কলকাতা গ্রন্থাগার পরিষদ সৃষ্টি করা হচ্ছে এরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ায় সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্তৃপক্ষের মধ্যে কিছুটা প্রচ্ছন্ন মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তথাপি পরিষদের পক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য পরিষদ থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। নেপথ্যে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবের সক্রিয়তার ফলে বাহ্যিক কোন সংঘর্ষের আর সৃষ্টি হতে পারে নি। যতদূর স্মরণ হয় শ্রীআসাদুল্লা তাঁর ভাষণে এই ধরণের সংঘর্ষের কোন ক্ষেত্র নেই একথার উল্লেখ বা ইঙ্গিত করেছিলেন এবং কলকাতা গ্রন্থাগার পরিষদ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আওতায় থাকবে শেষ পর্যন্ত এই ধরণের এক প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল। যাই হোক এই সম্মেলনে 'কলকাতা গ্রন্থাগার পরিষদ' নামে এক সংস্থা গঠিত হয়। তবে পরিষদের কাজকর্ম বিশেষ অগ্রসর হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত ঐ পরিষদের আর অস্তিত্বও থাকে নি।

নীহার রঞ্জন রায় ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

১৯৩০ সালে বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ডক্টর

* বর্তমানের 'বাংলা দেশের'র অন্তর্গত।

নীহার রঞ্জন রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন একথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে যোগদান করেন এবং পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। সে যুগে বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র সমূহ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি সর্বদা সমর্থন জানিয়ে আসছিলেন একথা সত্য। তথাপি পরিষদের সভ্য তথা জনসাধারণের কাছে পরিষদের উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শ ও কার্যধারা অধিকতর বিস্তারিতভাবে এবং নিয়মিতভাবে উপস্থিত করার জন্য পরিষদের নিজস্ব পরিচালিত এক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন পরিষদ কর্তৃপক্ষ অনেকদিন থেকে অনুভব করছিলেন। সে সময়ে পরিষদের সামর্থ্যের অভাব থাকলে ও অবশেষে পরিষদ কর্তৃক ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় Bengal Library Association Bulletin অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা নামে বাঙলা এবং ইংরেজী উভয় ভাষার এক দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৯৩৭ সালে ঐ পত্রিকা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ষান্মাসিক পত্রিকা হিসাবে এটিকে প্রকাশ করার ইচ্ছা পরিষদের থাকলেও সংগতি ও সুযোগ সুবিধার অভাবে পত্রিকাটি কার্যত বার্ষিক পত্রিকা হিসাবে অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৭ সালে পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের যে নিজস্ব ব্যবস্থা করা হয় ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় সেই শিক্ষণ কেন্দ্রের ও অবৈতনিক ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। পরিষদের পুনর্গঠনের কাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত শ্রীতিনকড়ি দত্ত পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর ১৯৩৯ সালে ডক্টর রায় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই দশকের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতিপয় একনিষ্ঠ কর্মীর আবির্ভাব হওয়ায় এবং আন্দোলনের বিভিন্নদিকে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়ায় পরিষদের তথা বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কাজকর্ম বেশ জোরদার হয়ে ওঠে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

পরিষদের উদ্যোগে ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে (২৪শে ও ২৫শে জুলাই) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে অবিভক্ত বাংলাদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী (তখন বাংলা ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী এবং ইংরেজী ভাষায় Premier বলা হত) জনাব ফজলুল হকের সভাপতিত্বে দু'দিন ব্যাপী এক গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনটি পুনর্গঠিত পরিষদের প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন ছিল। ইতিপূর্বে তিনটি নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় এটি কার্যত চতুর্থ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ছিল। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক শ্রী ডবলিউ সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কলকাতার তদানীন্তন মেয়র শ্রীসনৎ কুমার রায়চৌধুরী।

এই দশকে পরবর্তী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন বসে মেদিনীপুর শহরে। ঐ শহরের পৌরসভার প্রধান রায় বাহাদুর শীতল প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের আহ্বানে ১৯৩৮ সালের ১৯শে ও ২০শে মার্চ তারিখে। সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মেদিনীপুর জেলার তদানীন্তন জেলা শাসক শ্রীবিনয় রঞ্জন সেন। তিনি যেমন দক্ষ উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী ছিলেন তেমনি ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে উৎসাহী। মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অল্পদিন পূর্ব্বে কয়েকদিন ব্যাপী বিরাট আয়োজনে ছাত্র সপ্তাহ পালন উপলক্ষে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে (রাজনারায়ণ বসু গ্রন্থাগার) শ্রীসেনের উদ্যোগে এক চিত্তাকর্ষক গ্রন্থাগার প্রদর্শনী সংগঠিত হয়েছিল। শ্রীসেনের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এই প্রদর্শনী সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল।

চতুর্থ দশকে পরিষদের কার্যালয়

পরিষদের অস্তিত্বের প্রথমার্ধে তো নয়ই দ্বিতীয়ার্ধেরও প্রথম দিকে অনেক দিন পর্যন্ত পরিষদের নিজস্ব নির্দিষ্ট কোন কার্যালয় ছিল না। পরিষদের সভ্যদের অধিবেশন সুবিধামত কখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, কখন মহাবোধি সোসাইটি হল,

কখন বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি নানা স্থানে হত। নিয়মিত কাজ কর্মের কিছু কিছু ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে, কখন কখন কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত মহাবোধি সোসাইটি ভবনে এবং বাকী কাজ সম্পাদকের গৃহে সম্পন্ন হত। এক সময়ে কিছুদিনের জন্যে পরিষদের গ্রন্থাগার ও কার্য্যলয় মহাবোধি সোসাইটি ভবনে অবস্থিত ছিল। ১৯৩৭ সালে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে ভবানীপুরে আশুতোষ মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউটে পরিষদের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এবং আশুতোষ কলেজে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের কাজ শুরু হয়। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের উদ্যোগে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে ১৯৩৭ সালে পরিষদের কার্য্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৯ সালের পরে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগটিও ভবানীপুর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়। পরিষদের কাজকর্মের দ্রুত বিস্তৃতির জন্য এই দশকে পরিষদের কার্যালয় মার্জারের সূতিকাগারের মত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হতে থাকে। দশকের শেষের দিকে পরিষদের স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব আলয়ের প্রয়োজন বিশেষ অনুভূত হতে থাকে। পরিষদের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হলেও সামর্থ্যের অভাবে এ বিষয়ে কিছু করা সম্ভব হয় নি।

পরিষদ স্থাপিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্র

১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কেন্দ্র যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন ইহার শিক্ষাকালের স্থায়ীত্ব ছিল এক মাস। পরবর্তী বৎসরে (১৯৩৮) এই সময় বৃদ্ধি করে পাচসপ্তাহ এবং তৎপরে ছয় সপ্তাহ করা হয়। অতঃপর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ ক্রমে ঐ সময় আরো বৃদ্ধি করে তিন মাস করা হয়। পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার পরে অনতিকালমধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেটুকু ভারতের নানা দিক থেকে এমন কি বহির্ভারতের সিংহল থেকেও শিক্ষার্থী এসে এখানে শিক্ষালাভ করেছেন। এই শিক্ষার জন্য সরকার অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি সংগ্রহ না করা হলেও কার্য্যত এই শিক্ষার স্বীকৃতি সর্বত্র ছিল। এখানে গ্রন্থাগার বৃত্তি শিক্ষা লাভ করার পর অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সরকারি কার্য্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশের বাইরে অনেক সরকারি এবং বেসরকারি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার গ্রন্থাগারের কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। এঁদের অনেকেই দায়িত্ব ও প্রশংসার সাথে গ্রন্থাগারের কার্য পরিচালনা করেছেন। পরিষদের এই শিক্ষণ ব্যবস্থার সাথে যাঁরা প্রথম বৎসরের (১৯৩৭) শিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন সর্ব স্বর্গীয় অনাথ নাথ বসু, ডবলিউ সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বিভাস চন্দ্র রায় চৌধুরী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, তিনকড়ি দত্ত এবং সর্বশ্রী নীহার রঞ্জন রায়, পুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় ও প্রমীলচন্দ্র বসু। বলা বাহুল্য সকলেই ঐ কেন্দ্রের অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন। এই শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাক্কালে কেন্দ্রের সাফল্য কামনা করে রবীন্দ্রনাথ এক বাণী পাঠিয়েছিলেন।

কলকাতায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সহ সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপনের আন্দোলন

কলকাতা পৌর সভার পরিচালনায় বিনা চাঁদায় একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সহ সমগ্র কলকাতা শহরের জন্য সুবিন্যস্ত এক সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য চতুর্থ দশকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আন্দোলন করেন। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় কলকাতার রোটারি ক্লাবে এসম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। পরিষদের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়। সহঃ সভাপতি ডবলিউ সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং পরিষদের কর্ম সংসদের কিছুসংখ্যক সদস্য আন্দোলনটির প্রসার ও প্রচার কল্পে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট ছিলেন। কলকাতা করপোরেশনের আহ্বানে ১৯৩৮ সালে পরিষদের পক্ষ থেকে এবিষয়ের একটি পরিকল্পনা করপোরেশনের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত করপোরেশনের পক্ষ থেকে এবিষয়ে কিছুই করা হয় নি।

গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি প্রকাশ

বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে বাংলাদেশে অথবা বাংলা ভাষায় কয়েকখানা গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ হয়। ১৯৩২ সালে শ্রীসতীশ চন্দ্র গুহ প্রণীত 'প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তৎপূর্বে এটি ১৯৩০ সালে 'সরস্বতী ভবন গবেষণ' বার্ষিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৭ সাল থেকে পূর্বে উল্লেখিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বুলেটিন অর্থাৎ 'Bengal Library Association Bullentien' অথবা 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা' নামে দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে এবং এই দশকে এই পত্রিকার তিনখণ্ড প্রকাশিত হয়। যতদূর স্মরণ হয় এই দশকে শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ একক প্রচেষ্টায় ভারতীয় পত্রিকার এক 'পত্রিকা সূচী' প্রকাশে উদ্যোগী হন এবং 'ইণ্ডিয়ানা' (Indiana) নামে ঐ সূচী পত্রিকার একখানি অথবা দু'খানি সংখ্যা প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক ১৯৩৭ সালে সাধারণ গ্রন্থাগারে জন্য নির্বাচিত পুস্তকের এক তালিকা প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত এই দশকে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ছিল ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের 'গ্রন্থাগার' শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি, ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় প্রণীত 'দেশবিদেশের গ্রন্থাগার' সুখেন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'গ্রন্থাগার পরিচালনা, ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত শ্রী প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত 'গ্রন্থকারনামা।

চতুর্থ দশকে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্য

এই দশকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অথবা পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কালে অনেক সময়েই গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হত। ইহা ভিন্ন কোন বিশেষ উপলক্ষেও এই রকম প্রদর্শনী সংগঠিত হত। ১৯৩৮ সালে মেদিনীপুরে ছাত্র সপ্তাহ পালন উপলক্ষে আয়োজিত গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর কল ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থাগার প্রদর্শনী ব্যতীত পরিষদের কাউন্সিল অধিবেশন শেষে অথবা বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের সময়ে অথবা অন্য কোন উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতায় অথবা আলোচনা চক্রের ব্যবস্থাকারী পরিষদ কর্তৃক এই দশকের শেষের দিকে (১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে) আরম্ভ হয়। এই সূত্রে বিশ্বভারতীয় গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দশমিক পদ্ধতির বর্গীকরণ' (১৯৩৬ সালে), ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রেকর্ডের সম্পাদক ডাঃ সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রোগী ও অশক্তদের জন্য গ্রন্থাগার পরিবেশন (১৯৩৬) ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লা সাহেবের 'গ্রন্থাগার সংগঠন (১৯৩৬) শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দের 'বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার' (১৯৩৬), শিশুভারতীর সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'ভারতীয় শিশু সাহিত্য' (১৯৩৭), ডব্লিউ সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেবের 'গ্রন্থাগার আইন' (১৯৩৮) প্রভৃতি বক্তৃতা এবং 'সাহিত্যের বাজার' (১৯৩৭) সম্বন্ধে আলোচনা চক্রে কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব সাহিত্যিক শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়, শিল্পী শ্রীঅর্দ্ধেন্দু কুমার গাঙ্গুলী প্রভৃতির যোগদান উল্লেখ যোগ্য। যতদূর স্মরণ হয় সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাসও পরিষদ আয়োজিত এই রকম কোন এক সভায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

পরিষদ এই দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, মহাবোধি সোসাইটি, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, পুস্তক ব্যবসায়ী, শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব সম্মিলনী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাশ্রেণী ভুক্ত করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিভিন্ন মুখে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে জেলায় জেলায় শাখা পরিষদ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে অন্যুন ২০টি জেলায় শাখা পরিষদ স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে দুঃখের বিষয় এই সকল শাখা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল।

এই দশকে পরিষদ কিছু কিছু নির্বাচিত বাংলা পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করেন। এবং বাংলাদেশের লাইব্রেরি-সমূহের এক ডাইরেক্টরি বা নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করেন এবং এবিষয়ে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হন।

কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের গ্রন্থপাঠের সুযোগ দানের জন্য পরিষদ এই দশকে আন্দোলন করেন : এই স্থলে

উল্লেখযোগ্য যে এই দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কারাগারে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের কারাগারের অভ্যন্তরে থেকে পরীক্ষা দেবার এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থ ধার নিয়ে গ্রন্থপাঠের সুযোগ করে দেন। চাঁদাহীন সর্বজনীন গ্রন্থাগ্রার স্থাপনের আন্দোলনও পরিষদ এই দশকে অব্যাহত রাখেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও পরিচালন সম্পর্কে পরামর্শপ্রার্থীদের পরিষদ কর্তৃক পরামর্শ দেবার দায়িত্ব গ্রহণ ও ব্যবস্থা করা এই দশকে পরিষদের আর এক উল্লেখযোগ্য কাজ।

মোট কথা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিস্তৃততর ও জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে প্রয়াস ও প্রচার কার্য করা ছাড়াও পরিষদের কর্মসূচী ও কর্মপন্থাকে এই দশকে বাস্তব ও বহুমুখী ক'রে তোলার জন্য বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে (২৪শে নভেম্বর) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক বিশেষ সাধারণ সভায় পরিষদের সংবিধান পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত সংবিধানে পরিষদের সভাপতির (President) পদ ব্যতীত কাউন্সিলের 'চেয়ারম্যান' (Chairman) এর একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। ইহার অন্তর্নিহিত কারণটি অবশ্য সুখপ্রদ ছিল না।

(ক্রমশঃ)

ভ্রম সংশোধন

গত ভাদ্র সংখ্যা "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রবীর রায় চৌধুরী রচিত প্রবন্ধটি সঠিক শিরোনামা হবে "ক্রয়লভ্য বাংলা বইয়ের তালিকা।"

সম্পাদক গ্রন্থাগার

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের নতুন বেতনক্রম

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাদপ্তরের যুগ্ম সচিবের সাক্ষর যুক্ত 761-Edn (S) dl-6. 9. 75 নম্বরের আদেশনামা শিক্ষা-হিসাবের দপ্তর থেকে 1757 (16)—C-A dl-17. 9. 75 নম্বর পত্র মারফৎ নথি থেকে জানা যায় যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের নিম্নরূপ বেতনক্রম ১. ৪. ৭৫ থেকে চালু করা হয়েছে :

স্নাতক + গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী/ডিপ্লোমা

বর্তমানে আছে	নূতন হয়েছে
২৩৭-৭-৩০০-৮-৪০৪	২৫০-১০-৩৭০-১৫-৫২০-৬০০

ম্যাট্রিক/স্কুল ফাইনাল + সার্টিফিকেট

১৯০-৩-২১৪-৪-২৭০-৫-২৭৫	২২০-৫-২৭০-৮-৩৫০

বেতন নির্দ্ধারিত হবে—বর্তমান মূল বেতন + এডহক ১৫ টাকা + বর্তমান বেতনক্রমের একটি বার্ষিক বৃদ্ধি প্রতি ১০ বৎসর কার্যকালের জন্য, দশ বৎসরের কম কার্যকাল হলেও ৭ টাকা = যা হবে তথায় নতুন বেতনক্রমের স্তর যদি থাকে, অন্যথায় পরবর্তী স্তরে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে স্নাতক গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম বর্তমানে আছে ২৬৫-৭-৩০০-৮-৪২০-১০-৪৫০।

নতুন আদেশনামা অনুযায়ী স্নাতক শিক্ষকদের বেতনক্রম হয়েছে ৩০০-১৫-৩৭৫-২০-৫৭৫-২৫-৭৫০

অনার্স/এম. এ. শিক্ষকদের বেতনক্রম হয়েছে—৩৫০-১০-৫৫০-২৫-৬৫০-৩০-৮০০-৪০-৯২০।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে উৎসুক যাতে যথাযথ বক্তব্য সরকারের কাছে শীঘ্রই উপস্থিত করা যায়।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বার্তা-বিচিত্রা

Hindi Glossary of Technical Terms :—

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পরিভাষা সমিতি, শিক্ষা মন্ত্রক, নয়াদিল্লী, একখানি হিন্দী শব্দকোষের জন্য বিভিন্ন উপসমিতির মাধ্যমে কাজ করছে। শীঘ্রই একখানি সম্পূর্ণ হিন্দী শব্দকোষ প্রকাশিত হবে। এই শব্দকোষে ১,৫০,০০০ শব্দ থাকবে এবং তার নাম Hindi Glossary of Technical and Scientific Terms।

Model Library Bill for Tripura :—

আদর্শ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে।

১. শ্রী এ. কে. দাশগুপ্ত; ডিরেক্টার অফ এডুকেশন, ত্রিপুরা (চেয়ারম্যান)

২. „ আর. কে, চক্রবর্ত্তী, উচ্চ গ্রন্থাগারিক, টি. ই. কলেজ, ত্রিপুরা

৫. „ বি. বি. গুপ্ত, উচ্চ গ্রন্থাগারিক, বি. সি. পি কলেজ, আগরতলা।

৪. „ কে. কে. ভট্টাচার্য, উচ্চ গ্রন্থাগারিক, এম. বি. বি. কলেজ, আগরতলা। (সদস্য-সম্পাদক)

Public Libraries in Tripura :—

ত্রিপুরা সরকার রাজ্যে ১৩টি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেছে। ত্রয়োদশটি নতুন শাখা এবং উত্তর ত্রিপুরা আম্বাসায় স্থাপিত।

New Periodicals on Library Science :—

১৯৭৪ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দুইটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেই দুইটি হল :

১ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী মুভমেণ্ট (সম্পাঃ এন. কে. ত্যাগী) ১৪৮ এলেনবী লাইনস, আম্বালা ক্যাণ্ট (হরিয়ানা)

২ কোয়ার্টারলি জার্নাল অব রাজস্থান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (সম্পাঃ আর. এল. সানাধ্যা) ১৮ লেবার কলোনী, বিওয়ার (রাজস্থান)।

মিনতি চক্রবর্ত্তী

গ্রন্থাগার সংবাদ

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগারের অশীতি বর্ষ পূর্তি উৎসব

২৮শে মার্চ ১৯৭৫, গ্রন্থাগারের আশী বছর পূর্তি উৎসব উদ্বোধন করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবময়ানন্দজী। একটি সুদৃশ্য দীপাধারে ৮০টি প্রদীপ জ্বালিয়ে বৎসরব্যাপী উৎসবের সূচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুসাহিত্যিক শ্রীদেবেশ দাস।

অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে যাঁরা বাণী পাঠান তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, বিখ্যাত ভাষাবিদ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী প্রমুখ।

পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রবীন্দ্র জন্মতিথি পালনে উপস্থিত থাকেন অধ্যাপক বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী ও অমলেন্দু বসু।

২৯শে জুন কবি মধুসূদন স্মরণ দিবসে সভাপতিত্ব করেন ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত। ২০শে জুলাই কবি সম্মেলনের সভাপতি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মনোজ্ঞ আলোচনায় সকলে বিশেষ আনন্দ পান। কবি সম্মেলনে কবিতা পাঠ করেন; শ্রীকবিতা সিংহ, শ্রীশান্তি লাহিড়ী, শ্রীমণি ভূষণ ভট্টাচার্য্য শ্রীহরিপদ দে. শ্রীমণীন্দ্র ঘোষ, শ্রীসংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস সকালে পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীযতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী এবং সন্ধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শন বিষয়ে আলোচনা করেন শ্রীসত্যব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুশান্ত বসু।

গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-সম্পদ ও সংগঠনকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করার কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বৎসর ব্যাপী অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

পরিষদ কথা

পরিষদের কার্যকরী সমিতি

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর '৭৫ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকরী সমিতি পরিষদ ভবনে মিলিত হয়ে বিবিধ আলোচনা করে। এই সভায় উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে "গ্রন্থাগারে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য "তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক" দান সম্পর্কিত নতুন নিয়ম প্রবর্তন ও প্রস্তাবিত ২ বৎসরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রচলন করার প্রস্তাব সম্বলিত পত্রাকারে স্মারকলিপি অনুমোদিত হয়।

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় একাডেমিক ও স্পেশাল লাইব্রেরী উপসমিতির আহ্বায়কের পদ থেকে পদত্যাগ করায়, তাঁর স্থলে দীপক কুমার রায়কে আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়।

ছাত্রসংযোগ উপসমিতির সভা

গত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে পরিষদ ভবনে শ্রীঅজয় ঘোষের সভাপতিত্বে ছাত্রসংযোগ উপসমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে তাঁদেরকে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি কর্মসূচী গৃহীত হয়।

পরিষদের বিদ্যায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগার কমিটির সভা

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ পরিষদ ভবনে বিদ্যায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগার কমিটির এক সভা ডঃ জয়তী রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এই কমিটি কাজের সুবিধার জন্য নিম্নরূপ চারটি পৃথক সেল গঠন করা হয়।

(১) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সেল, আহ্বায়ক : শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী, যাঃ বিঃ। সদস্য : শ্রীদীপক কুমার রায়, যাঃ বিঃ, শ্রীসমীর কুমার বসু, যাঃ বিঃ, শ্রীপ্রশান্ত সাহা, কঃ বিঃ, শ্রীসন্তোষ বসাক, রঃ ভাঃ বিঃ।

(২) কলেজ গ্রন্থাগার সেল, আহ্বায়ক : শ্রীকিরণ্ময় চক্রবর্তী, সদস্য : শ্রীঅরুণ অ দিত্য, শ্রীসুবীর ঘোষ।

(৩) গভর্ণমেণ্ট কলেজ সেল, আহ্বায়ক : শ্রীপ্রবোধ বিশ্বাস, প্রেঃ কঃ, সদস্য : শ্রীবিনয় চ্যাটার্জী, কৃঃ নঃ গভঃ কঃ।

(৪) বিশেষ গ্রন্থাগার, আহ্বায়ক : ডঃ শ্রীমতী জয়তী রায়, কমঃ লাঃ, সদস্য : শ্রীবারীন চক্রবর্তী, লঃ লাঃ।

উপরোক্ত সেল ছাড়াও স্কুল গ্রন্থাগারের ব্যাপারে উক্ত কমিটি বিশেষ নজর দেবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। তদুপরি –

(১) এই সভায় স্থির হয় যে, ৫ম পরিকল্পনায় বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বিবেচনাধীন বেতনক্রম প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বার্তা প্রেরণ ও যোগাযোগ রক্ষা করা।

(২) ৪র্থ পরিকল্পনায় কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ঘোষিত বেতনক্রমের Fixation সংক্রান্ত ও এডহক পেমেণ্টের ব্যাপারে প্রতিনিধি দল প্রেরণ মারফৎ রাজ্য সরকারের সাথে যোগাযোগ।

(৩) ডি, পি, আই সমীপে বক্তব্য রাখা—যাতে প্রত্যেকটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয় এবং স্কুল গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম হ্রাস সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

(৪) রাজ্যের সর্বোচ্চ স্তর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রকম প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিভিত্তিক পদনাম চালু করার ব্যাপারে প্রয়াস চালানো।

(৫) বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল গ্রন্থাগার এবং বিশেষ গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিষদের সদস্য হয়ে, বৃত্তিগত সমস্যা নিরশণের সময়-সীমা ভিত্তিক (time-bound) কর্ম-সূচী সফল করার জন্য সক্রিয়ভাবে পরিষদের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাবার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা

গত ২২শে জুন (১৯৭৫) তারিখে বহরমপুরের নিকটে নিমতলায় মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নানাবিধ অসুবিধাদি

নিয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনে পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা কমিটি নিম্নোক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত হয়। পরিষদের পক্ষে শ্রীশশাঙ্ক বাগচী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি—শ্রীশৈলেশ চন্দ্র রায় (সভাপবি, মনীন্দ্রনগর যুব সঙ্ঘ পাঠাগার, কাশিমবাজার)। সহ-সভাপতি—(১) শ্রীবিমল চক্রবর্তী, মনীন্দ্রনগর, কাশিমবাজার। (২) শ্রীশিবানী কুমার রাহা, জেলা গ্রন্থাগার, সৈদাবাদ, খাগড়া। (৩) শ্রীসত্যনারায়ণ রায়, কাগ্রাম। যুগ্ম-সম্পাদক—(১) শ্রীসত্যব্রত রায়, মনীন্দ্র নগর, কাশিমবাজার। (২) শ্রীসবিতা প্রসাদ দুবে, শ্রীপত্ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ। সহ-সম্পাদক - শ্রীআনন্দ গোপাল চক্রবর্তী, সবুজ সঙ্ঘ, খাগড়া।

সদস্য : রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার, রঘুনাথপুর। বঙ্কিম চন্দ্র লাইব্রেরী, গোরাবাজার, বহরমপুর। বংশবাটি ইউনিয়ন লাইব্রেরী, বংশবাটী। কান্দী সাধারণ পাঠাগার, কান্দী। সর্বোদয় লাইব্রেরী, জেমো, কান্দী। প্রভাতী লাইব্রেরী, আলুগ্রাম। মিলন সঙ্ঘ, হাসানপুর। আলেয়া সংসদ, ঔরঙ্গাবাদ। শ্রীনির্মল সরকার, 'মুর্শিদাবাদের খবর', সিগনেট প্রেস, বহরমপুর। শ্রীমতী কনা ব্যানার্জী, বহরমপুর গার্লস কলেজ, বহরমপুর।

সম্প্রতি প্রকাশিত নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা (১)

[এই বাংলা গ্রন্থপঞ্জী শুধুমাত্র সেই গ্রন্থগুলিকে নিয়েই—যেগুলি গত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা পড়েছে। বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে সময় মত পুস্তক না পাওয়ায়, স্বভাবতই এই পঞ্জী সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। আগামী সংখ্যায় আশ্বিন মাসে যা জমা পড়বে বা আমাদের দপ্তরে এক কপি করে জমা পড়বে, তার তালিকা প্রকাশিত হবে। এ কাজটি নিয়মিত পরিচালনা করার জন্য মুখ্যত ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন **অচিন্ত্য মল্লিক**।—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

১। **অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ। শরৎ প্রসঙ্গ।** কলকাতা। "ভাব ও লেখা"। ১৯৭৫। ২৪৬ পৃঃ। মূল্য ১৫.০০।

২। **অমিয়কুমার সেন ও নীলিমা সেন। সুরের গুরু : রবীন্দ্র সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধাবলী।** কলকাতা। অনন্য প্রকাশন। ১৯৭৫। ১৬১ পৃঃ। মূল্য ১৬.০০। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত শৈলী সম্পর্কে কিছু চিন্তাশীল প্রবন্ধের সমারোহ।

৩। **অরবিন্দ পোদ্দার। বঙ্কিম মানস।** ৩য় সংস্করণ। কলকাতা। গ্রন্থবিতান। ১৯৭৫। ১৮৩ [৭]। মূল্য ১৫.০০। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি তত্ত্বমূলক পর্য্যালোচনা।

৪। **অরুণ মৈত্র। সিকিমের আদিবাসী লেপচা।** কলকাতা। এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ। ১৬; ৮১ পৃঃ। সচিত্র। মূল্য ৮.০০। লেপচা জাতির উৎপত্তি, অর্থনৈতিক অবস্থা, ভাষা ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটি বিবরণ।

৫। **অশোক কুণ্ডু, সম্পাঃ। সাহিত্যিক বর্ষ পঞ্জী।** ১৩৮২ : ৫ম বর্ষ : ৫ম খণ্ড, ৫ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ খণ্ড। গ্রাম-বোরহল, পোঃ জাঙ্গীপাড়া, হুগলী। শ্রীমতী স্বপ্না কুণ্ডু। ২ খণ্ড। ১৯৭৫। মূল্য ৫ম খণ্ড : ১৫.০০ ষ;ষ্ঠ খণ্ড ১০.০০।

৬। **আশুতোষ ভট্টাচার্য্য। পুরুলিয়া থেকে প্যারিস :** পশ্চিম ইউরোপে পশ্চিম বাংলার ছৌ-মুখোশ নৃত্যদলের ভ্রমণবৃত্তান্ত। কলকাতা। লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ। ১৯৭৫। ২৩৯ পৃঃ। সচিত্র। মূল্য: ১৫.০০। "প্রাথমিক তথ্যপঞ্জী" পৃঃ ১৯৯-২৩৯।

৭। **কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী। তিনশতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র।** রিষড়া, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদ। ১৯৭৫। ৪৪, ৪১০ পৃঃ। সচিত্র। মূল্য ০।

৮। **তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী। জন্মান্তর রহস্য।** কলকাতা। কোলে পাবলিশার্স। ১৯৭৫। ৯৮ পৃঃ। মূল্য ৭.০০। জন্মান্তর বিষয়ে কিছু আকর্ষণীয় সংকলন।

৯। **তুষারকান্তি ঘোষ। চিত্র বিচিত্র।** কলকাতা। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৮২ [১৯৭৫]। ১০৭ পৃঃ। মূল্য ৭ ০০। প্রখ্যাত সাংবাদিকের স্মৃতিচারণ।

১০। **ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত। ধর্ম-সমাক্ষা: আয-ভারতীয় ধর্মের ক্রমবিবর্তন।** কলকাতা। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোঃ। ১৯৭৫। ৮,১৪১ পৃঃ। নির্ঘণ্ট। মূল্য ৮.৫০।

১১। **নারায়ন চৌধুরী। কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র।** কলকাতা। এ. মুখার্জী এণ্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ ১৯৭৫। ১২০ পৃঃ। মূল্য ১০.০০।

১২। **পরমেশ চৌধুরী। মানুষের পূর্বপুরুষ অন্য গ্রহের মানুষ।** কলকাতা। গ্লোব লাইব্রেরী। ১৯৭৫। ২০৮ পৃঃ। সচিত্র। মূল্য ১০ ০০।

১৩। **প্রমথনাথ মজুমদার। নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।** কলিকাতা। চিরন্তনী প্রকাশ ভবন। ১৯৭৫। ১৪০ পৃঃ। মূল্য ১০ ০০।

১৪। **প্রমথনাথ মজুমদার ও সরোজ মজুমদার। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।** কলকাতা। চিরন্তনী প্রকাশ-ভবন। ১৯৭৫। ৯৫ পৃঃ। মূল্য ৭ ০০।

১৫। **ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অন্তরঙ্গ সুকান্ত।** কলকাতা। সারস্বত লাইব্রেরী। ১৩৮২ [১৯৭৫]। ২২২ [৪] পৃঃ। মূল্য: ১২.০০। কবি সুকান্তের জীবন স্মৃতি চিত্রণ।

১৬। **বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। পুরনো কলকাতার নায়িকা।** মধ্যমগ্রাম ২৪-পরগণা। দীনেশ দাশগুপ্ত। পরিবেশক: কলকাতা দে বুক ষ্টোর। ১৯৭৫। ১৬৯ পৃঃ। মূল্য ১০.০০।

১৭। **মিহির আচার্য, সম্পা:। শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র।** কলকাতা। শুকসারী প্রকাশক। ১৯৭৫। ১০৮ পৃঃ। মূল্য ৬ ০০। শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা।

১৮। **যোগীরাজ বসু। বেদের পরিচয়: বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস।** দ্বিতীয় প্রকাশ। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত। কলকাতা। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫। ১৪, ২৫৮ পৃঃ। মূল্য ২০.০০। বেদের তত্ত্বমূলক ও সভাষ্য আলোচনা।

১৯। **ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত, সম্পা:। বঙ্গদর্শন: নির্বাচন রচনাসংগ্রহ।** কলকাতা। চারুপ্রকাশ। পরিতোষ মজুমদার। ১৯৭৫। ১৬, ৪৭১ পৃঃ। মূল্য ২০ ০০।

২০। **শঙ্কর ঘোষ। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন।** কলকাতা। সাহিত্য-সংসদ। ১৯৭৫। ১৪, ২৪৮ পৃঃ। 'পঞ্জী। মূল্য ২০ ০০।

২১। **শংকুমহারাজ। রাজভূমি রাজস্থান।** কলকাতা। দেব পাবলিশিং। ১৯৭৫। ২২৪ পৃঃ। সচিত্র। মূল্য ১৪.০০। রাজস্থান ভ্রমনের একটি সরস বর্ণনাময় প্রামাণ্য গ্রন্থ।

২২। **সুকোমল সেন। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস।** ১ম খণ্ড। কলকাতা। নবজাতক প্রকাশন। ১৯৭৫। ২৭২ পৃঃ। মূল্য ২০.০০। ভারতের শ্রমিক তথা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের (জন্ম থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত) মার্কসীয় বিচার ও বিশ্লেষণ।

২৩। **সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা নিঃসঙ্গ প্রবাস ও মনোমোহন ঘোষ।** কলকাতা। বঙ্গীয় গবেষণা পরিষদ, ১৯৭৫। ৮৫ পৃঃ। মূল্য ৮.০০। মনোমোহন ঘোষের রচনাপঞ্জী পৃঃ ৭২-৭৬।

২৪। **হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তরী হতে তীর।** পরিবেশ, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত। কলকাতা। মনীষা গ্রন্থালয়। ১৯৭৪। ৭, ৫৪৪ পৃঃ। মূল্য: ২০.০০। প্রখ্যাত সাম্যবাদী নেতা ও রাজনীতিকের স্মৃতিচারণ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক সংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র গ্রন্থ। মূল্য ২০ টাকা

Library Service in India To-day

মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনাচক্রের বিবরণ। মূল্য ৩ টাকা

Library Personality & Library Bill for West Bengal

S. R. Ranganathan প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গের সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন। মূল্য ২ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বই ও তৎসহ অন্যান্য কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ৺শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। পুস্তক নির্বাচনের প্রকৃত সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ৫ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমলকুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য ২ টাকা

গ্রন্থবিদ্যা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার কর্তৃক রচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলাভাষায় রচিত এই বিষয়ের একমাত্র পুস্তক। মূল্য ৪ টাকা

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী স্বর্গতা বাণী বসু সঙ্কলিত। ১৮৯১ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা। মূল্য ৭ টাকা

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re 1.50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 25 : No : 6 [Silver Jubilee Year] September-October '75

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to
The Editor Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No 52
Calcutta-14
Phone : 44-8566

Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Satyabrata Sen

Associate Editor Minati Chakrabarti

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-14.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৫ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা ; [রজত জয়ন্তী বর্ষ] কার্তিক, ১৩৮২

সূচী

বার্ষিক মূল্য—১৫.০০ [বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ] প্রতি সংখ্যা ১.৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভ জনক। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

	সাধারণ সংখ্যা	বিশেষ সংখ্যা
মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠ	১৭৫'০০	৩০০ ০০
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	১০০'০০	-
,, তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০০'০০	৩০০'০০
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠ	১২৫ ০০	— — —
,, চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠ	১২৫'০০	৪০০'০০
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫'০০	২৫০ ০০
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০ ০০	১৫০ ০০
,, এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠ	৪০'০০	- - -

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌছান প্রয়োজন।

একাধিক সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বিষয়ে স্বতন্ত্র কনট্রাক্ট। বিবিধ সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—'**গ্রন্থাগার**'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২, কলিকাতা-৭০০ ০১৪

ফোন: ৪৪-৮৫৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪ ।

(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—**সত্যব্রত সেন**

সহযোগী সম্পাদক—**মিনতি চক্রবর্তী**

॥ **রজত জয়ন্তী বর্ষ** ॥

বর্ষ ২৫, সংখ্যা ৭ **কার্তিক, ১৩৮২**

প্রতি সংখ্যা ১.৫০ ॥ বার্ষিক মূল্য ১৫.০০ স্টলেও খোঁজ করুন

সম্পাদকীয়

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার লেখক মহল

বিগত পঁচিশ বৎসর যাবৎ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বহু লেখক বিবিধ বিষয়ে লিখেছেন। তাতে পাঁচ ভাগে বিভক্ত পাঠক-গোষ্ঠী সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে না পারলেও, অংশত পরিতৃপ্ত সন্দেহ নেই।

তবে আজ এই পঁচিশ বৎসরের শেষ প্রান্তে এসে পত্রিকার লেখকমহলের পরিসর বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন তেমনি বিবিধ পাঠকগোষ্ঠীর কথা স্মরণে রেখে আরও প্রসাদগুণ সম্পন্ন নিবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ হওয়াও প্রয়োজন। ভাল রচনার অভাব আমরা প্রায়ই অনুভব করি। এই বিষয়ে গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার আন্দোলনে কর্মী ও পৃষ্ঠপোষকবর্গ তৎপর না হলে গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশ এক ধরণের নিয়ম রক্ষা ও বিলাসিতার সামিল হবে।

কি জানি, উপরোক্ত প্রসঙ্গটি যেভাবে এখানে উপস্থাপন করলাম, তাতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বহুবিধ শ্রেণীর সৈনিক মহলে উষ্মার কারণ দেখা দেবে কিনা। কিন্তু উপায় কি ? সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সৈনিকদের নিষ্ক্রিয়তা ও নিস্পৃহতা যে মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যাচ্ছে। যাহোক করে ৩২ পৃষ্ঠার একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশে সম্পাদক মণ্ডলীর উৎসাহ উদ্দীপিত থাকে কি ?

গ্রন্থাগার দরদী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী, গ্রন্থাগার কর্মী সকলের কাছেই তাই অনুরোধ গ্রন্থাগার পত্রিকার যে বিরাট পাঁচ বিভাগে বিভক্ত পাঠকগোষ্ঠী—যা বিগত সংখ্যায় উল্লেখিত হয়েছে, তার কথা স্মরণে রেখে নিবন্ধ পাঠান অধিক সংখ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ঐতিহ্যকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে সহায়তা করুন এই আবেদন রাখতে হচ্ছে পুনর্বার।

ENGLISH ABSTRACT

Story about books of Battala in Anusandhan, an old bengali journal, **by Amalendu Ghosh** p. 155.

Frandulent publication in Battala and cheating mentality of the then publishers were discussed by the author and he mentioned about the praiseworthy role of Anusandhan, an old bengali journal to detect those unsocial attempts.

Rural Libraries in Pakistan **by Muhammad Aslam** p. 163.

This article is a bengali translation of an article pubiished in Unesco bulletin for libraries Vol. XXIX, no. 3, May-June '75.

Universe of Subjects (2) **by Mangal Prasad Sinha and Bejoypada Mnkhopadhyay,** p. 165.

It is the second article in bengali on universe of subjects. Anthors discussed about universe of knowees, ideas, knowledge, subject, terminology, variety of ideas, isolate idea, basic subjects etc.

Library movement in the Twentieth Century in Bengal and Bengalees, **by Pramil Chandra Bose,** p. 171.

It is 9th article of a series on the topic written on the basis of Sushil Ghose memorial lecture under the auspices of Bengal Library Association. Here the author mentioned about the dark period of library movement, Bengal Library Conference 1941, death of Kumar Munindradeb Roymahasay, starting of Library Science education in Calcutta university, Radhakrishna Education Commi. ssion etc.

Integrated Librory Service: A proposal **by Aswini Sen,** p. 175.

The anthor, on the basis of a discussion of the existing condition of public library service in West Bengal, suggested a proposal how improved integrated public library service may be effectively made.

Sarat Chandra on Libraries : A Collection **by Ratan Kumar Das,** p. 180.

Here the author recollected the lecture of Saratchandra delivered at an Annual meeting of Chandannagar Pustakagar, 1936 in which Kumar Munindradeb Roy mahasay was present as speeker. Sarat chandra's love for books on different subjects is also mentioned in this article.

গ্রন্থাগার সংবাদ

কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার

গত ২৭।১০।৭৫, সোমবার কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত বিজয়া সম্মেলনে সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মহকুমা শাসক শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী মালবিকা ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী পূরবী ঘোষ। গজল গেয়ে শোনান শ্রী ও শ্রীমতী বঙ্কিম দাস। শ্রীসুব্রত কবিরাজ ও শ্রীঅসীম কুমার নাথের গীটার ও তবলার স্বরালাপও ছিল এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীবিবেকানন্দ সেনগুপ্ত। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীকানাইলাল পান, শ্রীঅশোক কুমার গণাই ও শ্রীমতী সুচরিতা পাল প্রমুখ ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার কর্মীগণ সকলকে মিষ্টিমুখ করান।

'অনুসন্ধান' পত্রিকায় সমকালীন বটতলার বইপত্রের কথা

অমলেন্দু ঘোষ
নাটাগড় মেইন রোড, পোঃ নাটাগড়, ২৪ পরগণা।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র মাত্রেরই অন্যতম উদ্দেশ্য: সত্যপ্রকাশের মাধ্যমে সমাজসেবা। একাধারে অপ্রিয় অথচ সত্যমূলক সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে মিথ্যের মুখোশ খুলে দিয়ে দেশবাসীকে সত্য তথা সমাজ সচেতন করার ক্ষেত্রে, এবং সাময়িক ঘটনাবলীকে সুরুচিসম্মতভাবে পরিবেশন করে। পাঠকের রুচিবোধ ও মানসিকতার উন্নতিসাধনে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্র শিক্ষার অন্যতম বাহনও বটে। তাছাড়া সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র দেশ-বিদেশের দৈনন্দিন নানা সংবাদ ও সম-সাময়িক ঘটনাবলী জানতে যেমন সাহায্য করে, তেমন আবার মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের কেনা-বেচায়ও প্রভুত সাহায্য করে।

সর্বোপরি, গণতন্ত্রের পক্ষে সত্যমূলক সঠিক সংবাদ ও সত্যসন্ধানী সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের গুরুত্ব ও তার স্থান অনস্বীকার্য। কেননা, একমাত্র সত্যসচেতন নাগরিকই যে-কোন দেশের সরকারের কাছে তার দোষত্রুটি সংশোধনে প্রকৃত সহায়ক হিসেবে গণ্য হন। আর এইরকম সত্য-সচেতন নাগরিক গড়ে তোলার কাজে সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্রের গুরুত্বই প্রধান। দেশ-বিদেশের মণীষিরা তাই বলেছেন, সংবাদ সাময়িকপত্র ব্যতীত কোন সভ্য ও গণতান্ত্রিক সরকার আদৌ চলতে পারে না। আজকের দুনিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার মাত্রেই তাই সংবাদ সাময়িক-পত্রের গুরুত্ব ও তার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাকে মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। সংবাদ / সাময়িকপত্রও তাই আজকের দুনিয়ার বাজারে এক শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে সুচিহ্নিত ও সমাদৃত।

২,

আমাদের আলোচ্য দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় প্রকাশিত সমকালীন বটতলার বইপত্রের অসাধু কারবারের গোড়ার কথা প্রসঙ্গে জানা যায়: মহাভারত থেকে বিদ্যাসাগরের বই পর্যন্ত এখানে জাল হতো, এবং তা' পুলিশের হাতে অনেক সময়ে ধরাও পড়তো। সেকালীন পত্র-পত্রিকায় এবং গ্রন্থাদিতেও এবিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু ঐতিহাসিক বিবিধ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি কিছু কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে দেখা যায়। এইরকম একটি বিবৃতি এখানে উল্লেখযোগ্য: "সময়ে সময়ে এক এক পয়সায় মহাভারতও বিক্রি হয়। কিন্তু…[মহাভারত] খুলে দেখুন, দুপিঠ সাদা। সোনার গহনা চুরি গেলে পুলিস আগে এসে যেমন নূতন বাজারের পোদ্দারের দোকান তদারক্ করে, তেমনি কোন বই জাল হলে পর পুলিস্ প্রথমতই বটতলার দোকানদারদের ধরে। কারণ রাতারাতি বিদ্যাসাগরের স্কুলের বই জাল করে বেচতে, এমন স্থান আর সহরে নেই।"—(দ্রঃ কলিকাতা-রহস্য, ১৩০৩ সাল)

বটতলার বইপত্রের বাজারে একসময়ে (মোটামুটিভাবে ১৮৮০-১৯০০ খ্রী) জাল-জুয়াচুরির হিড়িক পড়ে যায়। এখানকার কিছু সংখ্যক প্রকাশন-ব্যবসায়ী সমকালীন নানা সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও পত্রিকায় চটকদার বিচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে অসম্ভব রকমের যতো অবিশ্বাস্য উপহারের লোভ দেখিয়ে, এমনকি কোন কোন সময়ে প্রাক্-প্রকাশন চাঁদা (pre-publication subscription) আদায় করে, কিংবা বিজ্ঞাপিত মোট মূল্যের অধিকাংশ অগ্রিম (advance) হিসেবে নিয়ে বিজ্ঞাপিত জিনিস দেওয়ার পরিবর্তে লোককে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর কাজে বেশ উৎসাহভরে উঠে-পড়ে লেগে যায়। এবং এই কাজটাকে বেশ রীতিমতো লাভজনক মনে করে। এই ব্যবসায়ে তারা মত্ত হয়ে ওঠে।

বটতলার অসাধু ব্যবসায়ীদের এইরকম বাড়াবাড়িতে ক্রমে জনসাধারণ বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে উঠলো। তাদের চৈতন্য হলো। ফলে, সংবাদ / সাময়িকপত্রাদিতে মাঝে মাঝে এবিষয়ে নানা অভিযোগপূর্ণ প্রতিবাদপত্রাদি প্রকাশিত হতে থাকে।

ক্রমে এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে কোন কোন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের কর্তৃপক্ষ ও সম্পাদক এদিকে মনোযোগী হলেন। এঁদের মধ্যে কলকাতার 'অনুসন্ধান-সমিতি' এবং তাদের মুখপত্র 'অনুসন্ধান' পত্রিকার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এবং এই অনুসন্ধান পত্রিকার ভূমিকাই আমাদের আলোচ্য।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন বইপত্রের নামে বটতলার অসাধু প্রকাশকদের বিচিত্র ধরনের জাল-জুয়াচুরি সম্পর্কে একসময় 'অনুসন্ধান-সমিতি' (কার্য্যালয় ১৫নং ফকিরচাঁদের গলি, বৌবাজার, কলিকাতা) তাদের পাক্ষিক 'অনুসন্ধান' (প্রথম প্রকাশ, ১৩ই শ্রাবণ ১২৯৪) পত্রিকার পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন প্রায় নিয়মিতভাবে সাধারণ মানুষকে সাবধান করেছেন এবং ভণ্ড ব্যবসায়ীদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছেন। বই-পত্রের জাল জুয়াচুরি সম্পর্কিত সংবাদগুলি 'অনুসন্ধান' পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'প্রতারণা-প্রবঞ্চনা', 'বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত দ্রব্য' ইত্যাদি শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে দেখা যায়।

এইভাবে অনুসন্ধান-সমিতি ও তার সেক্রেটারী (দুর্গাদাস লাহিড়ী) নিষ্ঠার সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদন করে। সংবাদ-পত্রের মূল লক্ষ্য যে সমাজকল্যাণ—সে বিষয়ে সচেতনতার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম বাহন বইপত্রের জাল-জুয়াচুরি ধরতে গিয়ে আমাদের যে একটা বড়ো উপকার করেছেন তাঁ হলো এই জাতীয় বইপত্রের নাম-ধাম পরিচয় ইত্যাদি প্রকাশ করে দেওয়ার ফলে সেকালীন বটতলার বইপত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : বটতলার বইপত্রের কিছু কিছু পরিচয় আমরা পাই রেভারেণ্ড লং (Rev. J. Long), মারডক (John Murdoch) ওয়েনজার (J. Wenger) প্রভৃতির প্রকাশিত বাংলা বইয়ের তালিকায় এবং বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ (Bengal Library Catalogue) নামক সরকারী দলিলে, ব্রিটিশ মিউজিয়াম (British Museum) ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী (India Office Library) প্রচারিত বাংলা বইয়ের তালিকায়। এই তালিকাগুলিতে সংশ্লিষ্ট বইপত্রের বিষয়বস্তুরও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। আর, এই তালিকাগুলির সাহায্যে সরকারী প্রেস আইনের (Press act, 1867) পূর্ববর্তী ও পরবর্তিকালে প্রকাশিত বাংলা বইপত্রের ক্রমবিবর্তনের, তথা ইতিহাসের ধারার বইপত্র সম্পর্কে সামান্য হলেও মোটামুটি একটা ধারণা করতে খুব একটা অসুবিধে হয় না।

প্রসঙ্গত বলা যায়, অনুসন্ধান-সমিতির মুখপত্র অনুসন্ধান পত্রিকায় প্রকাশিত বটতলার বইপত্রের পরিচিতিমূলক আলোচনা সমালোচনা ইত্যাদি সংখ্যা-পরিমাণের দিক থেকে যথেষ্ট নয়, নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু সমিতির প্রকাশিত বিবরণের মধ্যে যে বিশদ ও বিচারমূলক আলোচনা আছে, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার-জগতের দৃষ্টিকোণ (library point of view) থেকে সেটাই আমাদের যথালাভ বলে চিহ্নিত করতে পারি। অর্থাৎ, পূর্বোক্ত লং, মারডক প্রভৃতির তালিকাগুলির অন্তরগত বিবরণের সঙ্গে অনুসন্ধান-সমিতির প্রদত্ত আলোচনাগুলির সমন্বয় সাধন করতে পারলে বটতলার বইপত্রের অপেক্ষাকৃত বিশদ একটা পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কিন্তু, সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তালিকার অভাবে এখন আক্ষেপ না করে বরং অনুসন্ধান-সমিতির মুখপত্র থেকে এ বিষয়ে সামান্য যতটুকু জানবার সুযোগ পাওয়া যায়, তারই ভিত্তিতে বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত করা গেল।

অনুসন্ধান-সমিতি তাদের পাক্ষিক মুখপত্র 'অনুসন্ধান'-এর প্রথম সংখ্যাতেই (১৩ই শ্রাবণ ১২৯৪) তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন, তাতেই সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পাদক বলেছেন

"**অনুসন্ধান-সমিতি।** জগতের নিয়মই এই যে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়া পড়ে; সৌভাগ্যের কথা, দিন দিন সজ্জনের সহানুভূতি পাইয়া সমিতির কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

"...**অনুসন্ধান-সমিতি** গুরুভার বুঝিয়া **জুয়াচোর-গণের সন্ধানে সর্ব্বদাই ত্তটস্থ** আছেন; জুয়াচোরগণ কিরূপভাবে কার্য্য করিতেছে, সেদিকে নিয়তই তাঁহার লক্ষ্য।...তা ছাড়া **বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের**

গুণাগুণ-বিচার অনেক সময় আবশ্যক; কিন্তু সংবাদপত্রে সকল সময় তাহারও স্থান মিলে না। এই সকল কারণেই, **লোকে যাহাতে আর সামান্যরূপও না ঠকেন—এই আশায় সমিতির মুখপত্ররূপে 'অনুসন্ধান' প্রকাশিত হইতে চলিল**। এখন অনুসন্ধানের উপকারিতা!—অনুসন্ধানের উপকারিতার বিষয় চিন্তা করিবার পূর্বে একবার **দেখা উচিত, কলিকাতার জুয়াচুরী কত রকমের**। আর, কত প্রকারেই বা কলিকাতার সরল বিশ্বাসী মফঃস্বলবাসী প্রতারিত হইতেছেন। তাহা দেখিলেই সহজে এরূপ পত্রিকার উপকারিতা সাধারণের বোধগম্য হওয়া সম্ভব।"—(পৃ ২-৪ ; দ্র অনুসন্ধান ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা ; ১৩ শ্রাবণ ১২৯৪)

অতঃপর 'অনুসন্ধান' সম্পাদক সাধারণ মানুষের হিতার্থে **'কলিকাতার জুয়াচুরী'** শীর্ষক একটি তথ্যমূলক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। এই বিবৃতিতে তিনি প্রমাণ সহ স্পষ্টতই বলেছেন, সভ্যতা ও শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জালজুয়াচুরিরও বিবিধ প্রকার কৌশলের উদ্‌ভাবন হয়েছে। এবং কলকাতার বাজারে, বিশেষত বটতলা অঞ্চলে যে ব্যাপকভাবে জাল-জুয়াচুরির কারবার চলে, তার মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির অন্যতম বাহন বইপত্র যে একটা বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ (item) সেকথাও 'অনুসন্ধান' সম্পাদক তথ্য ও তত্ত্ব সহযোগে জানিয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। 'কলকাতার জুয়াচুরী'কে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, এই দুইভাগে বিভক্ত করে মোট ৮ দফার একটি ভূমিকামূলক (introductory) সংবাদ প্রকাশ করেছেন। এখানে কেবলমাত্র বইপত্র সম্পর্কিত সংবাদের অংশটুকুই উদ্ধৃতে করা হলো বর্তমান আলোচনার প্রয়োজনে। বটতলার বইপত্রের 'জুয়াচুরি' সম্পর্কিত সংবাদের ভূমিকা, যথা—

"**কলিকাতার জুয়াচুরি**। সভ্যতা ও শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জুয়াচুরীরও নানারূপ নূতন নূতন ফন্দী বাহির হইতেছে। আগে চুরী ডাকাতি সব সাদাসিদে রকমের হইত ; এখন যতই কঠোর শাসন আসিতেছে, **যতই শিক্ষা ও সভ্যতা বাড়িতেছে, ততই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জুয়াচুরীরও নূতন নূতন কৌশল উদ্ভব হইতেছে**। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দিন দিন যেসকল জুয়াচুরীর বিষয় দেখিতেছি, পূর্ব্বে কেহ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছেন কিনা, সন্দেহ! কিন্তু সভ্যজগতের অপার মহিমা! ব্যবসায়ের ভান, লাভের প্রলোভন দেখাইয়া **যে সকল জুয়াচুরী হয়, তাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুইরূপেই সাধিত হয়**। কলিকাতায় বসিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যেসকল জুয়াচুরীতে ঠকিতে হয়, তাহাই প্রত্যক্ষে জুয়াচুরী ; আর মফঃস্বলে থাকিয়া বিজ্ঞাপন মন্ত্রে ভুলিয়া যেরূপে প্রতারিত হইতে হয়, তাহাই পরোক্ষে জুয়াচুরী। কু-কন খেলা, রাস্তায় সোনা খেলা, ঘণ্টা বাজাইয়া নিলাম করা, নবাব সাজা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জুয়াচুরী ; আর **পুস্তক, পত্রিকা, ঔষধ, ঘড়ি, চেন প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবহার্য্যের বিজ্ঞাপন দিয়া, টাকা গ্রহণ করিয়া, তাহা না দেওয়া বা এক জিনিষ দিব বলিয়া আর এক জিনিষ দেওয়াই এ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত**। সংক্ষেপতঃ ঐসকল **জুয়াচুরী হইতে সাধারণকে সতর্ক করিতে এবং যেরূপে তাহার প্রতিকার হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা পাইতে 'অনুসন্ধান সমিতির' সৃষ্টি**। ...পরোক্ষে কলিকাতায় যে সকল জুয়াচুরী হয় তাহাকে আপাততঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা গেল :...৪নং জুয়াচুরী ;—ইহারা এক জিনিষ দিতে চাহিয়া টাকা লয় ; কিন্তু জিনিষ দিবার সময় তার চেয়ে ঢের খারাপ জিনিষ দেয়। যাহারা সততার ভান করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরও এ প্রবৃত্তি আছে। **পুস্তক, পত্রিকা, ঔষধ ও নানাবিধ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিয়তই এ ব্যাপারে ঘটিতেছে**। বিশেষ সন্ধান না লইলে এসকল রকমের প্রবঞ্চনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে। ৫নং জুয়াচুরী,—ইহারা বড়লোকের দোহাই দেয় ; জিনিষ খারাপ হইলে টাকা ফেরত দিতে চায়। কিন্তু সন্ধান করিলে সবই ফাঁকা। ইহাদের **বিজ্ঞাপিত পুস্তক, পত্রিকা ও ঔষধের কিছুই গুণ নাই**, নানা ওজরে টাকাও ফেরত দেয় না। ...এই সকল [৮নং জুয়াচুরী] ভিন্ন ব্যবসায়ের বাজারে আরও নানারূপে জুয়াচুরী হইয়া থাকে।

কস্তার বদলাইয়া এক নামের পুস্তক অপর নামের পুস্তক বলিয়া বিক্রয় করা, লেবেল বদলাইয়া এক ঔষধকে অন্য ঔষধ বলিয়া বিক্রয় করা প্রভৃতিও বড় অল্প প্রতারণা নহে। আর, এই সকল নানাবিধ জুয়াচুরীতে দিন দিন লোকের যে কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই সকল নানারকমের জুয়াচুরীর বিষয়ে লোকের যদি সংক্ষিপ্ত জ্ঞানও থাকে। তাহা হইলে অনেকেই সতর্ক থাকিতে পারেন। আর সেইরূপে **সাধারণকে সতর্ক করিতেই কে সৎ ও কে অসৎ জানাইতে 'অনুসন্ধান' প্রচারের আবশ্যকতা)"**।

প্রথমে 'অনুসন্ধান'-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, এবং পরে 'কলিকাতার জুয়াচুরি' শীর্ষক পর পর দুটি বিবৃতিই জাল-জুয়াচুরির কারবারীদের পক্ষে নিশ্চয়ই মারাত্মক আঘাত। তাছাড়া, সাধারণ মানুষেরও ক্রমশ চৈতন্যোদয় হতে থাকে। তারাও সাবধানী দৃষ্টি নিয়ে বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত জিনিসের দিকে দেখতে শুরু করলো। এই অবস্থা নিশ্চয়ই অসাধু ব্যবসায়ীদের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। সাধারণ লোক একটু সন্দেহ হলেই অনুসন্ধান সমিতির অফিসে সন্ধান নিতে শুরু করলো। পত্রিকার পক্ষে এটা নিশ্চয়ই একটি গৌরবের বিষয়। এবং একথা স্মরণ করেই সম্পাদক 'অনুসন্ধান' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যাতেই (২৮ শ্রাবণ ১২৯৪) 'বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপিত দ্রব্য' শিরোনামে লিখলেন "অনুসন্ধান সমিতির সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, আজকাল লোকে বিজ্ঞাপন দেখিয়াই, বিশেষ পরিচিত স্থল ব্যতীত, সমিতির নিকট না জানিয়া বড় একটা টাকাকড়ি পাঠান না। বিশেষ, সেজন্য নানারকমের লোক দ্বারা সমিতিকেও নানাবিষয়ের সন্ধান রাখিতে হয়, এবং যথাসম্ভব সমিতি হইতে সদ্ব্যবসায়ীদিগের কার্য্যে উৎসাহ ও অসত্যের সম্বন্ধে সাধারণকে সতর্ক করিতেও ত্রুটি হয় না। আর, সেইহেতুই **বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার**—এও 'অনুসন্ধানের' একটী উদ্দেশ্য।"...(পৃঃ ২৯-৩০ ঐ) আগেই বলা হয়েছে, অনুসন্ধান পত্রিকায় প্রায়ই 'প্রতারণা-প্রবঞ্চনা' শিরোনামে বটতলার জাল বইপত্রের সংবাদাদি প্রকাশিত হতো। কিন্তু কথনো কথনো ভিন্ন শিরোনামেও দেখা যায়। যথা: **কলিকাতার জুয়াচুরি, দিনে ডাকাতি, এ কলি বুঝিবে কে, অনুসন্ধান সমিতির বিবরণী, মতামত,** ইত্যাদি।—এই শিরোনামযুক্ত প্রসঙ্গগুলির মধ্যে 'কলিকাতার জুয়াচুরি' আগেই আলোচিত হয়েছে; আর 'মতামত' প্রসঙ্গ প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ-সমালোচনা এবং সেই সূত্রে বটতলার বইপত্র ও প্রকাশকদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা। এই 'মতামত' প্রসঙ্গটি পৃথকভাবে আলোচ্য, এবং এখানে তার অবতারণা করা হলো না। 'প্রতারণা-প্রবঞ্চনা' প্রসঙ্গটিই পুরোপুরিভাবে জাল বইপত্রের বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

অনুসন্ধান পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাতেই (১৩ শ্রাবণ ১২৯৪) '**প্রতারণা প্রবঞ্চনা**' শিরোনামে ৭টি ঘটনার বিবরণ যুক্ত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণের মধ্যে যে সমস্ত বই ও লেখক এবং প্রতারকের নাম ধাম পাওয়া যায়। তালিকাকারে সাজালে তা' এইরকম দাঁড়ায়; যথা -

ক. **গৃহ-চিকিৎসাসার**। বিজ্ঞাপনদাতা: নফরচন্দ্র দত্ত, ৪৬নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ. ১৮৮৬-৮৭ সালের **এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থীর জন্য ইংরাজির অর্থপুস্তক**। বিজ্ঞাপনদাতা: রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, ২নং হাটখোলা।

গ **সৈনিক-সীমন্তিনী**। মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৬নং শিবনারায়ণ দাসের গলি।

গ. **প্রবাহিণী**। **লণ্ডন রহস্য। লণ্ডন-রাজ রহস্য**। বিজ্ঞাপনদাতা: বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, বাবানসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

ঙ. **বস্তুবিদ্যা পত্রিকা**। বিজ্ঞাপনদাতা: হরিপদ চক্রবর্ত্তী, নবগ্রাম, শ্যামপুর পোঃ, হাবড়া।

চ. **পাগলিনী**—হরিনাথ আচার্য্য; **সুরেন্দ্র-প্রতিভা**।—কুঞ্জবিহারী দত্ত। বিজ্ঞাপনদাতা: রামনৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ও সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; আন্দুলবেড়িয়া পোঃ, নদীয়া। দেখা গেল, বিজ্ঞাপিত গ্রন্থের মোট সংখ্যা—৯, এবং বিজ্ঞাপনদাতার সংখ্যা—৮; বিজ্ঞাপনদাতাদের

মধ্যে শোভাবাজার, হাটখোলা, শিবনারায়ণ দাস লেন ও বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট ইত্যাদি কলকাতাবাসী—৪জন, এবং মফস্বলবাসী (হাওড়া ও নদীয়া)—৪ জন। অর্থাৎ প্রতারণা-প্রবঞ্চনার ব্যাপারে কলকাতাবাসী ও মফস্বলবাসী প্রতারকের সংখ্যাতত্ত্বে বেশ সাম্য আছে দেখা যায়। এখন প্রতারণার ব্যাপারে কলকাতায় ও মফস্বলের প্রতারকের বাহাদুরী কার কতোখানি তা' দেখা যেতে পারে। তাই, পূর্বোক্ত 'প্রতারণা-প্রবঞ্চনা' শিরোনামযুক্ত বিবৃতিটি এখানে সম্পূর্ণতঃ সংকলন করা গেল। যথা—

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা

[অনুসন্ধান, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা, ১৩ই শ্রাবণ ১২৯৪]

"**নফর চন্দ্র দত্ত,** ৪৪নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।—এই ব্যক্তি নানাবিধ ঔষধ ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য দিলে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইবে বলিয়া, '**গৃহ-চিকিৎসা সার**' নামক পুস্তকের জাঁকাল বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া টাকা পাঠাইয়া লোকে পুস্তক তো পানই না; তা' ছাড়া ঔষধেরও ফল নাই। সন্ধানে জানা যায়, নফর দত্তও বহুরূপী দত্তজার জুড়দার এবং এখন স্বয়ং গা ঢাকা দিয়াছেন। **রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য,** ২নং হাটখোলা। ইনি **১৮৮৬-৮৭ সালের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থীর জন্য ইংরাজির অর্থপুস্তক** বাহির করিবেন বলিয়া অগ্রিম টাকা লন। কিন্তু পুস্তক প্রকাশ দূরে থাক, পাড়ার লোকে বলে, 'এখন দেশে পলাইয়াছে'।

"**মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়,** ৪৬নং শিবনারায়ণ দাসের গলি। ইহার ন্যায় জাঁকাল বিজ্ঞাপন অতি অল্প লোকেই দিয়া থাকে; ছবি দিয়া, ভঙ্গি দেখাইয়া, ইনি '**সৈনিক-সীমন্তিনী**' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু পুস্তকের অংশমাত্র দিয়াই নীরব। লোকে পত্র লিখিলে উত্তর পায় না, সমিতির সরকার পাঠাইলে বলেন, "পুস্তক একেবারে ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই দিতেছি।" কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাজে কিছুই নাই, বরং এখন সাক্ষাত পাওয়াও ভার। **বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী,** বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রিট। ইনি মুরলীধরবাবুর সহযোগী। উঁহারা দুইজনেই যোগ করিয়া '**প্রবাহিনী**' নাম দিয়া যেরূপ জাকজমকের সহিত '**লণ্ডন-রহস্য**' ও '**লণ্ডন-রাজ-রহস্যের**' বিজ্ঞাপন দেন, তাহাতে অনেকের চমক লাগে এবং কেহ কেহ একেবারে ২০.০০, ৩০.০০ টাকা পর্য্যন্তও পাঠাইয়া বসেন। কিন্তু উঁহারা টাকা সংগ্রহের সময় পর্য্যন্ত কয়েকখণ্ড প্রকাশে লোকের বিশ্বাস জন্মাইয়া এখন গা-ঢাকা দিতেছেন। মুরলীবাবু এবং বিপিনবাবু এহেতু বিস্তর লোকের অভিসম্পাতের পাত্র হইয়াছেন। এখনও তাহারা ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা পাউন, এই বাসনা।

"**হরিপদ চক্রবর্ত্তী,** নবগ্রাম, শ্যামপুর পোঃ, হাবড়া। '**বস্তুবিদ্যা**' পত্রিকা প্রকাশ করতে চাহিয়া অনেকের নিকট অগ্রিম মূল্য লন, কিন্তু পত্রিকা না দেওয়ায় লোকে এখন আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, "সমিতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে কলিকাতার বাহিরে থাকিয়া কোন প্রবঞ্চক এই খেলিয়াছে।" যাই হোক হরিপদবাবুর সদিচ্ছা থাকিলে, এখনও তিনি এ কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি পাইতে '**আন্দুলবেড়িয়া পোঃ, নদীয়া**' এইস্থান হইতে নানা রকমের প্রলোভনময় বিজ্ঞাপন বাহির হয়। কিন্তু সকল বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধেই আমরা অভিযোগ পাই। ওখানকার স্কুলের শিক্ষক রামনৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন ভট্টাচার্য এবং সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিই এইরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত। কেহ কেহ বলেন, "আজকাল সংবাদপত্রসমূহে হরিনাথ আচার্য্যের নামে '**পাগলিনীর**' এবং কুঞ্জবিহারী দত্তের নামে '**সুরেন্দ্র-প্রতিভার**' যে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে, তাহাও উঁহাদেরই খেলা। যাই হোক, মফঃস্বলেও এরূপ ঘটনায় আমরা দুঃখিত আছি।" —(পৃঃ ৯-১০ ঐ)

৬

বটতলার বইপত্রের প্রতারণা প্রবঞ্চনামূলক দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সংবাদ 'অনুসন্ধান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই আছে 'দিনে ডাকাতি আর কাকে বলে?' (পৃ. ১১-১৩) শিরোনামে। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত দিনে ডাকাতির নায়ক—'বাবু হরিদাস মান্না' নামধারী জনৈক পুরনো দাগী প্রতারক।

হরিদাস মান্নার পরিচয় ও তাঁর কুকীর্তির কথা বলতে গিয়ে সংবাদের ভূমিকায় 'অনুসন্ধান' সম্পাদক লেখেন—

"বাবু হরিদাস মান্না প্রথমে, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রভৃতির প্রেসে, কম্পোজিটারী করিতেন; যেরূপেই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তাঁহার অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হওয়ায় তিনি দিন দিন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সেইহেতু, কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বুঝিয়া ও তিনি তারকনাথ দত্ত প্রভৃতির মত বিড়ম্বিত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের উপদেশে চরিত্রের শোধন করিয়া লন; এই সদাশয় আজ অনেক ক্ষোভে—অনেক দুঃখে তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণকে সতর্ক করিতে বাধ্য হইলাম।...যাই হোক এখনও পাঠকগণ সতর্ক হইলে আর সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসবাবু ও তাঁহার সহযোগিগণের চরিত্র পরিবর্ত্তন হইলে সুখী হই। ঈশ্বর কি সেদিকে তাকাইবেন?"

প্রতারক 'হরিদাস মান্না' সম্পর্কিত এই সংবাদে মোট ১৯ দফা ঘটনার বিবরণ আছে। এবং এই বিবরণের মধ্যে যে সমস্ত বইপত্রের নামধাম আছে, তালিকাকারে এখানে তা সাজিয়ে দেওয়া হলো আগ্রহী পাঠকের সুবিধার্থে।

যথা—

ক. **প্রভাবতী নবন্যাস। পদ্মপুরাবৃত্ত।**
—বাবু অঘোরনাথ বসু।

খ. **গ্রন্থ-রত্নাবলী পুস্তক।**

গ. **নবযুগ পাক্ষিকপত্র।**

ঘ. **মহাভারতের মূল ও অনুবাদ।**

ঙ. **হিন্দুধর্ম্ম নামে একখানি কাগজ।**

চ. **তন্ত্রকল্পলতিকার মূলানুবাদ।**

ছ. **তন্ত্রকোষ। ভোজ-বাজী। সুলভ পাক-প্রণালী।**

জ. **মূলানুবাদ কালীতন্ত্র।**

ঝ. **ভেল্কী পুস্তক।**

ঞ. **গুপ্তবিদ্যা পুস্তক।**

ট. **মূলানুবাদ পবনবিজয় স্বরোদয়।**

ঠ **মূলানুবাদ আদি তন্ত্রকোষ।**

ড. **যোগিনীতন্ত্র পুস্তক।**

ঢ. **বিনামূল্যে সমুদায় তন্ত্র।**

ণ **হরিতালভস্ম ও শক্তিসাধন।**

ত. **জ্ঞানরত্নাকর।**

থ **পীঠমালা মহাতন্ত্র।**

দ. **মায়াতন্ত্র পুস্তক।**

ধ **ভাস্বতী বা ব্রহ্মাণ্ডের খবর।**

তালিকায় উল্লিখিত প্রথম দু'খানি মাত্র বইয়েরই গ্রন্থকারের নাম জানা যায়; অন্যগুলিতে গ্রন্থকার হিসেবে প্রতারক হরিদাস মান্নারই বেনাম দেওয়া হয়েছে বলে 'অনুসন্ধান' সমিতি প্রকাশ করেছেন। এখানে তাই কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞাতব্য বইপত্রের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে সংবাদটি আর উদ্ধৃত করা হয়নি যেহেতু তা একই লোকের কুকীর্তির বিবরণমাত্র।

৭.

অনুসন্ধান-পত্রিকায় দিনের পর দিন বইপত্রের নামে 'প্রতারণা-প্রবঞ্চনার সংবাদে অসাধু প্রকাশকদের মধ্যে রীতিমতো অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। একথা আগেও আমরা দেখেছি। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যাতেই (২৮ শ্রাবণ ১২৯৪, পৃ. ২৯-৩০) দেখা গেছে ক্রেতা সাধারণ সজাগ হয়ে সন্দেহ মাত্রই অনুসন্ধান সমিতির কার্যালয়ে বইপত্র সহ অন্যান্য জিনিষপত্রেরও ভালোমন্দ গুণাগুন ইত্যাদি বিষয়ে নানারকম খোঁজ নিতে শুরু করেছে।

পত্রিকার ১২শ সংখ্যাতেও (১৫ মাঘ ১২৯৪; পৃ, ১৭৬-৭৭) দেখা যায় 'অনুসন্ধান—সমিতির বিবরণী'র সূচনাতেই সম্পাদক জানিয়েছেন : "**গ্রাহকগণের সুসংবাদ**।—অনুসন্ধান-সমিতির অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, প্রতিমাসেই সমিতির দ্বারা অনেক বারতি টাকা আদায় হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে সেসকলের কতক কতক রিপোর্ট প্রদত্ত হইয়াছে'।

এখানে 'বরাতি টাকা' বলতে জিনিস দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে গৃহীত অগ্রগ্রহণ এবং প্রতিশ্রুত জিনিস না দেওয়ার ফলে যে টাকা পাওনা রয়েছে, তার কথাই বোঝানো হয়েছে।

এইরকম ভাবে কোন্ বিজ্ঞাপনদাতা কোন জিনিসের জন্য কতো টাকা নিয়েছেন, তার একটি বিবৃতি আছে পূর্বোক্ত 'অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী'র অন্তরগত 'গ্রাহকগণের সুসংবাদ' অংশে।

এই 'গ্রাহকগণের সুসংবাদ'-এর মধ্যে যে সমস্ত বইপত্র ও বিজ্ঞাপনদাতার নাম আছে, তালিকাকারে এখানে তা' সাজিয়ে দেখানো হলো সংবাদের অংশ বাদ দিয়ে। যথা—

ক. **ভারতবাসী পত্রিকা**। বিজ্ঞাপনদাতা: প্যারী-মোহন সুর এণ্ড কোম্পানী; গোয়াবাগান, কলিকাতা।

খ. চারিখানি পুস্তক। [নাম অনুল্লিখিত] বিজ্ঞাপন-দাতা: পদ্মচন্দ্র নাথ; পুস্তকের দোকান, পুরাতন চিনে বাজার।

গ. **সমগ্র রাজস্থান**। ২ টাকায়। বিজ্ঞাপন দাতা: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কল্পনা' পত্রিকার সম্পাদক, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘ. **হেমপ্রভা পুস্তক**। মূল্য এক টাকা এক আনা। বিজ্ঞাপনদাতা: অনুকূলচন্দ্র রায়, শ্যামাচরণ দে গলি, কলিকাতা।

৮.

কিন্তু অনুসন্ধান সমিতির সদাজাগ্রত অনুসন্ধানী দৃষ্টিতেও অনেক সময় অনেক বিজ্ঞাপনদাতার ভণ্ডামী যথাসময়ে ধরা পড়েনি, তা পড়েছে অনেক পরে। এই রকম একটি বিজ্ঞাপনের কথা জানতে পারার পরেই তাই সমিতির পত্রিকা-সম্পাদক লিখলেন: 'এ ফন্দি বুঝিবে কে?'—এই সংবাদে আছে 'রত্নঝারি' নামে একখানি বই ও বিজ্ঞাপনদাতা কলকাতা নিবাসী অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় ও প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়ের কুকীর্তির এক চমকপ্রদ বিবরণ। সংবাদটি এখানে সম্পূর্ণতই উদ্ধৃত হলো।

'এ ফন্দি বুঝিবে কে? সম্প্রতি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রায় দুই স্তম্ভব্যাপী এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে,—বিজ্ঞাপনটি 'রত্নঝারি' পুস্তকের। পুস্তকের যেরূপ গুণগান বর্ণনা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং বিজ্ঞাপনদাতার যেরূপ মততা-প্রকাশের বোল্ চাল্ আছে, তাহাতে স্বতঃই সকলেরই (বিশেষতঃ সরল মফঃস্বলবাসীর) সেই বই কিনিবার অভিলাষ হয়, মনে হয়, এই বইখানি কিনিলেই বোধ হয় আর কিছুরই অভাব থাকিবে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এমন মন-ভুলানো—প্রাণ-কাঁদান বাহ্যিক চটক সত্ত্বেও ইহার ভিতরের আবার একি গলদ্ শুনি? **'রত্নঝারি'** পুস্তকের বিজ্ঞাপনদাতার নাম, **অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়;** ঠিকানা, ১নং কারকম্মার লেন। কিন্তু সমিতির লোক সন্ধানে গিয়া উক্ত ঠিকানায় ও-নামে কোন লোকের সন্ধান পান না; উপরন্তু ঐ ১নং কারকর্ম্মার লেনের অধিবাসী বাবু রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমিতির আপিসে আসিয়া এ সম্বন্ধে এক মজাদার পত্র লিখিয়া দিয়া গেলেন; সে পত্র অবিকল এই:—"নিবেদ আমার কারকম্মার লেন ১নং বাটীর ঠিকানায় অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম দিয়া সঞ্জীবনী পত্রিকায় 'রত্নঝারি' নামক এক পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নম্বরে ঐ-নামে কোনও লোক নাই এবং ঐরূপ পুস্তক প্রকাশেরও কোনও আয়োজন দেখি না। আমার বাটীর নম্বরে পত্র দুই একখান আসিতেছে ও অদ্য একখানা সাত সিকার মনিঅর্ডার আমায় তাহা ফেরত দিয়া আপনাদের নিকট জানাইতেছি, এ সম্বন্ধে মহাশয়দের যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিবেন। তারিখ ৩০শে পৌষ, ১২৯৪।—বশম্বদ শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।" বলা-বাহুল্য, ইহার পরও আর একদিন সমিতির দুই চারিজন কর্মচারী এই বিষয়ের সন্ধানে বাহির হন। তাহাতে সে পাড়ার কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেন—'বোধ হয়, কোন প্রবঞ্চক এই খেলা খেলিতেছে!' যাই হোক, তারপর সমিতির কর্মচারীগণ বিডন ষ্ট্রীটের ডাকঘরে গিয়া সন্ধান লন। সেখানে গিয়া যে সন্ধান পাওয়া-যায়, তাহা শুনিলে চমকিত হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করিলে, সেখানকার ৭৮নং পিওন ঈষৎ হাস্যসহ বলে,—"১৩নং জোড়াবাগান ষ্ট্রিটের **বাবু প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়** এ ব্যাপারের মূল। অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধী। এ বই প্রসাদবাবুই বিক্রয় করেন এবং টাকাকড়িও সহি করিয়া লন।"—এই

তো ব্যাপার। তারপর, পুস্তকখানি যে কিরূপ, সেকথা আমরা এখন কিছুই বলিতে চাহি না। তবে আপাততঃ এইটুকুমাত্র বলিয়া রাখা সঙ্গত মনে করি যে, ভ্যালু-ডাকে ঢাকা পুস্তক পাইয়া গ্রাহকগণ যে তুষ্ট নহেন, এরূপ পত্রও আমরা অনেক পাইতেছি। ফলতঃ প্রসাদবাবুকে তো আমরা এতদূর জানিতাম না!"— অনুসন্ধান, ১ম খণ্ড ১২শ সংখ্যা; ১৫ মাঘ ১২৯৪। পৃঃ ১৭৭)

৯.

ঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী ঠক বাছতে বাছতেই ১৩ শ্রাবণ ১২৯৪ তারিখে প্রকাশিত অনুসন্ধান পত্রিকা বাংলা ১২৯৫ সালে পদার্পণ করলো। ঠক বাছার এই বিরক্তিকর কাজ বা ততোধিক ক্লান্তিকর, একথাই ব্যক্ত হলো নববর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত 'নববর্ষ-গান' নামে একটি রচনায়। রচনাটি স্বাক্ষরবিহীন, কিন্তু বক্তব্যের দিক থেকে সম্পাদকীয় বলেই মনে হয়। রচনাটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো, সমাজে ঠক্ বাছার কাজটি কতোখানি বিরক্তিকর ও ক্লান্তিকর তা দেখানোর জন্যে, আর বর্তমান আলোচনাটিকে খানিকটা উপভোগ্য করে তোলার জন্যে। —

কাল পড়েছে বড়ই বিষম
ব্যবসাদারে চেনা ভার—
তাদের আস্ত চুরি ব্যবসাদারে,
চোরের জাস্ত ব্যবসাদার॥
ধর্ম ছালা পিটে বেঁধে
সবাই আসে বচন কেঁদে,
কোনটি যে চোর, কোনটি সাধু।
কেমন ক'রে জানবো তার?॥

বিনামূল্যে সব বিতরণ—
চারণ, মারণ, বশীকরণ;
পুত্র শোকটি হয় নিবারণ
বিজ্ঞাপনটি চমৎকার॥
তাই কি শুধু মাসুল নিয়ে
ক্ষান্ত হয় গো জিনিস দিয়ে?
জিদ্ ক'রে ফের দেয় গছিয়ে
কথায় কথায় উপহার॥

ঘুরলো বছর কালের গতি,
চোরগুলোরও গতি মতি
পড়ুক ঘুরে, এই মিনতি
আমরা করি অনিবার॥
নৈলে কেবল বাজে বাজে
আমরাই যে মরি লাজে,
হাত দিয়ে এ ছ্যাচড়া কাজে
ঘাড় দাগি, ভাই, কত আর?॥

(অনুসন্ধান, ১ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যা; ১৫ বৈশাখ ১২৯৫ সাল। পৃ. ২৭৩)

তিনটি স্তবকে বিভক্ত এই কবিতাটির প্রথমাংশে ধর্মের নামে ব্যবসাদারদের জুয়াচুরির কথা, দ্বিতীয়াংশে বিজ্ঞাপনের নামে অযথা অসম্ভব লোভ দেখানোর কথা, এবং তৃতীয় বা শেষাংশে ঠক্ বাছার কাজে ক্লান্তি ও বিরক্তি প্রকাশ করে, মিনতিপূর্বক বলা হয়েছে: বছর শেষে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে যেন 'চোরগুলোরও গতিমতি' পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কথায় বলে 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। তাই দেখা যায়, পরবর্তী নতুন বছরের অনুসন্ধান পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলিও উল্লিখিত 'চোর'দের কীর্তিকথায় পরিপূর্ণ।

তবে, এভাবে চোর-ধরার কাজ একালে কোন সমিতি বা তার মুখপত্রের সম্পাদক করেছেন বা করছেন বলে আমাদের জানা নেই। একালেও যদি সেদিনের মতো 'অনুসন্ধান' চলে তবে সংশ্লিষ্ট সমিতি বা পত্রিকা-সম্পাদক সমাজ সেবার সুযোগলাভে বঞ্চিত হবেন বলে' মনে হয় না।

[দ্রঃ প্রবন্ধে ব্যবহৃত মোটা হরফ প্রবন্ধকারের।]

পাকিস্তানে গ্রামীণ গ্রন্থাগার

মুহম্মদ আসলাম গ্রন্থাগারিক
পাঞ্জাব টেক্সট বুক বোর্ড, লাহোর
অনুবাদ : **সত্যব্রত সেন ও দীপক কুমার দাস**
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা ১৪

স্বাধীন দেশ হিসাবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হলো ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭। কিন্তু যে ভূখণ্ড নিয়ে বর্তমান পাকিস্তান গঠিত তার খৃষ্টপূর্ব পর্যায়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই ভূখণ্ডের অধিবাসীবৃন্দের পাঠানুরাগের সূচনাপর্ব প্রায় ষষ্ঠ শতকে যখন গিলগিটে ও কাশ্মীরে কাগজের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তদ্রূপ, গ্রন্থাগারচিন্তার মূল খুঁজে পাওয়া যাবে অনেকা পুরাকালে মহেঞ্জোদারোর (২৫০০-১৫০০ খৃঃ পূঃ) মৃত্তিকা ফলকের মধ্যে, এবং বহু জায়গায় খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত পাথর স্তম্ভে বা পর্বত গাত্রে খোদিত শিলালিপির মধ্যে।

সে যাই হোক, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় পাকিস্তানে ছিল সামান্য কয়েকটি গ্রন্থাগার এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দেশকে অগ্রসর হতে হয়েছে একটু একটু করে। তবুও দেশগঠনের সুরু থেকে, সরকার গ্রন্থাগারের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তাই, কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক স্বর্গত খান বাহাদুর আসাদুল্লার সাহায্য ১৯৪৭ সাল থেকেই নিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রক। তাছাড়াও ১৯৪৯ সালে শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে গ্রন্থাগারও ঐতিহাসিক নথিশালা সংগঠিত করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সবের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সাধারণের গ্রন্থাগারেরও সৃষ্টি হলো যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাহাওয়ালপুর (১৯৪৮), সিন্ধু প্রাদেশিক গ্রন্থাগার (১৯৫৩), এবং খইরপুর সাধারণের গ্রন্থাগার (১৯৫৫)।

পাকিস্তানের তৎকালীন গ্রন্থাগার পরিসেবা সম্পর্কে, অষ্ট্রেলিয় গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ এল. সি. কী ১৯৫৬ সালে বর্ণনা করেছিলেন,…"…প্রতিষ্ঠাতাবর্গের সুউচ্চ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণের গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুব কম এবং পুস্তক সংগ্রহ অসন্তোষজনক, একজন রক্ষণকর্মী রেখে খুব বেদনাদায়ক অবস্থায় সাধাণত তালাচাবি দিয়ে রক্ষিত—বড়জোর কিছু সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পৃষ্ঠপোষকবর্গকে পড়তে দেয়া হত সেসব জায়গায়।" তাঁর কার্যাবলীর অংশ হিসাবে, তিনি পাকিস্তানের গ্রন্থাগার উন্নয়ণের একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, যা আপাতদৃষ্টিতে কার্যকরী করা হয়নি।

মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায়ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। মৌলিক গণতন্ত্র ঘোষণায় (১৯৫৯) জেলা ও ইউনিয়ন সংস্থার কার্যাবলীর মধ্যেও গ্রন্থাগার প্রবর্তন ও পরিপোষণ বিষয় অঙ্গীভূত হয়েছিল।

পাকিস্তানে ১২টি বিভাগীয় সংস্থা, ৪৬ জেলা সংস্থা. ২০৩টি তহসিল সংস্থা, ৮৭টি মিউনিসিপাল কমিটি, ২১৫ শহরাঞ্চলের শহর কমিটি, ৮১০টি ইউনিয়ন কমিটি, ২১৫টি শহর কমিটি, এবং ৩৩০২টি মফঃস্বলাঞ্চলের ইউনিয়ন সংস্থা ছিল। মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় বিভিন্ন ধরণের সংস্থার মোট সংস্থার সংখ্যা ছিল ৪৮৭৫টি। তাই, অনেকগুলি, প্রধানত, শহরাঞ্চলের ইউনিয়ন সংস্থা, কোন না কোন প্রকারের গ্রাম্থাগার চালাত, শুধুমাত্র করাচিতেই তদ্রূপ ৮৪টি গ্রন্থাগার, যার গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল ৫০,০০০। প্রতি বছরে নতুন যুক্ত হত ২০০০। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান জাতীয় কেন্দ্র যার পূর্বনাম ছিল পাকিস্তান কাউন্সিল কর ন্যাশনাল ইন্‌টিগ্রেশান এণ্ড ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিকনষ্ট্রাকসন (১৯৬২), লাহোরে, রাউয়ালপিণ্ডিতে, পেশোয়ারে, এবং পরে হায়দ্রাবাদে, কোয়েটায়, করাচিতে, ইসলামাবাদে ও মুলতানে গ্রাম্থাগার স্থাপন করেন। উক্ত কেন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল প্রতিটি বিভাগীয় রাজধানীতে ভ্রাম্যমান ব্যবস্থা সমেত গ্রন্থাগার স্থাপন করার।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার

আমরা ইতিমধ্যে চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পেয়েছি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৬০), "গ্রন্থাগার পরিসেবার উন্নয়ণ করা হবে" এই উল্লেখটুকুই গ্রন্থাগার উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬৫) যুক্ত হয়েছিল, "বিশেষ গ্রন্থাগারের

উন্নয়ণ হবে" ; কিন্তু এই দুইটি পরিকল্পনায় খুব সামান্যই হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬৫-৭০) যথেষ্ট উৎসাহ ব্যঞ্জক। তখন দেশে গ্রন্থাগার পরিসেবার যে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে তা উপলব্ধ হল এবং গ্রন্থাগারকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু বলে স্বীকার করা হল। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করা হল বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার উন্নয়ণের এবং সরকার ইসলামাবাদে ও ঢাকায় দুটি জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের একটি প্রকল্প প্রস্তুত করল ; চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭০-৭৫) ও শিক্ষার দিক থেকে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে অগ্রগতির পক্ষে, কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্বের কথা স্বীকৃত হল। পরিকল্পনা অনুযায়ী—গ্রন্থাগার সর্বস্তরের শিক্ষার—সাধারণ শিক্ষা বা সমাজশিক্ষার অবিভাজ্য অঙ্গ। সারাদেশে জনসাধারণকে পাঠের সুযোগ দেবার জন্য "গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা" প্রবর্তনের উপর খুব জোর দেওয়া হয়। গ্রামীন গ্রন্থাগারের জন্য ব্যবহৃত পাঠ্যবস্তুসমূহ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রেও লাভজনক ভাবে ব্যবহৃত হতে পারবে। অধিকন্তু, দেশের বিপুল জনসাধারণকে যদি স্থায়ী সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করতে হয়, তবে উপকৃত হবার মত ও আকর্ষণীয় পাঠ্যবস্তুও সরবরাহ করতে হবে এবং তা করা সম্ভব হবে ছোট ছোট সহরে এবং গ্রামে একটি গ্রন্থাগারমালা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। যেখানে সম্ভব, ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে পাঠ্যাভ্যাস সৃষ্টি করার জন্য ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। পরিকল্পনায় এই ব্যাপক গ্রন্থাগার পরিসেবা বিস্তারের জন্য অর্থ বরাদ্দও করা হয়েছে।

শিক্ষানীতি, ১৯৭২-৮০

এই কয়েক বছর ধরে, জনসাধারণের প্রতিনিধি-সরকারের দেশব্যাপী বৈপ্লবিক সংস্কারের মধ্যে, গতানুগতিক চিন্তাধারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিবিস্তার-কার্য, স্বাক্ষরতা, রেডিও, টেলিভিসান এবং অন্যান্য মাধ্যমকে সারাদেশে বিস্তৃত করা হচ্ছে। শিক্ষানীতিতে স্থান পেয়েছে যে, সারাদেশে একটি সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী ৫০,০০০ জনসাধারণকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গ্রামে এবং সহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ঐ সব গ্রন্থাগারে থাকবে প্রায় একশত মৌলিক গ্রন্থনথি তখন দৈনন্দিন জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় তথ্যবিশ্বকোষ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন সীমাবদ্ধ ছককৃত শব্দতালিকা। জনসাধারণের হাতবই বা নির্দেশ পুস্তকও রচিত ও প্রকাশিত হবে এবং বয়স্ক শিক্ষা তথা সমাজশিক্ষা কেন্দ্র সমূহকে সরবরাহ করা হবে। অদূর ভবিষ্যতে যে প্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত হতে যাচ্ছে, তা পাকিস্তানের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

শিক্ষানীতি প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক সাক্ষরতার দিকেই প্রস্তাব সম্বলিত যার লক্ষ্য জনসাধারণের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। আমাদের মতে, গ্রন্থাগারিকদের তুলনায় অন্য কেহই বয়স্ক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য নন।

বর্তমান গ্রামীন গ্রন্থাগারের অবস্থা

গত দু'দশকে কত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার কোন পরিসংখ্যান নেই। ১৯৬০ সালে, ৩১৭টি সাধারণের গ্রন্থাগার ছিল দেশে। কিন্তু ব্যাপক অনুসন্ধান না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাটি হয়ে থাকবে অনির্ভরযোগ্য। জেলা গ্রন্থাগার এবং ব্লক গ্রন্থাগার নিশ্চয় গত আট বছরে যথেষ্ট বেড়ে থাকবে।

বড় গ্রন্থাগারগুলোর অনেকেরই পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বোধহয় আর স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হচ্ছে না, যেখানে পাঠকবর্গ অবসর সময়ে বসে পড়বে। মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহের একটি বড় অংশের এখন পরিষ্কারভাবে স্থানান্তর প্রয়োজন। পুস্তক ক্রয় সম্ভবত পুস্তক নির্বাচনে অদক্ষতা ও অর্থের অনটনের জন্য ভুগছে। ১৯৬৮ সালে প্রত্যাশা করা গিয়েছিল যে স্থানীয় সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে উন্নীত হবে এবং তা দেশব্যাপী সুসমন্বিত সাক্ষরতা সংগঠন, উদ্যোগের সমন্বয়, পরিসেবা কার্যের মানরক্ষা, ও অর্থসংস্থানের জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নপূর্বক অনুসৃত হবে।

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু আরও অধিক শিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রস্তাব একটি ভয়ানক সমস্যার কারণ হয়েছে। সাধারণের গ্রন্থাগার পরিসেবা অবশ্যই ৩১০,৪০৩ বর্গ মাইল বিস্তৃত মফঃস্বলের ৬৪,৮৯২,০০০ জনসাধারণের মধ্যে যা সমগ্র জনসংখ্যার ৮০%, তাদের মধ্যে বিস্তৃত করতে হবে। অন্যদিকে ২০% নগরে বসবাসকারী জনসাধারণের ক্ষেত্রে সাধারণের গ্রন্থাগার পরিবেশ প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুততা, গ্রামীন বিদ্যালয়ের উন্নতি, গ্রাম্য যুবসম্প্রদায় যারা বিদ্যালয়ে-কলেজে যায় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি, গ্রামীণ জীবনের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রভৃতি জাতীয় ক্রমবর্দ্ধিত সুবিধা প্রভৃতি, গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

গ্রামীন পাকিস্তানকে একটি গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে গ্রন্থাগার পরিসেবা দ্বারা পরিব্যাপ্ত করতে হলে, একটি জাতীয় গ্রন্থাগার পরামর্শদাতা সংস্থা সৃষ্টি করতে হবে, যা নীতি নির্দ্ধারণ করবে, এবং সারাদেশে উন্নয়ন প্রকল্পে সমন্বয় সাধন করবে। এই কেন্দ্রীয় সংস্থাটি প্রতি প্রদেশকে দ্রুত গ্রন্থাগার আইন প্রনয়ণে সাহায্য করবে।

বর্তমানে, পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষাব্যুরোর অধীনে গ্রন্থাগার দপ্তর (অধিকার) রয়েছে—যা সমস্ত প্রকার—সাধারণের তথা শিক্ষালয়ের—গ্রন্থাগার বিষয়ে দেখাশুনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তদ্রূপ দপ্তর বা অধিকার বাকী চারটি প্রদেশেও গ্রন্থাগারিকদের শীর্ষে রেখে গড়ে তোলা উচিত এবং তা দায়ী থাকবে কেবলমাত্র গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য। শিক্ষালয় গ্রন্থাগারগুলির বিষয় শিক্ষালয়ের থাকা উচিত।

গ্রামীণ জনসাধারণের শিক্ষা-প্রয়োজন অবশ্যই মেটানো উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি সার্বিক গ্রামীন উন্নয়ণের কর্মসূচী অনুসৃত হওয়া চায়। গ্রামসমূহ রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, কলের জল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয় এবং পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা পুরিপুষ্ট হবার একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ণের কর্মসূচীরই অংশ হবে জনসাধারণের গ্রন্থাগার প্রয়োজন মোটানো।

[Unesco bulletin for Libraries Vol. XXIX, no. 3, May-June '75 থেকে অনূদিত]

বিষয়ের জগৎ (২)

মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ ও বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় . কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা

[এই বিষয়ে আমাদের প্রথম নিবন্ধ **'গ্রন্থাগার'**, ২৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১৩৮১, জ্যৈষ্ঠ ; ৪৮-৫১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ঐ নিবন্ধে বিষয়ের জগত সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকের অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সমন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে]

৩　পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত তিনজগত

৩১. জিজ্ঞাস্যর জগত (Universe of Knowees / Entities)

যা আমরা জেনেছি বা পরে যা জানা যাবে সেই সব জানা ও অজানা উপাদান বা জিজ্ঞাস্যকে নিয়ে জিজ্ঞাস্যর জগত গঠিত। সুতরাং জিজ্ঞাস্যর জগত বিরাট, আসলে অশেষ এবং চিরকালই না জানা বহু উপাদান বা জিজ্ঞাস্য রয়েই যাবে, তাই এই জগত সীমাহীনই থাকবে।

৩২　ভাবের জগত (Universe of Ideas)

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, মানবগোষ্ঠী (Homo sapiens) সৃষ্টির আদিকাল থেকে জিজ্ঞাস্যর জগতের বিভিন্ন উপাদানকে সক্রিয় ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জানবার চেষ্টা করে চলেছে। জিজ্ঞাসু (Knower) যখন জিজ্ঞাস্যকে জানে তখন ভাবের সৃষ্টি হয়। এই ভাবে ভাবস্রোত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সৃষ্ট এবং সংগৃহীত হয়ে ভাবের জগতের সৃষ্টি করছে। অতএব ভাবের জগতের প্রতিটি ভাব এবং জিজ্ঞাস্যর জগতের প্রতিটি জিজ্ঞাস্য পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ এইভাবে জানবার চেষ্টা করছে এবং নিরবধিকাল এই সৃষ্টি পদ্ধতি চলে আসছে। সভ্যতার কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সংগৃহীত সমস্ত ভাবসমষ্টিকে জ্ঞানের জগত (Universe of Knowledge) বলা

হয়। জিজ্ঞাসু যতটা পরিমাণে জিজ্ঞাস্যর জগত সম্বন্ধে জানতে পারে, ভাবের জগত ততটা পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অতএব ভাবের জগত হচ্ছে জিজ্ঞাস্যর জগতের একটি উপজগত (Sub-universe) এবং এই জগত ক্রমবর্দ্ধমান। সুতরাং ভাবের জগত ও জিজ্ঞাস্যর জগত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

৩৩ বিষয়ের জগত (Universe of Subjects)

সুসংগঠিত, সুসম্বদ্ধ ও প্রকাশিত ভাবসমষ্টিকে 'বিষয়' বলে। বিষয় সমূহের জগতকেই বিষয়ের জগত বলে। বিষয়ের জগতে প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নির্দিষ্ট ভাবরাশি ভাবজগতে থাকে। সুতরাং ভাবের জগত যতটা পরিমাণে বিষয় হিসাবে সুসংগঠিত, সুসম্বদ্ধ এবং প্রকাশিত হয় বিষয়ের জগত ততটা পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অতএব বিষয়ের জগত হচ্ছে ভাবের জগতের উপজগত। এই জগত ক্রমবর্দ্ধমান। সুতরাং বিষয়ের জগত এবং ভাবের জগত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

গ্রন্থাদিতে অঙ্গীভূত এবং পাঠকের জিজ্ঞাসায় অন্তর্নিহিত বিষয়ের জগতের সঙ্গেই গ্রন্থাগারিকরা মূলতঃ সংশ্লিষ্ট।

'বিষয়'কে জানতে হলে প্রথমে 'ভাব' ও 'জ্ঞান' কি জানা দরকার। সুতরাং 'ভাব' ও 'জ্ঞান' ও 'বিষয়ে'র সংজ্ঞা ও তাদের পারস্পারিক সম্বন্ধ আলোচনা করা যাক—

ক ভাব

ভাব হচ্ছে বুদ্ধি এবং যুক্তিজাত চিন্তা, চেতনা, কল্পনা ইত্যাদির ফল। এই ভাব অভিজ্ঞতা লব্ধ এবং / অথবা সজ্ঞাত (Intuitive) এবং স্মৃতির ভাণ্ডারে সংগৃহীত।

খ জ্ঞান

জিজ্ঞাসু ও জিজ্ঞাস্যের সংস্পর্শে ভাবের জন্ম হয়। প্রত্যেকটি স্পষ্ট-ভাবকে জ্ঞান বলা হয়।

গ বিষয়

বিষয় হচ্ছে সুসংগঠিত (organised), সুসম্বদ্ধ (systematised) ভাব অথবা ভাব সমষ্টি, যা ব্যাপ্তিতে (Extension) ও গভীরতায় (Intension) কোন সাধারণ ব্যক্তিকে

১ আগ্রহান্বিত করে;

২ সহজে তার বুদ্ধির আয়ত্বাধীন হয়; এবং

৩ অবশ্যই তার বিশেষ-ভাবে-চর্চ্চার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়:—গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী, ছাত্র অসন্তোষ, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রত্যেকটিই এক একটি বিষয়, অনুরূপভাবে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ, সামাজিক অবক্ষয়, অপরাধ বিজ্ঞান, ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক জাতীয় করণ ইত্যাদিও এক একটি বিষয়।

৩৪ বিষয় সৃষ্টির রহস্য

বিষয়ের জগতকে ক্রমবর্দ্ধমান জীববিশেষ (Growing organism) হিসাবে ধরে নেওয়া সুবিধাজনক। কারণ জীববিশেষের দুটি লক্ষণের (Attributes) সংগে বিষয়ের জগতের মিল আছে। এই দুটি লক্ষণ হচ্ছে গঠন (Structure) এবং বৃদ্ধি (Development). জীবজগতের সংগে বিষয়ের জগতের এই তুলনার সুবিধা এই যে বিষয়ের জগত একটি বিমূর্ত (Abstract) জগত। বিমূর্ত জিনিষকে বুঝতে হলে তার সংগে মিল আছে এমন কোন মূর্ত (Concrete) জিনিষের তুলনা করা হয় বোঝার সুবিধার জন্যে।

১ গঠন

বিষয় যে কোন জীবের মতই বিভিন্ন অংশে (Components) বিভক্ত। এই অংশগুলি মোটামুটি ভাবে পৃথক কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল। এই অংশগুলির গঠন এমনই যে এদের নিজ নিজ কাজ এবং পারস্পারিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ (Whole) জীবটির সংশে সম্পর্কিত ও নিয়ন্ত্রিত।

২ বৃদ্ধি

বিষয়ের জগতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিষয়-বিশেষজ্ঞরা নিজ নিজ বিষয়ে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চর্চ্চা করে চলেছেন। এর ফলে বিষয়ের জগতের পরিবর্তন এবং বৃদ্ধি হচ্ছে। বিষয়ের জগতের গঠনেরও পরিবর্তন হচ্ছে। যার ফলে সর্বতোভাবে বিষয়ের জগতের পরিধি বাড়তে পারে; বিষয়ের জগতের অংশগুলি পুনর্বিন্যাসিত হতে পারে অর্থাৎ অংশগুলি পুনর্বিভাজিত অথবা একত্রীভূত হতে পারে এবং পরিবেশ

থেকে সংগৃহীত উপাদানগুলি নূতনভাবে ব্যবহৃত বা অঙ্গীভূত হতে পারে।

বিষয়ের জগতের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে বা সময়ে বিষয়ের জগতের গঠনের ও পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা, বিষয়ের গঠনের লক্ষণ এবং বৃদ্ধি ও বৃদ্ধির লক্ষণকে জানতে সাহায্য করে।

৩৫ শব্দাবলী (Terminology)

আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি শব্দের অর্থ পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন।

৩৫১ বিভিন্ন ধরণের ভাব (Variety of ideas)

সাধারণভাবে আমরা দেখি৽ বা বলতে পারি যে ভাব বা ধারণা অসংখ্য। যতই জানছি ততই নূতন নূতন ভাবের সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে এদের সংখ্যা বাড়ছে। এই সব ভাবই সুসংগঠিত ও সুসম্বদ্ধ হয়ে 'বিষয়ে' পরিণত হয়। বিষয়ের জগতের অন্তর্গত যে অসংখ্য ও বিচিত্র বিষয় আছে সেই সব বিষয়গুলি যে সমস্ত ভাব বা ভাব সমষ্টির দ্বারা গঠিত, সেই অসংখ্য ভাবরাজিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেগুলি মোটামুটি তিন ধরণের।

১ স্বতন্ত্র ভাব (Isolate idea)

যে কোন ভাব বা ভাবসমষ্টি (idea complex) যা নিজে বিষয় হওয়ার যোগ্য নয়, কিন্তু কোন বিষয়ের উপাদান (component) হওয়ার যোগ্য তাকে স্বতন্ত্র ভাব বলে। যেমন 'ভারতবর্ষ' শব্দটি একটি স্বতন্ত্র ভাব। এই ভাবটি নিজে একটি বিষয় হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু বহু বিষয়ের উপাদান হওয়ার যোগ্য। যেমন 'ভারতবর্ষের কৃষিবিজ্ঞান', 'ভারতবর্ষের ভূগোল', 'ভারতবর্ষের শিক্ষা'।

২ মূল বিষয়ক ভাব / মূল বিষয় (Basic Subject idea / Basic Subject)

যে 'বিষয়ে' স্বতন্ত্র ভাব উপাদান হিসাবে থাকে না তাকে মূল বিষয়ক ভাব বা মূল বিষয় বলে। যেমন 'কৃষি-বিজ্ঞান', 'ভূগোল', 'শিক্ষা'।

৩ পরিবর্তনকারী ভাব (Speciator idea)

পরিবর্তনকারী ভাব দুই ধরণের

৩১ ১নং পরিবর্তনকারী ভাব (Speciator kind 1)

যে ভাব একটি 'মূল বিষয়' বা 'স্বতন্ত্র ভাবের' সংগে যুক্ত হয়ে 'মূল বিষয়' বা 'স্বতন্ত্র ভাবে'র অর্থের পরিবর্তন ঘটায় তাকে ১নং পরিবর্তনকারী ভাব বলে। যেমন 'চিকিৎসা বিজ্ঞান' (মূল বিষয়)—'শিশু' (পরিবর্তনকারী ভাব) = 'শিশুচিকিৎসা'। অথবা 'শিক্ষা' (মূল বিষয়)—'শিশু' (স্বতন্ত্রভাব)—বিদ্যালয়—ভারতবর্ষ—বালক—১৪ বছর বয়স। 'শিশু' এই স্বতন্ত্র ভাবের সঙ্গে ১নং পরিবর্তনকারী ভাবেরা সংযুক্ত হয়ে 'শিশু' এই স্বতন্ত্র ভাবটিকে একটি বিশেষ অর্থে প্রকাশ করছে।

৩২ ২নং পরিবর্তনকারী ভাব (Speciator kind 2)

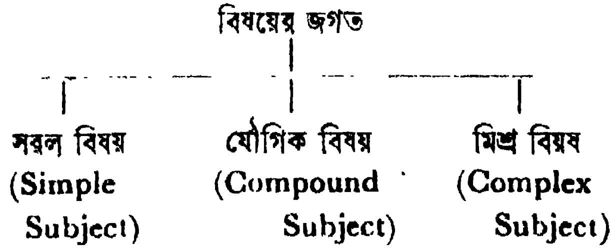
যে ভাব একটি নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র ভাবের অন্তর্গত একাধিক ১নং পরিবর্তনকারী ভাবের মধ্যে যে কোন একটির সংগে যুক্ত হয়ে যখন কেবলমাত্র সেই ভাবটির অর্থের পরিবর্তন ঘটায় তখন তাকে ২নং পরিবর্তনকারী ভাব বলে। যেমন শিক্ষা (মূল বিষয়)—শিশু (স্বতন্ত্রভাব)—বিদ্যালয়—ভারতবর্ষ = দক্ষিণ—বালক—১৪ বছর বয়স। এক্ষেত্রে পূর্বের উদাহরণের পুনরাবৃত্তি করা হলেও অর্থের পার্থক্য আছে। এখানে ২নং পরিবর্তনকারীভাব 'দক্ষিণ' সমস্ত বিষয়টির অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবলমাত্র ১নং পরিবর্তনকারী ভাব 'ভারতবর্ষে'র অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

৩৫২ বিগয় জগতের বিভাগ

বিষয়ের জগত সতত পরিবর্তনশীল ও ক্রমবর্দ্ধমান, ফলে নূতনভাব ও ভাবসমষ্টির বা বিষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়ের এই দ্রুত বৃদ্ধি ও সংখ্যাধিক্যের জন্য বিষয়-বিশেষজ্ঞরা তাঁদের কাজের সুবিধার উদ্দেশ্যে বিষয়ের জগতকে প্রথমে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে নেন। প্রত্যেক বিভাগে সমশ্রেণীভুক্ত বিষয়গুলিকে আনা হয়। এর ফলে তাঁদের বিষয় অনুশীলন সম্ভবপর ও সুবিধাজনক হয়। অনুরূপভাবে গ্রন্থাগারবর্গীকরণ বিজ্ঞানীও (Library Classificationist) গ্রন্থবর্গীকরণ তালিকা (classification schedule) নির্মাণের সময় কাজের সুবিধার জন্য বিষয়ের জগতকে

কয়েকটি বিভাগে ভাগ করেন। বিষয় বিশেষজ্ঞরা বিষয়ের জগতকে যেভাবে ভাগ করেন প্রায় সেই পদ্ধতিতে বর্গীকরণ বিজ্ঞানীরাও বিষয়ের জগতকে ভাগ করেন। এখানে কেবলমাত্র ঐ বিভাগগুলি এবং তাদের নাম ও সংজ্ঞা দেওয়া হল।

ক বিষয়ের জগতকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।



১নং ছক

বিষয়ের জগতে যে কোন বিষয়ই **একটি মূল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত** যেমন 'ধানের চাষ' এই বিষয়টি 'কৃষিবিজ্ঞান' এই মূল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ক১ সরল বিষয়

কোন বিষয় যখন কেবলমাত্র মূল বিষয়ক ভাবের দ্বারা প্রকাশিত হয় তখন তাকে সরল বিষয় বলে যেমন :

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি।

ক২ যৌগিক বিষয়

কোন বিষয় যখন একটি মাত্র মূল বিষয়ক ভাব এবং এক বা একাধিক স্বতন্ত্রভাবের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাকে যৌগিক বিষয় বলে। যেমন :

বসন্ত রোগের চিকিৎসা। এখানে

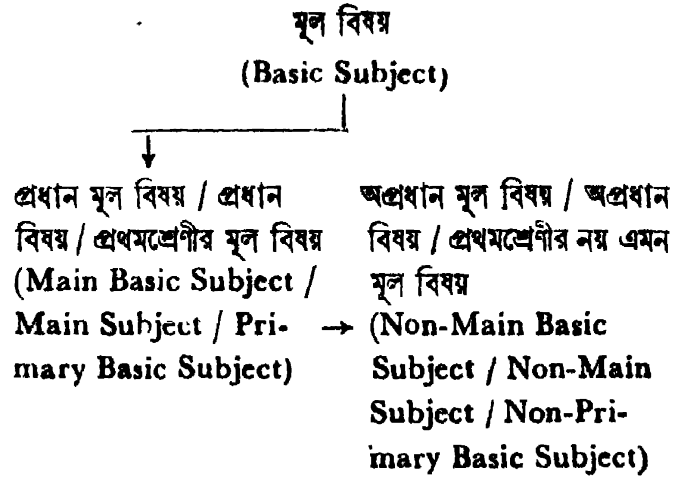
চিকিৎসা বিজ্ঞান (মূল বিষয়) বসন্তরোগ (স্বতন্ত্রভাব)

ক৩ মিশ্র বিষয়

দুই বা ততোধিক সরল-বিষয় বা যৌগিক-বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক যখন আলোচিত হয় তখন তাকে মিশ্র বিষয় বলে। যেমন 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রয়োগ'। এখানে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সরল বিষয়ের সম্পর্ক আলোচিত হয়ে একটি মিশ্র বিষয়ের সৃষ্টি করেছে। অনুরূপ ভাবে দুইটি যৌগিক বিষয়ের মধ্যেও সম্পর্ক আলোচিত হয়ে মিশ্র বিষয়ের সৃষ্টি হয়।

খ বিভিন্ন ধরণের মূল বিষয়

মূলবিষয়কে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়



২নং ছক

উপরের ২নং ছক থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে সব রকমের অপ্রধান মূল বিষয়ের সৃষ্টি হয় প্রধান মূল বিষয় থেকে। এই জন্যে প্রধানমূল বিষয় বা প্রধান বিষয় শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ; এর পর থেকে আমরা 'প্রধান বিষয়' বলে উল্লেখ করব।

খ১ প্রধান বিষয়

বিষয়ের জগতকে প্রথমেই কতকগুলি প্রধান বিষয়ে ভাগ করা সুবিধাজনক। এই প্রধান বিষয়গুলি পরস্পর স্বতন্ত্র এবং সামগ্রিকভাবে বিষয় জগতের সমান। এরা সংখ্যায় খুব বেশি নয়।

অধিকাংশ গ্রন্থাগার বর্গীকরণ তালিকায় কতকগুলি উক্ত বা অনুক্ত নীতির (Principles) সাহায্যে এই প্রধান বিষয় গুলিকে কিছুটা সুবিধাজনক অনুক্রমে (Sequenec) সাজান হয়। সুতরাং গ্রন্থাগার বর্গীকরণ তালিকায় যে বিষয়গুলিকে প্রধান বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তারাই প্রধান বিষয়। যেমন : পরিচালনা বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, পূর্ত-বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি।

খ২ অপ্রধান মূল বিষয়

অপ্রধান মূলবিষয়গুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়

অপ্রধান মূল বিষয়

দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল বিষয় Canonical Basic Subject / Secondary Basic Subject	যৌগিক মূল বিষয় Compound Basic Subject	পুঞ্জীভূত মূল বিষয় (Agglomerate Basic Subject)

৩নং ছক

খ২১ দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল বিষয়

যে প্রচলিত ভাগগুলি প্রধান বিষয়ের বিভাগ (divisions) হিসাবে স্বীকৃত সেই গুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল বিষয় বলে।

যেমন **ডিউই ডেসিম্যাল বর্গীকরণে** '500 বিজ্ঞান' এই প্রধান বিষয়কে প্রথমেই ভাগ করা হয়েছে 510 গণিত, 520 জ্যোতির্বিজ্ঞান, 530 পদার্থ বিজ্ঞান, 540 রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগে। এইগুলিই হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল বিষয় যেগুলি প্রধান বিষয় থেকে উদ্ভূত। অনুরূপভাবে '510 গণিত'কে আবার 511 অঙ্ক, 512 বীজগণিত, 513 জ্যামিতি ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাগগুলিও দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল বিষয়।

গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ গুলিকে বলা হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল বিষয় ১নং ক্রম (1st order), অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদির বিভাগ গুলিকে বলা হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর মূলবিষয় ২নং ক্রম (2nd order), অনুরূপভাবে প্রধান বিষয়ের এই ধরণের অন্যান্য বিভাগ গুলিকে ৩নং ক্রম, ৪নং ক্রম ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

খ২২ যৌগিক মূলবিষয়

খ২২১ যৌগিক প্রধান বিষয় (Compound Primary Basic Subject)

যখন এক বা একাধিক ১নং পরিবর্তনকারী ভাব (Speciator kind 1) কোনো একটি প্রধান বিষয়ের সংগে যুক্ত হয়ে ঐ বিষয়ের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় তখন তাকে যৌগিক প্রধান বিষয় বলে।

খ২২২ যৌগিক দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল বিষয় (Compound Secondary Basic Subject)

যখন এক বা একাধিক ১নং পরিবর্তনকারী ভাব (Speciator kind 1) যে কোন ক্রমের (order) দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল বিষয়ের সংগে যুক্ত হয়ে এ বিষয়ের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় তখন তাকে যৌগিক দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল বিষয় বলে।

খ২২৩ বিভিন্নপ্রকারের যৌগিক মূল বিষয়

যৌগিক মূল বিষয়—যৌগিক প্রধান বিষয় অথবা যৌগিক দ্বিতীয়শ্রেণীর মূল বিষয়—নিম্নলিখিত চার প্রকারের :

১ বিশেষ যৌগিক মূল বিষয় (Specials Compound Basic Subject)

যখন প্রধান বিষয়ের কোন বিভাগে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে বিশেষ ভাবে অনুশীলন করা হয় তখন এই বিভাগকে বিশেষ যৌগিক মূল বিষয় বলে। যেমন :

'শিশু চিকিৎসা''—এই বিষয়টি বিশেষ যৌগিক মূল বিষয়। এখানে চিকিৎসাবিজ্ঞান হচ্ছে প্রধান বিষয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল কেন্দ্র হচ্ছে—মানবদেহ ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত চর্চা। এই চর্চা শিশুদেহকে কেন্দ্র করে যখন বিশেষভাবে অনুশীলন করা হয়, তখন তাকে বিশেষ যৌগিক মূল বিষয় বলে। এখানে একটি ১নং পরিবর্তনকারী ভাব যেমন 'শিশুদেহ'; 'চিকিৎসা বিজ্ঞান' এই প্রধান বিষয়ের সংগে যুক্ত হয়ে, প্রধান বিষয়ের অর্থের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিরাট ব্যাপ্তি সঙ্কুচিত হয়ে বিশেষ ভাবে শিশুদেহে সীমাবদ্ধ হচ্ছে। ফলে একটি নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে।

২ পারিবেশিক যৌগিক মূল বিষয় (Environmental Compound Basic Subject)

প্রধান বিষয়ের কোন বিভাগে যখন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের অনুশীলন সাধারণ 'পরিবেশের বাইরে অন্য কোন পরিবেশে'

বা অসাধারণ পরিবেশে (extra-normal environment) সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তখন এই বিভাগকে পরিবেশিক যৌগিক মূল বিষয় বলে। যেমন :

'মহাকাশ চিকিৎসা বিজ্ঞান'—এই বিষয়টি পারিবেশিক যৌগিক মূল বিষয়। এখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান হচ্ছে প্রধান বিষয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল কেন্দ্র হচ্ছে মানবদেহ ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত চর্চা। এই চর্চা যখন মানবদেহকে একটি অসাধারণ পরিবেশে অনুশীলন করা হয় তখন তাকে পারিবেশিক যৌগিক মূল বিষয় বলে। এখানে ১নং পরিবর্তনকারী ভাব যেমন 'মহাকাশ' এই অসাধারণ পরিবেশ; চিকিৎসা বিজ্ঞান এই প্রধান বিষয়ের সংগে যুক্ত হয়ে, প্রধান বিষয়ের অর্থের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিরাট ব্যাপ্তি সঙ্কুচিত হয়ে অসাধারণ পরিবেশে মানবদেহ অনুশীলনে সীমাবদ্ধ হচ্ছে। ফলে একটি নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে।

৩ গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক যৌগিক মূল বিষয় (System [School of thought] Compound Basic Subject)

প্রধান বিষয়ের কোন বিভাগে যখন ঐ প্রধান বিষয়ক পুনরায় কোন নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর মতে অনুশীলন করা হয়, তখন ঐ বিভাগকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক যৌগিক মূল বিষয় বলে। যেমন :

'আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞান'—এই বিষয়টি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক যৌগিক মূল বিষয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান হচ্ছে প্রধান বিষয়। একটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী অর্থাৎ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুশীলন করেন। এখানে 'আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান' এই ১নং পরিবর্তনকারী ভাব, প্রধান বিষয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংগে যুক্ত হয়ে, প্রধানবিষয়ের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় এবং একটি নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হয়।

৪ বহুমুখী যৌগিক বিষয় (Multiple Compound Basic Subject)

অপ্রধান মূল বিষয়ের উপরোক্ত তিনটি বিভাগের—বিশেষ যৌগিক মূল বিষয়, পারিবেশিক যৌগিক মূল বিষয়, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক যৌগিক মূল বিষয়—যে কোন দুই বা ততোধিক বিভাগ যখন প্রধানবিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নূতন বিষয়ের সৃষ্টি করে তখন সেই বিষয়কে বহুমুখী যৌগিক মূল বিষয় বলে। যেমন :

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আয়ুর্বেদীয় মতে শিশু চিকিৎসা। এখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রধান বিষয়। এই প্রধান বিষয়টির সংগে—গ্রীষ্মপ্রধান দেশ (পরিবেশ), আয়ুর্বেদ মত (গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক ভাব), শিশুদেহ (মানবদেহের বিশেষ অবস্থা)—এই তিনটি ১নং পরিবর্তনকারীভাব যুক্ত হয়ে প্রধান বিষয়টির অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে নূতন বিষয়ের সৃষ্টি করছে।

খ২২৪ পুঞ্জীভূত মূল বিষয় (Partial Comprehension Agglomerate Basic Subject)

পুঞ্জীভূত মূল বিষয় দুই প্রকারের :

১ নং পুঞ্জীভূত মূল বিষয় (Agglomerate kind 1)

একই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রধান বিষয়কে কখন কখন সুসম্বন্ধ বা অসম্বন্ধ অবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রধান বিষয় গুলির ক্ষেত্রে এই অন্তর্ভূক্তিকরণ গ্রন্থাগার বর্গীকরণ তালিকায় স্বীকৃত ও লিপিবদ্ধ থাকে। যেমন—প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, মানববিদ্যা ইত্যাদি।

২ ২নং পুঞ্জীভূত মূল বিষয় (Agglomerate kind 2)

একই গ্রন্থে দুই বা ততোধিক বিষয় যখন অন্তর্ভূক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা থাকে না তখন তাকে ২নং পুঞ্জীভূত মূল বিষয় বলে।

কোন গ্রন্থাগার বর্গীকরণ তালিকায় পর পর এরা থাকে না। যথা : ইউ. ডি. সি. গ্রন্থাগার বর্গীকরণ তালিকায়—159·9+3 মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান; 32+93 রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও ইতিহাস উভয়ক্ষেত্রেই ধারাবাহিকতা অনুপস্থিত।

খ৩ টীকা

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন 'প্রধান বিষয়ে'র 'প্রধান' শব্দটি বা 'অপ্রধান বিষয়ে'র 'অপ্রধান' শব্দটি মূল-বিষয়গুলির মধ্যে :

ক কোনরূপ ক্রমনির্দেশ বা সাজানর সময় কে আগে বা পরে যাবে তা নির্দেশ করে না;

খ　কিছু সহায়তা হয় তারও ধারণা দেয় না; অথবা

গ　কে বেশী মূল্যবান বা কম মূল্যবান তারও নির্দেশ করে না।

কেবলমাত্র অপ্রধানবিষয় বলতে আমরা দ্বিতীয়শ্রেণীর মূলবিষয়, যৌগিক মূলবিষয় ও পুঞ্জীভূত মূলবিষয়ের একটি সমষ্টিগত নাম বুঝি এবং এই তিনটি বিষয় যে মূলবিষয় থেকে সৃষ্ট এটাও বুঝতে সাহায্য করে মাত্র।

প্রধান বিষয় ও অপ্রধান বিষয়ের সমষ্টিগত নাম মূল বিষয় (Basic Subject)।

* সুশীলচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙালী

প্রমীলচন্দ্র বসু

বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

(৯)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম দশক

(১৯৪১-৫০)

গ্রন্থাগার আন্দোলনের দুঃসময়

পরবর্তী দশকের অর্থাৎ পঞ্চম দশকের প্রথম ২।৩ বৎসর ব্যতীত অবশিষ্ট কাল বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুঃসময়। চতুর্থ দশকের প্রান্তভাগে (১৯৩৯) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি পঞ্চম দশকের প্রায় আরম্ভকাল থেকেই দেশে এক অনিশ্চিত এবং অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে। যুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বিনষ্ট হবার আশঙ্কায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী প্রভৃতি কলকাতার কোন কোন গ্রন্থাগারের অনেক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থাদি মুর্শিদাবাদ, বারাণসী প্রভৃতি কলকাতা থেকে দূরবর্তী নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। যুদ্ধাবসানে ঐ গুলিকে পুনরায় স্ব স্থানে নিয়ে আশা হয়।

১৯৪১ সালের ২১শে মার্চ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সভায় পরিবর্তিত সংবিধানানুযায়ী রায় শ্রীহরেন্দ্র নাথ চৌধুরী পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময়ে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় পরিষদ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় ছিলেন সম্পাদক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবস্থা ঘোরাল হয়ে ওঠায় দেশে অকস্মাৎ

সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। তখন কর্মসংসদের সদস্যদের অথবা পরিষদের সভ্যদের একত্র মিলিত হ'য়ে পরিষদের ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ থাকবে না এই আশঙ্কায় এবং আপদকালীন অথবা জরুরী অবস্থায় পরিষদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেই উদ্দেশ্যে এই সময়ে বার্ষিক সভায় পরিষদের সকল কাজকর্ম নিজ বিবেচনামত চালিয়ে যাবার জন্যে ডক্টর রায়ের উপর পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

বিদেশী ইংরেজ সরকার ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন বলে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়কে গ্রেপ্তার করে ১৯৪৩ সালের ১লা জুন থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে কারারুদ্ধ করে রাখে। তখন এক বিশৃঙ্খল অবস্থার ভিতরে শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করেন। সময় তখন অত্যন্ত প্রতিকূল এবং কাজকর্ম করার সুযোগ সুবিধা খুবই সীমিত থাকায় পরিষদের কাজকর্মের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে এবং পূর্ববর্তী দশকের উদ্যম অনেকটা নিস্তেজ হয়ে আসে। বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হল তখনও যুদ্ধোত্তর কালের প্রতিক্রিয়া যে কোন গঠন মূলক কাজের অন্তরায় ছিল। ইতিপূর্বে পরিষদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, ইহা সত্য। কিন্তু এই সময়ে আর্থিক অবস্থার আরও উল্লেখযোগ্যভাবে অবনতি ঘটে। তাছাড়া পরিষদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং অন্যান্য কারণ ও অসুবিধাও কাজে অগ্রসর হবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে। পরিষদের ১৯৪৫ সালের কার্য বিবরণীতে বলা হ'য়েছে, "During the war years the activities of the Association which at the outset were fairly lively remained practically at a stand still, so much so that doubts were expressed in certain quarters whether the Association was not dead" অর্থাৎ (যুদ্ধের) গোড়ার দিকে পরিষদের কাজকর্মে সজীবতা থাকলেও যুদ্ধের বৎসর গুলিতে ঐ কাজকর্ম কার্যত এত অচল অবস্থায় আগে যে পরিষদের মৃত্যু ঘটেছে কিনা এরকম সন্দেহ কোন কোন মহলে প্রকাশ পায়।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পূর্বে এবং স্বাধীনতা লাভের পরে দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রচণ্ড-ভাবে মাথা চাড়া দেয় এবং দেশের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা প্রায় পঙ্গু হয়ে যায়। দেশের তৎকালীন এই সকল অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পঞ্চম দশকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্ম তথা বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি পূর্ব দশকের তুলনায় মন্থর হলেও এবং কোন কোন সময়ে পরিষদকে নির্জীব ও মৃত প্রায় মনে হলেও এই দশকেও বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কীয় কাজকর্ম একেবারে নগণ্য বা উপেক্ষণীয় ছিল না।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

১৯৪১ সালে এপ্রিল মাসে (১০ই ও ১১ই এপ্রিল) হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে শ্রীবিনয় রঞ্জন সেনের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং সম্মলনের উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রীএস কে হালদার। এই সম্মেলনের প্রায় চার বৎসর পরে ১৯৪৪ সালের ২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর বর্ধমানে পুনরায় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহাতব বাহাদুর এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীনগেন্দ্র নাথ রক্ষিত। সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় তাঁহার ভাষণ দানের প্রাক্কালে সভাস্থলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বর্ধমানের মহারাজাকে সম্মেলনের কার্য পরিচালনের অনুরোধ জানিয়ে অসুস্থ অবস্থায় সভাস্থল থেকে কলকাতায় নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই রোগশয্যা থেকে তিনি আর রোগমুক্ত হতে পারেন নি। সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতির লিখিত অভিভাষণ পাঠ ও সম্মেলনে সভাপতির কার্য পরিচালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রবন্ধকারের উপর। অতঃপর ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ আড়িয়াদহে শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত ভাবে পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন শ্রীঅনাথ নাথ বসু এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীফণীন্দ্র নাথ

মুখোপাধ্যায়। ঐ দশকের একেবারে শেষে ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে পরবর্তী সম্মেলের অধিবেশন হয় কলকাতায় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির হলে। এই সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী রায় হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়।

পঞ্চম দশকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যান্য কাজকর্ম

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নানা কারণে পঞ্চম দশকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্ম বিশেষ অগ্রসর হতে পারে নি। পূর্ব দশকে আরব্ধ এবং প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদিত বাংলাদেশের লাইব্রেরীর এক বিস্তৃত ডাইরেক্টরি এই দশকের প্রথম দিকে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। পরিষদের বার্ষিক বুলেটিনের চারটি খণ্ড (৪র্থ থেকে ৭ম খণ্ড) এই দশকে প্রকাশিত হয়। পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান—সভ্য কলকাতার বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউটে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম উদ্যোগে ১৯৪২ সালে 'পাঠাগার' নামে এক এক পত্রিকা প্রথমে পাক্ষিক এবং পরে মাসিকপত্র হিসাবে কিছুদিন প্রকাশিত হয়। উভয় প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ব্যবস্থা-মত বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউটের প্রতিনিধিদ্বয় শ্রীঅনিল মৈত্র ও শ্রীলোকহরণ রায় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। কিছুদিন পরে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু পদত্যাগ করায় ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় পরিষদের পক্ষে পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় পত্রিকাটির প্রকাশ শীঘ্রই বন্ধ হ'য়ে যায়। ১৯৪৯ সালে অধ্যাপক মীনেন্দ্র নাথ বসু লিখিত 'লাইব্রেরী সংরক্ষণ' পুস্তিকাটি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

এই দশকের ১৯৪২ সাল ব্যতীত অন্য নয় বৎসরেই পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের বার্ষিক ব্যবস্থা চালু থাকে। তবে অস্বাভাবিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখন কখন শিক্ষা-কালের স্থায়ীত্বের অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ের কিছু কিছু সঙ্কোচ সাধনের অথবা পরিবর্তনের প্রয়োজন হ'য়েছে।

চতুর্থ দশকের প্রথমদিকে পরিষদের পুনর্গঠনের সময় থেকেই পরিষদকে ১৮৬০ সালের সোসাইটির আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি করার প্রস্তাব থাকলেও কার্যতঃ প্রায় একযুগ পরে পঞ্চম দশকের মধ্যভাগে ১৯৪৬ সালের ১২ই জুন তারিখে পরিষদ রেজিষ্ট্রিকৃত হ'লে সেই প্রস্তাব বাস্তবে পরিণত হয়।

১৯৪৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর পরিষদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় কিছুকালের ব্যবধানে পুনরায় পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালের ২৬শে আগষ্ট (সন ১৩৫২ সালের ৯ই ভাদ্র) পরিষদের উদ্যোগে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের কলকাতার বাসভবন রানী সঙ্করী লেনে তাঁর রোগ শয্যা পার্শ্বে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে মুনীন্দ্র দেবের দ্বিসপ্ততিতম জন্ম দিবস পালন করা হয়।

১৯৪৮ সালের ১৪ই আগষ্ট ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে ঐ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সর্বপ্রথম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৪ সালের ২৬শে মার্চ পরিষদের বার্ষিক সভার অধিবেশনে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় পরিষদ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় সভাপতির পদে ও শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকের পদে পুনর্নির্বাচিত হন।

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের পরলোক গমন

দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশের তথা সারা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে নিরবচ্ছিন্ন, সক্রিয় ও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং সর্বদা আন্দোলনের পুরোভাগে থাকার পর কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ১৯৪৫ সালের ২০শে নভেম্বর বাহাত্তর বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য যে রায় মহাশয়ের মধ্যমপুত্র শ্রীবিনয়েন্দ্র দেব রায় মহাশয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে সর্বদা তাঁর পিতার পশ্চাতে থেকে এই

আন্দোলনে কার্য করার জন্যে তাঁকে সর্বদা সাহায্য ক'রেছেন এবং পিতার মৃত্যুর পরও এই আন্দোলন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন নি। রায় মহাশয়ের পরলোক গমনে বাংলা-দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হ'ল একথা তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার ক'রছিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে রায় মহাশয়ের অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে এক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে ব'লে রায় মহাশয়ের জীবিতকালে পরিষদে এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লেও তিনি জীবিত থাকা কালে সে সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত হ'তে পারে নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৭ সালে Bengal Library Association Bulletin অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যাটিকে 'রায় মহাশয় বিশেষ সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণ ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে বাংলাদেশে প্রায় দীর্ঘ পনের বৎসর যাবৎ আন্দোলনের পর অবশেষে ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক বৃত্তির ডিপ্লোমা কোর্স খোলা হয়। এই কোর্সে ২০ জন শিক্ষার্থী গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলেও প্রথম বৎসরে কার্যতঃ ১৩ জন ভর্তি হয়। পরবর্তী কালে উত্তরোত্তর ভর্তি প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় ভর্তির আসন সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশে বৃদ্ধি করা হয় এবং ষষ্ঠ দশকে ঐ সংখ্যা ত্রিশ থেকে চল্লিশ করা হয়। তৎসত্ত্বেও চাহিদার চাপে শেষ পর্যন্ত দু'টি বিভাগ (Section) খোলার এবং মোট আশি থেকে নব্বই জন প্রার্থীকে ভর্তির জন্য নির্বাচন করার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন ধরণের প্রার্থীদের মধ্যে আসন বণ্টনের উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য অন্যান্য নীতি ও বিবিধ ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক হ'য়ে ওঠে।

খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লার ক'লকাতা ত্যাগ—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ন্যাশনাল লাইব্রেরি নামে পরিচিতি

ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে খাঁ বাহাদুর খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লা ক'লকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানের কার্যভার ত্যাগ ক'রে নিজ প্রদেশ পাঞ্জাবে (পরে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত অংশে) চলে যান। প্রায় আঠার বৎসর যাবৎ ক'লকাতায় অবস্থান কালে আসাদুল্লা সাহেব বাংলাদেশে তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে বিশিষ্ট এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রেছিলেন। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। আসাদুল্লা সাহেবের পরবর্তী লাইব্রেরিয়ান হিসাবে ১৯৪৮ সালে শ্রীবেল্লারি সামান্না কেশবন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যোগদান করেন। এই সময়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এসপ্লানেড এবং জবাকুসুম হাউস থেকে আলিপুরে বেলভেডিয়ারে স্থানান্তরিত হয়। লাইব্রেরীর সংবাদপত্র সংগ্রহ বিভাগটি এসপ্লানেড ভবনেই থেকে যায়। অনতিকাল মধ্যে ভারতীয় আইন সভায় গৃহীত এক আইনের ভিত্তিতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন ক'রে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার (Indian National Library) নাম রাখা হয় (১৯৪৮)।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ সালে অধ্যাপক ডক্টর সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (Dr. Sarvapalli Radhakrishnan) এর সভাপতিত্বে এক বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সার্বিক পর্যালোচনা ও সুপারিশ সম্বলিত এই কমিশনের প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকার ও আলোচনান্তর গ্রন্থাগার সম্পর্কে কয়েকটি সুচিন্তিত ও মূল্যবান সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত এবং সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের মূল্যবোধ যাঁদের মধ্যে জাগ্রত তাঁরা সকলেই এই প্রতিবেদনে লাইব্রেরী সম্পর্কে কমিশনের প্রগতিমূলক মনোভাব লক্ষ্য ক'রে সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার কোন প্রয়াসের লক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মহলে দেখা যায় নি। সুপারিশগুলি কমিশনের রিপোর্টের পৃষ্ঠায় মাত্র আবদ্ধ থেকে

গ্রন্থাগার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার প্রমাণ বহন করছে।

খণ্ডিত বঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উৎপত্তি

বিংশ শতকের পঞ্চম দশকের শেষের দিকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত রাজনৈতিক পরাধীনতা মুক্ত হ'য়ে স্বাধীনতা লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে খণ্ডিত বঙ্গের বৃহত্তর অংশ পূর্বপাকিস্তান নামে অভিহিত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং খণ্ডিত বঙ্গের অপর অংশ এক অঙ্গ রাজ্য হিসাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই অংশের নাম করণ হয় পশ্চিমবঙ্গ) অতঃপর বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গকে আশ্রয় ক'রে অগ্রসর হ'তে থাকে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্মও স্বাভাবিক কারণে পশ্চিমবঙ্গ ভিত্তিক হয়। পঞ্চমদশক কালের অবসানে ষষ্ঠ দশকে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষদের এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি কোন ধারায় প্রবাহিত হয় অতঃপর আমাদের সেই সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

(ক্রমশঃ)



সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার সেবা : একটি প্রস্তাবনা

আশিনী সেন
জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য, নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার সেবা বিতরণের জন্য, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন অত্যাবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবলমাত্র আইনের দ্বারাই যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায় না তাহার দৃষ্টান্ত, বিশেষতঃ আমাদের দেশে, যথেষ্ট পরিমানেই রহিয়াছে। তাই গ্রন্থাগার সেবার উন্নতির জন্য যাহা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা হইল 'গ্রন্থাগার জনজীবনে অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান'—এই সত্যের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক স্বীকৃতি।

সাম্প্রতিককালে ২৪ পরগণা জেলার রহড়ায় অবস্থিত "রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম"-এর উদ্যোগে গ্রামীন গ্রন্থাগার সেবার উপর পাঁচদিন ব্যাপী এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। আলোচনায় গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে, ১। বর্তমান যুগ তথ্য বিস্ফোরণের যুগ এবং এই যুগে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে প্রতিটি মানুষের নিয়তই তথ্যের প্রয়োজন ; এই তথ্য সংগ্রহ, সংগঠিত ও বিতরণের কেন্দ্রস্থল গ্রন্থাগার। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার কেবল গ্রন্থের আগার নহে, ইহা তথ্যকেন্দ্রও। ২। বয়স্ক-শিক্ষা বা সমাজ-শিক্ষা কেবল মাত্র বয়স্ক নিরক্ষদের শিক্ষা নহে। সমাজ শিক্ষা হইল পেশা, শিক্ষার স্তর, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি পরিণত বয়স্ক মানুষের সামাজিক কর্তব্য পালনে, জীবিকার প্রয়োজনে যে নিরন্তর শিক্ষা প্রয়োজন তাহাই। তাই গ্রন্থাগারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহার দ্বারা এই শিক্ষার সুষম ব্যবস্থা সম্ভব। ৩। কেবল মাত্র সমাজ শিক্ষাই নহে, বিদ্যায়তনের শিক্ষাও গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক হওয়া উচিত কারণ শিক্ষক প্রদত্ত ক্লাসরুমের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত শিক্ষা গ্রন্থ আহৃত জ্ঞানের দ্বারা পুষ্ট না

হইলে সফল হইতে পারে না। আমাদের দেশে বিদ্যায়তনের শিক্ষার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হইল এই শিক্ষা গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক নহে। ৪। এই দৃষ্টিকোন হইতেই গ্রন্থাগার সেবার মূল্যায়ন করিয়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং এই শিক্ষনের পাঠক্রমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন কলাকৌশলের সহিত গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা ইত্যাদির ব্যাপারটিও যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। উক্ত আলোচনাচক্রে এই সমস্ত বিষয়গুলিই আলোচনার মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন যে গ্রন্থাগারের এই পরিবর্তিত ভূমিকা কেমন করিয়া পালিত হইতে পারে?

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গ্রন্থাগারের অপরিহার্যতা রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া চাই। কিন্তু ইহা দিবালোকের মতই স্পষ্ট যে রাষ্ট্র কর্তৃক এই স্বীকৃতিলাভের আশা দুরাশা মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন সুদূর পরাহত সন্দেহ নাই। কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতির বিষয়টি? ইহা ত কোনও আইন সাপেক্ষ নহে। কারণ আইনের সাহায্যে জোর করিয়া গ্রন্থাগারকে জনজীবনের উপর চাপাইয়া স্বীকৃতি আদায়ের স্বপ্ন নিশ্চয়ই কেহ দেখেন না। তাহা হইলে উপায়? একমাত্র উপায় হইল সামাজিক প্রচেষ্টায় ও সরকারী দাক্ষিণ্যে যে সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে তাহাদিগকে সুসংবদ্ধভাবে পরিচালিত করিয়া জনমানসে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার সেবার একটি ছাপ রাখা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জন মানসে গ্রন্থাগার সেবার প্রভাব রাখিতে হইলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিই অপরিহার্য। অন্যান্য শ্রেণীর ও স্তরের গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের এক একটি অংশকে সেবা সম্পর্কে জনমানসে সামগ্রিক ধারনা সৃষ্টি করিতে হইলে সাধারণ গ্রন্থাগারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, অন্য কোনও গ্রন্থাগার নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এইরূপ ধারণারই বশবর্তী যে গ্রন্থাগার আইন না হইলে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও সেবার উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। তাই তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি পরিচালন ব্যবস্থায় যে ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলা আছে তাহার সম্পর্কে সম্যক অবহিত নহেন এবং সেই সমস্ত ত্রুটি দূর করিয়া আইন সাপেক্ষে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য কোনও পরিকল্পনাও তাঁহাদের নাই।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার বলিতে বোঝায় মূলতঃ দুই শ্রেণীর গ্রন্থাগারকে—স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ও জনসাধারণ প্রতিষ্ঠিত পাবলিক লাইব্রেরী। জেলা গ্রন্থাগার, মহকুমা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি সম্পূর্ণরূপে সরকারী অনুদানের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলি যাহারা সাধারণ্যে 'পাবলিক লাইব্রেরী' বলিয়া পরিচিত, সম্পূর্ণরূপে সামাজিক উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল যদিও ইহাদের কোন কোনটি মাঝে মাঝে অনিয়মিত সরকারী অনুদান লাভ করিয়া থাকে। স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি যেহেতু স্পনসর্ড, সেইহেতু সার্বিক দায়িত্ব সরকারের কিন্তু পরিচালন ব্যাপারে সরকারের কোনও দায়দায়িত্ব নাই যদিও পরিচালকমণ্ডলীতে সর্ব্বক্ষেত্রেই সরকারী প্রতিনিধি বর্তমান। ফলে পরিচালনব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রেই অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং এই ত্রুটিযুক্ত পরিচালন-ব্যবহার ফলে গ্রন্থাগারগুলি জনমানসে গ্রন্থাগার সেবা সম্পর্কে তেমন কোনও সামগ্রিক ধারণা সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনব্যবস্থাকে ত্রুটি মুক্ত করিয়া এই সমস্ত গ্রন্থাগার-গুলিকে অন্যান্য জনসাধারণ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির সহিত সুসম্পর্কিত করিয়া এক একটি এলাকা ভিত্তিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার সেবা বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহন করিলে অন্ততঃ অংশতঃ হইলেও গ্রন্থাগার জনমানসে স্বীকৃতি লাভ করিবে। এই ক্ষেত্রে এক একটি জেলাকে এক একটি ইউনিট ধরিয়া জেলা গ্রন্থাগারের নেতৃত্বে সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে প্রয়াস সফল হইবে সন্দেহ নাই। অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আইন ব্যতিরেকে কেমন করিয়া সুসংবদ্ধতা সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব, কারণ এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন সম্পর্কে যদি এমন একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও

নির্দেশ থাকে যাহা আইন নির্ভর নহে অথচ যাহাতে খুশীমত গ্রন্থাগার পরিচালনার কোনও অবকাশ না থাকে তাহা হইলেই অন্ততঃ পরিচালনার ব্যাপারে একটি সুসংবদ্ধতা আসিতে পারে এবং সুসংবদ্ধ পরিচালনব্যবস্থার মধ্য দিয়া ন্যূনতম হইলেও গ্রন্থাগার সেবার সুসংবদ্ধরূপে জনমানসে প্রতিফলিত হইতে পারে।

জেলায় জেলায় অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগার হিসাবে এবং মহকুমা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত সন্নিবিষ্ট পরবর্তী পর্য্যায়ের এক একটি আঞ্চলিক ইউনিট হিসাবে পরিচালিত হইতে পারে তথাপি বাস্তবে এই গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন এবং কোনও ভাবেই একটির সহিত আর একটির পরিচালনগত কোনও যোগসূত্র নাই। জেলা গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্ব্বেই প্রতিটি জেলায় এক একটি করিয়া "জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদ" (District Library Associati n) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই পর্ষদগুলি হইল এক একটি নিবন্ধভুক্ত (নিবন্ধভুক্তিকরণ আইন অনুসারে) সমিতি যাহার মূল লক্ষ্য জেলার অভ্যন্তরে গ্রন্থাগার স্থাপন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার সেবার উন্নয়ন: এই সমিতির কার্য্যকরী কমিটি বেসরকারী ব্যক্তি ও সরকারী পদস্থ আধিকারিকগণের দ্বারা গঠিত। জেলা গ্রন্থাগার এই পর্ষদের উদ্যোগে সরকারী ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই জেলা গ্রন্থাগারের ও জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের স্বত্বা ভিন্ন যদিচ উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র আছে। কিন্তু বাস্তবে এই পর্ষদ ও জেলা গ্রন্থাগার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একীভূত এবং পর্ষদের কর্মকর্তারাই জেলা গ্রন্থাগারের কর্মকর্তায় পরিণত। আবার এই পর্ষদের কার্যকরী কমিটিতে যেহেতু জেলা গ্রন্থাগারিকের কোনও সুনির্দ্দিষ্ট স্থান নাই সেই হেতু জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও মর্য্যাদা নিতান্তই সীমিত এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের স্থান নিতান্তই গৌন। শুধু তাহাই নহে জেলা গ্রন্থাগার ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থাগারের উন্নয়নের ব্যাপারে গ্রন্থাগার পর্ষদগুলি নিষ্ক্রিয়। ফলে গ্রন্থাগার পর্ষদগুলি তাহাদের মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিবন্ধভুক্ত সমিতির যে রুটিন মাফিক কাজকর্ম তাহাও পরিচালিত হয় নাই। অনুরূপভাবে মহকুমা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রেও যে কমিটিগুলি আছে সেখানেও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। ফলে গ্রন্থাগারিক নন এমন কমিটির কর্মকর্তারা অধিকাংশক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারগুলিকে খেয়ালখুশীমত পরিচালনা করেন। অর্থাৎ তথাকথিত জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদগুলি যেহেতু তাহাদের মূল লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কোনও পরিকল্পিত কার্য্যক্রম গ্রহণ করে নাই এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারে কোনও ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিগত জ্ঞান, সক্রিয়তা ইত্যাদিকে যথাযথ মর্য্যাদা ও স্থান দেওয়া হয় নাই সেই হেতু কোনও জেলাতেই গ্রন্থাগা: সেবার কোনও সুসংবদ্ধরূপ জনমানসে ফুটিয়া উঠে নাই, যদিও সরকারী অনুদানে অল্প হইলেও ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পথে মূল ত্রুটি এইখানেই। প্রতিটি জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিবার জন্য গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য যে কোনও সরকারী অর্থ ব্যয়িত হয় নাই এমন নহে, কিন্তু যেহেতু জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদ তাহার ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সক্রিয় নহে এবং এই ব্যাপারে পর্ষদের কোনও সঠিক পরিকল্পনা নাই সেইহেতু পর্ষদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে অনুদান বিতরণ সরকারী কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশীর উপর নির্ভরশীল। জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদগুলির এই নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কথা লক্ষ্য না করিলে এবং জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদগুলিকে পরিকল্পনা মাফিক সক্রিয়তার পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে আইনসাপেক্ষে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার সেবা পরিকল্পনার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

অনেক গ্রন্থাগার কর্মী এই সম্পর্কে সচেতন নহেন এবং সমস্যার সঠিক সমাধানের পথে অগ্রসর না হইয়া কেবলমাত্র আশু লাভের পথে আগ্রহী। কোনও কোনও জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ হইতে জেলা গ্রন্থাগারকে সরকারী

করণের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে এবং দু'একটি ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগার সরকার কর্তৃক গৃহীতও হইয়াছে। ইহার পক্ষে একমাত্র যুক্তি, অন্ততঃ কর্মীরা সরকারী কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় কিছু সুযোগ সুবিধা পাইবেন। কিন্তু প্রশ্ন হইল, স্পনসর্ড প্রথার বিলোপ সাধন না হইলেও কি স্পনসর্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বেতন ও পদমর্য্যাদা উন্নীত হইতে পারে না? তাহা হইলে কেমন করিয়া স্পনসর্ড কলেজের শিক্ষকদের উন্নততর বেতনক্রম ইত্যাদির দাবী সরকার স্বীকার করিয়া লইলেন এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সরকারী অধিগ্রহণ ব্যতিরেকেই। উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ধারনার ক্রমশ পরিবর্তনই কি ইহার কারণ নহে?

এতদ্ব্যতীত সাম্প্রতিক কালে জেলায় জেলায় সরকারী উদ্যোগে Social Education Advisory Council গঠিত হইয়াছে। যেহেতু গ্রন্থাগার আজিও সরকার কর্তৃক···সমাজশিক্ষা দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলিয়া বিবেচিত সেইহেতু জেলায় জেলায় জেলা গ্রন্থাগার, গ্রামীন গ্রন্থাগার ইত্যাদি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের ও আরও অন্যান্য কর্তৃত্ব করিবার দায়িত্ব এই council-এর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। আশ্চর্যের বিষয় এই council গুলিতে গ্রন্থাগারিকের কোনও স্থান নাই এবং এই council গুলি গঠন করিবার পূর্বে জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদগুলি সম্পর্কে কোনও পর্য্যালোচনা সরকার হইতে করা হয় নাই। জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদগুলি একেই নিষ্ক্রিয় তাহার উপর আবার আর একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ফলে জটিল অবস্থা আরও জটিলতর হইতেছে এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার সুসংবদ্ধতা ত দূরের কথা, কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণের ব্যাপারটিও আজ অকল্পনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনার এই পটভূমিকাতেই আইন সাপেক্ষে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার এবং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার সেবা বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে গ্রন্থাগারের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা তাহা আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ একপ্রকার বিস্মৃত। কোনও সভ্যতাকে ধ্বংস করিতে হইলে শত্রুর মূল আক্রমনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় সেই সভ্যতার অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার গ্রন্থাগার। ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং যে রাষ্ট্র ও যে সমাজ গ্রন্থাগারকে তাহার যথাযথ মর্য্যাদা ও স্বীকৃতি না দিয়া সভ্যতা বিকাশের ও প্রগতির পথে আগাইয়া দেয়, সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে অন্ততঃ সেই রাষ্ট্র ও সমাজ বঞ্চিত যাহারা গ্রন্থাগারকে সমাজজীবনের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করে, কুণ্ঠা দেখায়। সুতরাং গ্রন্থাগার কর্মীমাত্রেই উচিত দৃঢ় মানসিকতার সহিত মানবজাতির সভ্যতা ও প্রগতির পথে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে এই ঐতিহাসিক সত্যকে তুলিয়া ধরা এবং এই সত্যকে জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বাস্তবানুগ সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার সেবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ন করা। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও বর্তমানে যে সামান্য গ্রন্থাগার সেবাটুকু জনসাধারণ্যে বিতরিত হইয়া থাকে তাহাকে সুসংবদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য সম্ভবতঃ নিম্নরূপ একটি ন্যূনতম পরিকল্পনা গ্রহণ একেবারে বিফল প্রয়াস হইবে বলিয়া মনে করি না।

১। যেহেতু জেলা, মহকুমা, অঞ্চল ও গ্রাম স্তরে সরকারী অনুদানে পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পাবলিক লাইব্রেরীগুলিও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ করিবার জন্য জেলা স্তরে একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বেসরকারী গণতান্ত্রিক সংস্থা থাকা প্রয়োজন যাহার লক্ষ্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন এবং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার সেবা বিতরণ। এই ব্যাপারে **জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদগুলি** এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারে। এই সংস্থার মূল কর্তব্য হইবে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার সেবা বিতরণ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন। যেহেতু বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার পরিচালনা ও গ্রন্থাগার সেবা বিতরণ একটি বিজ্ঞান সম্মত ব্যাপার সেই হেতু নির্ধারিত

নীতি ও প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে জেলা স্তরে একটি কেন্দ্রীয় সুসজ্জিত আধুনিক সেবা বিতরণ কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। **জেলা গ্রন্থাগার** এই সেবা কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করিতে পারে।

২। এই ভূমিকা পালন করিতে হইলে জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদগুলির পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন এবং ইহার সহিত প্রয়োজন জেলা গ্রন্থাগারগুলির পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরন। এই পর্ষদগুলির সাধারণ কাউন্সিল ও কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি ব্যতীত দুইটি সুনির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পন্ন কমিটি থাকিবে। একটি "জেলা গ্রন্থাগার কমিটি" ও অপরটি "গ্রামীন গ্রন্থাগার কমিটি"। জেলা গ্রন্থাগার কমিটি সর্ব্বতোভাবে জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবে এবং গ্রামীন গ্রন্থাগার স্থাপন, উন্নয়ন ও পরিচালনার ব্যাপারে। জেলা গ্রন্থাগার কমিটিতে জেলা গ্রন্থাগারিক সম্পাদক ও জেলা শাসক মহাশয় সভাপতি থাকিবেন এবং গ্রামীন গ্রন্থাগার কমিটিতে জেলা গ্রন্থাগারিক ও জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক মহাশয় থাকিবেন যুগ্ম-সম্পাদক ও জেলা শাসক মহাশয় থাকিবেন সভাপতি।

৩। গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি হইতে যথাযথ গ্রন্থাগার সেবা বিতরণের উদ্দেশ্যে গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি জেলা গ্রন্থাগার হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভ করিবে। সেই ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগার তথা জেলা গ্রন্থাগারিককে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবার অবকাশ দিতে হইবে। এই অবস্থায় জেলা গ্রন্থাগারগুলি পুনর্গঠন অবশ্যই প্রয়োজন এবং জেলা গ্রন্থাগার হইবে বিভিন্ন সেবা-বিভাগ-সম্বলিত একটি আধুনিক গ্রন্থাগার, আর জেলা গ্রন্থাগারিককে হইতে হইবে দক্ষ যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক, যিনি গ্রন্থাগার পরিচালনা ও গ্রন্থাগার সেবার পরিকল্পনা ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। জেলা গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সেবা-বিভাগের সেবার প্রতিফলন যাহাতে গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলির মধ্য দিয়াও হইতে পারে তাহার জন্য জেলা গ্রন্থাগারের নেতৃত্বে জেলার মধ্যে আন্তর্গ্রন্থাগার ঋণ ও সহযোগিতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। জেলা গ্রন্থাগারকে জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসাবে ঘোষণা করিতে হইবে এবং ইহার পরবর্তী স্তরের গ্রন্থাগার হইবে মহকুমা গ্রন্থাগার, ব্লক গ্রন্থাগার ও গ্রামীন গ্রন্থাগার।

৫। গ্রামীন গ্রন্থাগার ইত্যাদি পরিচালনায় জন্য পরিচালক মণ্ডলী গঠনের একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিবে। জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষ হইতে জেলা গ্রন্থাগারিক ও জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকের পক্ষ হইতে উন্নয়ন ব্লকের সম্প্রসারণ আধিকারিক (সমাজ-শিক্ষা) মহাশয় কমিটির মধ্যে থাকিবেন এবং সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হইবেন কমিটির সম্পাদক।

৬। জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদ-এর এলাকাধীন যে কোনও গ্রন্থাগারকে কোনও না কোনও সরকারী অনুদান লাভ করিতে হইলে জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদ-এর সদস্যপদ ও অনুমোদন অবশ্যই প্রয়োজনীয় হইবে এবং জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত কতকগুলি সর্ত অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে।

৭। কোনও জেলার গ্রন্থাগার স্থাপন, উন্নয়ন ইত্যাদির ব্যাপারে যে সরকারী অনুদান তাহা সম্পূর্ণরূপে জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদ-এর সুপারিশক্রমে বিলি বণ্টন করা হইবে। এই ব্যাপারে পর্ষদ-এর প্রতি বৎসরই সংশ্লিষ্ট জেলার অভ্যন্তরে গ্রন্থাগার স্থাপন ও গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকিবে।

সংক্ষেপে জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদকে গ্রন্থাগার স্থাপন, উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার সেবা বিতরনের ব্যাপারে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকার দিতে হইবে এবং ইহার বাস্তব পরিকল্পনা ও প্রয়োগের ব্যাপারে জেলা গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগারিককে উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের অবকাশ দিতে হইবে। কারণ গ্রন্থাগার সেবা উন্নয়নে ও পরিকল্পনায় জেলা গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগারিককে বাদ দিয়া সম্ভব নহে।

গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র : একটি সংগ্রহ

রতন কুমার দাস
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কলিকাতা-১৪

"যতদিন বাংলাভাষা বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের সাথী শরৎচন্দ্রকে কেহ ভুলিবে না। সাহিত্য জগতে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় কল্প কথার মতই বিস্ময়কর। বিংশ বৎসর পূর্বে বাংগালী তাঁহার পরিচয় জানিত না। অতি সহসা কিন্তু সহজভাবেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও অপরাজেয় কথাশিল্পীরূপে বাংগালীর হৃদয় অধিকার করিলেন।"

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তি একজন সাহিত্যিকের পক্ষে তুলনাহীন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন—"ভাষার উপর তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার কখন কখন দরকার হয় বটে ; কিন্তু যে ভাষা মানুষের সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করে সেই ভাষায় তিনি অপরাজেয় ছিলেন। এণ্ডারসন সাহেব বিলাতের টাইমস্ পত্রিকায় দেড় কলম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'ছোটবুলী' লেখায় শরৎচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাঠকের উপর তিনি ইন্দ্রজালের মত প্রভাব বিস্তার করিতেন। শরৎচন্দ্রের লেখা চন্দ্র কিরণের মতই স্নিগ্ধ শীতল ছিল। তাহার ভিতর মদিরা ছিল না, ঘরের কথার মতই তাহা শীতল ছিল।"

কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র কি কেবল গল্প-উপন্যাসই লিখতেন! না পড়াশুনাও করতেন! সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য' বইয়ে বলেছেন—'বই পড়তেন—মোটা মোটা ইংরাজী বই। একবার সে বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়েছিলেন—ইংরেজী ফিলজফির বই, বায়লজির বই এই সব বই পড়তেন ; বটানি পর্যন্ত বাদ ছিল না।' ব্রহ্মদেশে গিয়ে শরৎচন্দ্রের পড়াশুনা নেশা হয়ে দাড়ায়। যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন যে,—তিনি এই অধ্যয়নের জন্য গানের মজলিস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের অজ্ঞাত ও অখ্যাত জীবন যাপন করবার সময় এইভাবে গোপনে তিনি তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। গিরীন্দ্র নাথ সরকার 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' বইয়ে শরৎচন্দ্রের অধ্যয়ন নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করছেন—'শরৎচন্দ্রের হিন্দু দর্শন শাস্ত্র কিছু পড়া ছিল কিনা জানি না, কিন্তু দেখিয়াছি, রেঙ্গুনের Bernard Free Library হইতে অনেক ইংরেজী সমাজ-নীতি, রাজনীতি ও দর্শন সম্বন্ধীয় মোটা মোটা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি মনোযোগের সহিত পড়িতেন।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিজের উক্তি উল্লেখযোগ্য—'পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই, গত দশ বৎসর Physiology, Biology and Psychology পড়িয়াছি।' হরিহর শ্রেষ্ঠ ১৩৪৪ সালের মাঘ মাসের মাসিক বসুমতী'তে এক প্রবন্ধে ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের জ্ঞান সাধনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন,—'তিনি তথায় তাঁহার স্বল্পকাল অবস্থিতি-কালে এক ইংরেজের একটি উৎকৃষ্ট লাইব্রেরী আনুমানিক প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার পুস্তক, মাত্র ১৯০ টাকায় নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন।' এই সময় থেকেই শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগার প্রীতি আগের তুলনায় বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়।

১৯৩৬ সালের ২৮শে জুন চন্দননগর পুস্তকাগারের বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বক্তাদের মধ্যে অন্যতম বক্তা কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় তাঁর ভাষণে ইংলণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশের পুস্তকাগারগুলি কি বিরাট এবং তাহাদের ব্যবস্থা কেমন সুন্দর, তদ্বিষয়ে আলোচনা করলে শরৎচন্দ্র বলেন যে, 'আমাদের দেশের পাঠাগারগুলির উন্নতি করিতে হইলে সরকারী সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন।'

এর আগে ১৩৩৫ সালের ৯ই বৈশাখ পুরুলিয়া 'হরিপদ সাহিত্য মন্দির গ্রন্থাগারে'র বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে অস্পৃশ্যদের সাহিত্য চর্চার অধিকার সম্পর্কে বলেন—'যখন সময় আসিবে তখন তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন। তাহার জন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হইবে না।'

শরৎচন্দ্র ১৩৪১ সালের কার্তিক মাসে যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামের 'বাণী মন্দির গ্রন্থাগারে'র দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এখানে তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করেন।

পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দির গ্রন্থাগার ও যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামের 'বাণী মন্দির গ্রন্থাগার' দুই জায়গায় কোথাও তিনি গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু বললেন না এটা খুবই আশ্চর্য্যের কথা। এর আগেই কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত ছিলেন।

হুগলী জেলার কোন্নগরে ১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসে 'কোন্নগর পাটচক্রের' 'সাহিত্য সভায়' সভাপতিত্ব করেন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঐ সভায় বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন, বাঙলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়। কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ১৯৩৫ সালে ও ১৯৩৮ সালে দু'বার বিদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন যথা,—স্পেন, ইটালী, জেনেভা, সুইজারল্যাণ্ড, প্যারিস, লণ্ডন, সুইডেন, ডেনমার্ক, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, চেকোশ্লোভেকিয়া, অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি জায়গায় বড় বড় গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। বিদেশের এই সব গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির সাথে তুলনা করেন ও শেষের দিকে তৎকালীন সাহিত্যিকদের সামান্য খোটা দিয়ে বললেন—'আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে ভাল বই নেই, আছে কেবল বাজে উপন্যাস। আমাদের দেশের লেখকেরা জ্ঞানগর্ভ বই লেখেন না। তাঁরা কেবল গল্প-উপন্যাস লেখেন।' এই ভাষণ শুনে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভীষণ খুশী হন ও কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের ভাষণে সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেছিলেন তার অপূর্ব উত্তর দেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—'কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটি উপকার আমরা পেয়েছি। ইউরোপের নানা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তিনি যা বললেন, হয়ত তাঁর অনেক কথাই আমাদের মনে থাকবে না। কিন্তু আজ তাঁর বক্তৃতা শুনে আমাদের মনে জেগেছে একটা আকুলতা। ইউরোপের গ্রন্থাগারের অবস্থা যে রকম উন্নত, সে রকম অবস্থা আমাদের দেশে কবে হবে—তা কল্পনাও করা যায় না। তবে যেটুকু হওয়া সম্ভব, তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। চারিদিক থেকে অভিযোগ উঠে আমাদের গ্রন্থাগারে ভাল বই নেই,—আছে কেবল বাজে নভেল। আমাদের লেখকেরা জ্ঞানগর্ভ বই লেখেন না। তাঁরা কেবল গল্প লেখেন।

কিন্তু তাঁরা লিখবেন কোথা থেকে ? এই অতি নিন্দিত গল্প লেখকদের দৈন্যের সীমা-নেই। অনেকেরই উপন্যাসের হয়ত দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। যা বা লাভ হয়, সে যে কার গর্ভে গিয়ে ঢোকে তা না বলাই ভাল। অনেকের হয়ত ধারণাই নেই যে, এই সব লেখক সম্প্রদায় কত নিঃস্ব কত নিঃসহায়।'

শরৎচন্দ্র পাঠক-সমাজ তথা পুস্তক-ক্রেতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন—'বিলাতে অন্ততঃ সামাজিকতার দিক থেকেও লোক বই কেনে। কিন্তু আমাদের দেশে সে বালাই নেই। ওদেশে বাড়ীতে গ্রন্থাগার রাখা একটা আভিজাত্যের পরিচয়। শিক্ষিত সকলেরই বই কেনার অভ্যাস আছে। না কিনলে নিন্দে হয়,—হয়ত কর্তব্যের ত্রুটি ঘটে।—আর অবস্থাপন্ন লোকদের ত কথাই নেই। তাঁদের প্রত্যেকেরই বাড়ীতে এক একটা বড় গ্রন্থাগার আছে। পড়ার লোক থাকুক বা না থাকুক-গ্রন্থাগার রাখাই যেন একটা সামাজিক কর্তব্য।'

এর পরও শরৎচন্দ্র দুঃখ করে বলেছেন—'আমি নিজেও একজন সাহিত্য-ব্যবসায়ী। নানা জায়গা থেকে আমার ডাক আসে। অনেক বড়লোকের বাড়ীতে গেছি। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তাঁদের আছে সবই—নেই কেবল গ্রন্থাগার। বই কেনা তাদের অনেকের কাছেই অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁদের বা একান্তই আছে, তারা কয়েকখানা চক্‌চকে বই বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু বাংলা বই মোটেই কেনেন না।

তাই বাংলায় যাকে আপনারা জ্ঞানগর্ভ বই বলছেন—সে হয় না। কারণ বিক্রী নেই।'

এরপরে তিনি নিজের জীবনের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—'গল্প লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কি হবে? টাকার অভাবে কত ভাল ভাব কল্পনা কত বড় বড় প্রতিভা যে নষ্ট হয়ে যায়, তার খবর কে রাখে? যৌবনে আমার একটা কল্পনা ছিল—একটা উচ্চাশা ছিল যে 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়ে আমি একটা 'ভল্যুম' তৈরী করব। যেমন সত্যের মূল্য, মিথ্যের মূল্য, মৃত্যুর মূল্য, দুঃখ্যের মূল্য, নারীর মূল্য এই রকম মূল্য—বিচার। তারই ভূমিকা হিসাবে তখনকার কালে 'নারীর মূল্য' লিখি।'

এই দুঃখের কথা বলতে গিয়ে তিনি আমাদের জাতি ও সমাজকেও কটূক্তি করেছেন—'আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য বলুন কিংবা দুর্ভাগ্যই বলুন—বই কিনে আমরা লেখকদের সাহায্য করি না। এমন কি যাঁদের সঙ্গতি আছে—তাঁরাও করেন না।...আজ অন্তঃপুরের যেটুকু স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তা এই গল্পের ভিতর দিয়েই।

...আমাদের বড়লোকেরা যদি অন্ততঃ সামাজিক কর্তব্য হিসাবেও বই কেনেন, অর্থাৎ যাতে দেশের লেখকদের সাহায্য হয়—এমন চেষ্টা করেন, তাতে সাহিত্যের উন্নতিই হবে। লেখকেরা উৎসাহ পাবেন, পেটে খেতে পাবেন, নিজেরা নানা বই পড়বার অবসর পাবেন। এর ফলে তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে, তবে ত তারা জ্ঞানগর্ভ বই লিখতে পারবেন।'

ভাষণের শেষে শরৎচন্দ্র কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়কে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন যাতে উত্তোরাত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও সাফল্যলাভ করে তার জন্যে তিনি সবাইকে আহ্বান করে বললেন—'রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর একটা বেশী কথা আমাদের নজরে পড়ে যে, ও দেশের যা কিছু হয়েছে, তা করেছে ওদেশের জনসাধারণ। তারা মস্তলোক। তাদেরই মোটা মোটা দানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আমরা প্রায়ই সরকারকে গালাগালি দিই।

আমার প্রার্থনা কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় দীর্ঘজীবি হোন। তাঁর এই আরব্ধ কাজে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করুন। ওঁর কথা শুনে আমাদের মনে জাগে আকুলতা। যাঁর যে পরিমাণ শক্তি লাইব্রেরী আন্দোলনের জন্য তাই দেন ত দেশের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। আমাদের নিজেদের দেখার হয়ত অবসর ঘটবে না। কিন্তু আশা হয়, আজকের দিনে যাঁরা তরুণ, যাঁরা বয়সে ছোট তাঁরা নিশ্চয়ই একাজের কিছু ফল দেখতে পাবেন।'

সবশেষে তিনি এই আলোচনার উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দেন—কোন্নগর পাঠচক্রের চেষ্টায় এই যে সব মূল্যবান কথা শোনা গেল, তার জন্যে বক্তা এবং সভ্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। আজ বড় আনন্দ পেলাম শিক্ষা পেলাম, মনের মধ্যে ব্যাথাও পেলাম। কোথায় ইউরোপ আর কোথায় আমাদের দুর্ভাগাদেশ; যুগ-যুগান্তের পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে, একমাত্র ভগবানের বিশেষ করুণা ছাড়া পরিত্রাণের আর ত কোন আশা দেখি না।'



সম্প্রতি প্রকাশিত নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা (২)

[এই বাংলা গ্রন্থপঞ্জী শুধুমাত্র সেই গ্রন্থগুলিকে নিয়েই— যেগুলি গত ভাদ্র-আশ্বিন মাসে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা পড়েছে। বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে সময় মত পুস্তক না পাওয়ায়, স্বভাবতই এই পঞ্জী সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। আগামী সংখ্যায় কার্তিক মাসে যা জমা পড়বে বা আমাদের দপ্তরে এক কপি করে জমা পড়বে, তার তালিকা প্রকাশিত হবে। মুখ্যত ভারপ্রাপ্ত হয়ে **অচিন্ত্য মল্লিক** এ কাজটি পরিচালনা করছেন। সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

১। **অজয় বসু। বিশ্বক্রীড়া ওলিম্পিক।** কলকাতা। গ্রন্থপ্রকাশ। ১৯৭৫। ১৪৪ পৃঃ। মূল্য : ১০ ০০। [অলিম্পিক-এর রমনীয় ইতিহাস]।

২। **অশোক কুণ্ডু, সম্পাদক। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী** (পঞ্চম বর্ষ : ৭ম খণ্ড) : শরৎজন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। শ্রীমতী স্বপ্না কুণ্ডু, অশোকনিলয়, গ্রাম : বোরহল। পোঃ জাঙ্গিপাড়া। জেলা হুগলী। ১৫, ৩৯৮ পৃঃ মূল্যঃ ২৫.০০।

৩। **গীতা সেনগুপ্ত** (ডঃ **বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক।** কলকাতা। জিজ্ঞাসা। ১৯৭৫। ১৮, ৭১৬ পৃঃ। সচিত্র। মূল্য ৫০.০০। [আদিম যুগ থেকে অত্যাধুনিক যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রঙ্গালয়, নাটক ও নাট্যাভিনয় ইত্যাদি সম্পর্কে ও বিভিন্ন নাট্যবৈশিষ্ট্যের সুবিস্তৃত আলোচনায় সুগঠিত একটি বৃহৎ গবেষণা গ্রন্থ]।

৪। **চিত্র সেন। দক্ষিণ ভারত টুরিষ্ট গাইড।** কলকাতা। বেঙ্গল পাবলিশাস ১৯৭৫। ১৫২ পৃঃ মূল্য-৮ ০০।

৫। **জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। চর্য্যাগীতির ভূমিকা।** কলকাতা। ডি, এম. লাইব্রেরী। ১৯৭৫। ৪, ৩০২ পৃঃ। মূল্য ১৮ ০০। [চর্য্যাপদ সমূহ সম্পর্কে বিস্তৃত টীকাসম্বলিত একটি সুন্দর ভাষ্য]।

৬। **দীপংকর লাহিড়ী। বিপ্রতীপ বিশ্ব।** কলকাতা। অরুণা প্রকাশনী। ১৯৭৫। ৯৭ পৃঃ মূল্য : ৫.৫০।

৭। **নারায়ণ সান্যাল। অশ্লীলতার দায়ে।** কলকাতা। শঙ্খ প্রকাশন। ১৯৭৫। ১৬৬ পৃঃ মূল্য ১২ ০০ [উপন্যাস]

৮। **পশুপতি ভট্টাচার্য। অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রকথা।** কলকাতা। পুস্তক বিপনি। ২৭, বেনিয়াটোলা লেন। ১৯৭৫। ৮৮ পৃঃ। মূল্য ৪ ০০। [ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথের একটি মনোরম নাতিদীর্ঘ চরিত্রচিত্রন]।

৯। **পূর্ণেন্দু পত্রী। নায়িকা বিলাস।** কলকাতা বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৭৫। ১৩৯ পৃঃ। মূল্য ৮·০০।

১০। **বাহাদুর শা' জাফর। বাহাদুর শা' জাফরের কবিতা।** অনুঃ সত্য গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৭৫। ১২৭ পৃঃ। মূল্য—৮·০০ [শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শা' রচিত কিছু উর্দু কবিতা-গুচ্ছের সুললিত বাংলা অনুবাদ]।

১১। **বিষ্ণু দে। চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর।** কলকাতা। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৭৫। ৭২ পৃঃ মূল্য—৫·০০। [কবিতা]

১২। **বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ইতিহাস** : (রাজনৈতিক : কূটনৈতিক : সামরিক) প্রথম খণ্ড। কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। সাক্ষরতা প্রকাশন। ১৯৭৫। ৮,৬৪০ পৃঃ। মানচিত্র, সম্বলিত। মূল্য ২০·০০ [প্রখ্যাত সাংবাদিকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর রচিত সুবৃহৎ ইতিহাস।]

১৩। **বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। ভারততীর্থ পুষ্কর।** কলকাতা ডি এম. লাইব্রেরী। ১৯৭৫। ১২৬ পৃঃ। মূল্য—৮.০০। [ভারতের অন্যতম তীর্থ পুষ্কর-এর সচিত্র ভ্রমণ বর্ণনা]।

১৪। **মণীন্দ্র রায়। পৃথিবী আমার, পৃথা।** কলকাতা। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৭৫। ৫৫ পৃঃ। মূল্য—৪ ০০ [কবিতাগুচ্ছ]।

১৫। **মহেন্দ্র নাথ দত্ত। কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা।** ২য় সংস্করণ। কলকাতা। মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি। আশ্বিন ১৩৮২ (১৯৭৫)। ১৪৮ পৃঃ। মূল্য—৪ ০০। [প্রাচীন কলকাতার বিভিন্ন আকর্ষনীয় কাহিনী, সমাজ চিত্র ও বিভিন্ন প্রথা ও আচারের একটি অপূর্ব্ব আলেখ্য]।

১৬। **শক্তি চট্টোপাধ্যায়। চতুর্দ্দশপদী কবিতা।** কলিকাতা বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৭৫। ১০০ পৃঃ। মূল্য ৫'০০।

১৭। **শঙ্করী প্রসাদ বসু। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ**। ১ম খণ্ড। কলকাতা। মণ্ডল বুক হাউস। ১৯৭৫। ১৬, ৪০৮ পৃঃ মূল্য—২০'০০।

১৮। (ডঃ) **শুদ্ধসত্ব বসু। কবি জীবনানন্দ।** কলকাতা। শঙ্খ প্রকাশন। ১৯৭৫। ১১৫ পৃঃ। মূল্য—৮'০০ [কবি জীবনানন্দের নবতম সাহিত্যিক মূল্যায়ণ।

১৯। (ডঃ) **শুদ্ধসত্ব বসু। শরৎ সমীক্ষা।** কলকাতা মণ্ডল বুক হাউস। ১৯৭৫। ৮, ২৮৭ পৃঃ। মূল্য—১৫'০০ [শরৎ সাহিত্যের বিভিন্ন চরিত্রের বিশ্লেষণ ও অন্তসমীক্ষা]।

২০। **সুকন্যা। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।** কলকাতা। মণ্ডল বুক হাউস। ১৯৭৫। ২৩৪ পৃঃ। মূল্য—১২ ০০। [নেপোলিয়নের, সুবিস্তৃত আকর্ষনীয় জীবনী গ্রন্থ]।

পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

নদীয়া জেলা শাখা।

রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনস্কর ও শ্রীবিশ্বাসের নিকট, নদীয়া থেকে স্মারকলিপি পেশ

কৃষ্ণনগর, ৬ই অক্টোবর ১৯৭৫। আজ শিক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্কর ও কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআনন্দ মোহন বিশ্বাস নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির, নদীয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে, একই সমতুল কর্মীদের মধ্যে বেতন হারের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য তাঁদের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত বেতন হার ও রাজ্যে সুষ্ঠ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্বন্ধীয় সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীদ্বয়ের নিকট আবেদন জানানো হয়। অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ ও সরকারী অনুদান বৃদ্ধির কথাও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়।

বার্তা বিচিত্রা

Rampur Library Bill :

১৯৭৪ রামপুর রাজ্য লাইব্রেরী বিল, ২৩শে জুলাই ১৯৭৪-এ রাজ্য সভায় অনুমোদিত হয়। রামপুরের নবাবের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই গ্রন্থাগারটি বর্দ্ধিত হয়। এখানে আরবী, পার্সী, উর্দু, হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় ১৫০০ হাজার পাণ্ডুলিপি এবং ৪০,০০০ হাজার নানারকম শিল্প কলার বই আছে। ১৯৫১ সালে নবাব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ট্রাষ্টী পরিষদ লাইব্রেরীটি দেখাশুনা করেন।

Diplama Course in Book Publishing :

দিল্লীর বৃত্তি শিক্ষার কলেজে গ্রন্থ প্রকাশনায় স্নাতকোত্তর শ্রেণী খোলা হইয়াছে। ১৯৭৪ সেপ্টেম্বর মাসে শ্রেণী শুরু হয়। প্রায় ২০ জন ছাত্র এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

Literacy in India :

ভারতে শিক্ষিতের হার ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৬১ আদমসুমারী অনুযারী ২৪ ০২ থেকে ১৯৭১-এ হয়েছে ২৯'৪৫। ১৯৭১-এর আদম সুমারী অনুযায়ী কেন্দ্র শাসিত চণ্ডীগড়ে সর্বোচ্চ সংখ্যা (৬১'৫৬), কেরালা (৬০'৪২) দিল্লী (৫৬'৬১)। দুইটি অধিক জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশ ও বিহারে যথাক্রমে ১৯৬১ ১৭'৬৩ হইতে ১৯৭১—২১ ৭ এবং ১৮ ৪ হইতে ১৯ ৭৪ সর্বাপেক্ষা কম হইল জম্মু ও কাশ্মীর ১৮'৫ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অরুণাচল প্রদেশ ১১'২৩।

Tax Exemption on Libraies :

মহারাষ্ট্র সরকার গ্রন্থাগারগুলির উপর হইতে আয়কর বাদ দিতে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। এ বিষয়ে ১৯৭৪ সালে ১২ই মার্চ রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রী এ এম নামযোশী একটি বিবৃতি দেন, তিনি বলেন গ্রন্থাগারগুলিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা উচিৎ।

National Awards for Authors :

ভারতীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় মানের রচনার জন্য ভারত সরকার ভারতীয় লেখককে ১০০টি পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। প্রত্যেকটি পুরস্কারের মূল্য ১০,০০০ টাকা এবং এইটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশন দেবেন।

মিনতি চক্রবর্ত্তী

অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে এবং বিদ্যালয় বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৫ ভাগ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(৪) শিক্ষা কমিশনের (কোঠারী কমিশন) সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(৫) জনগণের উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নিয়মিতভাবে বর্দ্ধিত হারে আর্থিক অনুদান দিতে হবে।

(৬) গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা দিতে হবে।

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস হতে শুরু করে একসপ্তাহ কাল ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচী সফল করে তোলার জন্য অনুরোধ জানান হচ্ছে। ইতি—

পরিষদ ভবন
১০ নভেম্বর, ১৯৭৫

তুষার কান্তি সান্যাল
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে

কেন্দ্রীয় জনসভা

সভাপতি— ডঃ নীহার রঞ্জন রায়

স্থান—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল,
৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলকতা-১২

বিকাল ৪টা—উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ

বিকাল ৫-৩০ মিঃ—জনসভা

দলে দলে যোগ দিন।

পুঃ—বিভিন্ন স্থানের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, সংবাদ পত্র ও পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করুন।

সুবর্ণ জয়ন্তী বিশেষ কর্মসূচী

- প্রতিটি গ্রন্থাগারে এবং আঞ্চলিক ও জেলা ভিত্তিতে কর্মসূচী গ্রহণ করুন।
- আলোচনা চক্র, জনসভা, প্রদর্শনী, ঘরোয়া বৈঠক প্রভৃতির আয়োজন করে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করুন।
- সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগঠিত করুন!
- জনগণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুন—গ্রন্থাগার আন্দোলনের বক্তব্য নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

সত্যব্রত সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রণী ১৩১বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

২০শে ডিসেম্বর
গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন
স্ুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (১৯২৫-৭৫)
আবেদন

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি পবিত্র দিন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এই দিনটিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হতে অদ্যাবধি পরিষদ এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। পরিষদের প্রধান লক্ষ্য—**সুষ্ঠু সার্বজনীন নিঃশুল্ক সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন** যা আজও সম্ভব হয়নি। গ্রন্থাগার দিবসের পবিত্র দিনে একদিকে পরিষদ যেমন এই রাজ্যের গ্রন্থাগার সমুন্নতি ও সম্প্রাসারণের সমস্যাগুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চায়, অন্যদিকে আত্মসমীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দূর করার শপথও নিতে চায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই প্রতিটি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীর নিকট আবেদন জানাচ্ছে এই দিন যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করার জন্য।

এই বছরের গ্রন্থাগার দিবসের বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই বছরের গ্রন্থাগার দিবসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। স্মুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা বিশেষ ভাবে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

ই বছরের গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বৃদ্ধির প্রশ্নটি বিশেষ ভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলনে একটি অগ্রণী রাজ্য হয়েও অদ্যাবধি গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হয়নি, যদিও ইতিমধ্যে ভারতের চারটি রাজ্যে এই আইন প্রবর্তন হয়েছে। আমাদের রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের শতকরা ½ ভাগ এবং মাথা পিছু মাত্র ৯ থেকে ১০ পয়সা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় হয়। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই শোচনীয় দিকগুলি তুলে ধরে তার প্রতিকার দাবী করতে হবে।

গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য পরিষদ নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি বিভিন্ন জনসভা, আলোচনা চক্র, প্রদর্শনী, শোভাযাত্রা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার এবং এ সম্পর্কে প্রস্তাবাদি গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছে :

(১) গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে অবিলম্বে এই রাজ্যে বিনাচাঁদায় সুসংবদ্ধ সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(২) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

(৩) প্রতিটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৫ বর্ষ, নবম সংখ্যা ; [রজত জয়ন্তী বর্ষ] পৌষ, ১৩৮২



বার্ষিক মূল্য—১৫·০০ সম্পাদনাঃ সত্যব্রত সেন প্রতি সংখ্যা ১·৫০

Ranganathan Award For Classification Research

Nominations are invited for the first "Ranganathan Award for Calssifiication Research."

The Award will consist of a Certificate of Merit awarded to a person chosen by the FID/CR for outstanding contribution in classification research in recent years.

In accordance with FID/CR Terms of Reference (1973), Classification means "any method for recognizing relations, generic or other, between items of information regardless of the degree of hierarchy used and of whether those methods are applied in connection with traditional or computerized information system".

Work done (published or unpublished) not earlier than 1 August 1972 may be nominated for consideration. Each nominition should mention the special points as to why the work nominated deserves to be considered for the Award.

There will be no limitations of age, sex or nationality for the nomination and the award.

The closing date for receiving works and nominations from the authors or nominators will be **1 March 1976**. The nominations and works should be sent to the **Chairman, FID/CR, C/o The Documentation Research and Training Centre, Indian Statistical Institute, 112 Cross Road 11, Bangalore 560 003, India**.

The Ranganathan Award Sub-committee will review all the works and nominations received for consideration ; and it will make a decision as to which work should receive the Award. The Cemmittee reserves the right not to make an Award if such a decision is warranted. The decision of the Sub-committee is final and it is not subject to appeal.

The Certificate of Merit may be persented to the person selected at the FID Congress 1976.

A NEELAMEGHAN
Chairman, FID / CR.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।
(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—**সত্যব্রত সেন**
সহযোগী সম্পাদক—**মিনতি চক্রবর্তী**

রজত জয়ন্তী বর্ষ ॥

বর্ষ ২৫, সংখ্যা ৯ **পৌষ, ১৩৮২**

সূচী

প্রতি সংখ্যা ১.৫০ **বার্ষিক সংখ্যা ১৫.০০।**

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার আন্দোলনে
৫১তম ২০শে ডিসেম্বর : তাৎপর্য

যদি বলি, ৫১তম ২০শে ডিসেম্বরের তাৎপর্য হলো বিস্মৃতি-ক্লিষ্টতা ও বিকৃতি-প্রবণতা, বোধহয় ভুল বলা হবে না।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ঐক্যমঞ্চ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে নবীন-প্রবীনের অনেক প্রত্যাশা—অন্তত একটি গ্রন্থাগার-পঞ্জী তৈরী করুক, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করুক, নিরক্ষরতা দূরীকরণে ঝাঁপিয়ে পড়ুক, নিরক্ষরদের জন্য উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশ করুক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চর্চা এমনভাবে করুক যেন গ্রন্থাগার কর্মীরা ইণ্টারভিউতে দশ-বিশটা বই'-এর নাম মুখস্থ বলতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অথচ এই প্রত্যাশা গোপনকোটারীতে বা প্রকাশ্যে প্রকাশের সময় এমন বিস্মৃতি ক্লিষ্ট হন যে, গ্রন্থাগার-পঞ্জী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রায় ৫০০০ গ্রন্থাগার-তথ্য সহ গত ১৯৬৩ সালে ২য় সংস্করণ যে প্রকাশ করেছে—এবং এখনও এ দায়িত্ব পালনে পরামুখ নয় বলে ৩য় সংস্করণ প্রকাশেরও উদ্যোগ যে নিয়েছে তা ভুলে যান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৩৫টি গ্রন্থাগারের তালিকা সরবরাহ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারের বর্তমান চিত্র অতএব তাই,—এই চিন্তা বিস্মৃতির নামান্তর নয় কি। বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী ও নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে বহুদিন আগেই—**বিস্মৃতির** বিকৃতির কাছে এই সব অবদান কেন ম্লান হলো বলতে পারেন? সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা প্রকাশও "গ্রন্থাগার" পত্রিকার নিয়মিত বিভাগ এখন।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়ে পরিষদ কখনও চুপচাপ থাকেনি। তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এ বিষয়ে সরকার সরাসরি অগ্রসর হয়েছিল—গ্রন্থাগারে সাহায্য না নিয়েই। তার যথাযথ মূল্যায়ন,—পরিষদ অনেক ভাবে উল্লেখ করা সত্ত্বেও, হয়েছে কিনা সন্দেহ। হলে লক্ষ লক্ষ টাকা বছরের পর বছর জলে বোধ হয় যেত না।

নিরক্ষরদের জন্য গ্রন্থ প্রকাশ কর্মসূচী, গ্রন্থাগার পরিষদ কখনই নিজেদের কাজ বলে মনে করে নি। এ বিষয়ে কোন প্রস্তাবও কখনও কোন সংস্থা থেকে পরিষদের কাছে উত্থাপিত হয় নি। এই প্রত্যাশা "বিস্মৃতি"র এক হঠাৎ প্রত্যাশা।

তাই, আমাদের সচেতন থেকে এই বিস্মৃতি-ক্লিষ্টতা ও বিকৃতি-প্রবণতাকে এড়িয়ে চলতেই হবে।

সম্প্রতি প্রকাশিত নির্ব্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা (৪)

[এই বাংলা গ্রন্থপঞ্জী শুধুমাত্র সেই গ্রন্থগুলিকে নিয়েই — যেগুলি গত আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে জাতীয় গ্রন্থাগরে জমা, পড়েছে। বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে সময় মত পুস্তক না পাওয়ায়, স্বভাবতই এই পঞ্জী সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। আগামী সংখ্যায় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে যা জমা পড়বে বা আমাদের দপ্তরে এক কপি করে জমা পড়বে, তার তালিকা প্রকাশিত হবে। মুখ্যত ভারপ্রাপ্ত হয়ে **অচিন্ত্য মল্লিক** এ কাজটি পরিচালনা করছেন। —সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

১। **অজয় ভট্টাচার্য্য। অজয়-গীতি সংগ্রহ।** সংকলন ও সম্পাদনা—নারায়ণ চৌধুরী। কলকাতা-২৯। শ্রীমতী রেণুকা ভট্টাচার্য্য। ৫এ, ডোভার লেন। ১৯৭৫। মূল্য—১৫·০০ টাকা।

[পরলোকগত কবি অজয় ভট্টাচার্য্যের রচিত অজস্র গানের একটি সুসম্বদ্ধ সংগ্রহ।]

২। **ঈশ্বর গুপ্ত। রচনাবলী: ২য় খণ্ড।** কলিকাতা। দত্তচৌধুরী এ্যাণ্ড সন্স। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। ১৯৭৫। ৪৪৮ পৃঃ। মূল্য—২৫·০০ টাকা।

৩। **এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। মানুষ যেদিন হাসবে না।** কলিকাতা-২৬। ব্লুবেল পাবলিশার্স। ১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড। ১৯৭৫। ৯৬ পৃঃ। মূল্য—৭·০০ টাকা।

[বাঙ্গলা ভাষায় একটি নুতন ধরণের বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস।]

৪। **খগেন্দ্রনাথ মিত্র। রচনাবলী: প্রথম খণ্ড।** কলিকাতা। শিশু সাহিত্য প্রচার সংস্থা। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। ১৯৭৫। ৩৯২ পৃঃ। মূল্য -২২·৫০ পঃ।

৫। **যোগনাথ মুখোপাধ্যায়। রাষ্ট্র অভিধান।** কলিকাতা-৯ আলোকচক্র। ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। ১৯৭৫। ২৮৭ পৃঃ। মূল্য ২০·০০ টাকা।

[পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের বর্ণানুক্রমিক পরিচয়-পঞ্জী।]

৬। **বিবাহ-পরিচয়। (খ্রীষ্টাচার্যগণের রচনা-সম্ভার-৬)।** অনুবাদক—স্বপন দাসমহাপাত্র। কলিকাতা-১৬ প্রভু যীশুর গির্জা। ৭৬, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড। ১৯৭৫। ৩১৬ পৃঃ। মূল্য—১০·০০ টাকা।

৭। **মুনি রূপচন্দ্র। ভিড়ে ভরা চোখ।** অনুবাদক: গণেশ লালওয়ালী। কলিকাতা-৭। শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী মেঠিয়া। ৩৮, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট। ১৯৭৫। ৭১ পৃঃ। মূল্য—৪·০০ টাকা। [কবিতা।]

৮। **সাগর বসু। এক ভুবন অনেক দেশ।** কলিকাতা-২৭। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী। ৪/১, আফতাব মসজিদ লেন। ১৯৭৫। ৫৬ পৃঃ। মূল্য—৪·০০ টাকা। [কবিতা।]

৯। **সুনির্মল বসু। রচনা-সম্ভার: ৩য় খণ্ড।** নির্মলেন্দু গৌতম হরিবন্ধু মুখুটি সম্পাদিত। কলিকাতা। ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কনসার্ণ। ১৯৭৫। ৪১৬ পৃঃ। মূল্য—২২·৫০ পয়সা।

১০। **সোমদেব ভট্ট। কথাসরিৎ সাগর: ১ম খণ্ড।** হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক অনূদিত। কলকাতা-৭১ অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স। ১৯৭৫। ১৯১ পৃঃ। মূল্য—৮·৫০ টাকা।

১১। **হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ব-জিজ্ঞাসা।** কলিকাতা। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭৫। ৫২৭ পৃঃ মূল্য—২০·০০ টাকা। [দর্শনশাস্ত্রের বহুমুখী বিশ্লেষণ।]

আবেদন

"গ্রন্থাগার" পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। এর কিছুটা বিজ্ঞাপণ থেকে পাওয়া গেলেও ঘাটতি মিটবে না। তাই এই বাবদে সদস্যদের কাছ থেকে দু' টাকা দান হিসাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে। যাঁরা এখনও দেন নি, তাঁদের কাছে অনুরোধে, ডাকে পোষ্টাল অর্ডার যোগে বা পরিষদ কার্যালয়ে নগদে জমা দিন। সহযোগিতা একান্ত কাম্য। —সম্পাদক, "গ্রন্থাগার"।

গ্রন্থাগার আন্দোলন

শিবপ্রসাদ সমাদ্দার

প্রশাসক, কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা।

বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদযাপন করেছেন ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৫ তারিখে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে পরাধীন, দরিদ্র স্বল্পস্বাক্ষর দেশে যে আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়েছিল তার হিসেব নিকেশ যেমন দরকার, তেমনই দরকার পরবর্তী প্রচেষ্টার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ উঠানো।

লাইব্রেরি বানানো ও চালানো একাধারে কলা ও বিজ্ঞান। লাইব্রেরি রক্ষণাবেক্ষণ ও পুরো কাজে লাগানো লাইব্রেরি সায়েন্সের আওতায়, তাই গ্রন্থাগারের জন্যও চাই দশমিক পদ্ধতি—ডিউই সিস্টেম অফ ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন। তাই দরকার বইয়ের শত্রুদের রোখা, যেমন—উই, ইঁদুর, স্যাঁতসেতে আবহাওয়া, চোয়ানো জল, আকস্মিক আগুনের আক্রমণ। কুশলী গ্রন্থাগারিক তৈরী করে বেশী বেশী গ্রামে, জনপদে, স্কুলে, ক্লাবে, ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

বইয়ের আর এক শত্রুর পাঠকের বেশে আগমন এবং তস্কর রূপে প্রস্থান। যখন ছোট ছিলাম তখন শুনতাম নষ্টচন্দ্রে ফল কিংবা সরস্বতী পূজার প্রত্যুষে ফুল চুরি যেমন চুরি নয় বই পড়তে নিয়ে ফেরৎ না দেওয়াও তেমনি চুরি নয়। দু'শতাব্দী আগে ইংরেজ সাহিত্যিক কুপার বলে গেছেন, আমার বন্ধুরা সকলেই বুক কীপিং-এ ওস্তাদ, একবার বই নিলে আর ফেরত দেন না। আর একজন বলেছেন, ধার করার নামে বই তো অনেক জোগাড় হল, এখন বুক শেলফ ধার করার বিদ্যা আয়ত্ত হলে লাইব্রেরিখানা সুষ্ঠুভাবে গড়া যেত।

ব্যক্তিগত সংগ্রহের কথা বাদ দিলেও জাতীয়, আঞ্চলিক বা সংস্থাগত লাইব্রেরির অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে এই তস্কর মনোবৃত্তির ফলে। সেই সাথে প্রামাণ্য ও মূল্যবান বইয়ের অংশবিশেষ অপসারণ করা—নেহাতই অলসতা ও ভ্যাণ্ডালিজমের প্রকাশ। এই মনোবৃত্তি দূর না করলে আমাদের বহুমূল্য সম্পদ যেমন নষ্ট হবে, তেমনি অন্তরায় হবে লাইব্রেরিকে পাঠকের পুরো কাজে লাগানোর ব্যাপারে। শেলফভর্তি বই থাকলেও পাঠককে খোলাখুলি তার কাছে পাঠানো যাবে না, তাকে বই ঘেঁটে বই বাছবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে হবেই। বিদেশে যখন অনেক বড় বড় লাইব্রেরিতে ওপন শেলফ সিস্টেমে বইয়ের সমুদ্রে অবগাহন করা যায়, আমাদের তখন তোলা জলে স্নান করা ছাড়া উপায় নেই এবং সেই জলের জন্য দড়ি, বালতি, পাটাতন জোগাড় করতেই সময় কাবার। এই নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই, কেননা আগে আমাদের মানসিক পরিবর্তন আনতে হবে। তারজন্য চাই সমাজচেতনা এবং সাধারণ মালিকানার জিনিষে মমত্ববোধ।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথায় ফিরে আবার বলি, এই আন্দোলনের এখনও অনেক বাকি ও অনেক করণীয়। স্বর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন চান সারা পশ্চিম বাংলায় আরম্ভিক হিসেবে পুরসভার হাত দিয়ে কলকাতার ১০০টা ওয়ার্ডে ১০০টি পাবলিক লাইব্রেরি এবং শীর্ষস্থানে একটি কেন্দ্রীয় পৌর গ্রন্থাগার স্থাপনা। আজ আমাদের আর্থিক দুরবস্থা এতই বেশী যে এই সাধু প্রস্তাবে সাধুবাদ জানানো ছাড়া কিছুই করতে পারছি না। আমাদের নিজস্ব বা আমাদের তত্ত্বাবধানে গুটি কয়েক লাইব্রেরি আছে —যেমন, কেন্দ্রীয় পুরভবন, কমার্শিয়াল মিউজিয়াম ও গিরীশ স্মৃতিভবনের গ্রন্থাগার। তারই পুরো তদারকি ও বৃদ্ধি আমাদের সংগতির বাইরে। তবে আমাদের আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে নানান চিন্তা হচ্ছে এবং সময় ও সুযোগ মত লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবে পুরসভা সীমিতভাবে হলেও এগোবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই আশা পোষণ করি। ইতিমধ্যে অ্যাসোসিয়েশন যেন তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

১৯২৫ সালে অ্যাসোসিয়েশন গঠনের সময় সভাপতি করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। এই সূত্রে তারও চল্লিশ বছর আগে তাঁর লেখা লাইব্রেরি প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না :

"মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া আছে। ....
"শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত.........এক পাড়ায় বাস করিতেছে।

"জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে। সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে'। আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপর লাউ-কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপিল চালাইতে থাকিব।"

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে গ্রন্থাগার অভিমুখী করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাকে আমার শ্রেষ্ঠ শুভেচ্ছা জানাই। তাঁদের হাত দিয়ে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থনার জয় হোক।



ইনজিনিয়ারদের জন্য ভালো গ্রন্থাগার নেই

শিশির নিয়োগী
সেক্রেটারী জেনারেল
ইনস্টিটিউশন অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ার্স, কলিকাতা।

আমাদের এক বন্ধু আফ্রিকার একটি উন্নয়ণশীল দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানের চিফ ইনজিনিয়ার। তাঁর প্রতিষ্ঠানে সম্প্রতি কয়েকজন বাঙ্গালী ইনজিনিয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। বন্ধু ভদ্রলোক সবাইকে ব্যক্তিগত পত্র দিয়ে বলেছেন আসবার আগে প্রয়োজনীয় বই পত্র সংগে নিয়ে এসো। এখানে সব পাবে, পাবে না দরকারী বই, পত্র-পত্রিকা।

অবস্থাটা ভারতে যে খুব একটা ভালো এমন নয়। এই কলকাতা শহরেই বা কটা ভালো ইনজিনিয়ারিং গ্রন্থাগার আছে? জাতীয় গ্রন্থাগারেও ইনজিনিয়ারিং বই এবং পত্রিকার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেয়া হয় কি? পৃথিবীর উন্নয়ণশীল দেশের মতো ভারতেও যে দেশ-গড়ার কর্মযজ্ঞ চলেছে তাতে ইনজিনিয়ারদের দায়িত্ব তো অনেকখানি। অথচ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এমন দৈন্য কেন?

কলকাতার মতো বড় বড় শহরগুলোকে বাদ দিলে ভারতের অন্যান্য যে কোনও অঞ্চলের অবস্থা আফ্রিকার সাহারা মরু-ভূমির থেকে ভালো নয়। জেলায় জেলায় যে গ্রন্থাগার স্থাপিত হ'চ্ছে সেখানে ইনজিনিয়ারিং বই-এর স্থান নেই, স্থান নেই অন্য টেকনিক্যাল বই-এরও।

আমাদের মতো দেশে কজন মানুষ বই কিনে পড়তে পারেন?

আমাদের দেশের শিক্ষা ও প্রগতির জন্য দেশের সর্বত্র বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে এটা অনস্বীকার্য্য। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে আমরাও তাই একাত্ম বলতে পারেন।



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের সফলকাম ছাত্রছাত্রীদের আনুপূর্বিক তালিকা

[১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় গ্রন্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণে যে সার্টিফিকেট শিক্ষাক্রমের প্রবর্তন হয়, বিগত ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৫ তারিখে সপ্তাহান্তিক শিক্ষাক্রমের উদ্বোধনের মাধ্যমে তা' ৩৯ তম পরিক্রমণ শুরু করলো। গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এইটি এক বিশিষ্ট ভূমিকা। ভারতের অন্যতম প্রাচীনতম এই শিক্ষাক্রম যে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ এবং প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ প্রচেষ্টায় যে সকল ছাত্রছাত্রী সফলতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, ১৯৩৭ থেকে ১৯৭৫—এই ৩৯ বছরে তার তালিকা প্রণীত হল এখানে। কেবলমাত্র ১৯৪২ সালের যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিকতাকীর্ণ বছরে শিক্ষণ হয়নি ; ৩৮ বছরের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তাই বহু ভুলের আশঙ্কা এবং অনুসন্ধানের ক্লেশ সত্ত্বেও **শ্রীঅজয় ঘোষ** এই আশাতেই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন যে হয়তো সব নামের একত্রিত তালিকা পরবর্তীকালে কোন কাজে লাগতে পারে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে।

তালিকা মূলতঃ কালানুক্রমিক। হয়তো প্রতি বছরের সাফল্যের শ্রেণীগত বিন্যাস করা যেত, কিন্তু যেহেতু শ্রেণী বিন্যাসের মাপকাঠির পরিবর্তন হয়েছে (কখনও ৮০%-এ 'A' class কখনও ৬০%-এ Distinction or 1st class) বা বিভাগের সংখ্যাও বিভিন্ন ('A' class Hons, 'B' class, 'C' class ইত্যাদি) সেহেতু প্রতি বছরে সকল নামকেই বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

এই তালিকা প্রণয়নে **শ্রীঅজয় ঘোষকে** সাহায্য করেছেন পরিষদ গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক **শ্রীমতি নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়।**

তালিকা উল্লেখিত সকলেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং এখনো অধিকাংশই সদস্যতালিকাভুক্ত রয়েছেন। **—সম্পাদক, গ্রন্থাগার**]

১৯৩৭

অজিত ঘোষ, অনন্তকুমার বিশ্বাস, অভয়কুমার সরকার, অমিয়কুমার সরকার

ক্ষিতিনাথ সুর

গোপালচন্দ্র ব্যানার্জী

জিতেন্দ্রনাথ সরকার, জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমাদ্দার

তকাজ্জল হোসেন

নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জী

বিভূতিভূষণ বাগচী

ভূদেব মুখার্জী

মতদীন উপাধ্যায়

মুহম্মদ আরিফ

সলিল কুমার সেন, সুবোধচন্দ্র সরকার

১৯৩৮

অমলকুমার বিশ্বাস

ইন্দুভূষণ ঘটক, ইন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী

উপেন্দ্র কুমার

এস বি. লামা

কল্যাণকুমার মজুমদার, কানাইলাল মুখার্জী, কালীপদ মজুমদার

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী

টিকনারায়ণ প্রধান

দুর্গাচরণ রায়

ননীগোপাল সেন, নরেন্দ্রকিশোর দত্ত, নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী

প্রমোদ চন্দ্র ব্যানার্জী
বঙ্কিমচন্দ্র সিংহ, বিজয়কুমার সেন
মৃণালকান্তি, মৌলভী মুখলেসুর রহমান
শোভনলাল গাঙ্গুলী
সুবোধচন্দ্র বসু, সুরথকুমার প্রামানিক

১৯৩৯

অনন্তকুমার চক্রবর্তী, অমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
করুণাকুমার চ্যাটার্জী, কল্পতরু চৌধুরী, কালিদাস ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সেন, কাশীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
খোন্দকার আবদুল হামিদ
গোবিন্দকুমার কুণ্ডু
চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী
দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যানার্জী
নিরাপদ মুখার্জী
ফণীভূষণ বসু
বিভূতিভূষণ মুখার্জী
বিমানেন্দ্রনাথ সরকার
মহম্মদ আলী আমেদ
রমেন্দ্রমোহন মুন্সী, রাজকুমার ভট্টাচার্য
শিবশঙ্কর মিত্র, শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
সুধাংশুকুমার ব্যানার্জী, সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুধেন্দু মোহন সিংহ, সুশীলকুমার রায়, সেবানন্দ বসু
হিমাংশু কুমার সেনগুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ সেন
হেমেন্দ্রনাথ নাহা

১৯৪০

অমূল্যচন্দ্র চ্যাটার্জী
গিরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য
জগদীন্দ্রনাথ ঘোষ, জনস জগদানন্দ সিংহ
জ্যোতির্ময় কুমার
দুর্গাপদ চ্যাটার্জী
নিখিলরঞ্জন ভট্টাচার্য
প্রকাশ মণ্ডল, প্রভাতী ঘোষ
বীরেন্দ্রচন্দ্র দে
মূলচাঁদ গোস্বামী
রাজেন্দ্রচন্দ্র কর, রামকুমার চৌবে
সাবিত্রী গুহ
হিরণ্ময় গুপ্ত

১৯৪১

অপূর্বরতন দত্ত
উমাশশী দেবী
কল্যাণ চৌধুরী, কাশীনাথ রায়
দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, নন্দদুলাল মুখার্জী
নির্মলচন্দ্র কুণ্ডু
পঙ্কজকুমার রায়
বিনয়কুমার চ্যাটার্জী, বিমলহরি মুখার্জী, বৈদ্যনাথ মুখার্জী
মণীন্দ্রকুমার রায়, মন্মজেন্দ্রকুমার রায়, মাণিক চৌধুরী, মৃগেন্দ্রনাথ কারক
রণজিত রায়চৌধুরী
সত্যব্রত বসু, সবণ্যা বসু, সুধাংশুরঞ্জন গাঙ্গুলী, সুশীলকুমার লাহিড়ী

১৯৪২

কোন পরীক্ষা হয় নাই

১৯৪৩

অনিমেষচন্দ্র বসু
উমারাণী রায়চৌধুরী
এ. এইচ. এম. জুহুরুল হক, এ. সঈদ
দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জী
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
প্রফুল্লচন্দ্র পাল
বিশ্বজিত রায়
ভোলানাথ ভট্টাচার্য
রমণীমোহন রায়, রমাপ্রসাদ গাঙ্গুলী
শান্তি দোস, শৈলেশকুমার দাসগুপ্ত
সুকুমার ঘোষ, সুধাংশু ভূষণ মুখার্জী, সুনীলকৃষ্ণ সেন

১৯৪৪

অজয়কুমার সুর, অনিলকুমার রায়চৌধুরী
এস. ডব্লু. এ. জাফরে
কল্পনা মিত্র
গোপালচন্দ্র সাধু, গৌরাঙ্গকুমার সাহা
জাহিদ-আল্‌-ফারাকী
ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ফণীভূষণ রায়
বাণী বসু, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী
মাধবচন্দ্র মজুমদার
রামদুলাল লাহিড়ী
শান্তশীলা ঘোষ

১৯৪৫

অনিলভূষণ মুখার্জী
কামাখ্যাপ্রসাদ ব্যানার্জী
গোপীকান্ত শ্রীমানী
মহঃ ইয়াকুব
মুকুন্দলাল ঘোড়ই

১৯৪৬

অমলেন্দু দেব
কে, শঙ্কর শর্মা
জগন্নাথ সেন
তরণীকান্ত দত্ত
বিশ্বতোষ সেন
ভোলানাথ সেন
রামরঞ্জন ভট্টাচার্য
সুধীর ব্রহ্ম, সুনীলচন্দ্র রায়চৌধুরী
হরলাল কর্মকার

১৯৪৭

ইন্দ্রনাথ মিত্র
নারায়ণদাস সেন
মহঃ রাকিব হোসেন
রাজেন্দ্রনাথ দাস
শঙ্করমোহন ব্যানার্জী, শরৎচন্দ্র রায়
সুধাংশুকুমার বসু

১৯৪৮

অপরেশচন্দ্র চৌধুরী, অশোককুমার মুখার্জী, অশোককুমার মুখার্জী (সিলুয়া)
দ্বিজপদ গাঙ্গুলী
প্রাণগোপাল শীল দাস
বামদেব মুখার্জী, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী
মুরারীমোহন পাল
রামচন্দ্র দুবে
শচীন্দ্রমোহন গুহ
হেমেন্দ্রনাথ মল্লিক

১৯৪৯

অমূল্যরতন ঘোড়ই
কুমারেন্দ্র ব্যানার্জী
জগন্নাথপ্রসাদ সাকসেনা
ডি. ডি. গুনশেখর
দীপ্তি সেন, দুলালচন্দ্র গাঙ্গুলী
নীরদাঙ্গ ভট্টাচার্য
পান্নালাল ব্যানার্জী, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রণবকুমার মুখার্জী
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বীণা বসু
মহঃ হাসেম মোল্লা
মিহির সেন, মোহনলাল নন্দী
রাধিকারঞ্জন মুখার্জী
সুবোধকুমার হালদার

১৯৫০

অশোককুমার ঘোষ
চঞ্চল বসু
তীর্থনাথ শর্মা
দীপেন্দ্র চন্দ্র রাহা
নচিকেতা মুখার্জী
পুষ্পদল ভট্টাচার্য
বিজয়ানন্দ সেনগুপ্ত

শান্তিময় মিত্র

সুকুমার মুখার্জী, সুজিত কুমার চক্রবর্তী

১৯৫১

অনুকূলচন্দ্র দে

এনিড, ডি. সলোমন

কমলা গুহঠাকুরতা

গোলকবিহারী গোস্বামী, গৌরী রায়

চিত্তরঞ্জন দাস

তৃপ্তি রায়চৌধুরী

দীপালী গুহ, দুলালচন্দ্র শী

নিমেষরঞ্জন হালদার, নির্মল রায়, নৃপেন্দ্রকুমার নাথ,

পাচুগোপাল মৈত্র

বীরেন্দ্রকিশোর রায়

রামদুলাল ভট্টাচার্য

শক্তি নিয়োগী, শুভঙ্করী নিয়োগী

সুধীন্দ্র সেনগুপ্ত

১৯৫২

অচিন্ত্যময় মল্লিক, অরুণা দত্ত, অলকা মিত্র, অশোকা সেনগুপ্ত

কিরণবালা রায়

ধীরেন্দ্রনাথ দে

নিশিকান্ত দত্ত, নিশীথরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

পুলিনবিহারী চক্রবর্তী প্রফুল্লকুমার চ্যাটার্জী, প্রবীরচন্দ্র চৌধুরী, প্রেমশ্রী দত্ত

বিমলকৃষ্ণ মিত্র

ভূপতিচাঁদ ব্যানার্জী

মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, মনোরঞ্জন মণ্ডল

রণেন্দ্রচন্দ্র রায়, রথীন্দ্রচন্দ্র রায়

শঙ্করপ্রসাদ মুখার্জী, শেফালিকা ঘোষ

সত্যচরণ ঘোষ, সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য, সাধন কুমার ব্যানার্জী, সুখেন্দু ব্যানার্জী, সুনীতিকুমার ঘোষ

১৯৫৩

অদিতি সেন, অঞ্জলি ভৌমিক, অমল কুমার সরকার, অমূল্যকুমার দাস, অর্চনা সেনগুপ্ত, অশোক কুমার বিশ্বাস

ইরা মুখোপাধ্যায়

কনক দাস, কল্পনা মৈত্র, কার্তিকচন্দ্র সাহা, কৃষ্ণা গুপ্তা

গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, গিরিজাভূষণ সরকার, গৌরী দাসগুপ্ত

চিত্রা মল্লিক

ডলি মুখোপাধ্যায়

তারানাথ ভট্টাচার্য

নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলিমা সেনগুপ্ত

প্রফুল্লকুমার প্রামাণিক

ফণিভূষণ পাল

বাসন্তী মিত্র, বিনায়ক দামোদর চেন্দকি, বিমলা চরণ সরকার

ভূপতিভূষণ বল, ভোলানাথ ভট্টাচার্য

মঞ্জুলী সেনগুপ্ত, মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়, মিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি আচার্য, শান্তিশেখর বাগচী

সনৎকুমার কুণ্ডু, সঞ্জীবকুমার সেনগুপ্ত, সন্তোষ কুমার চক্রবর্তী, সুকুমার নন্দী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুবিমলচন্দ্র রায়, সুবীর কুমার আচার্য, সুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল কুমার চৌধুরী, সেখ আসগড় আলি

১৯৫৪

অজিতকুমার ঘোষ, অঞ্জনা মৈত্র, অনিন্দ্য বসু, অপরাজিতা চক্রবর্তী, অমরেন্দ্রনাথ বসু, অমিতা চট্টোপাধ্যায়, অমিতা রায়, অমিয় ভূষণ রায়, অর্ধেন্দুভূষণ রায়চৌধুরী আর সত্যনারায়ণ, আরতি চ্যাটার্জী, আরতি বিশ্বাস

গোপা গুপ্তা, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

চিত্তরঞ্জন পাল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

তারাপদ ভৌমিক

দীপালী সেন, দ্যুতিপ্রভা চ্যাটার্জী

নমিতা সেনগুপ্ত, নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু ঘোষ

প্রতিমা কুণ্ডু, প্রভাতকুমার মোদক, প্রিয়নাথ জানা

বনবিহারী মোদক, বাণী দাস, বাসন্তী পুসিলাল, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ দেব

ভারতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী ব্যানার্জী

মাধুরী মিত্র, মীরা দাসগুপ্ত

রামকুমার দাসগুপ্ত, রেখা ঘোষ, রেখা মজুমদার

লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, লেখা মজুমদার

শঙ্করমোহন বসু, শ্যামলকুমার রায়

সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জী, সন্তোষকুমার পাল, সমীর কুমার বসু, সাধনকুমার মুখার্জী, সান্ত্বনা হক, সুনীতি ভট্টাচার্য

১৯৫৫

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অবলাকান্ত দাস, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, অমরপতি রায়চৌধুরী, অরুণকুমার দাস, অরুণলাল দে, অশোকা ধর।

আশীষকুমার সেন

ইলা বসু

উমা সেনগুপ্ত

এস. পি. পট্টবর্ধন

কণিকা গুপ্ত, কান্তিভূষণ রায়, কালিশঙ্কর জোয়ারদার কুলদীপ সেহগল, কৃষ্ণচন্দ্র উপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, কৈলাশচন্দ্র গোয়েল

দয়ালহরি গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গারাণী মুখোপাধ্যায়

ননীগোপাল বসাক, নবকুমার মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র সাহা, নিরঞ্জন সান্যাল, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র বসুরায়

পঞ্চানন গোস্বামী, পরেশনাথ মিত্র, পূর্ণিমা ধর, প্রণব কুমার বিশ্বাস, প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য, প্রীতিসুধা নাগ

বলাইচন্দ্র চক্রবর্তী, বিজয়কৃষ্ণ পাল, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য, বিমলেন্দুবিকাশ সিংহ, বীণা বসু, বীথিকা সান্যাল, বীরেন্দ্র কুমার মিত্র, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মদনমোহন চন্দ্র, মাখনলাল গুপ্তচৌধুরী, মানসকুমার রায়, যূথিকা বসু

রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রমলা মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্র মোহন মুন্সী, রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী, রাজশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

ললিতমোহন রায়

শক্তিদাস রায়, শুভা রায়, শ্রীকান্ত পাঠক

সন্তোষপ্রসাদ সান্যাল, সন্ধ্যা গুপ্ত, সরোজগোপাল হাজরা, সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়

হাউসলা প্রসাদ, হিমাংশু মিত্র

১৯৫৬

অজয়কুমার রায়, অজিতকুমার চ্যাটার্জী, অণিমা দাস, অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, অরবিন্দ কুমার সিংহ, অরুণকুমার গুহ, অরুণকুমার সেন, অশোককুমার ভঞ্জচৌধুরী, অশোকনাথ মুখার্জী, অশ্বিনী কুমার মণ্ডল,

আরতি মুখার্জী, আশীষকুসুম ঘোষ

কল্যাণ সাহা, কুমকুম মুখার্জী, কৃষ্ণলাল অরোরা,

গিরিজামোহন সিংহগুপ্ত, গীতারাণী দে

চিত্রভানু সেন

জানকীনাথ ব্যানার্জী, জি. কে. দেশমুখ

নমিতা গুহ, নিতাইসুন্দর বসু, নির্মলেশ নন্দী

প্রণবকুমার কুণ্ডু, প্রতাপচন্দ্র রায়, প্রভঞ্জন দে, প্রভা মজুমদার, প্রীতিময়ী চ্যাটার্জী

বাসন্তী চৌধুরী, বিমলভূষণ গুপ্ত, বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

ভূপেন্দ্রকুমার চ্যাটার্জী

মনতোষ দাসগুপ্ত

যামিনীকান্ত ভট্টাচার্য

রঞ্জনকুমার গুপ্ত, রঞ্জিতকুমার সান্যাল, রবীন্দ্রনাথ সেন, রমণীমোহন পাল, রমেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, রাধাবল্লভ মণ্ডল, রামদাস গাঙ্গুলী

শম্ভুনাথ দত্ত, শশাঙ্ককুমার বাগচী, শ্যামলী দত্ত, শ্যামাপদ দাস

সনৎকুমার চ্যাটার্জী, সন্তোষকুমার পাল, সবিতা রায়, সিপ্রা রায়চৌধুরী, সুনীলকুমার সেন, সুপ্রীতি বল, সুবোধরঞ্জন দে, স্বদেশরঞ্জন হালদার

১৯৫৭

অনিন্দ্যকুমার সেন, অমুভা বসু, অববুদ্ধ রায়, অমরেন্দ্র কুমার সেন, অমূল্যচন্দ্র রায়, অরুণা দত্ত, অলকা ধর

ইরা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু

কমলেশ নন্দী, কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদেও নারায়ণ, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা দত্ত, কৃষ্ণা রায় ক্ষোণিশচন্দ্র বিশ্বাস।

গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ, গৌরী সেনগুপ্ত

চিত্রা বসু

জগতবন্ধু ঘোষাল, জগদীশপ্রসাদ মণ্ডল, জয়শ্রী চক্রবর্তী

দেবীগোপাল দত্ত

ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়

নকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ননীগোপাল রায়চৌধুরী, নরেশ চন্দ্র শেঠ, নারায়ণ রঙ্গনাথন, নিভা দাস, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, নীলিমা মুখোপাধ্যায়, নৃসিংহলাল মুখোপাধ্যায়, নৈবেদ্য ঘোষাল

প্রকাশচন্দ্র সেন, প্রণবকুমার চক্রবর্তী, প্রতিভা সরকার, প্রবীর রায়চৌধুরী, প্রভাসরঞ্জন রায়, প্রীতি দত্ত

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিমলেন্দু গুহ, বিশ্বনাথ বসাক, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, ব্যোমকেশ মাইতি।

মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনতি সেনগুপ্ত, মিহিরকুমার ভট্টাচার্য, মীরা সরকার, মোহনলাল পোদ্দার

রঞ্জিতকুমার ঘোষ, রণপতি শীল, রণমিত্র সেন, রমা ভাদুড়ী, রাধাবিনোদ সুরাল, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, রেখা বর্মণ

লালকৃষ্ণ সিংহ

শঙ্করনাথ ভাদুড়ী, শচীন্দ্রনাথ দে, শেফালী ঘটক

সতীশচন্দ্র অধিকারী, সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক, সন্তোষ কুমার দেব, সন্তোষকুমার ঘোষ, সন্তোষকুমার সেন, সন্ধ্যা বসু, সমীরকুমার রায়চৌধুরী, সমীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সলিলকুমার পাল, সীতা ভট্টাচার্য, সুকোমল রায়চৌধুরী, সুখরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রকুমার রায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস, সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়. সুরেন্দ্রপ্রসাদ, সুশীলকুমার খাঁ, সুশীল কুমার বসু

হরিমাধুরী বিশ্বাস, হাসি ভট্টাচার্য

১৯৫৮

অচিন্ত্য চৌধুরী, অজিতকুমার ভট্টাচার্য, অঞ্জলি দাস, অনিলকুমার ভট্টাচার্য, অমিতা মিত্র, অমিতা সিংহ, অরুণকুমার দাস, অরুণা দাসগুপ্ত, অসীমা বাগচী,

আদিত্যনারায়ণ কুচলায়ন, আরতি বিশ্বাস, আরতি রায়

ইলা সেন

কল্পনা সরকার, কৃষ্ণকান্ত ঘোষ, কৃষ্ণাকুমারী যাদব, কেয়া পাল

গীতা মিত্র, গোপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

চঞ্চলকুমার সেন

ছায়া ঘোষ

জগদ্বন্ধু শেঠ, জল্পনা গঙ্গোপাধ্যায়

ঝুমুর বসু

দীপালী দত্তচৌধুরী, দীপালী সিংহ, দীপু রায়চৌধুরী, দেবনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবসাধন হালদার, দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নন্দিতা দাস, নন্দিতা পাল, নমিতা সাহা (চৌধুরী), নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল, নারায়ণচন্দ্র সাহা, নারায়ণী সরকার, নিখিলকুমার ভট্টাচার্য

পুলিনবিহারী বড়ুয়া, প্রতিমা ঘোষ, প্রতিমা সেনগুপ্ত, প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী

বি, কে, রাও ভোঁসলে, বিজয়কৃষ্ণ দেব, বিজয়বাহাদুর সিং, বিধানগোবিন্দ অধিকারী, বিশ্বজিতকুমার বসু, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভক্তি মুখোপাধ্যায়, ভেনারেবেল এম পন্নিসেরী থেরো

মঞ্জুরী মিত্র, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, মহম্মদ শামসুদ্দীন, মায়া চট্টোপাধ্যায়, মীরা ভট্টাচার্য, মীরা মজুমদার, মুকুল সেন

রঞ্জনকুমার সেন, রমা বিশ্বাস, রাধানাথ বসু, রাম-দুলার সিংহ, রেণুকা আইচ, রেবা মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

লীলা দাস

শঙ্করলাল দাস, শীতলপ্রসাদ লাহিড়ী, শুক্লা চক্রবর্তী, শৈলেন্দ্রনাথ ঘটক

সদানন্দ ভট্টাচার্য, সন্তোষ বসু, সবিতা ভট্টাচার্য, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীত বসু, সুনীলবরণ গোস্বামী, সুস্মিতা দত্ত, সুলেখা গুপ্ত, সুশীলকুমার চক্রবর্তী

হাসি ঘোষ, হিরণ্ময় ঘোষ, হিরণ্ময় সান্যাল

১৯৫৯

অজন্তা বসু, অনন্তকুমার মাঝিক, অণিমা ঘোষ, অণিমা ধর, অবনীরঞ্জন পাত্র, অভয়া দাসগুপ্ত, অর্চনা বিশ্বাস

আজাহারুদ্দীন খান, আরতি রায়

ইন্দিরা মজুমদার, ইভা সমাদ্দার, ইলা ভৌমিক, ইলা মৈত্র

এডিথ এস রাও, এম, আনন্দ মোহন সিং, এস মঙ্গি সিং

উমা দেবী

কামাক্ষ্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকলি দাসগুপ্ত

গোপা রাহা, গোপালকুমার মজুমদার, গৌরী ঘোষ, জোতওয়ানি মোহন

তপতী বিশ্বাস, তরুণকুমার দাস, তারকদাস সুর

দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রকুমার চন্দ

ধারা ঘোষ

নমিতা মিত্র, নিতাইচাঁদ ঘোষ, নীলিমা রায়চৌধুরী, নীহার সরকার

প্রতীতি ঘটক, প্রবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস

ফুলরাণী সেনগুপ্ত

বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, বীণা দাসগুপ্ত, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ভবেশচন্দ্র মাল, ভানু মুখোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়

মঞ্জু গুহঠাকুরতা, মঞ্জুলা পাল, মদনমোহন প্রধান, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, মীরা ঘোষ, মীরা মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজবল্লভ সিং

লক্ষ্মী চারী

শান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, শ্যাম-সুন্দর সাহা

সত্যেন্দ্রনাথ সুর, সুনির্মল কুমার সিংহ, সুনীলচন্দ্র সেন, সুবিমলচন্দ্র দে, সুরেন্দ্রকুমার ভৌমিক

হিমানী ধর

১৯৬০

অচিন্ত্যকুমার দেব, অজয়কুমার চক্রবর্তী, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অজিতকুমার ভাওয়াল, অঞ্জলি রুদ্র, অণু চৌধুরী, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলবরণ সেন, অপর্ণা সেন, অমরকুমার লাহিড়ী, অমলিন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতা ভট্টাচার্য, অমিতাভ বসু, অরুণকুমার শীল, অসিতকুমার ব্রহ্ম, অসীমকুমার ঘোষ

আশা চৌধুরী

ইরা গাঙ্গুলী

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলেন্দু ভট্টাচার্য, কুশকুমার কর, কৃষ্ণা সমাজদার

গায়ত্রী সেনগুপ্ত, গীতা ভদ্র, গৌরমোহন হালদার, গৌরী নিয়োগী

চন্দনা চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, চিনু দত্ত।

ছন্দা আচার্য

জলি গুপ্ত, জয়কৃষ্ণ লস্কর, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিন্দ্রনাথ কুণ্ডু

ঝর্ণা বক্সী

তরুণকুমার মিত্র, তুষারকান্তি সরকার, তেজোময় মুখোপাধ্যায়

দিলীপকুমার ভট্টাচার্য, দীপালি মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি ঘোষ দস্তিদার, দেবীপ্রসাদ বসুচৌধুরী

পথিক চক্রবর্তী, পরিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, পরিমলচন্দ্র বক্সী, প্রণতিপ্রকাশ মণ্ডল, প্রদীপকুমার চৌধুরী, প্রদ্যোৎ-

কুমার বসু, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রিয়রঞ্জন চক্রবর্তী, প্রীতিকুমার দত্ত

ফণিভূষণ পুসিলাল, ফণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজনবিহারী গোস্বামী, বিনয়-ভূষণ রায়, বিমলকান্তি সেন, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভবরঞ্জন দাস চাকলাদার, ভারতী রায়চৌধুরী

মঞ্জু গুহ, মঞ্জু রায়চৌধুরী, মনোরমা সেন, মাধবিকা দত্ত, মারু ভাদা স্বর্ধনারায়ণ, মৃগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

যতীন্দ্রলাল চৌধুরী, যূথিকা রায়, যোগেন্দ্রপাল সিং

রজতকান্তি মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ গুঁই, রবীন্দ্রপ্রসাদ শা, রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ সিংহ, রীণা বাগচী, রুমা বসু, রেখা ভট্টাচার্য, রেণুকা ভট্টাচার্য

শুভনারায়ণ সিংহ, শেফালিকা চৌধুরী, (মিসেস রায়) শেফালী দাস, শৈলেন্দ্রনাথ হালদার, শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী

সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য, সত্যব্রত রায়, সুনীলকুমার নস্কর, সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধকুমার সেন, সুব্রতা সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র ঘোষ, সুভাষচন্দ্র ভড়, সুমিত্রা নিয়োগী, সুলেখা গোস্বামী, সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার গুপ্ত, স্নেহাংশুকুমার মিত্র, সৌরেন্দ্রনাথ ঘোষ

১৯৬১

অজয়রঞ্জন চক্রবর্তী, অপর্ণা বসু, অমূল্যচরণ সামন্ত, অরুণকুমার ঘোষ, অলকা মুখোপাধ্যায়, অসিতকুমার দাশ, অসিতকুমার মৈত্র,

আবুল বরকত মোল্লা, সামসুদ্দুলা, আশীষ নিয়োগী

ইরা দাসগুপ্ত, ইলা চন্দ

কণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কনক ভট্টাচার্য, কনকেন্দু নিয়োগী, কবিতা চট্টোপাধ্যায়, কমলাকান্ত প্রামাণিক, কমলেশ ঘোষ, কমলেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কল্পনা গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণী দাস, কাজলকুমার ঘোষ, কানাইলাল বসু, কান্তিময় নাথ, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা ঘোষ, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

খৈদাম ইবোমচা সিং

গীতা দাসগুপ্ত, গীতা হাজরা গোপালচন্দ্র পাল

জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, জানকীজীবন ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না দাস

ঝর্ণা চক্রবর্তী

তপতী দাস

দয়াময় ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার রায়, দিলীপকুমার রায়, দীপালি দত্ত, দীপিকা চক্রবর্তী, দীপ্তি ঘোষ, দেবকুমার চৌধুরী

নন্দিতা ভৌমিক, নমিতা রায়, নিশা মজুমদার, নীলিমা মজুমদার, নীহারকান্তি চট্টোপাধ্যায়

পরিমল কুমার চৌধুরী, পরেশচন্দ্র কুমার, পারিজাত সেনগুপ্ত, পার্থ লাহিড়ী, পার্থসুবীর গুহ

প্রণবানন্দ জানা, প্রতাপচন্দ্র বেরা, প্রেমতোষ হালদার,

বকুলগোপাল শাসমল, বলাইচন্দ্র সিংহ, বাণী সেনগুপ্ত, বারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাসুদেব সাহা, বিধুভূষণ দাস, বীণা ঘোষ

ভারতী দাসগুপ্ত, ভোলানাথ শেঠ

মঞ্জু মিত্র, মঞ্জুরী সরকার (দে), মঞ্জুষা দাসগুপ্ত, মায়া দাস, মায়া ভট্টাচার্য, মায়া রায়, মিতা দাসগুপ্ত, মিতা মিত্র, মোহন ভাটিয়া

রথীন্দ্রকুমার দত্ত

শিবব্রত ঘোষ, শুভেন্দু ভট্টাচার্য

সত্যভামা বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রনাথ করগুপ্ত, সবিতা রায়, সমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুকুমার বাগচী, সুচিত্রা ঘোষ, সুনীলবরণ দাস, সুনীলকুমার দেব

১৯৬২

অঞ্জলি সেনগুপ্ত, অতুলচন্দ্র দে, অমূল্যমোহন চট্টোপাধ্যায়, অশ্রুকণা সেনগুপ্ত

আরতি দত্তগুপ্ত

ইরা দত্ত

ঊষা গুহঠাকুরতা

এস. নটরাজ আয়ার

কবিতা মিত্র, কমল গুহ, কমলাংশু সেনগুপ্ত, কমলেশ ভট্টাচার্য, কানাইলাল অধিকারী, কালিপদ সেন, কৃষ্ণলাল

রায়, কে. এম. বারী, কৈলাস দে

গিরিজাশঙ্কর সহায়, গোপালচন্দ্র সা, গৌরকান্ত রাহা

চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়, চপল সিংহরায়, চিত্রা গুহ

ঝর্ণা দত্তগুপ্ত

তরুণকুমার বসু

দিলীপ রায়চৌধুরী, দীপালি মিত্র

ধ্রুবপ্রসাদ পাল

নন্দিতা দে, নন্দিনী দাসগুপ্ত, নির্মলকুমার ভট্টাচার্য, নীলিমা চক্রবর্তী. নীহাররাণী বসাক

পূর্ণিমা সেনগুপ্ত

প্রতিমা দাসগুপ্ত, প্রীতি বসু

বাণী দে, বাণী বিশ্বাস, বাণী ভট্টাচার্য, বিকাশরঞ্জন সিংহ, বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কুমার প্রধান, বিমলেন্দু দত্ত, বীথিকা মিত্র, বেলা ঘোষ, বৈদ্যনাথ ধর

ভারতী বসু

মঞ্জু মিত্র, মঞ্জুরী সরকার, মণিকা ঘোষ, মণিকা দত্ত, মধুসূদন চক্রবর্তী, মমতা বসু, মহাশ্বেতা রায়, মাধবী রায়, মাধাইসখা হালদার, মায়া বসু, মিনতি মৈত্র, মিনতি রায়, মীরা মণ্ডল, মুকুলরাণী মণ্ডল. মৃদুলকান্তি কুমার, মৃদুলা দাস, মোজেল আইজাক

যমুনা মিত্র

রবীন্দ্রপ্রসাদ রায়, রমা বসু, রামকৃষ্ণ সাহা

ললিতা চৌধুরী

শঙ্করকুমার ঘোষ, শিবাণী ঘোষ, শীলা, শৈলেন্দ্রনাথ পাল, শুভ্রাংশুকুমার মিত্র

সতী সেন, সতী সেনগুপ্ত, সত্যরঞ্জন রায়, সন্তোষ কুমার বসাক, সমরেশচন্দ্র দত্ত, সাধনা শেঠ, সুধা পাল (শ্রীমতী গুহ) সুধাহাসিনী বসু, সুনীতিকুমার চৌধুরী, সুনীলকুমার রায়, স্বপনকুমার রায়চৌধুরী, স্বপ্না সেনগুপ্ত

হরিময় মজুমদার

১৯৬৩

অজিতরঞ্জন ঘোষ, অনিমেষচন্দ্র সুর, অরুণকুমার গুপ্ত, অরুণকুমার রায়, অশোক বসু, আরতি নাগ

ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়. ইমদাদুল ইসলাম

ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস

কবিতারাণী পাল, কল্যাণী সেন, কানন সরকার

গীতা ভট্টাচার্য

চিত্তরঞ্জন পাল

জনা দাসগুপ্ত, জহর দাসগুপ্ত, জ্যোৎস্না দত্ত

ঝর্ণা বসু

তপনকুমার সেনগুপ্ত. তুষারকান্তি রায়, তুষারকান্তি সান্যাল

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, দিলীপকুমার পট্টনায়ক, দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, দীপশিখা রায়, দীপ্তিকুমার বসু, দুর্গাপদ মান্না, দুলালচন্দ্র চক্রবর্তী, দেবকী সেন, দেবজ্যোতি বড়ুয়া, দেবেশচন্দ্র রায়

নগেন্দ্রনাথ দাস, নন্দিনী দে (শ্রীমতী সেন), নিতাই চরণ মান্না, নির্মলকুমার সরকার, নির্মল ভট্টাচার্য, নিয়ামল বসির, নীলিমা ওয়ালিয়া

পল্লবকান্তি সিংহ, প্রফুল্লচন্দ্র দাস, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন চৌধুরী

বিজয়লক্ষ্মী ঘোষ, বিশ্বনাথ রায়, বুদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

ভারতী রায়, ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

মঞ্জু দে, মণিলাল ধর, মনোতোষ চট্টোপাধ্যায়, মালবিকা গুহবিশ্বাস, মুক্তি চক্রবর্তী

যোগমায়া সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দত্ত, রীনা মুখোপাধ্যায়

ললিতা বসু

শঙ্করমণি দত্ত, শম্ভুনাথ শীল, শ্যামলকুমার রায়চৌধুরী, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যনারায়ণ সিংহ, সত্যরঞ্জন চৌধুরী, সত্যানন্দ মজুমদার, সন্তোষকুমার সরকার, সরস্বতী চট্টোপাধ্যায়, সাধন চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ বসু, স্নিগ্ধা ধর, সুকুমার দাসগুপ্ত, সুধা রায়, সুধাংশুশেখর চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ দাস, সুলেখা মিত্র (শ্রীমতী সেন), স্বস্তিধর বিশ্বাস

১৯৬৪

অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জলি গুহ, অনুরাধা হালদার, অমলচন্দ্র দাসগুপ্ত, অমিতা পালিত, অরুণকুমার দত্ত, অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য, অর্চনা গঙ্গোপাধ্যায়, অলকানন্দা দাসগুপ্ত, অশোক কুমার দাসগুপ্ত, অশোককুমার বসু

আভারাণী রুদ্র, আরতি সোম

ইরা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা ঘোষ, ইলা সাহা

কমলকৃষ্ণ সাউ, কমলা গুহরায়, কস্তুরী মুখোপাধ্যায়

গোপীনাথ চন্দ্র

চিত্রা বসু

ছবি বর্মণরায়

জগন্নাথ প্রসাদ, জয়শ্রী ঘোষ, জিতেন্দ্রনাথ সাহা, জি. রাজলক্ষ্মী, জি শান্তা আয়ার, জ্যোতি বিশ্বাস

তপনকান্তি চক্রবর্তী, তপেশ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, তুলিকা দাসগুপ্ত

দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী, দীপ্তিময় রায়, দুর্গাদাস বসু, দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়

ধনঞ্জয় দে

নন্দিতা আচার্য, নিতাইচন্দ্র দত্ত, নিভা সরকার, নীলিমা বল, নূপুর সেন

পবিত্রকুমার বসু পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণতি পালিত, প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার দত্ত, প্রীতি চৌধুরী

বজরঙ্গবাহাদুর শ্রীবাস্তব, বন্দনা গঙ্গোপাধ্যায়, বন্দনা চট্টোপাধ্যায়, বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দনা রায়চৌধুরী, বলদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশচন্দ্র তালুকদার, বিনয়রঞ্জন সরকার, বিনয়েন্দ্রকুমার দাস, বিমলকুমার ঘোষ, বিমল নারায়ণ সুর, বীণা সেনগুপ্ত

ভাস্করকান্তি ভট্টাচার্য

মমতা সরকার, মিনতি চট্টোপাধ্যায়

রতনকুমার রায়, রমলা ঘোষ, রমা দত্ত, রমাপ্রসাদ সেন, রাখালরাজ চট্টোপাধ্যায়, রীণা ভট্টাচার্য, রেণু চৌধুরী, রেবা দাস

শর্মিষ্ঠা মজুমদার, শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শিবানী গুহ, শুক্লা বর্মণরায়, শুভেন্দুশেখর প্রধান, শ্যামলকুমার বসু, শ্যামলী চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ পাল

সমর কুমার কুণ্ডু, সরিৎশেখর সরকার, সুজিত কুমার সারঙ্গী, সুধীন্দ্র চৌধুরী, সুনন্দা মিত্র, সুনন্দা সেন, সুপ্রিয় খাস্তগীর, সুভাষচন্দ্র গোস্বামী, সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী, সুভাষচন্দ্র বসু, সুমেধা ঘোষ, স্মৃতি সেন, স্বপনকুমার দাসগুপ্ত, স্বপ্না সিংহ

হরিদাস চক্রবর্তী, হিরণ কুমার দত্ত

১৯৬৫

অজিত কুমার সুর, অঞ্জলি দাসগুপ্ত, অঞ্জলি সাহা, অণিমা সেনগুপ্ত, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমলকুমার বসু, অমলকুমার রায়চৌধুরী, অমলেশ রায়, অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণা চক্রবর্তী, অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী ভট্টাচার্য, অর্চনা মজুমদার, অলককুমার রায়, অশ্বিনী কুমার আচার্য, অশ্বিনীকুমার সেন, অসীমকুমার চক্রবর্তী, আনন্দগোপাল দাস, আরতি বিশ্বাস, আরতি সেন

ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ইলা চক্রবর্তী, ইলা পাল, ইলা বিশ্বাস

উমা চট্টোপাধ্যায়, উমা মজুমদার

ঊষা পাত্র

কণা সেন, কণিকা চট্টোপাধ্যায়, কবিতা নাগ, কমলকান্ত কুমার, কমলা দাস, করুণা কণা কাঁড়ার, কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী বসু কালিদাস ঘোষ, কালীপদ কর, কৃষ্ণা রায়

গীতা রায়, গৌরী রায়, চন্দ্রকান্ত কুমার, চিত্রলেখা ঘোষ

ছন্দা রায়চৌধুরী, ছবি সেন

জয়দেব দত্ত, জ্যোৎস্না নায়ক

তরুণকান্তি সিংহরায়, তিমিরকুমার পাল, তীর্থরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

দিলীপকুমার রাহা, দীপকচন্দ্র অধিকারী, দীপশ্রী রায়, দীপা চৌধুরী

নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী, নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নির্মাল্য

কুসুম ভট্টাচার্য, নিশা চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রনাথ মাইতি

পুরশ্রী দাস, প্রীতি মজুমদার (চক্রবর্তী)

বিভাবসু ঘোষ, বিমলকুমার দোয়াসী, ব্রজগোপাল দাস

ভারতী ঘোষ

মনীষা বিশ্বাস, মনীষা মজুমদার, মনোজকুমার ধর চৌধুরী, মনোরঞ্জন জানা, মমতা সেন, মৃদুলা ঘোষ, মোহিত মোহন দে

রঞ্জিত কুমার প্রামাণিক, রবীন্দ্রনাথ করাতী, রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রমা গুহ, রমা চৌধুরী, রাজকুমার প্রামাণিক, রামরতন পাত্র, রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষীনারায়ণ পাল, লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা চাকলাদার

শিপ্রা গুপ্ত, শ্যামলী ভট্টাচার্য

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, সবিতা গুহ (দাসগুপ্ত) সবিতাপ্রসাদ দুবে, সবিতা রক্ষিত, সমরকুমার দত্ত, সমরেন্দ্রনাথ রায়, সুকুমার কোলে, সুচিত্রা ঘোষ, সুজাতা ভৌমিক, সুজিতকুমার দত্ত, সুধা চট্টোপাধ্যায়, সুধাকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকান্তি কুমার, সুনীলচন্দ্র দে, সুবিমল পাল, সোনালী গুপ্ত, সোমেশচন্দ্র বসু, স্মৃতিকণা দে

১৯৬৬

অজিতকুমার দত্ত, অঞ্জলি ঘোষ, অঞ্জু সাহা, অনু দাসগুপ্ত, অনবদ্য সান্যাল, অবনীকুমার ভট্টাচার্য, অমলেন্দু রায়, অমিয়কুমার ডোগরা, অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার আদিত্য, অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার হাজরা

আরতি ঘোষ

ইন্দিরা গুপ্ত, ইভা মজুমদার, ইলা দে

উত্তরা চক্রবর্তী, উৎপল সরকার

কার্তিকচন্দ্র দাস, কৃষ্ণা ঘোষদস্তিদার, কৃষ্ণা দাসগুপ্ত, কৃষ্ণা সেনশর্মা

ক্ষিতীশচন্দ্র প্রামাণিক

গায়ত্রীদত্ত, গায়ত্রী রক্ষিত, গীতা মৈত্র, গীতা বক্সী, গোপীকান্ত মুখোপাধ্যায়

চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়, চিত্রলেখা বসু

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

তপনকুমার বসু, তারকচন্দ্র ঘোষ

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা দত্ত

নন্দিনী আইচ, নমিতা চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেন, নিত্যগোপাল তালুকদার, নির্মলচন্দ্র সান্যাল

পুরুষোত্তম মুখোপাধ্যায়, পূর্ণিমা উকিল, প্রণবকুমার দেব, প্রতিমা সরকার, প্রবীরকুমার দে, প্রশান্তকুমার সাহা, প্রয়াগদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বলবীর যাগ্গী (কাউর) বাণী পাল (সরকার), বারিদবরণ দাস, বাসন্তী চক্রবর্তী, বাসুদেব গুপ্ত, বিনয়ভূষণ দত্ত, বিশ্বনাথ ঘোষ, বিশ্বসুন্দর বসু বীণা ঘোষ বেলা মজুমদার

মঞ্জু মণ্ডল মণিকা গুহ, মণ্টুলাল কোনার, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য, মাণিকলাল কবি, মানসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মিনতি দাসগুপ্ত, মীনা সেনগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় দে

যূথিকা ঘোষ, যূথিকা সেন

রমা রায়, রমা সেনগুপ্ত, রাজিন্দরলাল কাপুর, রাজেন্দ্র নাথ সরকার রামশঙ্কর মিত্র, রুদ্রাণী সেনগুপ্ত, রেখা দাস, রেখা পাল, রেবা ঘোষ

শাশ্বতী সেনগুপ্ত, শিপ্রা গোপ, শিপ্রা দত্ত (চৌধুরী) শিপ্রা ভৌমিক, শিপ্রা মিত্র, শীলা মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীপদ ভট্টাচার্য

সনৎকুমার গুপ্ত, সনৎকুমার চক্রবর্তী, সন্ধ্যা ঘোষ, সরযূকান্ত মিশ্র, সাধনচন্দ্র দাস, সাবিত্রী মিশ্র, সুচিতা চৌধুরী, সুনীলকুমার রায়, সুবীর ঘোষ, সুভাষচন্দ্র মল্লিক, সুভাষচন্দ্র রায়, সুস্থিরকুমার ভট্টাচার্য, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্না বাগচী

১৯৬৭

অজয়কুমার ঘোষ, অজিতকুমার সিংহ, অঞ্জনকুমার দে, অঞ্জনা মুখোপাধ্যায়, অনঙ্গনাথ ভট্টাচার্য, অমলকান্ত নন্দন, অর্চনা সাহা, অলকা দাসগুপ্ত, অশোককুমার রায়, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমকুমার ঠাকুর, অসীমকুমার পাত্র, অসীমা ভট্টাচার্য

আশালতা দেবী

ইলা সিংহ

উমা ঘোষ, উমা বসু

কমলা দে, কমলাকান্ত কোলে, কানাইলাল সাহু, কিরণকুমার ভট্টাচার্য, কেয়া ভাদুড়ী

গগণচন্দ্র ঘোষাল, গীতা দাস, গীতিকা রায়, গোলক বিহারী দে

ছন্দা চন্দ, ছন্দা দত্ত

জিতেন্দ্রনাথ পাল, জীমূতবাহন গুপ্ত, জ্ঞানশঙ্কর চক্রবর্তী

দয়ালকান্তি দাসগুপ্ত, দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, দীপককুমার গোস্বামী, দীপকচন্দ্র দত্ত, দুলালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবকুমার রায়

ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী

ননীগোপাল দে, ননীগোপাল সরকার, নন্দলাল বেরা, নমিতা মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র দাসরায়, নিবেদিতা দে, নিরঞ্জন চৌধুরী, নির্মলকুমার ভট্টাচার্য, নির্মলকুমার সেনগুপ্ত, নির্মলাকুমারী ছাবরা, নিশীথনাথ রায়, নীহার বসু

পঞ্চানন দত্ত, পবনধন দত্ত, পি সুব্রাহ্মণিয়াম, পূর্ণচন্দ্র দালাল

প্রণব নিয়োগী, প্রতিভা নাথ, প্রতিমা চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য), প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ গুহ, প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, প্রভাসচন্দ্র দাস, প্রসাদলাল রায়, প্রহ্লাদকুমার বাগচী

বরুণকুমার ঘোষ, বারুণী সেন, বিনয়েন্দ্রনাথ দাস, বিমল কুমার বক্সী, বিমানকুমার আদক, বিশ্বনাথ দাস, বীণা রায়, বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বুদ্ধদেব গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভবানীকুমার ঘোষ, ভবেশচন্দ্র দাস, ভারতী সেনগুপ্ত

মণীন্দ্রচন্দ্র চন্দ, মায়া চন্দ, মীনাক্ষী সেনগুপ্ত, মীরা ভট্টাচার্য, মৌজীলাল সিংহ

যোগেশচন্দ্র ধর

রঞ্জনকুমার মাঝি, রঞ্জিতকুমার ঘোষ, রমলা ঘোষ দস্তিদার, রমা পাল (নান), রবীন্দ্রনাথ বসু

লীলা সামন্ত

শিশিরবিন্দু বিশ্বাস, শেফালী দত্ত, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী,

সত্যেন্দ্রনারায়ণ ভৌমিক, সনৎকুমার বিশ্বাস, সন্ধ্যা বিশ্বাস (চরিত), সরলবন্ধু দত্ত, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুভূষণ চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার দে, সুনীল মণ্ডল, সুধীরকুমার রায়, সুভাষচন্দ্র জানা, সুস্মিতা নাগ, সৈয়দ সামীম আহমদ, সৌরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রনাথ বসু, হারাধন গোস্বামী হাসি বসু, হিরণ্ময় ঘোষ

১৯৬৮

অচিন্ত্যলাল বসু, অতীন গঙ্গোপাধ্যায়, অনঙ্গভূষণ রায়, অনিমেষ মজুমদার, অনিলকুমার ধাড়া, অন্নদাপ্রসাদ আচার্য, অমরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, অরবিন্দ কয়াল, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, অশোককুমার ভট্টাচার্য, অশোককুমার রায়,

আভা সিংহ, আরতি রায়

ইন্দ্রনাথ সিংহ

কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কল্পনা দত্ত, কুমারকার্তিক দে, কৈলাসচন্দ্র পট্টনায়ক

ছন্দা দাসগুপ্ত, ছন্দা মজুমদার

জ্যোতির্ময় রাহা

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, দীনবন্ধু ঘোষাল, দীপককুমার রায়, দীপনারায়ণ দেবনাথ, দেবব্রত ঘটক, দেবব্রত ধর, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

নারায়ণচন্দ্র পাল, নিমাইচাঁদ ধর, নির্মলকুমার চক্রবর্তী, নিলয়নারায়ণ বসু, নীলোৎপলা সেনগুপ্ত

পবিত্রকুমার আচার্য, পীযূষকান্তি চক্রবর্তী, প্রণবকুমার রায়, প্রভাতকুমার ঘোষ, প্রসূনকুমার মুখোপাধ্যায়

ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বরুণকুমার বসু, বালমাতুরাই শর্মা, বালস্বামী (এন. বালকুমারী), বিচিত্রা সাহা, বিশ্বনাথ কাঁড়ার, বীথি গুপ্ত, বেলা কুণ্ডু

মালতী হাজরা, মিনতি চক্রবর্তী, মিহির মুখোপাধ্যায়, মৃদুলা দত্তরায়

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ রায়

শক্তিশঙ্কর চক্রবর্তী, শিপ্রা গুপ্ত, শিপ্রা দে (মিত্র), শিবরামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভ্রা লাহিড়ী, শ্যামলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সঞ্জীবকুমার দাশগুপ্ত, সমীরেন্দ্রনাথ রায়, সর্বাণী তরফদার, সুজিতকুমার ঘোষ, সুনীলকুমার বসুমল্লিক, সুরেশচন্দ্র সরকার, স্বপনকুমার দে

হেনা মজুমদার (গুহ), হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৯৬৯

অজিতকুমার রক্ষিত, অনন্তকুমার দাস, অনিলকুমার মহামাত্র, অনীত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমুভা দত্ত, অবিনাশচন্দ্র দাস, অমিয়ভূষণ মাইতি, অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণা মাইতি, অলোককুমার জানা, অশোককুমার দাস, অশ্বিনী কুমার শীল, অসিরঞ্জন দে, অসীমকুমার মাইতি, আরতি সেনগুপ্তা, আশুতোষ বেরা

ইন্দিরা চৌধুরী

উদয়শঙ্কর চন্দ্র, উমারাণী দাস

কমলকিশোর দাস, কমলকৃষ্ণ ঘোষাল, কল্প মজুমদার, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ, কিরণকুমার হালদার, কৃষ্ণা রায়

গীতা দাস, গীতাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দাস, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়া বসু

জীবেন্দ্রলাল লাহিড়ী

ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়

ডলি ঘোষ, ডলি লাহা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর দে, তৃপ্তি চৌধুরী

দিলীপকুমার দলুই, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, দীপশিখা ঘোষ, দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

নমিতা রায়, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা ঘোষ, নিবেদিতা সাহা, নিমাইচাঁদ অধিকারী, নিমাইচাঁদ ঘোষ, নির্মলেন্দু গুপ্ত, নিশীথকুমার দে, নীলিমা সেন

পরমেশ বাগচী, পরমেশকুমার বাগচী, পরিমলকুমার নস্কর, পরেশনাথ ঘোষ, পুলকলাল কুণ্ডু, পুষ্প ভৌমিক, পুষ্পরঞ্জন সরকার, পুষ্পা সিন্‌হা, পূর্ণিমা রায়, প্রণতি সাহা, প্রণবকুমার সেনগুপ্ত, প্রণীতা সাহা, প্রভাসচন্দ্র সামন্ত, প্রোজ্জ্বল সেন

বাদলচন্দ্র ঘোষরায়, বি. এস. ভি. রামানা, বিজন বিলাস দাস, বিনয়কুমার গুহ, বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী, বিমান বিহারী গোস্বামী, বিশ্বনাথ বেরা, বিশ্বনাথ সরকার, বেবী বসুচৌধুরী

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মদনমোহন কুণ্ডু, মধুমালা চক্রবর্তী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, মায়া সেনগুপ্ত, মিনতি দে, মিহিরকুমার সেন

রত্না দত্ত, রত্না রায়, রত্নেশ্বর গুহরায়, রথীন চৌধুরী, রথীন্দ্রনাথ হালদার, রমেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, রাজেশ্বর সরকার

লাবণ্য দত্ত

শম্ভুনাথ পাল, শিপ্রা নাগ, শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভ্রা সরকার

সজলকুমার গোস্বামী, সনাতন পাল, সন্তোষকুমার সরকার, সমরেন্দ্রনাথ আচার্য, সাগরময় আগরওয়াল, সুখেশ কুণ্ডু, সুধীরকুমার সেন, সুনন্দা দত্ত, সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র ভৌমিক, সুভাষচন্দ্র দত্ত, সুমিতা ঘোষাল, সুমিত্রা সেন, সুলতা ঘোষ, স্নিগ্ধা রায়চৌধুরী

১৯৭০

অক্ষয়চন্দ্র গোস্বামী, অনিমা দাস, অনিলকুমার দাঁ, অন্নপূর্ণা ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, অমলকান্তি দত্তবিশ্বাস, অমিতকুমার ভাদুড়ী, অমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতা ভৌমিক, অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার চক্রবর্তী, অর্চনা রায়চৌধুরী, অশ্বিনীকুমার দেবনাথ, অসিতরঞ্জন চক্রবর্তী

আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, আভা গায়েন, আরতি রাহা, আশীষকুমার বক্সী

ইলা দাসগুপ্ত

উমা দে

কল্যাণকুমার গুহ, কল্যাণকুমার সরদার, কাজল ভট্টাচার্য, কার্তিক প্রসাদ ঘোষ, কালীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র ঢং, কৃষ্ণ বসু, কৃষ্ণা রায়চৌধুরী

গীতা সরকার, গোপালচন্দ্র প্রামাণিক, গোপালচন্দ্র সরদার, গোপেশ ঝা, গৌরী দাসগুপ্ত

চিত্তরঞ্জন নন্দী, চিত্রা নাগ

জয়শ্রী রাহা, জয়া মজুমদার, জ্যোতিন্দ্রমোহন মজুমদার

তন্দ্রা দে, তাপসকান্তি বিশ্বাস

দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপককুমার নাগ, দীপল দাস, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলাল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী সুররায়চৌধুরী

নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, নমিতা বসু, নমিতা সাহা, নারায়ণচন্দ্র ঘোড়ই, নিখিলকুমার দত্ত, নিখিলকুমার রায়, নিখিলেশ মজুমদার, নীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, নীহার কুমার মণ্ডল,

পূর্ণিমা দত্ত

প্রভাত কুমার বিশ্বাস, প্রাণজিৎকুমার রায়

বন্দনা ভট্টাচার্য, বলাই চন্দ গড়াই, বিধুরঞ্জন বিশ্বাস, বিশ্বনাথ গোড়ে, বীথিকা ঘোষ, বুলবুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবন মাইতি

মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়), মঞ্জু রায়চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী বসু, মণিকুন্তলা চট্টোপাধ্যায় মহামায়া গুপ্ত, মাধুরী বরাট, মায়া চৌধুরী, মিনতি নন্দী, মীনাক্ষী সেনগুপ্ত, মুক্তা পাল মৃণালকান্তি দেব, মৃণাল ঘোষ

রণজিৎকুমার পাল রণজিৎকুমার সিংহ, রাজকিশোর দাস

শঙ্করপ্রসাদ রাহা, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তিময় চক্রবর্তী, শিপ্রা খাস্তগীর, শিবনাথ কোলে, শিশিরকুমার চক্রবর্তী, শেফালী বসু, শৈলেন্দ্রনাথ পাল, শ্যামলকুমার গুপ্ত, শ্যামশ্রী গুহ, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য

সত্যনারায়ণ রায়, সন্তোষকুমার চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার দত্তবণিক, সন্ধ্যা গুহ, সন্ধ্যা বক্সী, সমীরকুমার চৌধুরী, সমীর বসু, সরোজকুমার আদক, সুচন্দ্রা সান্যাল, সুবলকুমার সেন, সুভাষচন্দ্র জানা, সুভাষচন্দ্র নাথ, সুশীলকুমার দত্ত, সুশীলকুমার সোম, স্নিগ্ধা ভঞ্জ, স্মৃতি দত্ত, স্বপনকুমার দাসগুপ্ত

১৯৭১

অজিতকুমার মণ্ডল, অজিতকুমার রায়, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, অনিলকুমার চৌধুরী, অবনীকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমিতবরণ গুহ, অমিতা রায়, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার বসু, অরুণকুমার সেন, অরুণা ভট্টাচার্য, অর্চনা গঙ্গোপাধ্যায়, অর্চনা ঘোষ, অর্চনা মল্লিক, অলককুমার চক্রবর্তী, অসমঞ্জ সিদ্ধান্ত, অসিতকুমার চক্রবর্তী

আরতি রায়, আলপনা মণ্ডল

ইন্দুপ্রভা সেনগুপ্ত, ইন্দুলেখ ভট্টাচার্য

করবী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী সামসুল আলম, কার্তিকচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

গীতশ্রী সেনগুপ্ত

চিত্তরঞ্জন পাল

ছবি মিশ্র

জয়ন্তী চৌধুরী, জয়শ্রী ঘোষ, জয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, জেবুন্নেসা মণ্ডল

তনিমা দত্ত, তপনকুমার দত্ত

দিলীপকুমার গুপ্ত, দেবনারায়ন মান্না, দেবব্রত নন্দী, দেবশঙ্কর সরকার

নারায়ণ নাহা, নারায়ণচন্দ্র ঘোষাল, নারায়ণী রায়, নিমাইকুমার মুখোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র রায়

পরেশচন্দ্র দাস, পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়, প্রণতি ভট্টাচার্য, প্রতাপাদিত্য সরকার, প্রমীলা মুখোপাধ্যায়

বনানী মনসুর, বসন্তকুমার জানা, বাণী দত্ত, বাণী দাসগুপ্ত, বাণী সিংহ, বাসবদত্তা সিংহ, বিকাশ রায়চৌধুরী, বিমলকুমার মাইতি, বিমল ভট্টাচার্য, বিমানকুমার রুদ্র, বিশ্বনাথ ঘোষ, বীথিকা গুহ, বেলা বিশ্বাস

ভারতী জোয়ারদার, ভারতী সরকার

মঞ্জু দত্ত, মণিকা সান্যাল, মদনমোহন মহাপাত্র, মনিলা গঙ্গোপাধ্যায়, মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা সান্যাল, মহেন্দ্রনারায়ন পাঠক, মায়া চট্টোপাধ্যায়, মিনতি চক্রবর্তী; মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, মৈথিলী সেনগুপ্ত

রণজিৎকুমার দাস, রতনকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য, রমা সেনগুপ্ত, রানু মুখোপাধ্যায়, রামঅধর ভেরয়ারী, রীণা গুহসরকার, রেবা চক্রবর্তী

লিপিকা ভৌমক, লীনা সমাদ্দার

শম্ভুনাথ সরদার, শাশ্বতী ঘোষ, শীলা চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা নন্দী, শুভেন্দু মান্না, শেফালী রুদ্র; শ্যামল সরদার, শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠীচরণ দে

সঙ্ঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সনাতন পাল, সন্দীপকুমার মল্লিকচৌধুরী, সুকুমার দত্ত, সুচিত্রা আচার্য, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সুরঞ্জন ঘোষরায়চৌধুরী, সোমেশপ্রসাদ রায়-চৌধুরী, স্বপনকুমার রায়, স্বপনকুমার সাহা

হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৯৭২

অজন্তা ঘোষ, অজিতকুমার দাস, অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জনা দাস, অনিলকুমার রায়, অম্বিকাপ্রসাদ দত্ত, অর্চনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার দে, অশোক কুমার নাগ, অশোককুমার মিত্র, অসীমকৃষ্ণ সর্বাধিকারী,

আরতি ভট্টাচার্য, আরতি মুখোপাধ্যায়

উমা চক্রবর্তী

কল্যাণী প্রামাণিক, কাশীনাথ মিত্র, কুমকুম ধর (নন্দী মজুমদার), কুমকুম বিশ্বাস, কৃষ্ণা চক্রবর্তী

গীতা মিত্র

গৌরহরি বেরা

চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, চৈতালী মুখোপাধ্যায়

ছায়া দাস

জগদীশপ্রসাদ যাদব, জয়গোপাল পট্টনায়ক, জয়গোপাল সাহা, জয়ন্তী প্রামাণিক, জয়ন্তী সামন্ত, জয়তী লোধ, জি. এস. গিরিজা, জে. সত্যভামা, জ্যোতিভূষণ রায়-চৌধুরী

ডলি রায়

তপনকুমার দাস, তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ বেরা, তারাপদ ভট্টাচার্য

দীপককুমার দত্ত, দীপকরঞ্জন চক্রবর্তী, দীপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দেবিকা সরকার

ধনঞ্জয় কোলে

নিবেদিতা তরফদার, নিমাইচাঁদ মাঝি, নীলিমা দাসগুপ্ত, নীলিমারাণী রায়

পার্থসারথি ঘোষ, প্রতিমা সাহা, প্রদীপকুমার মিত্র, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত

বলাইচন্দ্র বসু, বাণী দাসগুপ্ত, বাবুলাল ঘোষ, বিপুলকান্তি রায়চৌধুরী, বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমানকৃষ্ণ রায়, বিমানরঞ্জন নন্দী

মঞ্জু দাসগুপ্ত, মনীষা ঘোষ, মাধবলাল বিশ্বাস, মালা সেন, মীরা বসাক, মীরা সরকার

রণজিৎকুমার দত্ত, রণজিতকুমার দাস, রণজিতকুমার সিংহ, রণেন্দ্রনাথ ঘোষ, রমেশচন্দ্র সাহা, রিণি সেন, রেণু বসু

শঙ্করী চৌধুরী, শঙ্করীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু ভট্টাচার্য, শান্তা মিত্র, শান্তিরাম কুণ্ডু, শিখা বসু, শুক্লা দাস, শুচি শেঠ, শুদ্ধসত্ত্ব ভট্টাচার্য, শুভাশীস বসু, শেফালী দাস, শ্রদ্ধাকর মল্লিক, শ্যামলেন্দু নন্দ

সতী দে সমীর মুখোপাধ্যায়, সাধনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার মণ্ডল, সুনীলকুমার চক্রবর্তী, সুনীলকুমার দাস, সুপ্রীতি পাল, সুভাষচন্দ্র ঘোষ, সুমিতা সেনগুপ্ত, সুরজিৎ কুমার দত্ত, সৌমেনকুমার বাগচী, স্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

হৃষিকেশ ঘোষ

১৯৭৩

অজয়কুমার সামন্ত, অনন্তকুমার দে, অণিমা বিশ্বাস, অনুপকুমার চক্রবর্তী, অনুপকুমার চক্রবর্তি, অনুশ্রী রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়), অবনীকুমার দে, অভিজিৎ মিত্র, অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী সেনগুপ্ত, অশোককুমার দাস অধিকারী, অসীমকুমার শীল

আনোয়ার আলি খান, আব লক্ষ্মী, আশীষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উদয়ভানু অধিকারী, উমা নন্দী,

এস মালতী

কমলকুমার ভট্টাচার্য, কালিপদ বেরা, কামেশ্বর সিং, কিঙ্করচন্দ্র পান, ক্রিষ্টবেল কেনেট, কেশবলাল চক্রবর্তী

গগণবিহারী বসু, গণেশচন্দ্র দাস, গুরুদাস ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গরঞ্জন চক্রবর্তী

ছবি মল্লিক

জবা সিংহ, জয়শ্রী রায়, জুড়ানকৃষ্ণ সরখেল, জ্ঞানেশ্বর মিশ্র

ঝর্ণা বেরা

তপনকুমার রায়, তপন মণ্ডল, তাপস মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ সমাদ্দার, তৃপ্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দিলীপকুমার দত্ত, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, দিলীপ-কুমার সাহা, দিলীপ চক্রবর্তী, দীনেশকুমার খান, দীপালি মজুমদার, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ চক্রবর্তী, দেবাশীষ মজুমদার, দেবীদাস ভট্টাচার্য

ধ্রুবজ্যোতি দত্ত

নবকুমার সিংহ, নিখিলকুমার ঘরামী, নির্মল মণ্ডল, নিরঞ্জনকুমার বিশ্বাস, নীলা ভট্টাচার্য

পঙ্কজকুমার ঘোষ, পরেশচন্দ্র দে, পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুষ্পা ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রতিমা মৈত্র, প্রদ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্রসুন্দর সারঙ্গী

বনানী বিশ্বাস, বনানী রায়, বাসুদেব দত্ত, বাসুদেব দাসশর্মা, বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়া ভট্টাচার্য, বিনোদ-বিহারী দাস, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রপ্রসাদ ভার্মা, বুবু মজুমদার (রায়)

ভরত হরিজন, ভারতী সেনচৌধুরী, ভাস্কর নাগ, ভুবনমোহন শাসমল, ভোমরা ধর

মঞ্জরী চক্রবর্তী, মঞ্জু বসুরায়, মলয়কুমার দাস, মহামায়া ঘোষ, মানস ভট্টাচার্য, মালতী চৌধুরী মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

রণজিতকুমার সেনগুপ্ত, রণবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনকুমার দাস, রবীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, রমা গঙ্গোপাধ্যায়, রসরাজ ভৌমিক, রীনা রায়,

শকুন্তলা বসু, শিপ্রা সরকার, শীতলকুমার মুখোপাধ্যায়

শুভ্রা বাগচী

সত্যব্রত ঘোষাল, সনৎকুমার বিশ্বাস, সবিতা চক্রবর্তী, সরলা জেসওয়ানী স্বপনকুমার চৌধুরী, স্বপনকুমার মিত্র সংগ্রামকেশরী সামল, সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকুমার ঘোষ, সুনীলকুমার ঘোষ, সুবিমল মিশ্র, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, সুরজিতকুমার পাল, সুশীলকুমার অধিকারী, সুশীলকুমার পাল, সোনালী ধর

হরিশঙ্কর চক্রবর্তী, হরিহর ভট্টাচার্য, হারাণকৃষ্ণ সাহা, হিমাংশুশেখর মাইতি

১৯৭৪

অজন্তা ঘোষ, অজয়কুমার চৌধুরী, অঞ্জনকুমার মিত্র, অঞ্জনা চৌধুরী, অঞ্জলী মুখোপাধ্যায়, অনন্যা দত্ত, অনুপমা শীল, অনুভা চৌধুরী, অনুশীলা ভট্টাচার্য, অপর্ণা ব্যানার্জী, অমরনাথ চ্যাটার্জী, অমিতা কুণ্ডু, অরবিন্দ সেন, অরুণকুমার গোস্বামী, অরুণকুমার বৈদ্য, অরুণকুমার সেনগুপ্ত, অর্চনা গুপ্ত, অশোককুমার দে, অশোককুমার পোদ্দার, অসীমকুমার ব্যানার্জী; আরতি দত্ত

উদয়শঙ্কর মজুমদার

কল্পনা গাঙ্গুলী, কাজল মজুমদার, কানাইলাল মান্না, কালীপদ ঘোষ, কৃষ্ণা চৌধুরী, কেয়া ব্যানার্জী

গোপা গুপ্ত, গৌরমোহন চ্যাটার্জী

ছানালাল চক্রবর্তী

জয়শ্রী বসু, জিতেন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী, জ্যোতির্ময় চন্দ রায়

ঝর্ণা দাস

তপনকুমার গাঙ্গুলী, তপনকুমার ভট্টাচার্য, তারাপদ পাল

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, দিলীপকুমার বসু, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গুহবক্সী, দীপককুমার ঘোষ, দীপককুমার ব্যানার্জী, দুলালচন্দ্র বাছার, দুলাল ধর, দেবব্রত মজুমদার, দেবেশকুমার সিংহ

নিলয়নিধি চন্দ, নিবেদিতা সাহা, নীলাশ্রী মিত্র (দাস)

পরমেশ্বর গায়েন, পাপড়ি সেনগুপ্ত, প্রকাশ চ্যাটার্জী, প্রণবকুমার ঘোষ, প্রণবকুমার বেরা, প্রবীর ব্যানার্জী, প্রশান্তকুমার চন্দ্র

বরেন্দ্রনাথ মান্না, বাণী ঘোষ, বাণী মুখার্জী, বিথীকা ঘোষ, বিমলকুমার চক্রবর্তী, বিশ্ববরণ গুহ

ভক্তি দে, ভারতী ভট্টাচার্য

মঞ্জু চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী দাস, মণিকা নাথ, মলয়কুমার রায়, মল্লিকা রায়চৌধুরী, মানবেন্দ্র গোস্বামী, মারিয়াম্মা

আব্রাহাম, মালা সেন, মায়া সেনগুপ্ত, মীনা কর, মীরা বসু, মোহনলাল ঘোষ

যুগলকিশোর সিংহ

রঞ্জিতা মৈত্র, রত্না বসু, রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ দাস, রমিতকুমার বসু, রমেশচন্দ্র বিশ্বাস, রাধাশ্রী ঘোষ-দস্তিদার, রিনিকা স্থাল, রীণা পোদ্দার, রীতা রায়চৌধুরী, রেখা কর, রেবা কর, রেবা দে হাজরা

লক্ষ্মীকান্ত পাল, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস লক্ষ্মীরাণী ঘোষ, ললিতা পিসারোডি, ললিতা সীতারাম

শক্তি প্রসাদ ত্রিবেদী, শম্ভুনাথ ঘোষাল, শশাঙ্ক বসু, শান্তি বসু, শিখা গাঙ্গুলী, শিবনাথ চ্যাটার্জী, শুক্লা ব্যানার্জী, শ্যামল ইন্দু রায়, শ্যামলী ঘোষ

সঞ্জিতকুমার সিংহ, সরণ্যা ঘোষ, সরযূ সিংহ, সরোজিনী শ্রীনিবাসন, স্বপ্না বসু, স্বপ্না মজুমদার, সিদ্ধেশ্বর রায় সুগন্ধা ব্যানার্জী, সুজাতা দত্ত, সুদর্শন বৈদ্য, সুধীররঞ্জন সেন, সুনন্দা সেন, সুরভি মজুমদার, সুলগ্না সান্যাল, সুব্রতরঞ্জন কয়াল, সুব্রতা সরকার, হিমাংশু আইচ

১৯৭৫

অজিতকুমার গোপ, অঞ্জলি চক্রবর্তী অনুপ চৌধুরী, অপর্ণা রায়, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার দে, অমিতা ঘোষ (রায়), অমিতাভ বণিক, অরূপকুমার দাস, অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

ইরা মিত্র বিশ্বাস, ইরা শীল

কমলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্পনা গুহ, কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, কালীজীবন সরকার, কুমকুম চন্দ

খনা দাসগুপ্ত

গীতা বক্সী, গোপা পাল, গৌরাঙ্গচন্দ্র চক্রবর্তী

চন্দ্রাবলী দত্তচৌধুরী, চিত্রা সিংহ (রায়)

জগমোহন দাস, জবা সিংহ

ঝর্ণা ভট্টাচার্য

তপনকুমার ঘোষ, তপতী বসু, তপতী বড়ুয়া, তরুণকান্তি পাইন, তরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

দিলীপকুমার দাস, দিলীপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি হালদার, দেবদাস ভট্টাচার্য

নন্দিনী রায়চৌধুরী, নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস, নিধির পোদ্দার

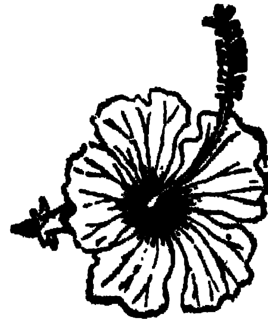
পরেশচন্দ্র সাহা, প্রদ্যোৎকুমার দাস, প্রদ্যোৎ বসুচৌধুরী, প্রবীরকুমার দাসগুপ্ত, প্রেমাংশু বশিষ্ঠ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বলহরি মাহাতো, বাণী চক্রবর্তী, বিজয়কৃষ্ণ প্রামাণিক, বুদ্ধদেব নাথ, বুদ্ধদেব কর্মকার, বুলবুল নাগ, বুলা বসু, বেচুরাম জেটি, বিজয়ন্তী বিশ্বাস, ব্রততী নিয়োগী, ব্রততী বসু

মঞ্জু দাসগুপ্ত, মনোজকুমার বিশ্বাস, মন্মথনাথ মাইতি, মমতা সরকার, মায়া বিশ্বাস, মীরা দত্ত (ভৌমিক), মেখলা বসু, মৌ বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জীবরঞ্জন পাল, রণেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রতনকুমার সাধু, রত্না দত্তচৌধুরী, রবিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রমা দাস, রামনারায়ণ কেশরী, রীতা চৌধুরী, রুমা বল, রেণুকা ঘোষ, শিপ্রা রায়, শ্যামসুন্দর সাহাপোদ্দার

সচ্চিদানন্দ মণ্ডল, সঞ্জয়কুমার ঘোষ, সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা সরকার, সমীররঞ্জন মণ্ডল, সান্ত্বনা চক্রবর্তী, সুজাতা চৌধুরী, সুজিত সেনগুপ্ত, সুধাংশুশেখর জানা, সুবোধরঞ্জন মাঝি, সুশীলকুমার দত্ত, স্রোতা সেন, স্মিতা সিংহরায়, স্বপনকুমার বিশ্বাস, স্বপনকুমার সাহু, স্বাগতা মুখোপাধ্যায়



গ্রন্থাগার-সংবাদ

বোহার বাণী লাইব্রেরী, বর্দ্ধমান

২. ১০. ৭৫ থেকে ৮. ১০. ৭৫ তারিখ পর্যন্ত বাণী লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ কর্তৃক নিম্নলিখিতভাবে 'পল্লী উন্নয়ন সপ্তাহ' পালিত হয়।

২রা অক্টোবর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়া মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস পালিত হয়। ৩রা অক্টোবর লাইব্রেরীর ক্রীড়া বিভাগের সভ্যগণ কর্তৃক একটি মনোরম ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা স্থানীয় ব্লকের সমাজশিক্ষা অধিকারিক শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার মৈত্র মহাশয়ের উপস্থিতিতে ২০০ জন আদিবাসী বালক বালিকাদের পাউরুটি বিতরণ করা হয়। ৫ই অক্টোবর সভ্যগণের একটি সভা হয়। ৬ই পরিবার পরিকল্পনা দিবস পালিত হয়। ৭ই একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৮ই সভ্যগণ নিজ নিজ গৃহ-প্রাঙ্গনে নানারকম গাছের চারা রোপণ করেন।

বিবেকানন্দ পাঠাগার—কাঁদোয়, নদিয়া

৪ঠা আশ্বিন পাঠাগারের উদ্যোগে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাক জন্মশত বার্ষিকী পালন করা হয়। ধর্মদা সেবাব্রতী সঙ্ঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীসত্যরঞ্জন• চট্টোপাধ্যায় এবং নাকাশীপাড়া উন্নয়ণ সংস্থার শ্রীতপেন নিয়োগী মহাশয় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সভার বিভিন্ন বক্তা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচনা করেন।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার বর্দ্ধমান

২৪শে আগষ্ট জামালপুর ব্লকের অন্তর্গত জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে এবং পরিবার ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রের সহযোগিতায় পাঠাগার প্রাঙ্গনে স্বাধীনতা উৎসব পালিত হয়। ঐ সভায় পাঠাগারের যুগ্ম সম্পাদক পাঠাগারের নবনির্মিত কক্ষটিকে প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও একনিষ্ঠ কর্মী স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ পণ্ডিতের স্মৃতিরক্ষার্থে "বীরেন্দ্রনাথ স্মৃতি কক্ষ" নামে ঘোষণা করেন।

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে গত ২০শে ডিসেম্বর'৭৫ তারিখে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় পাঠাগার ভবনে 'গ্রন্থাগার দিবস' উৎসব পালন করা হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীনিমাইচাঁদ ঘোষ মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রেরিত প্রস্তাবের উপর সমর্থন গ্রহণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাহাতে অবিলম্বে রাজ্যে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার আইন পাস করেন তাহার জন্য এই সভা শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সভাপতি মহাশয় তাহার ভাষণে বলেন যে, গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় এবং এটা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সুতরাং গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য কর্তৃপক্ষের ও কর্মীদের উভয় পক্ষকেই সজাগ দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। পাঠাগার গৃহ পরিসংস্করণ, পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনী এবং আলোচনা সভার মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়।

জেলা গ্রন্থাগার তমলুক মেদিনীপুর

সম্প্রতি গ্রন্থাগারের উদ্যোগে দেশবন্ধু ও বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় দেশবন্ধু ও বিদ্যাসাগরের জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৫ই নভেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস তমলুক গ্রন্থাগারে বিশ্ব শিশু দিবস রূপে পালিত হয়। জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এই দিন বিশ্ব শিশুদিবস রূপে পালনের তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি শিশু পাঠাগার বিভাগ, বর্দ্ধমান।

গত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি শিশু পাঠাগার বিভাগ গ্রন্থাগার দিবস পালন করেন। শিশু

গ্রন্থাগার পল্লীগ্রামে খুবই বিরল। অতএব এই গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য গ্রন্থাগার দিবসে একত্রিত সদস্য / সদস্যাদের (শিশু ও বয়স্কদের) উন্নতির চিন্তাধারা বড়ই প্রশংসনীয়। আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের প্রচার ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে (সর্বস্তরের) নিম্নলিখিত প্রস্তবাদি গ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

১) গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে অবিলম্বে এই রাজ্যে বিনা চাঁদার সুসংবদ্ধ সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

২) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় বরাদ্দ।

৩) প্রতিটি উচ্চ/উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বিদ্যালয় বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৫ ভাগ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয়।

৪) শিক্ষা কমিশনের (কোঠারী কমিশন) সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

৫) জনগণের উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নিয়মিতভাবে বর্দ্ধিত হারে আর্থিক অনুদান প্রদান।

৬) গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা প্রদান ইত্যাদি।

গ্রন্থনে **মিনতি চক্রবর্তী**



বার্তা বিচিত্রা

সংবাদপত্র মুদ্রণে কম্পিউটার :

ব্রিটেনের 'মিরর' গোষ্ঠীর সংবাদপত্রগুলি কম্পোজের জন্য এখন থেকে কম্পিউটারের সাহায্য নেবেন। পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে এই নব-প্রবর্তিত ব্যবস্থার ফলে এতকাল প্রচলিত ধাতব টাইপ বা ব্লকের ব্যবহার প্রয়োজন হবে না। বিজ্ঞাপন ও চিত্রাদিসহ সমস্ত সংবাদ তথা নিবন্ধাদি সরাসরি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ফটো কম্পোজ ব্যবস্থায় সম্পন্ন করা হবে।

বিশ্বে ভারতীয় সংবাদপত্রের স্থান :

ইউনেস্কোর একটি সমীক্ষায় প্রকাশ যে, পৃথিবীতে সংখ্যার দিক থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রের স্থান চতুর্থ। প্রথম স্থান অধিকার করেছে চীন ১৯০৮ খানা সংবাদপত্র নিয়ে। দ্বিতীয় স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, সে দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা ১৭৬১ খানা। পশ্চিম জার্মানী ১০৯৩ খানা সংবাদপত্র প্রকাশ করে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে এ বিষয়ে ভারতের স্থান চতুর্থ। ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৮২১ খানা।

১৩০০ বছরের লেখকদের জীবন-কথা :

সম্প্রতি জেমস সাদারল্যাণ্ড রচিত 'দি অক্সফোর্ড বুক অব লিটারেরী অ্যানেকডোটস' নামে একখানা কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই বইতে পশ্চিমী দুনিয়ার ১৩০০ বছরের পুরনো লেখকদের জীবনের অনেক বিচিত্র ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাচীন জার্মানীর ইতিহাস সম্পর্কে নতুন তথ্য :

প্রাচীন রোমের স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ টাসিটাসকে ইয়োরোপের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভর-

যোগ্য লেখক মনে করা যায়। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর কলোন শহরের এক প্রদর্শনীর কয়েকটি দ্রষ্টব্য বস্তু দেখে আজকের অনেক ইতিহাসবিদ টাসিটাস লিখিত তথ্যের সারবত্তা সম্পর্কে নতুন করে মূল্যায়ণের কথা বলছেন। টাসিটাস লিখে গেছেন যে প্রাচীন জার্মানরা ভাস্কর্য শিল্পের সন্ধান জানত না; এবং মাটি, পাথর বা কাঠ—কোনো মাধ্যমেই তারা কখনো কোনো মূর্তি তৈরি করে যায় নি। কিন্তু কলোনের প্রদর্শনীর দুটি কাঠের মূর্তি অন্ততঃ ২৫০০ বছর আগের তৈরি বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন। মূর্তি দুটি দেব-দেবীর। জার্মানীর এক জলাভূমি অঞ্চলে মূর্তি দুটি পাওয়া যায়। একই সঙ্গে তিনটি মমিও পাওয়া যায়। সেগুলিও কমবেশী ২৫০০ বছর আগের। এই প্রাচীন বস্তুগুলি শ্লেসউইগ– হল্‌সস্টিন মিউজিয়মের।

বাংলা বইয়ের যথেষ্ট অনুবাদ হচ্ছে না কেন ?

বিগত পনরো-ষোলো বছরে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত বহু বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কেবল ইংরেজী অনুবাদের কথাই আমরা বলছি না, প্রতিবেশী ভাষাগুলির কথাও প্রসঙ্গত আলোচ্য। আজকের দিনে যে কোনো ভালো হিন্দী বই প্রকাশের দু' এক বছরের মধ্যে ইংরেজী ছাড়াও, একাধিক ভারতীয় ভাষাতেও অনূদিত হয়ে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকেই বাঙালীর জীবনে যে গতিহীনতা প্রকট রূপ ধারণ করেছে, আলোচ্য ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে মূল লেখক, যোগ্য অনুবাদক ও উদ্যোগী প্রকাশক সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। এই উদ্যোগকে সার্থক করে তুলতে হলে রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারেরই অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। অন্ততঃ প্রথম দিকে এ বিষয়ে উদ্যোগী প্রকাশকদের অনুদান হিসাবে সরকারী সাহায্য, কিম্বা অন্ততঃ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে সাহায্য করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক প্রকাশন ক্ষেত্রে ভারতের স্থান :

ইউনেস্কোর এক সাম্প্রতিক বিবরণীতে জানা যায় যে, পৃথিবীর প্রকাশন শিল্পে ভারতের স্থান অষ্টম। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারী স্তরে পরিচালিত প্রকাশন সংস্থাগুলি এবং বে-সরকারী পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির বিগত কয়েক বছরে প্রকাশিত নানা বিষয়ের বইয়ের সংখ্যাগুলি এই পরিসংখ্যানে ধরা হয়েছে। ভাষা হিসেবে দেখা যায়, এখনও এদেশে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাই সর্বাধিক, তারপরে হিন্দীর স্থান।

মার্কিন পুস্তক প্রদর্শনী :

বিড়লা অ্যাকাডেমী অব আর্ট এণ্ড কালচার ভবনে বিগত ২৭ আগষ্ট থেকে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত মার্কিন দেশে প্রকাশিত পুস্তকের একটি আকর্ষক প্রদর্শনী হয়ে গেছে। এই প্রদর্শনীর যুক্ত উদ্যোক্তা ছিলেন বিড়লা অ্যাকাডেমী অব আর্ট এণ্ড কালচার এবং ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির ৫১টি প্রকাশন সংস্থার প্রকাশিত পুস্তক প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ারের পুনর্মুদ্রণ :

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ পরিচালিত হয়েছিল তারই ফলে ক্রমশঃ ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের খণ্ডগুলি তৈরী হয়েছিল। ব্রিটিশ যুগে ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও এই লেখাগুলির গুরুত্ব বরাবরই অনস্বীকার্য। ব্রিটিশ আমলে ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ারের খণ্ডগুলি আই সি এস'দের 'হ্যাণ্ডবুক' হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই দেখা গেছে কেবল বহু ভাষা ধর্ম পোষাক ও আচার আচরণে ভারতবাসীকে শাসনের জন্যই নয় সামগ্রিকভাবে তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ও তাদের বুঝতে হলে যে নৃ-তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তার সন্ধান দিতে পারে ঐ বিরাট গ্রন্থের খণ্ডগুলি। তাই সরকারী উৎসাহে দিল্লীর একটি প্রকাশনা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'দি এথনোলজি ল্যাঙ্গোয়েজেস লিটারেচার এণ্ড রিলিজিয়নস অব ইণ্ডিয়া।' স্যার হারবার্ট রিসলী স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন ও উইলিয়াম ক্রুক এর রচয়িতা। ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ভারত গঠনে উৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেই এ গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন।

অভিনব ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী

দুর্গাপুর প্রোজেক্টের কর্মী শ্রীহীরালাল সরকারের একক প্রচেষ্টায় দশ বছর ধরে একটি অভিনব ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী চালু আছে। 'বই কাকু' নামে পরিচিত এই ভদ্রলোক মাত্র ৫খানি শিশুপাঠ্য বই নিয়ে তাঁর মায়ের নামে ১৯৫৮ সালে কিরণ লাইব্রেরীটি চালু করেন। এখন এই লাইব্রেরীতে সব মিলিয়ে ১৪৭ বই, মাসে একবার করে ৮৮জন সদস্যের বাড়ী বাড়ী বই দিয়ে আসেন।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মন্তালে

আধুনিক ইতালীর প্রতিষ্ঠিত কবি, গদ্যলেখক ও সম্পাদক ১৯৭৫-এর নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৮৯৫ সালে তিনি ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক হিসাবে ইতালীর সৈন্য বিভাগে যোগ দেন। যুদ্ধের বিভীষিকা তার রোমান্টিক মনকে বিচলিত করে তোলে। তাই যুদ্ধোত্তর কালে তিনি ফিরে এসে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তখনই তিনি সাহিত্য রচনায় একান্ত মনোনিবেশ করেন। ১৯২২ সালে ইতালীর বিখ্যাত সাহিত্য পত্র "প্রিমোতেম্পোর" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯২৭-২৮ সালে বেম্পোরাদ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯২৯-৩৮ সালে গ্যাবিনেত্তো ভিউসেক গ্রন্থাগারের পরিচালক রূপে কাজ করেন, তারপর 'লা ফিমেরা লেত্তেরাবিয়ার' কাব্য সমালোচক এবং ১৯৪৮ সালে দৈনিক 'কোরিয়ের দেল্লা সেরা'র সঙ্গীত সম্পাদক রূপে কাজ করেন। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ওসি দি সেপ্পিয়া' যুদ্ধোত্তর কালের তিক্ত বিষণ্ণতাকে প্রকাশ করে। ১৯৩৯ সালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'লে ওকেশান' (দি অপরচুনিটি) প্রকাশ হয়। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ফিনিস্তারের মূল বিষয় এবং পটভূমিকাকে এক হিসেবে বলা যায় ১৯৪৩ ও ১৯৪৫ সালের ইতালীর রহস্যোৎঘাটন। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত 'লা বুফেরা এ আলত্রো' মনতালের প্রায় শেষ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ফারফাল্লা দি দিনার্দ (দি বাটার ফ্লাই অব ডিনার্দ) গদ্যরচনার সংকলন। অধিকাংশ রচনাই ১৯৪৬-৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের। মনতালের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'দি হাউস অব দি কাষ্টমস অফিসার', 'দি ওকেশান', জেনিয়া এবং বহু অনুবাদ গ্রন্থ, বিশেষ করে তিনি টি.এস এলিয়ট, হারম্যান মেলভিল, ইউজিন ও'নীল প্রমুখ লেখকের সার্থক অনুবাদক।

কৃষি গবেষকদের জন্য পুরস্কার :

ভারতের জাতীয় উন্নয়ণ কর্পোরেশন বিভিন্ন বিষয়ে মৌল আবিস্কারের জন্য ১৪টি পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া সাতটি আবিষ্কারের জন্য দেওয়া হয়েছে মর্যাদার সার্টিফিকেট।

লোটাস সাহিত্য পুরস্কার :

আফ্রো-এশীয় লেখক সমিতির আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কার "লোটাস" ১৯৭৫-এর জন্য নিম্নলিখিত কবি ও সাহিত্যিক বৃন্দকে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে : কবি ফৈয়জ আহমেদ ফৈয়জ (পাকিস্তান) ; কবি মহম্মদ আল জওহারিরি (ইরাক) এবং সাহিত্যিক চিনওয়া আচেবে (নাইজিরিয়া)। একটি বিশেষ পুরস্কারের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার কবি কিম চিজি হা-র নামও ঘোষিত হয়েছে।

সাক্ষরতা আন্দোলনের জন্য পুরস্কার :

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ মোহন সিং মেহতা সাক্ষরতা আন্দোলনে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৫ সালের জন্য নেহরু সাক্ষরতা পুরস্কার লাভ করেছেন, বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর থেকেই তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে আসছেন।

আঁন্দ্রে মালরোঁ নেহেরু পুরস্কার পেলেন :

ফরাসী লেখক আন্দ্রে মালরোঁকে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির জন্যে ১৯৭৪ সালের নেহেরু পুরস্কারের জন্যে মনোনীত করা হয়েছে।

ঘোষণায় বলা হয়েছে মানবিক মর্যাদার তীব্র সমর্থক আঁন্দ্রে মালরোঁ মানুষের শোষণ বন্ধ করা এবং বিশ্বের বিভিন্ন

স্থানের নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। শুভেচ্ছা শান্তি সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্যের জন্যে তাঁর আজীবন প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে এই পুরস্কারে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। পুরস্কারের পরিমাণ একলক্ষ টাকা।

ডঃ প্রবোধ সেন বঙ্কিম পুরস্কার পাবেন:

'ভারত আত্মা কবি কালিদাস' গ্রন্থ রচনার জন্যে ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেনকে 'বঙ্কিম পুরস্কার' দেওয়া হবে বলে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য দশহাজার টাকা, ডঃ সেনই প্রথম এ পুরস্কার পাচ্ছেন।

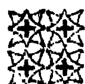
ভারতীয় লেখিকার বৃটিশ সাহিত্য পুরস্কার লাভ

শ্রীমতী রুথ ঝারবালা ইংরেজী ভাষায় কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করে ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 'হিট এণ্ড ডাস্ট' তাঁর সাম্প্রতিক রচনা। এ উপান্যাসটি বৃটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'বুকার পুরস্কার লাভ করেছে। ১৯শে নবেম্বর 'দি ন্যাশনাল বুক লীগ' এর বিচারকমণ্ডলী আনুষ্ঠানিকভাবে 'বুকার ট্রফি' ও পুরস্কারের চেক শ্রীমতী ঝারবালার হাতে তুলে দেন। শ্রীমতী ঝারবালা জন্মসূত্রে পোলিশ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মা বাবার সঙ্গে ইংলণ্ডে চলে আসেন, তারপর ১৯২১ সালে দিল্লীর বাসিন্দা এক ভারতীয় স্থপতিকে বিবাহ করে ভারতীর নাগরিকত্ব লাভ করেন।

আকাদেমী পুরস্কার

১৯৭৫ সালের জন্য সাহিত্য আকাদামীর বার্ষিক পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীনীরদ চৌধুরী তার ইংরেজীতে লেখা জীবনী গ্রন্থ স্কলার একস্ট্রা-অর্ডিনারী বইটির জন্য এবং বিমল কর পেয়েছেন বাংলা উপন্যাস অসামান্য-এর জন্য।

গ্রন্থণে **মিনতি চক্রবর্তী**



গ্রন্থাগার-কর্মীনামা

তপন ভট্টাচার্য

গ্রন্থাগারে কীটদষ্ট পুস্তকের পাণ্ডুর পাতায়
একটি মানুষ বুঝি অনন্ত আকাশ খুঁজে পায়।
অসীম আগ্রহে সেই গ্রন্থগূঢ় মানুষের মন
উত্তম উদ্যমে কী যে ইতি-উতি করে আহরণ—
অনেকে বোঝে না ব'লে দিনগত জ্ঞানের দীনতা
অবক্ষয় বয়ে আনে। বেড়ে চলে দায়িত্ব হীনতা।

কেবল একটি প্রাণ, চেয়ে দ্যাখো, পাঠকের কাছে
নিবিষ্ট দৃষ্টিকে মেলে নিজস্ব নিয়মে বসে আছে;
সতর্ক সৈনিক যেন···সঙ্গী স্বীয় প্রখর প্রত্যয়—
তাঁর কাছে নতশির বেগবতী বহতা সময়।
সমস্ত বিষয়বস্তু, নানারূপে—স্থবির, অস্থির···
অবাধ সাম্রাজ্যে তাঁর বানিয়েছে নিজেদের নীড়।

সেবার বাসনা বুকে অলৌকিক ইচ্ছাশক্তি নিয়ে
বাঞ্ছিত শস্যের ক্ষেত্র সকলকে দিতেছে এগিয়ে
গ্রন্থাগার কর্মী এক। ঘরে যার প্রণয়ীর মুখ···
ভবিষ্যত-ভাবনায় তাঁরো বুকে গভীর অসুখ।
নিজের শরীর শীর্ণ। শ্বাসজীবি আরো তিনজন
সামান্য বেতনে তাঁর কোনোমতে কাটায় জীবন॥



বিদ্যায়তন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার এবং পুস্তকের বাজার

এম এন নাগরাজ
জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে বই সংগ্রহের জন্য কয়েকটি বড় গ্রন্থব্যবসায়ী এবং কিছু বিদেশী-বই আমদানী-কারকের উপর নির্ভর করতে হয়। এই সব ব্যবসায়ীরা নামকরা কয়েকটি প্রকাশকের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশ থেকে বই আমদানী করে মজুত রাখেন। এঁরা দেশের শিক্ষা-চাহিদার চেয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিদেশ থেকে বই আনেন। তাঁদের বই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উচ্চমানের গবেষণামূলক বইপত্র একেবারেই অবহেলিত। যেমন ধরুন না কেন, ইংলণ্ড বা আমেরিকায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চমানের গ্রন্থ প্রকাশক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। গবেষণামূলক বই-পত্র বা গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতি প্রকাশনায় প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তাঁদের প্রকাশন ভারতে ঠিকমত পাওয়া যায় না অর্থাৎ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ঐ সব প্রকাশন রাখতে চান না। আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হল অনেক ব্যবসায়ীই বিদেশের নামকরা বড় বড় প্রকাশকদের সব বই নিয়মিত আমদানী করেন না। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হল, আগে যে সব ব্যবসায়ীরা গবেষণামূলক প্রকাশন নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বিদেশ থেকে আমদানী করতেন গত কয়েক বছর হল তাঁরা তা একেবারেই আনা বন্ধ করেছেন। আবার আমদানী বিদেশী বইর মধ্যে উচ্চমানের বইর খুবই অভাব। উচ্চশিক্ষা বা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-চাহিদা বা গ্রন্থ প্রয়োজন নিশ্চয়ই স্কুল কলেজ বা সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে পৃথক। কিন্তু ভারতে আমদানী বইর বেশীর ভাগই বিদেশের প্রাক-স্নাতক ও স্নাতক পর্যায়ের।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে গ্রন্থাগারগুলি কেন স্বেচ্ছা উদ্যোগে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় বই আমদানী করে না? কোন কোন গ্রন্থাগার বিদেশ থেকে সরাসরি বই আনার চেষ্টা করে ঠিকই কিন্তু বিদেশী মুদ্রার বাধানিষেধ, দেনা-পাওনার রীতিনীতির জটিলতা শেষ অবধি গ্রন্থাগারগুলিকে পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের ওপরই নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে। আবার বিদেশ থেকে যে সব বই আনতে বলা হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ব্যবসায়ীরা তা এনে দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন, বিদেশ থেকে ঐ সব প্রার্থিত বই অনেতে তাঁদের কোন লাভ হয় না কিংবা যা লাভ হয় তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। এ সব ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা বইয়ের দামের সাথে service charge যোগ করেন এবং বইয়ের দাম প্রায় দেড় গুণ বেড়ে যায়। ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সর্ত মেনে নিয়েও প্রয়োজনীয় বই প্রায়ই পাওয়া যায় না। বলতে কি, বাস্তব পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। এখনও দেখা যায়, ফরমাইশী বই বা বিদেশ থেকে আনতে বলা বই সম্পর্কে গ্রন্থাগারকে কোন খবরই জানানো হয় না—বই বিদেশ থেকে আনার ব্যবস্থা করা হল কিনা কিংবা বই পাওয়া যাবে কিনা, বা কবে নাগাদ পাওয়া যেতে পারে - কিছুই গ্রন্থাগারকে জানান হয় না।

গবেষণা গ্রন্থাগারের পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের কনফারেন্স, কংগ্রেসের প্রতিবেদন (Report), প্রবন্ধ বা বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করা আর এক অসাধ্য ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা-কেন্দ্র বা বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠান এই ধরনের প্রকাশন প্রকাশ করেন। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রকাশ না হওয়ায় ব্যবসায়ীরা ঐ সব প্রকাশন আনিয়ে দিতে রাজী হন না।

এভাবে ভারতে বিদেশী বই-এর বাজার একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও গবেষণা-মূলক গ্রন্থাগারগুলি এর প্রথম শিকার। আর এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে, গুটিকয়েক বড় একচেটিয়া ব্যবসায়ী সমস্ত শিক্ষা জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই সব ব্যবসায়ীরাই বইপত্র নির্বাচন করে বিদেশ থেকে আমদানী করছে। আর গ্রন্থাগারিকরা নির্বিচারে ব্যবসায়ী-নির্বাচিত বই-পত্র কিনতে বাধ্য

হচ্ছেন। পরিস্থিতিটা দাঁড়াচ্ছে : গবেষণা-পঠন-পাঠনের জন্য। প্রয়োজনীয় বইপত্রের পরিবর্তে বাজারে যা পাওয়া যায় গ্রন্থাগারগুলি তাই কিনতে বাধ্য হচ্ছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারে বিদেশী বই সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা রূপায়নে বড় বিদেশী বই-আমদানীকারকের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার সারকথা হল— বাধ্যবাধকতার বাইরে ঐ সব বিদেশী বই আমদানীকরকরা জাতীয় গ্রন্থাগার-নির্বাচিত বিদেশী বই আনবেন। এই সব আমদানী বই-র সবই যে জাতীয় গ্রন্থাগার কিনবে তার কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকবে না। অথচ আমদানীকারকরাও কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কারণ ঐ সব সুনির্বাচিত বইগুলি যথেষ্ট উচ্চমানের এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি এসব বই সাগ্রহে কিনে নেবে। পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। দু'একটি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনাটি খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়েছেন, কিন্তু বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় বলা যায়, প্রয়োজনীয় উচ্চ মানের বিদেশী বই আনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাটি মোটামুটি সন্তোষজনক। সার্বিক মূল্যায়নের সময় এখনও আসে নি।

এই বিদেশী বই আমদানী পরিকল্পনাটির আর একটি দিক হল, প্রকাশক ও বিক্রেতার মাঝে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে উৎসাহিত করা। প্রায়ই দেখা যায় একজন প্রকাশক সারা ভারতে একজন মাত্র প্রতিনিধি বা সরবরাহকারীর মাধ্যমে বই বিক্রির ব্যবস্থা করেন। এ ধরণের প্রতিনিধিরা যথাযথ কাজ না করলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে।

ব্যবসায়ীদের আরও একটু সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত। ব্যবসায়ীরা গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজন, পরিচালন ব্যবস্থা, বই সংগ্রহ পরিকল্পনার সাথে সহযোগিতা করলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হবে। গ্রন্থাগারগুলি যেমন প্রয়োজনীয় এবং চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহ করতে পারবে তেমনি,তাৎক্ষণিক না হলেও, আগামী দিনে ব্যবসায়ীরাও আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন।

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান

২০শে ডিসেম্বর '৭৫ সন্ধ্যা ৫-৩০ মিঃ সময় ভারত সভা হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী 'বর্ষপূর্তি' উপলক্ষে একটি জনসভা ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতা ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ফণিভূষণ রায় পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করে দীর্ঘ ৫০ বছরের ইতিহাসে বহু মনীষী সান্নিধ্যধন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, সমগ্র জাতিকে সুমহান্ জাতিতে পরিণত করার পেছনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা, গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি আবেদন জানান, গ্রন্থাগার বিষয়ে জনচেতনাকে উদবুদ্ধ করার জন্য সমাজের সকলকে নিয়ে এগুতে হবে। তিনি বলেন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজকে যদি সঠিকভাবে সেবা করার সুযোগ দিতে হয়, তা হলে অবশ্যই প্রয়োজন আইনভিত্তিক সুসংবদ্ধ নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে সক্রিয় করে তোলার জন্য, রাজ্যের সর্বস্তরের জনসাধারণের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার আইন অবশ্য কাম্য।

অতঃপর কর্মসচিব শ্রীতুষার সান্যাল নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৩৮২ সনে মেদিনীপুরে চৈতন্য শহীদ গ্রন্থাগারকে ১০০ টাকা পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। পরিষদের বর্তমান সহ-সভাপতি গুরুদাস বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে এই পুরস্কারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পরিষদের সভাপতি সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বর্গতা মাতা শচীদেবীর স্মরণে একটি বক্তৃতামালার আয়োজন করবার জন্য পরিষদকে ১০০০ টাকা দান করার কথা উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—খুবই গর্বের বিষয়, একটি স্বেচ্ছামূলক সংস্থা (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) ৫০ বছর ধরে চলছে। আমরা উচ্ছ্বাসে অনেক সংগঠন গড়ে তুলি বটে, কিন্তু তাকে টিকিয়ে রাখতে পারি না। আমাদের আনন্দের বিষয়, এই সংস্থা সঠিক ভাবে গঠনমূলক কাজে এগিয়ে চলছে। পাঠাগার আন্দোলনে অনেক ক্রটি আছে সত্যি, কিন্তু ক্রটি মুক্ত করে সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাঠাগারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত করতে হ'লে সরকারের পক্ষ থেকে-ও বিশেষ কিছু করে উঠতে পারা যাচ্ছে না, যদিও, সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও ভালভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা চলছে। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলি ভালভাবে পরিচালনা করুন। কেন গ্রন্থাগারের পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না, সে বিষয়েও চিন্তা করার আবেদন জানান। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে জ্ঞানের আলো বিস্তার করার যে কর্মসূচী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রহণ করেছে, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশনের সচিব শ্রীসুধাংশু কুমার সাহা বলেন,—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগারের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আমাদের আশা, বাস্তবে তা' সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হবে।

পরিষদের পক্ষ থেকে কর্মসচিব শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল ৬টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীসুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করেন। প্রস্তাবগুলি সর্ব-সম্মতি ক্রমে সভাকর্তৃক গৃহীত হয়: **[প্রস্তাবসমূহ গ্রন্থাগার-সংবাদ অংশে প্রকাশিত হয়েছে।]**

সভাপতির ভাষণে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রথমেই পরিষদের প্রথম দিকের কর্মকর্তাদের (যেমন, মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, তিনকড়ি দত্ত, সুশীল ঘোষ, এবং প্রমীল চন্দ্র বসু ইত্যাদি) কর্মদক্ষতার প্রশংসা করেন। এবং পরিষদের একজন পূর্বতন কর্মী হিসেবে বর্তমান কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের বয়স ৫০ বছর হলেও গ্রন্থাগার পরিচালনা, তার প্রসার ইত্যাদিতে পরিষদের যতটা কলশ্রুতি অর্জন করা উচিত ছিল তা হয় নি। যার ফলে আমরা সরকারকেও সহযোগী করাতে পারি নি।

তিনি আরও বলেন—১৯৪০-৪২এ মহাযুদ্ধ শুরু হবার সময় কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠিত Reading Room Library ছিল যাতে পাড়ার ছেলেমেয়েরা পড়তে আসত। কিন্তু সেই পৌর কর্তব্য তাঁরা আমাদের চোখের সামনেই ঝেড়ে মুছে দিয়েছেন। তিনি পরিষদের ইতিকর্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে তথ্যাবলী প্রকাশ করাও পরিষদের অন্যতম কর্মসূচী হওয়া উচিত। এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলি নিরক্ষতা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে – এটা নিশ্চয় আশা করা যায় Library Bill-এর খসড়া বহুদিন আগে ছাপা হয়েছিল, প্রচার হয়েছিল, আন্দোলন-ও হয়েছিল গ্রন্থাগার আইনের জন্য। যে আয়-কর দিচ্ছে, তাকে আরও ৫ টাকা বেশী কর সরকারীভাবে চাপালে পিছিয়ে যাবে না। সেজন্য অর্থের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয় নি, তা ঠিক নয়।

পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে উঠে শ্রীসত্যব্রত সেন বলেন,—তথ্যসম্বলিত কোন গ্রন্থাগারপঞ্জী (Library Directory) পরিষদের নেই, কথা প্রসঙ্গে যা ডঃ নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নয়। ১৯৬৩-তে পশ্চিমবঙ্গে ৫০০০ লাইব্রেরির বিভিন্ন তথ্য সহ গ্রন্থাগারপঞ্জীর দ্বিতীয় সংস্করণ-ও প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণের কাজ চলছে। ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রসঙ্গে শ্রীসেন অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ এবং সাহায্য কামনা করেন, যাকে সম্বল করে তরুণ কর্মীরা আগামী ১০ বছরের মধ্যে পরিষদের মাধ্যমে অনেক কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে—এ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন।

অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ অনুষ্ঠান, ১৯৭৫

গত ২০শে ডিসেম্বর '৭৫, বিকেল ৪-৩০মিঃ-এর সময় ভারত সভা হলেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পরিষদ-সভাপতি শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ করে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফ্যাকাল্‌টি অব লাইব্রেরি সায়েন্স'-র ডীন অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। সুরুতে উদ্‌বোধন সংগীত পরিবেশণ করেন শ্রীমতী তপতী ঘোষ।

অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণের প্রাক্‌কালে পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের কর্মসচিব শ্রীঅশোক বসু পরিষদের এই শিক্ষণ ব্যবস্থা যে ৩৮ বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে চলে আসছে তার উল্লেখ করেন। এ বছরে (১৯৭৫) মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ১০২ জন। উত্তীর্ণ হয়েছেন ৯৩ জন, তার মধ্যে ৩০ জন পেয়েছেন প্রথম শ্রেণী। পাশের হার শতকরা ৯০·৩ জন। প্রথম স্থান অধিকার করে 'কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় পদক' লাভ করেছেন **শ্রীমতী রুমা বল**।

এই অনুষ্ঠানে জাতীয় গ্রন্থাগারের অস্থায়ী গ্রন্থাগারিক শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে জানান, আমিও পরিষদের ছাত্র ছিলাম। বলতে বাধা নেই, পরিষদে শিক্ষালাভের পর ডিপ্লোমা পড়াশুনা করতে গিয়ে কোন রকম অসুবিধা হয় নি। কারণ, পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্স আমার ভিত দৃঢ় করে দিয়েছিল।...

অধ্যাপক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় দীক্ষান্ত ভাষণে বলেন যে, এক সময়ে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তিনি এই পরিষদের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। বর্তমানেও তিনি পরিষদের একজন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই বৃত্তিতে আসা মানে পয়সা রোজগারের জন্য নয়। এই বৃত্তির আনন্দ লুকানো রয়েছে সেবার মধ্যে। গ্রন্থাগারিককে অনেক কিছু জানতে হবে, বুঝতে হবে। বলা যেতে পারে, Jack of all trades হতে হবে। সব জ্ঞান লাভে সমর্থ হলেই পাঠককে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। পাঠকের পাঠস্পৃহা বাড়ানোর জন্য গ্রন্থাগারিকদের সচেষ্ট হতে হবে—রুচিশীল পাঠকগোষ্ঠি সৃষ্টি করাও গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সর্বক্ষেত্রে পাঠকদের সাহায্য করাই গ্রন্থাগার কর্মীর কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। —এ বিষয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের সচেতন হতে হবে। প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীর উচিত প্রতি বছরে অন্ততঃ ৫টি শিশুকে 'স্বাক্ষর' করে তোলা।

গ্রন্থাগার জনসাধারণের শিক্ষার মান উন্নত করে—কথাটা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সরকার স্বীকার করে-ও গ্রন্থাগার উন্নয়নে সরকারী অর্থ তেমন খরচ করা হয় না।

সভাপতির ভাষণে শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আজকের ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগারের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২৫ বছর আগে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা।—এখানে স্মরণ রাখা দরকার, নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা করতে হলে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগার আইনের। গ্রন্থাগার আইন পাশ হলে প্রতিটি গ্রন্থাগারে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী নিযুক্ত হবেন—গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

পরিশেষে কর্মসচিব শ্রীতুষার সান্যাল উপস্থিত সকলকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিষদে এম-এন-নাগরাজের বক্তৃতা

বিগত ৩০শে ডিসেম্বর '৭৫ পরিষদ ভবনে জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত এম এন নাগরাজ ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও ওয়েলস্‌ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সামার স্কুলের প্রশিক্ষণকালীন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি খুবই উপভোগ্য ও প্রাণবন্ত হয় এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবিধ চিন্তার উদ্রেক ঘটায়।

প্রতিবেদন:

বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী

ENGLISH ABSTRACT

Vol. 15, No. 8, Nov-Dec 75 of Granthagar.

Distinguishhed Reader Library *PP. 189-214.*

It is a feature enriched with contributions from some distinguished users of Libraries engaged in different walks of life other than Librarians. Contributors are Sarbasrce *Amitava Chowdhury*, a journalist, *Alokeranjan Dasgupta* a Lecturer, *Suchitra Mitra*, a musician, *Joysree Roychowdhury*, a doctor specialist in Cancer, *Gouri Ayub*, a writer, *Mahasweta Devi*, a novelist, *Mrinal Sen*, a flim director, *Asoke Kundu*, a principal of a college, *Bidhanbaran Mukherjee* a research scholar, *Subimal Misra*, a teacher of a school, *Kabita Sinha*, a poet, *Kumaresh Ghose*, an editor of a monthly journal Jastimadhu, *Rama Chowdhury*, ex-vice-chancellor of a University, *Nandagopal Sengupta*, a journalist, *Haraprasad Mitra*, a Lecturer & eminent writer, *Naliniranjan Das*, a social worker, *Dakhinaronjan Bose*, a news editor of a Bengali daily & *Sankar Ghose*, a poet and a Lecturer.

These distsnguished contributors stated how important is the Library and how a Library may change the course of life as well as guide everyone in the improvement of the society in general.

Public Library by *Benoy Ghose* pp 214-216

In this article Sri Ghose mentioned that a Library was of much help for the development of cultural life of a Society. He stated that a Public Library should be built up for all people irrespective of eductional standard of the people. But as per his idea, though District Libraries in the country were rich to some extent, village libraries were in very poor condition. He mentioned, without inprovement in the taste of readers, no improvement of Libraries was possible and it was problem which could not be solved by library workers alone.

Library movement in India by *Subodh Kumar Mukhopadhyay.* p. 217 to 226

Tho auther depicted in short the history of library movent in India with special stress in Bengal.

The outline of Library and its devclopment by Dr. Bimal Kumar Dutta. p. 226 to 228.

Dr. Dutta depicted that library was a responsible centre for collections of writings, growth of such collection and distribution of the same. In the field of spread of knowledge librarians & teachers were considered important & responsible. Librarians were just like priest of Temple and to act as bridge between people and documents containing knowledge.

Book Trade by *Kanailal Mukhopadhyay* pp 228 to 230

The author mentioned that publication trade now-a-days had largely been influenced by the tremendous development in the field of science & technology. But ill competition among publishers sometime poluted the situation for which publishers had to suffer loss and involved in cheap publications.

He stated that rich publication influenced the society in its alround improvement. Govt should also come forward to help ihe trade. Govt's diret entrance in publication business of all types of books could not be considered a solution in this respect.

Book-Library-Librarianship by *Nachiketa Bharadwaj* pp. 231-238

In this article, the author mentioned about two qualities of a Librarian—love for books & love for readers. He also mentioned that every Library and librarian should take same interest in literacy campaign.

Libraries in India : Aneient & Middle Age by *Dr. Dipak Kumar Barua*, pp 239-250.

Dr. Barua mentioned about historical position of Libraries is ancient India as well as in middle age. Libraries in Buddist period & Muslim period were discussed most authoritatively. This article is a product from a reknowned research scholar.

Preservation of library materials by *Sri Sudhananda Chottopadhay* p. 250-252.

Sri Chottopadhyay stated abaut the materials to be used for preservation of Books & other materials in a library

Harimath De & Calcutta Imperial Library by *Sri Sunil Bandopadhyay*. p. 253-258

Sri Bandopadhyay stated as to the qualities of Harinath De, ex librarian of Imperial Libaryand story of his removal from that post.

Reference Service in Newspaper Concern by *Sri Amitava Chottopadhyay*. p. 253-260

The author stated about the reference need in a Newspaper concern mentioning who were the clientele, what were the reference questions, responsibility of Referenice Librarians there. It contains issues of preparation to be taken by the librarian in building up the collections of his tools which might include conventional reference Books & Newspaper clippings.

Library movement in the twentieth Century in Bengal and Bengalees by *Pramil Chandra Bose* pp. 261-289

10th, 11th & 12th Articles of a series on the topic written on the basis of Sushil Ghose memorial lecture under the auspices of Bengal Library Association published here. Here the author mentioned about the birth hours of "Granthagar" a monthly organ of the Association, introduction of Library day & week to be observed in Bengal. He also mentioned about the publication of Books in Bengali on Libraries. Govt's help to Association also mentioned here. Role of UGC, Library Advisory committee, Day•students Home, Calcutta Corporation, INB, formation of IASLIC New Universities in West Bengal, Bengal Library Conference, etc discussed in these articles. Other important activities during the period from 1951 to 1970 were mentioned here.

Publications about Libraries & Library Science in Bengali by *Dr. Adityakumar Ohdedar* p 280-285

Here Dr. Ohdeder traced a history of books & journal published in Bengali during the last few years since 1885 or a little earlier Rajendralal Mitra, Haraprasad Sastri, Rabindranath Tagore might be considered pioneer in this field.

He also mentioned that books in Bengali considerd to be text books were mostly based on English text books and there was a want of standard books on Libraries & Library Science in Bengali. The barrier on the way of improvement in this respect appeared to him to be English medium of instruction still existing in our country.

Preliminary Chapter of formation of Societies & Libraries in West Bengal by *Sourindrakumar Ghosh* pp. 285-295.

In this article Sri Ghosh mentioned about the Societies & Libraries grown during the period from 1784 to 1904. It is rather a catalo-

gue of such societies with short description as to their purpose and association of distinguished persons.

Role of Libraries in planning Agricultural Development by *Nilmoni Mitra* p. 297 to 299.

The author mentioned about the necessity of Libraries while planning growth of Agriculture in the country. He also mentioned to give a careful consideration as to the existence of illiterate peasantry of the country while organising a library in this field.

Outline of future Library movement by *Prabir Roychowdhury* p. 298 to 305

Sri Roychowdhury on the basis of a review of the Scenes of the library movement, mentioned about ihe object of such movement and its future characteristics, He mentioned that the main slogan of the Library movement should be introduction of integrated developed & extended library system which includes free Public Library Service for all supported by the Library act, fed by adequate finance, wide school Library service, public Library system for Calcutta etc.

Role of Bengal Library Association, Library science Education, Reserch in Library science, publications of Books&Journals etc, mentioned in this asticle.

Periodicals on Libraries in India by *Sri Sourendramohan Gangopadhyay*, pp, 306 to 312

Here the author traced a history of periodicals published in India on Libraries with notes of evaluation. He furnished a chronological list of such journals, mentioning year of publication, language, publsihers & periodicity etc.

Bengal Library Conferences: a historical evaluation by *Tusharkanti Sanyal* pp. 312 to 318

Sri Sanyal in this article mentioned about the main topics discussed in different conferences like 32 Bengal Library confences deviding the topics in some groups—Public Library system, College & Universities Library system. School Library system, Children Library system. Main resolution adopted in all these conferences also mentioned here and evaluated them.

On Libraries which completed 50 years of existence by *Dilip Kumar Saha* pp. 328 to 336

Sri Saha depicted short scenes of struggle faced by few libraries in West Bengal which had already completed 50 years of existence.

Library Science Education in West Bengal: Past & Present by *Sri Pradip Kumar Chowdhury* p 336 to 346.

It is an article by the author tracing the Historical development of Library Science education in West Bengal mentioning curriculam, & certain evaluation etc.

National Wage Policy for Library and Information Sector in India : a Propofal by *Asok Basu, Prodip Chowdhury* & *Satyabrata Sen* pp e1 to e16

It is an article on the future wage structure of the Library professionals equating different positions with that in Institutions of formal education. The authors proposed 8 levels of services in Library & information sector and two supporting staff levels. The article contains a panoramic view of levels of services, existing designations qualifications status & proposed designations, minimum wages for the personnel in question.

কলেজ-গ্রন্থাগার কর্মী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

[বি,ম,ক,'র সুপারিশ কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ বিষয়ে সর্বশেষ সরকারী নির্দেশনামা নিম্নে দেওয়া হল। এ সম্পর্কে কলেজ-গ্রন্থাগার কর্মীদের কোন বক্তব্য থাকলে পরিষদ কার্যালয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতির আহ্বায়ক শ্রীদীপক কুমার রায়কে লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। তুষার কান্তি সান্যাল, কর্মসচিব।]

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Education Directorate

No. 5188(218)C
4C-3UGC/74

Calcutta, the 16th December, 1975,

From : The Deputy Director of Public Instruction (NGC), West Bengal.

To : The Secretary, Governing Body / Administrator,

Sub : Librarians (including Dy. / Asstt. Librarians) and Director / Instructor of Physical Education of affiliated Non-Govt. Colleges (including Sponsored Colleges) holding posts created prior to 1. 4. 66—Payment of ad-hoc benefit.

Sir / Madam,

I beg to invite a reference to the Directorate Circular No 1077(167)UGC dated 7. 12. 1970 with which Government orders approving of the payment of the ad-hoc benefit @ Rs. 60/- p m. were sent to your college and you were requested to furnish this office with statements of requirment. Government have since made certain modifications of the rules and condition attached to the grant.

2 I would in this connection enclose herewith copies of the Government orders noted in the margin for information and guidance

1 G O No. 1822-Edn (CS) dated 29. 10. 1974
2 G O No. 641-Edn (CS) dated 30, 6. 1975
3 G O No, 1034-Edn (CS) dated 3. 10. 1975

3 I would now request you to please furnish this office with a statement of requirement upto 31. 3. 1976 in the prescribed proforma (specimen copy enclosed) within a fortnight of date.

4 Before filling up the proforma the copies of orders sent herewith may please be closely read along with order and circular sent to you earlier. In no case claim for an ineligible candidate should be sent to this office. In case there be no eligible candidate in your college, NIL statement may please be submitted.

Enclo :
1 Copies of Govt. orders mentioned in para 2 above.
2 Spacimen copy of the prescribed Proforma mentioned in para 3 above.

Yours faithfully
Sd/-
Deputy Director of public Instruction
(N G C), West Bengal.

PRIOR TO 1.4.66.

STATEMENT

Statement of requirment for Librarians (including Deputy / Asst. Librarians) and Director / Instructor of PhysicalEd ucation holding posts created prior to 1 4.1966.

1 Name of the college (with full Address)

2 Name of the Treasury/Sub-Treasury from which the grant is to be drawn.

3 Name of the Librarian (including Deputy/ Asst. Librain) and/or Director / Instructor of Physical Education (a Separate Statment for each person is to be submitted).

4 Designation

5 Age on 1.4.1975.

6 Date of creation of the post

7 Date of substantive appointment.

8 Qualification on 1.4.1966. or the date of substantive appiotment whichever is latter.

9 If the posts was vocant on 31.3.66, the names of person (s) holding appointment to the post with dates of joining and leaving (from 1.9.65, onwards).

10 Whether the new college Pay Scale in G. O. No. 641-Edn (CS) dt. 30.6.75 has introduced and implemented and if so, the date from which it has been implemented (a copy of Governing Body's resoulution is to be attached).

11 Total requirment from 1.4.66 to 31.3.76 Rs.................
Less Ad-hoc payment already made Rs. ....
Net Requirement ... ... Rs...................

12 i) Certified that the college is satisfied that the qualification and the experience of work the incumbent justify his/her being placed in the revised scale of pay.

ii) Certified that the new college scale of pay as prescribeb by Govt. in Govt. Order No. 641-Edn (CS) dated 30.6.75 has been implemented with effect from...............

Signature
Date— Secretary, Governing Body / Administrator

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Education Directorate

Calcutta, the 16th December, 1975.

No 5187 (218) C / 4C-3UGC/74

From : The Deputy Director of Public Instruction (NGC), West Bengal.

To : The Secretary, Governing Body/Administrator,

Sub : Librarians (including Dy/Ass't· libraians) and Director/Instructor of Physical Education of affiliated non-Govt. Colleges (including sponsored colleges) holding posts created on or after 1. 4. 66.

Sir/Madam,

I beg to state Government have since extended the benefit of the ad-hoc payment to Librarians (including Dy. / Asstt. Librarians) and Director / Instructor of Physical Education. Eligible members of the staff are to get the benefit @ Rs. 60/- p.m. **with effect from** 1, 4. 74.

2. Copies of Government orders, as noted in the margin, laying down the terms and conditions for the purpose, are enclosed herewith for information and guidance.

1. G. O. No. 271-Edn (CS) dt. 20. 3. 75
2. G. O. No. 1033-Edn (CS) dt 3. 10. 75

The minimum qulification mentioned in Govt. Order No. 271-Edn (CS) dated 20. 3. 75, as prescribed earlier, is as follows :

(a) **For Librarians (including Dy. / Asstt. librarians)**

Qualification : A degree of M. A. / M. Sc. / M. Com. plus one year Diploma in Library Science or B. Library Science.

Diploma in librarianship of a recognised University may be treated as equivalent to Diploma in Library Science or B Library Science ior the purpose of the scale

(b) **Director / Instructor of Physical Education**

Qualification : A Post Graduate Diploma or a certificate or a Degree in Physical Education.

3. I would now request you to please furnish this office within a fortnight of date, a statement of requirement for 1974-76, in the prescribed form (specimen copy enclosed).

4. Before filling up the proforma the rules and regulation contained in the copies of Government Order, sent herewith may please be read very carefully so as to ensure that **NO CLAIM** for any **INELIGIBIE** candidates is sent to this office. In case there be no eligible candidate a **NII** statement may please be submitted within the stipulated date.

Enclo :

1. Copies of two Govt. orders mentioned in para 2 of the letter.

2. Specimen copy of the Proforma.

Yours faithfully,
Sd/-
Director of Public Instruc
(N. G. C), West Bengal.

STATEMENT

Statement of Requirement for ac.hoc payment for librarians (including Deputy / Asstt. librarians) and Director / Instructor of Physical Educations holding posts created **on or after 1. 4. 66** (including posts created prior to 1. 4. 66 but which remained vacant on 1. 4. 66 for a period of more than 6 months) for the period from 1. 4. 74 to 31. 3. 76.

1. Name of the College (with full address)
2. Name of the Treasury / Sub-Treasury from watch the grant is to be drawn.
3. Name of the librarians (including Deputy / Asstt. Librarians) and / or Director / Instrnctor of Physical Education (Separate statement for each person is to be submitted)
4. Designation
5. Age on 1.4.74
6. Date of creation of the post
7. Date of substantive appointment
8. Qualification on the date of substantive appointment.
9. Qualification (s) subsequently acquired with dates.
10. Whether the new college pay scale prescribed in Govt. Order No. 271-Edn (CS) dt. 20. 3. 75 has been introduced and implemented and if so, the date with effect from which it has been implemented (a copy of Governing Body's resolution to be enclosed).
11. Total requirement from 1. 4. 74 to 3. 3. 76. Rs. ....
12. i) Certified that the college is satisfied that the qualification and the experience of work of the incumbent justify his / her being placed in the revised scales of pay.

ii) Certified that the new scale of pay as prescribed by the Government in Govt. Order No. 271-Edn (CS) dated 20. 3. 75 has been implementeed with effect from......

Signature

Dated-

Secretary, Governing Body / Administrator,

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Education Department
C. S. Branch

No. 1033-Edn (CS)
5p - 22/74
Calcutta, the 3rd October, 1975

From : Shri D. L. Guha, M. A.
Deputy Secretary to the Government of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Extension of the benefit of the revised scales of pay to librarians / physical Instructors in Non-Government Colleges (including Govt. Sponsored college).

Ref : His letter No. 3574-C dated 11 8 75 and No. 3849-C dt. 2.9.75.

In clarification of G.O No. 271-Edn (CS) dated the 20th March, 1975 extending the benifit of their revised scales of pay introduced with effect from the 1st April, 1966 to the librarians (including Deputy librarians and Assistant librarians) and physical Instructors working against approved posts created on or after the 1st April, 1966 in non-Government Colleges (including Government Sponsored Colleges) the undersigned is directed to state that—

i) The minimum college scale of pay prescribed in the G O. under reference will have to be introduded by the respective colleges from the date of filling up of the posts and pay of the employees concerned in the college scale should be refixed accordingly from the said date. If the existing college pay of the employee concerned falls below the minimum of the prescribed minimum college scale, then his college pay should be refixed at the minimum of the prescribed minimum college scale If his existing college pay coincides with a stage of the prescribed minimum college scale then his college scale then his college pay should be refixed at that stage. If. however, his existing college pay falls in between two stages of the prescribed minimum college scale, then his college pay should be fixed at the next higher stage of that scale.

ii) The posts which were created and were filled up by the college authorities upto the 1st April, 1973 shall be deemed to have been approved In case of Government Sponsored Colleges speciffc G.O. regarding creation of the post/s shall be necessary.

iii) The prescribed quallfications have been relaxed for librarians (including Deputy Librarians and Assistant Librarians) who were in position on the 31st March, 1966 (including those appointed subsequenty against posts which remained vacant for not more than six months as on that date) subject to the condition that their experience and quality of work in the opinion of the college auhtorities justify their being placed in the revised scale. No relaxation of prescribed qualifications should be made in other cases,

iv) The benefit of the revised scales of pay should be extended to the employees only upto their age of 60 years.

v) The ad-hoc benefit sanctioned to the employees pending fixation of their pay in the revised scale of pay should not be given to the employees if the authorities of the college concerned do not implement the minimum college scale of pay prescribed by Government or maintain the existing college scale of pay, whichever is Higher

vi) As regards approval of creation of posts of librarians, Assistant librarians, Deputy librarians, Physical Instructors after the last April, 1973 separate communication will follow.

Sd/- D. K. Gnha
Deputy Secretary

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory (1963 edition)

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক সংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র গ্রন্থ। মূল্য ২০ টাকা

Library Service in India To-day

মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনাচক্রের বিবরণ। মূল্য ৩ টাকা

Library Personality & Library Bill for West Bengal

S R. Ranganathan প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গের সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন। মূল্য ২ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা (১৯৬৮ সংস্করণ)

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বই ও তৎসহ অন্যান্য কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ৺শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। পুস্তক নির্বাচনের প্রকৃত সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ৫ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমলকুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য ২ টাকা

গ্রন্থবিদ্যা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার কর্তৃক রচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলাভাষায় রচিত এই বিষয়ের একমাত্র পুস্তক। মূল্য ৪ টাকা

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী স্বর্গতা বাণী বসু সঙ্কলিত। ১৮৯১ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা। মূল্য ৭ টাকা

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145/76
Regd No. RN/2674/57

Volume 25 : No. : 9 [**Silver Jubilee Year**] **December '75,·January '76**

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor. Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8565

N. B. English Abstracts of Articles published in Vol 25, No. 8. may be found in this issue on page No. 379.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University. Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-14.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৫ বর্ষ, দশম সংখ্যা ; [রজত জয়ন্তী বর্ষ] মাঘ, ১৩৮২

সূচী

বার্ষিক মূল্য—১৫·০০ সম্পাদক : সত্যব্রত সেন প্রতি সংখ্যা ১·৫০

গ্র ন্থা গা র
GRANTHAGAR

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
মাসিক মুখপত্র (২৫ বর্ষ) Monthly Organ (25th year) of
BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C I T SCHEME 52, CALCUTTA-14, PHONE : 44-8566

সুধি,

পঁচিশ বছর যাবত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র রূপে গ্রন্থাগার পত্রিকা **প্রকাশিত হয়ে আসছে।** আজ গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার পরিচালক, গ্রন্থব্যবসায়ী, গবেষক ও বিদগ্ধ পাঠক প্রমুখ জনসাধারণ যাঁরা গ্রন্থ-গ্রন্থাগার, -গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে উৎসাহী, তাঁদের মুখপত্র রূপে এই "গ্রন্থাগার" পত্রিকা একটা প্রতিষ্ঠা তথা সুনাম অর্জন করেছে।

আপনাদের কাছে তাই, সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি এই পত্রিকাটিকে **গ্রন্থ-তথ্য, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, তথা তথ্য ও গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে রচনা পাঠিয়ে** পত্রিকটির মান বজায় রাখতে সাহায্য করুন।

এর গ্রাহক মূল্যও স্বল্প। একটি বা দুটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য মাত্র ১.৫০টাকা বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫ টাকা মাত্র। **আপনি / বা আপনারা ইতিমধ্যে গ্রাহক হয়ে না থাকলে চেক, বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হলে আমরা আনন্দিত হব।** অবশ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকাভুক্ত হলেও বিনামূল্যে এই পত্রিকা পাওয়া যায়। সদস্য হয়ে সদস্যদের দায় দায়িত্ব পালনে অসুবিধা যাঁদের রয়েছে তাঁদের পক্ষে গ্রাহক তালিকাভুক্তি পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায়, গ্রন্থ-গ্রন্থাগার-গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকার পক্ষে সুবিধাজনক।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ সহ **সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা** এই **গ্রন্থাগার** পত্রিকার একটি বিশেষ আকর্ষণ যা **গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনে এবং বাংলাগ্রন্থ প্রকাশক ও বিক্রেতাদের পক্ষে খুবই সহায়ক।**

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকার এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের কাছে গ্রন্থসংবাদ পৌছে দিতে পারেন। **বিশেষ পদ্ধতিতে খুব স্বল্প খরচে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশকদের গ্রন্থতালিকা মুদ্রণ ও গ্রন্থাগারসমূহে পাঠানোর ব্যবস্থাও এই "গ্রন্থাগার" পত্রিকা করে থাকে।** তার জন্য অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে যোগাযোগ করতে হবে।

আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি। বিনীত—

সত্যব্রত সেন
সম্পাদক, গ্রন্থাগার

"গ্রন্থাগার" পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার

	সাধারণ	বিশেষ সংখ্যা		সাধারণ	বিশেষ সংখ্যা
পূর্ণপৃষ্ঠা (৮'×৬')	১২৫ টাঃ	৩০০ টাঃ	ভিতরের ২য় ও ৩য় মলাট, পূর্ণপৃষ্ঠা	২০০ টাঃ	৩৫০ টাঃ
অর্দ্ধ ,, (৪'×৬"/৮"×৩')	৭০ টাঃ	১৭৫ টাঃ	চতুর্থ মলাট (৮'×৬)	২২৫ টাঃ	৪০০ টাঃ

ইংরাজী ও বাংলা উভয়ই বিজ্ঞাপনের ভাষা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।
(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—**সত্যব্রত সেন**

সহযোগী-সম্পাদক—**মিনতি চক্রবর্তী**

রজত জয়ন্তী বর্ষ ॥

বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১০ **মাঘ, ১৩৮২**

সূচী

প্রতি সংখ্যা ১·৫০। **বার্ষিক সংখ্যা ১৫·০০।**

সম্পাদকীয়

'নান ফাউণ্ড স্যুট্‌বল'

ভারতের পূর্বাঞ্চলে গ্রন্থাগার বৃত্তির উচ্চপদ খুব বেশী নেই। পশ্চিমবঙ্গে তো আরো কম। অথচ পদগুলি পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বেও পূরণ করা হচ্ছে না। বিজ্ঞাপনে দেওয়া যোগ্যতাবলী আবেদনকারীদের থাকা সত্ত্বেও। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কমার্শিয়াল লাইব্রেরী, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতির কথা এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে।

আমাদের কাছে এই ধরণের পরিস্থিতিটা রহস্যজনকই ঠেকছে।

পদপূরণের জন্য যাঁরা ভারপ্রাপ্ত হন, তাঁরা কি ভাবে এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাচ্ছেন আমরা সঠিক ভাবে না জানলেও, গ্রন্থাগার বৃত্তির লোকজনের বিক্ষোভের ভাষা অনুধাবন করে জানতে পারি যে, কোথাও, ডক্টরেট নেই বলে, কোথাও বিজ্ঞানের স্নাতক নন বলে, কোথাও ৫০% নম্বর পাননি বলে কিংবা কোথাও দশটি বইএর নাম মুখস্থ বলতে পারেননি বলেই পদ পূরণের যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করা যাচ্ছে না এমন কথা নাকি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন।

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা গ্রন্থাগার বৃত্তির গুরুত্ব ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ট্রেনিং প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত নন বলে আমাদের ধারণা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কোন কৃতিত্ব বা ডক্টরেট হলেও নাকি যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না, এমন কথাও শোনা যায়।

আমাদের তাই প্রতিটি গ্রন্থাগার বৃত্তির লোকেদের ঐদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হচ্ছে। আহ্বান জানিয়ে বলতে হচ্ছে, সকলকেই এবিষয়ে চিন্তা করতে হবে এবং তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিমণ্ডলীর কাছে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলতে হবে। বলতে হবে পদ খালি রাখলে তো আরও ক্ষতিকর চিত্র বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে ঘিরে ফুটে উঠবে। তার থেকে রেহাই দিন গ্রন্থাগারকে। অহেতুক অবাস্তব প্রস্তাব উত্থাপন করে রহস্যজনক পরিস্থিতি থেকে গ্রন্থাগার জগতকে সুস্থ রাখুন।

পরিষদ কথা

৩৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বিগত ১১ই জানুয়ারী '৭৬ তারিখে, তমলুকস্থিত জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী এপ্রিল মাসে, কলিকাতায় ৩৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে মূল আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে :

১) জনসাধারণের গ্রন্থাগার : পরিসেবা (স্পনসর্ড সহ)
২) শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগার : পরিসেবা।

উক্ত দু বিষয়ে প্রবন্ধাদি আহ্বান করা হচ্ছে। আগামী ২০শে মার্চ '৭৬ এর মধ্যে প্রবন্ধ পৌছানো বাঞ্ছনীয়।

ধানবাদের ভারতীয় খনি বিদ্যালয়ের কাজ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ধানবাদস্থিত ভারতীয় খনি বিদ্যালয়ের (বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের) ডিরেক্টরের আহ্বানে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পুনর্গঠিত করে দেওয়া বিষয়ে সহায়তা করার কাজে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে হাত দিয়েছে। এ কাজ অন্যূন ছয় মাস যাবৎ চলবে।

গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

পরিষদ পরিচালিত গ্রীষ্মকালীন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ আগামী এপ্রিল থেকে সুরু হবে। এতদসক্রান্ত আবেদন পত্র ৫০ পয়সার বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে। পরিষদের অফিসে ছুটির দিন ছাড়া অন্যদিন ২টা থেকে ৮টার মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে ৬ই মার্চ পর্যন্ত।

পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা

গত ৫ই অক্টোবর (১৯৭৫) তারিখে পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার কার্য্য-নির্বাহক কমিটির সভা শ্রীশৈলেশ চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার গ্রন্থাগার গুলির নানাবিধ সমস্যা, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়মিত বেতন প্রদান, গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত অনুদান প্রদান প্রভৃতি দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক ও জেলা শাসক মহোদয়ের নিকট ৩১।১০।৭৫ তারিখে 'ডেপুটেশন'-এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা শাখার পক্ষ থেকে সবিতাপ্রসাদ দুবে, সত্যব্রত রায়, তপন ঘোষ ও সনৎ চক্রবর্তী স্মারকলিপি সহ গত ৩১শে অক্টোবর জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনেন এবং জানান, ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারগুলির চাহিদানুযায়ী বই সরবরাহের সাধ্যমত চেষ্টা তিনি করবেন। তিনি জানান, কান্দী ও রঘুনাথগঞ্জে এই বছরেই মহকুমা গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে জানান। স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়মিত বেতন প্রদানের প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ যদি প্রতি মাসে ২৫ তারিখের মধ্যে "মান্থলি রিটার্ন" তার অফিসে জমা দেন যথা সময়ে প্রত্যেক মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে উক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি প্রতিনিধিদের কথা দেন। জেলা ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে নিয়মিত করনের প্রস্তাবেও তিনি সম্মত হন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে অবৈতনিক শিক্ষকতার জন্য কর্মরত গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত তথ্যসহ আবেদনপত্র চাওয়া হচ্ছে। ন্যূনতম যোগ্যতা : গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক বা সমতুল্য ও গ্রন্থাগারে ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। পরিষদ ভবনে আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ : ১৫ মার্চ ১৯৭৬।

যে তথ্য উল্লেখ করতে হবে : ১ নাম ২ বয়স ৩ ঠিকানা ৪ কোন গ্রন্থাগারে কর্মরত ৫ পদের নাম ৬ গ্রন্থাগারে কত বছর কাজ করছেন ৭ গ্রন্থাগারে কি ধরণের কাজ করেন ৮ শিক্ষাগতযোগ্যতা (প্রবেশিকা থেকে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ ৯ পরিষদের সভ্য কোন বছর থেকে ১১ গ্রন্থাগার আন্দোলনে কিভাবে যুক্ত।

১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ — তুষারকান্তি সান্যাল
পি ১৩৪ সি আইটি স্কিম ৫২ — কর্মসচিব
কলকাতা ৭০০০১৪

সম্প্রতি প্রকাশিত নির্ব্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা (৫)

[এই বাংলা গ্রন্থপঞ্জী শুধুমাত্র সেই গ্রন্থগুলিকে নিয়েই -- যেগুলি গত কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা, পড়েছে। এই পঞ্জী সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। আগামী সংখ্যায় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে যা জমা পড়বে বা আমাদের দপ্তরে এক কপি করে জমা পড়বে, তার তালিকা প্রকাশিত হবে। মুখ্যত ভারপ্রাপ্ত হয়ে **অচিন্ত্য মল্লিক** এ কাজটি পরিচালনা করছেন। —সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

১। **অদ্রীশ বর্ধন। বনমানুষের হাড়** : কলকাতা। গ্রন্থপ্রকাশ। শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। ১৯৭৫। ১১৭ পৃঃ। মূল্য—৭ ০০ [রহস্যোপন্যাস]।

২। **আদ্য রঙ্গাচার্য্য। ভারতীয় থিয়েটার**। অরুণ মিত্র অনূদিত। নিউ দিল্লী. ন্যাশন্যাল বুক ট্রাষ্ট-ইণ্ডিয়া। ১৯৭৫। ২৫০ পৃঃ, সচিত্র। মূল্য—১৪ ০০ [ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের নব তরঙ্গের কথা]।

৩। **ইন্দ্র মিত্র। ইতিহাসে আনন্দবাজার**। কলকাতা। অনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৯৭৫। ২৭০ পৃঃ। মূল্য—১২ ০০ [আনন্দবাজার পত্রিকা অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস]।

৪। **গোপীনাথ নন্দী। উমাবনম্**। কলকাতা। রূপা এণ্ড কোং। ১৯৭৫। ১৫২ পৃঃ মূল্য—১০ ০০। [উপন্যাস]।

৫। **চাণক্য সেন। রূপ**। কলকাতা। বিশ্ববানী প্রকাশনী। মহাত্মা গান্ধী রোড। ১৯৭৫। ১৮৮ পৃঃ। মূল্য ১০ ০০। [উপন্যাসে সামাজিক আলো-আধার বিধৃত]

৬। **চিত্তরঞ্জন মাইতি। নির্জ্জনে খেলা**। কলকাতা। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৯৭৬। ২১৫ পৃঃ মূল্য—১০·০০। [উপন্যাস]।

৭। **চিত্র সেন। পশ্চিমভারত ট্যুরিষ্ট গাইড**। কলকাতা। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৮২ (১৯৭৫)। ১৫২ পৃঃ মূল্য—৮·০০।

৮। **তারাপদ রায়। পাতা ও পাখীদের আলোচনা**। কলকাতা। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৭৫। ৬৪ পৃঃ। মূল্য ৫·০০ [কবিতা-সংকলন]।

৯। **নিদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত্যু পেয়ালা**। কলকাতা। শ্রীমতী নীহারবালা দেবী। বন্যা প্রকাশনী। ৩এ, মাধব চ্যাটার্জী লেন। ১৯৭৪। ৭৭ পৃঃ মূল্য—৫ ০০।

১০। **প্রদ্যোত্ত গুহ। মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার সমস্যা**। কলকাতা। চলতি দুনিয়া প্রকাশনী। ১৯৭৫। ২১১ পৃঃ। মূল্য—১৫ ০০।

১১। **প্রবীর কুমার বড়াল। একই বৃন্তে দু'টি ফুল**। কলকাতা। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ৬৬এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। ১৯৭৫। ৫২ পৃঃ মূল্য—৪ ০০।

১২। **বিষ্ণু দে। জনসাধারণের রুচি**। কলকাতা। বিশ্ববানী প্রকাশনী। ১৯৭৫। ১৮৪ পৃঃ। মূল্য—১০ ০০। [প্রবন্ধ-সংকলন]।

১৩। **বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। রোজা লাক্সেমবুর্গ**। কলকাতা। চলতি দুনিয়া প্রকাশনী। ১৯৭৫। ১৪৭ পৃঃ। মূল্য—৬·০০। [জীবনী]।

১৪। **বেলা চক্রবর্ত্তী ও ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য। মৃত্যু-দাহ-সমাধি**। কলকাতা। আশা প্রকাশনী। ১৯৭৫। ৬০ পৃঃ। মূল্য—৬·০০। [মৃত্যু ও তার পরবর্তী সামাজিক ক্রিয়াকলাপের দর্শনভিত্তিক আলোচনা]।

১৫। **মতি নন্দী। ক্রিকেটের ডন**। কলকাতা। বিশ্ববানী প্রকাশনী। ১৯৭৫। ১২৭ [৩] পৃঃ। মূল্য—৮ ০০। [প্রবীন ক্রিকেট-নায়কের নবতম জীবন-কথা]।

১৬ **মনোজ বসু। সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ**। কলকাতা। গ্রন্থপ্রকাশ। ১৯. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। ১৯৭৬। ৩৪৮ পৃঃ। মূল্য—১৬ ০০। [প্রবীন কথা-সাহিত্যিকের লেখনীতে, উপন্যাসাকারে লিখিত এক দীর্ঘ যুগের কাহিনী]।

১৭। **ময়ূখ চৌধুরী। কায়না**। কলকাতা। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৯৭৬। ১৫০ পৃঃ। মূল্য—৮·০০। [আফ্রিকার অভ্যন্তরে জনৈক প্রাক্তন সৈনিকের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কাহিনী]।

১৮। **শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ছিন্নবিচ্ছিন্ন**। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৭৫। ৬৪ পৃঃ। মূল্য—৩ ০০। [কবিতা]।

১৯। **শংকর। সম্রাট ও সুন্দরী**। কলকাতা। বিশ্ববানী প্রকাশনী। ১৯৭৬। ২৮০ পৃঃ। মূল্য—১২·০০। [উপন্যাস]।

২০। **শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। সেই লোক-টাকে খুঁজছি।** কলকাতা। উচ্চারণ (প্রকাশক)। ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। ৬৪ পৃঃ। মূল্য—৫ ০০। [কবিতাগুচ্ছ]।

২১। **সতু সেন। আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।** অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পাদিত। কলকাতা। আশা প্রকাশনী। ১৯৭৫। ১৬০ পৃঃ। মূল্য -১২·০০। [প্রবীণ বিদগ্ধ নাট্য-প্রয়োগাচার্য্যের স্মৃতিচারণ ও নাট্যশিল্প এবং মঞ্চশৈলী সম্পর্কে অনেক অজানা কথার একটি মূল্যবান গ্রন্থ]।

২২। **ডঃ সুকুমার বসু। অপরাধ ও অপরাধী।** পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলকাতা। রূপা অ্যাণ্ড কোং ১৯৭৫। ১২০ পৃঃ। সচিত্র। মূল্য ১২·০০। [অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত বিস্তৃত আলোচনা ও গবেষণামূলক পুস্তক]।

২৩। **ডঃ সুনীল সেন। বাঙালার কৃষক সংগ্রাম।** কলকাতা। চলন্তি দুনিয়া প্রকাশনী। ১৯৭৫। পৃঃ ১৫১। মূল্য—১০ ০০।

২৪। **হেনা চৌধুরী। দেশবন্ধু দুহিতা অপর্ণা দেবী।** কলকাতা। অ্যালফা-বিটা পাব্লিকেশনস্ ১৯৭৬। ৬৯ পৃঃ। মূল্য—৫ ০০ [জীবনী গ্রন্থ]।

ENGLISH ABSTRACT

A. GRANTHAGAR. vol. 25, No. 9. Dec. '75 Jan. '76 Issue. Granthagar Andolan (Library movement) by Sri Sibaprasad Samadder.

Sri Samadder, Administrator of Calcutta Corporation expressed his idea that Librarianship was a profession and required training in absence of which literary wealth of the humanity was likely to be wasted. He felt it necessary to do something in establishing well-netted public Library services in the City of Calcutta, but due to pecuniary circumstances, no initiative was now possible from the side of the corporation.

Engineerder Janya Bhalo Granthagar Nei (No good Library for Engineers) by Sri Sisir Neogy.

Sri Neogy is the Secretary General of Institution of Public Health Engineers, Calcutta. As per his, Libraries are necessary for every walk of life. But for Engineers in India, no good Library is available not even good collection & good arrangement in differnt Libraries in the country.

Bidyayatan O Gabeshana Pratistaner Granthagar abong Pustaker Bazar (Academic Library, Research Institute Library and Book market), by Sri M. N. Nagraj

Sri Nagraj depicted a picture of problems faced by Academic, Research Institute Libraries in India in their procurement of Scientific & technical books from foreign market. He mentioned about a project formulated by National Library in India in this respect which may be helpful for traders of Foreign books & purchaser-Libraries in the country. The article was written in English, translated version by Sri Asoke Bose.

B. GRANTHAGAR vol. 25, No. 10. Jan-Feb '76 issue Granthagar Kader Janya (Library for whom) by Sri Tarun Mitra.

Sri Mitra, Lecturer of the Calcutta University Library Science Dept., stated here as to the purpose of a public Library. On the basis of some statistics of Hooghly District, he mentioned as to how the Libraries become public one. Need to do something for illiterate or half literate people from the side of the Public Library stressed here.

Pustaker Prachchad : Gurutta (Cover of Books : Importance), by Sri Kironmay Dutta.

Sri Dutta gave importance to the cover of a book as it has many functions to do—hence not to be neglected.

GRANTHAGAR O AMI (Library and Myself) by Sri Santideb Ghose.

Sri Santideb Ghose, a well known musician attached to Viswabhati, Santiniketan, stated how his career had been largely influenced by a Library specially that of Viswabharati.

কাদের জন্য গ্রন্থাগার

তরুণ মিত্র
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন

"লাইব্রেরী তার যে অংশে মুখ্যতঃ জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্র-ভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা"।

তিনি আরো বলেছিলেন "যে লাইব্রেরীর মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই। যে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যার্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হল বড় লাইব্রেরী—আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরীকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরী পাঠককে তৈরি করে তোলে"।

পরিশেষে তিনি বলেন..."লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।"

নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর ১৯১১ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনটি পাঠ করে ১৯১৩ সালে লেনিন তাঁর "জনসাধারণের শিক্ষার জন্য কি করা যায়" নিবন্ধে প্রায় একই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন " to perceive the pride and glory of a public library is not so much in its raritires, or in its possessing certain 16th century publications or 10th century manusc.ip, but in its ablilty to allow the widest possible circulation of books among the people, in how many new readers libraries have had, in how quickly a demand for a given book may be satisfied, in how many books are distributed to a given house, in how many children are drawn to reading and using a library."

রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের প্রথমটিও হল" Books are for use",

উপরোক্ত উক্তিগুলি থেকে গ্রন্থাগারের সার্থকতা যে কোথায় সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

সাধারণ গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক প্রয়োজনে সৃষ্ট, সামাজিক প্রেরণায় পরিপুষ্ট এবং সামাজিক শিক্ষার কল্যাণব্রতে উৎসর্গিকৃত সাধারণ গ্রন্থাগারের সার্থকতা সেইজন্যই আছে তার উদার প্রসারতার মধ্যে। এই সার্থক অর্জনের অন্তরায় কম নয়। রবীন্দ্রনাথ যে গ্রন্থ-গৃধুতার কথা বলেছেন তা ছাড়া আছে আরো বহু বাধা। তার মধ্যে দুরূহতম বাধা হল গ্রন্থাগারের সার্থকতা বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার আর এ বাধা দূরীকরণের জন্য নিষ্ঠা, সুপরিকল্পিত উদ্যম এবং বলিষ্ঠ প্রয়াসের অভাব।

গ্রন্থাগারের সার্থকতা যদি তার নিত্য ও বিচিত্র ব্যবহারের মধ্যে নিহিত থাকে তবে তাকে প্রথমেই তদোপযোগী করে তুলতে হবে। এটা হল তার আত্মসংগঠনের দিক। আপনাকে সুস্থ, আনন্দোচ্ছল এবং বিকশিত করে বিকীর্ণ হয়ে পড়ার জন্য প্রয়োজন প্রচুর প্রাণশক্তির। এই প্রাণশক্তিকে পরিপূর্ণভাবে আহরণ করতে হলে তার প্রকৃতি এবং উৎসধারা দুটিকেই ভালভাবে জানা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার তার এই প্রাণশক্তিকে আহরণ করে তার মানবিক পরিবেশ থেকে। বিদ্যার বিষয়ে প্রচলিত প্রবাদ "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে" গ্রন্থাগারে প্রাণমন্ত্র। অর্থাৎ গ্রন্থাগারের বাঁচন মরণের প্রশ্নটি আপেক্ষিক। কারণ সেটি হবে তার আত্মদানের পরিমাণসাপেক্ষ। দানের সার্থকতা আছে গ্রহীতার সানন্দ সন্তোষলাভের মধ্যে। অন্যথায় কেবলমাত্র বদান্যতার অপব্যয়ে আত্মশ্লাঘার পক্ষাঘাত

সমীচীনতা বোধকে পঙ্গু করে ফেলতে থাকে। দানকে নেহাৎ আত্মশ্লাঘার উপকরণ হওয়ার থেকে রক্ষা করে তাকে একটি মহৎ পুণ্যকর্ম করে তোলার জন্য তাই গ্রহীতার প্রয়োজনটুকু সশ্রদ্ধ সহানুভূতি দিয়ে জানা চাই। কিন্তু অসম্পূর্ণ সমাজ-চেতনা এবং শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্যটিকে মানবিকতার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করে নিষ্প্রাণ করে তোলে। যে মানবিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত তার যথার্থ সেবায় না লাগার দৈন্য আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বাঙ্গে।

এই দৈন্য দূর করা যায় কেবলমাত্র নতুন চিন্তাধারার উদ্ভাবনা, এবং নতুন সেবার আদর্শ আশ্রয় করে নবরূপে আপনাকে সুসংগঠিত করে তোলার মধ্যে দিয়ে। এই ভাবনা এবং আদর্শ হল মানবমুখীনতার ভাবনা, মানবমুখীতার আদর্শ। অর্থাৎ আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ততটাই সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত, গতিশীল এবং আনন্দময় হয়ে উঠবে ঠিক যে অনুপাতে সে তার মানবিক পারিপার্শ্বিক এর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারবে। এই অন্তরঙ্গতার অর্থ তার কর্মপরিসীমা [illegible]বাসী প্রতিটি মানুষের কাছে নিজেকে পৌছে দিয়ে তার জীবনের শরিক হয়ে দাঁড়ানোয়। সে বড় সহজ কথা নয়। অথচ সে ছাড়া পথও নেই। যে গ্রন্থাগার অন্তরঙ্গতার রসসিক্ত এই উর্বর মানবজমিনে তার শিকড় প্রবেশ করাতে পেরেছে সে শাখায়, পল্লবে, ফুলে, ফলে বিকসিত হয়ে উঠছে পেরেছে। এমন গ্রন্থাগারের দৃষ্টান্ত বিরল হলেও একেবারে অদৃষ্ট নয়। এমন নিতিনিত্য একদিকে পরিবেশের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে তার মূল চালনা করে আর অন্য দিকে শাখায়, পল্লবে, ফুলে ফলে বিচিত্র আনন্দের সম্ভার সাজিয়ে সকলকে আমন্ত্রণ জানায়। নগণ্য বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের গ্রন্থাগার এর সবগুলিই সার্থকতার এই স্তরে উঠতে পারে নি। কারণ সর্বজনের মনমন্দিরে তারা তাদের সেবা পৌছে দিতে পারে নি।

না পাবার অন্তরায় হল দুটি। বস্তুগত ও ভাবগত। গ্রন্থাগারের বস্তু হল তার গ্রন্থসম্ভার। গ্রন্থ হল চিন্তাময় বাণীর আধার। শব্দময় বাণীর সাংকেতিক রূপ হল অক্ষর। অক্ষরের মাধ্যমে বাণী লাভ করেছে দেশ কালোত্তরণের অনায়াস সামর্থ্য। গ্রন্থ কেবল আপন আধারে একের বা কয়েকের চিন্তাময় বাণীকে আশ্রয় দিয়ে তাকে সুরক্ষিত করে রাখে নি তাকে দান করেছে সার্বভৌমিকতা ও সার্বজনীনতা। যা ছিল একান্তভাবে দেশ, কাল এবং পাত্রের ত্রিসীমাবদ্ধ গ্রন্থ ত্রিসীমা মুক্ত করে 'বিশ্বময় দিয়েছে তাকে ছড়ায়ে।' মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে গ্রন্থ হয়ত সার্বভৌমিকতা লাভ করে থাকতে পারে কিন্তু অন্তর্নিহিত বাণীকে কি সে যথার্থই সার্বজনীনতা দান করতে পেরেছে? সেখানে বাধা দুস্তর। আছে ভাষার বাধা, আছে অক্ষরের বাধা, আছে শিক্ষার বাধা এবং সর্বোপরি আছে বোধগম্যতার বাধা। তাই গ্রন্থের ব্যবহার অবাধ হতে পরেনা। যে ভাষায় বাণী তার রূপ পরিগ্রহ করে আছে তাকে আয়ত্ব করলেই শুধু হবে না। প্রস্তরীভূত অহল্যার উদ্ধারের জন্য যেমন রামচন্দ্রের পাদস্পর্শের প্রয়োজন অপরিহার্য ছিল তেমনি অক্ষরীভূত বাণীকে উদ্ধার করতে গেলে অক্ষরজ্ঞানের আশীর্বাদ দরকার। সেটাও আবার শেষ কথা নয়। বাণীবাহিনী ভাবনার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যদি অন্তরঙ্গতা না ঘটে তবে সবই বৃথা। এই অন্তরঙ্গতা স্থাপনের জন্য প্রয়োজন নিবিড় পরিচয় সাধনের। সেই সাধিত পরিচয়ই হল বিদ্যা। অর্থাৎ গ্রন্থাগার যদি গ্রন্থসর্বস্বমাত্র হয় তবে তার পরিসেবা যথার্থভাবে গ্রহণেচ্ছু মানুষকে এতগুলি সাধনোত্তীর্ণ হতে হাব। যা কোন মানব-সমাজেই সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। আর সেইজন্যেই বিগত শতবর্ষ ধরে তার আক্ষরিক সংজ্ঞাও সনাতন সীমা-রেখাকে নব নব সঞ্চয় এবং কর্মের বৈচিত্রে কেবলই অতিক্রম করে চলেছে। সার্বজনীন বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠার জন্য সঞ্চিত উপকরণ আর পরিবেশিত সেবা এমনই বৈচিত্র লাভ করেছে যে শিশু, বৃদ্ধ, নিরক্ষর,, স্বার্ত নির্বিশেষে সকলেই সেখানে আপনাপন রুচি ও প্রয়োজন উপযোগী মনের খোরাক পেয়ে থাকে। সেইজন্যই যে দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার ধর্মে এবং কর্মে জনজীবনের যথার্থ শরিক হয়ে উঠতে পেরেছে সেখানেই সে আপনার সনাতন গ্রন্থসর্বস্বতার বেড়াকে অতিক্রম করে তার কর্মধারাকে বহুধা বিস্তৃত করে দিয়েছে। সগররাজার ষষ্ঠসহস্র ভস্মীভূত সন্তানের মুক্তির জন্য ভাগীরথীকে সহস্রধা হতে হয়েছিল। সমাজবদ্ধ বহু এবং বিচিত্র ব্যক্তি মানুষের

কল্যাণ সাধনে সেইরূপ গ্রন্থাগারের কর্মধারাকে বহুধারায় প্রবাহিত করে দিতে হবে। গ্রন্থকে ভিত্তি করে অথচ তার দুর্লঙ্ঘ্য সীমাচতুষ্টয়কে লঙ্ঘন করে তার অন্তর্নিহিত বাণীটিকে সার্বজনীনতা দান করা সহজ কথা নয়। বিশেষত আমাদের মতন দেশে যেখানে গ্রন্থপাঠের যোগ্যতা সমগ্র জনসংখ্যার একটি অতি ক্ষুদ্রাংশের আয়ত্বাধীন। যে দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা সাক্ষর মানুষের প্রায় দ্বিগুণ সে দেশে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সব থেকে বড় বাধাই হল অক্ষর। কিন্তু স্বাক্ষর মানুষ মাত্রেই তো আবার গ্রন্থপাঠের যোগ্য নয়। তার জন্য বহু অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে পরিণত হয়ে উঠতে হয়। পরিণত পাঠ্যাভ্যাস দীর্ঘ সাধনার ফল। কাজে কাজেই যে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ নিরক্ষর সে দেশে পরিণত পাঠকের সংখ্যা যে অতি নগণ্য হবে এ কথা বলাই বাহুল্য। এমন দেশের জন্য যে গ্রন্থাগার যথার্থ সার্থকতা লাভ করতে পারে, শুনতে বিস্ময়কর হলেও, তা হওয়া চাই "নিরক্ষরের গ্রন্থাগার"।

১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মোট লোক সংখ্যা হল ৪,৪৩,১২,০১১। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলের লোক সংখ্যা ৩,৩৩,৪৪,৯৭৮ আর শহরাঞ্চলের লোক সংখ্যা হোল ১,০৯,৬৭,০৩৩। অর্থাৎ শহরবাসীর সংখ্যা হল গ্রামবাসীর প্রায় এক চতুর্থাংশ। বিগত এক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৬৮৭%।

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার। তার মধ্যে গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের আয়তন হোল যথাক্রমে ৮৫,৯০৩·১ এবং ১,৯৪৯ ৯ বঃ কিঃ মিঃ।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ঘনত্ব হল ৫০৪ জন গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব হল যথাক্রমে ৩৮৮ ও ৫,৬২৪ জন।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাক্ষর এবং শিক্ষিত ব্যক্তির হার জনসংখ্যার ৩৩·২০%। গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে এই হার হল যথাক্রমে ২৫·৭২%র এবং ৫৫·৯৩%। বিগত এক দশকে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে নিম্নরূপ :

	১৯৬১	১৯৭১	বৃদ্ধি
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে			
	২৯·৩০	৩৩ ২০	+৩·৯০
গ্রামাঞ্চলে	২১·৬৪	২৫·৭২	+৪·০৮
শহরাঞ্চলে	৫২ ৮৯	৫৫ ৯৩	+৩ ০৪

আদমসুমারীর প্রতিবেদন অনুসারে স্বাক্ষর ও শিক্ষিতের শ্রেণী বিভাগ হল নিম্নরূপ।

"In Census 1961, the enumerator was instructed to record a person as illiterate if that person could neither read nor write or nearly read but was unable to write in any language. A person who could both read and write with understanding was treated as literate. The test for reading was ability to read simple letter in print or in manuscript. The test for writing was ability to write a simple letter. If a person could both read and write and also passed a written examination or examinations as proof of an educational standard attained. The highest examination passed by the person was recorded in the enumeration".

এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে স্বাক্ষর ব্যক্তি মাত্রেরই গ্রন্থপাঠের যোগ্যতা থাকতে পারে না। এবার তা হলে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মোটামুটি চেহারাটা দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে।

হুগলী জেলাকে শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ জেলার থেকে প্রাগ্রসর বলা যেতে পারে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে স্বাক্ষর ও শিক্ষিতের সংখ্যায় হুগলী জেলার স্থান পশ্চিমবঙ্গে ছিল চতুর্থ। ১৯৭১ সালের আদমসুমারীর প্রতিবেদন থেকে হুগলী জেলা সম্পর্কে এই তথ্যগুলি পাওয়া যায় :

মোট জনসংখ্যা—	২৮,৭২,১১৬
গ্রামাঞ্চলে—	২১ ১১,৮৪৬
শহরাঞ্চলে—	৭,৬০,২৭০

১৯৬১—১৯৭১ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার +২৮·৭২%

মোট আয়তন—	৩,১৪৫ বঃ কিঃ মিঃ
গ্রামাঞ্চল—	৩,০২৩ „
শহরাঞ্চল—	১২১ „

জনসংখ্যার ঘনত্ব :

সমগ্র জেলায়—	৯১৩ প্রতি বঃ কিঃ মিঃ
গ্রামাঞ্চলে—	৬৯৮ „ „
শহরাঞ্চলে—	৬,২৭৮ „ „

স্বাক্ষর ব্যক্তির হার :

সমগ্র জেলায়—	৩৮·৮২%
গ্রামাঞ্চলে—	৩৩·২৯%
শহরাঞ্চলে—	৫৪·২০%

	স্বাক্ষর	নিরক্ষর
সমগ্র জেলায়—	১১,১৫,০৯৩	১৭,৫৭,০২৬
গ্রামাঞ্চলে—	৭,০৩,০৫৮	১৪.০৮,৭৮৮
শহরাঞ্চলে—	৪,১২,০৩৫	৩,৫৮,২৩৫

এবার দেখা যাক্ স্বাক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে হুগলী জেলায় কতজন গ্রন্থপাঠে সক্ষম ব্যক্তি থাকা সম্ভব। হুগলী জেলায় নিরক্ষর, সাক্ষর এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত শ্রেণী বিভাগ ১৯৬১ সালের আদমসুমারীর প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায় :

শ্রেণী	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	মোট
নিরক্ষর	২,৮৩,৭৬৯	১১,৭৪,৩৫৭	১৪,৫৮,১২৬
স্বাক্ষর (মানহীন)	১,৪৩,৩১৯	২,৮০,৩৭৪	৪,২৩,৬৯৩
প্রাথমিক ও জুনিয়ার বেসিক	১,০৮,৫৪৮	১,৭৩,৫৬৭	২,৮২,১১৫
প্রবেশিকা ও উচ্চমাধ্যমিক	২৫,১২৪		
প্রাক্উপাধি কারিগরী ডিপ্লোমা	৫০৬		
প্রাক্উপাধি অকারিগরী ডিপ্লোমা	৯,১৫৪		
কারিগরী ভিন্ন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	৭,৯৩৪		
স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর কারিগরী :		(মোট) ৪৩,৮৩৭	(মোট) ৬৭,৪৮৪
যন্ত্রবিজ্ঞান	২২০		
চিকিৎসা	৩১০		
কৃষি	৩		
পশুপালন ও পশুচিকিৎসা	২		
Technology	২০		
শিক্ষা	৩৪৫		
অন্যান্য	২৯		

১৯৬১ থেকে ১৯৭১ এই দশ বছরে হুগলী জেলায় স্বাক্ষরতা এবং শিক্ষার হার কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে নিম্নের তালিকা থেকে কিছুটা বোঝা যাবে :—

	১৯৬১	১৯৭১	বৃদ্ধি
সমগ্র হুগলী জেলায়	৩৪·৬৫	৩৮·৮২	+৪·১৭
গ্রামাঞ্চলে	২৮·৯২	৩৩·২৯	+৪·৩৭
শহরাঞ্চলে	৫১·০১	৫৪·২০	+৩·১৯
শহরাঞ্চলে	৫১·০১	৫৪·২০	+৩·১৯
পুরুষ	৫৭·৯৫	৬৪·৪০	+৪·৫২
স্ত্রী	৪১ ৭৫	৪৬·২৭	+৪·৫২
গ্রামাঞ্চলে	২৮·৯২	৩৩·২৯	+৪·৩৭
পুরুষ	৪১·৪৯	৪৩·৬১	+২·১২
স্ত্রী	১৫·৬৬	২২·৩২	+৬·৬৬

উপরোক্ত তথ্যাবলী তুলনামূলকভাবে একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই এই জেলায় গ্রন্থাগারের সক্রিয় এবং সম্ভাব্য

পাঠকের সংখ্যা কিরূপ হতে পারে তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে। দেখা যাবে যে মোট ২৮, ৭২, ১১৬ এই জন সংখ্যার মধ্যে খুব বেশী হলেও গ্রন্থাগার ব্যবহার সক্ষম মানুষের সংখ্যা ১,২৬,০০০ জনের বেশী হওয়া সম্ভবপর নয়।

১৯৬৩ সালে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার পঞ্জী থেকে যে তথ্যাবলী পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে ঐ সময় পর্যন্ত এই জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৩০৩। এর মধ্যে ১২৮টি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। বাকিগুলির সদস্য সংখ্যার যে হিসাব পাওয়া চায় তাও বহু-ক্ষেত্রে চাঁদার হার, বাৎসরিক চাঁদার আদায়, পুস্তক সংখ্যা ইত্যাদি তথ্যের সঙ্গে সন্দেহজনকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ। তবু এই তথ্যের উপর নির্ভর করেও দেখা যায় যে ১৭৫ সাধারণ গ্রন্থাগারের—যেগুলির তথ্য পাওয়া গিয়েছে, সদস্যের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫০০০ এর মতন। এখানে এই কথাটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে হুগলী জেলায় গ্রামের সংখ্যা হল ১,৯০৩টি এবং শহরের সংখ্যা ১৭টি। . . .

১৯৬১ সালের আদমসুমারীর তথ্য অনুসারে হুগলী জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থিতি ছিল নিম্নরূপ :

মহকুমা	থানা	গ্রন্থাগারের সংখ্যা পৌরঅঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	মোট
সদর	চুচুড়া	৩০	২	৩২
	পোলবা	×	৩৪	৩৪
	ধনিয়াখালি	×	২২	২২
	পাণ্ডুয়া	×	২৪	২৪
	বলাগড়	×	২৪	২৪
	মগরা	২	৩	৫
চন্দননগর	ভদ্রেশ্বর	৭	×	৭
	সিঙ্গুর	৫	৩৬	১৪
	হরিপাল	×	১৬	১৬
	তারকেশ্বর	৪	৭	১১
	চন্দননগর	৯(৭১)	×	৭
শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর	২১	৯	৩০
	উত্তরপাড়া	২০	৫	২৫
	চণ্ডীতলা	×	৫৬	৫৬
	জাঙ্গীপাড়া	×	২১	২১
	গোঘাট	×	২৪	২৪
আরামবাগ	আরামবাগ	৫	৩৮	৪৩
	খানাকুল	×	৪১	৪১
	পুড়শুড়া	×	২৪	২৪
	মোট	১০৩	৩৮৬	৪৮৯

১৯৭১ সালের আদমসুমারী থেকে শহরাঞ্চলে অবস্থিত গ্রন্থাগারসমূহের কিছুটা ভিন্ন সংখ্যা পাওয়া যায়। যথা :

শহরাঞ্চলের নাম	গ্রন্থাগারের সংখ্যা
আরামবাগ—	৩
বৈদ্যবাটি—	২০
বাঁশবেড়িয়া—	৩
ভদ্রেশ্বর—	৮
চাঁপদানী—	৭
চন্দননগর—	৯
হরিপাল	৩
হুগলী-চুচুড়া—	২৬
কোন্নগর—	৭
মামলা—	৪
নবগ্রাম—	৪
পাণ্ডুয়া—	১
রিষড়া—	৬
শ্রীরামপুর—	১২
সিঙ্গুর—	৪
তারকেশ্বর—	২
উত্তরপাড়া কোৎরঙ—	১৫
মোট	১৩৪

তুলনা করলে দেখা যাবে যে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ এই দশ বছরে হুগলী জেলায় শহরাঞ্চলের আয়তন ও গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নিম্নরূপ :—

	শহরাঞ্চলের আয়তন	গ্রন্থাগার
১৯৬১	১১২.৪ বঃ কিঃ মি	১০৩
১৯৭১	১২১ „	১৩৪

আদমসুমারীর প্রতিবেদন থেকে গ্রন্থাগারের যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতি ১০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং প্রায় প্রতি ৫৭০০ জন পিছু একটি করে গ্রন্থাগার আছে। শহরাঞ্চলে প্রায় প্রতি ১ বঃ কিঃ মিঃ এবং ৬০০০ জন পিছু একটি করে গ্রন্থাগার আছে। শহরাঞ্চলে এবং তার সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারের অবস্থান অন্য অঞ্চল থেকে অনেক ঘনিষ্ঠ।

হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলের জনসমাজের যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই চাষী, কৃষিশ্রমিকদের শিক্ষাদীক্ষার চিত্রটি একবার দেখবার চেষ্টা করলে সমগ্র অবস্থাটা আরো একটু পরিস্কার হবে। নিম্নোক্ত সংখ্যাতত্ত্ব তাই একবার দেখা প্রয়োজন:

হুগলী জেলায় কৃষিজীবীর মোট সংখ্যা

	পুরুষ—	১,৯৩,৪০২
(১৯৬১ আদমসুমারী)—	**নারী**—	১২,২৫৬
	মোট	২০৫,৬৫৮

শিক্ষার মান	**পুরুষ**	**নারী**
নিরক্ষর—	৮০,৫১৭	১০,৩৩৯
কেবল স্বাক্ষর—	৭১,২১৩	৭২৫
প্রাথমিক ও জুনিয়র বেসিক	৩৯,১০৬	১৮৫
প্রবেশিকা ও তদূর্দ্ধ	২,৫৬৬	৭

হুগলী জেলায় কৃষিশ্রমিকদের মোট সংখ্যা

পুরুষ—	৯৯,৬৯৫
নারী—	৩২,৩৮৩
মোট	১,৩২,০৭৮

শিক্ষার মান	**পুরুষ**	**নারী**
নিরক্ষর	৮২,৩১১	৩২,১১২
কেবল স্বাক্ষর	১৩,৯১৪	২৪০
প্রাথমিক ও জুনিয়র বেসিক	৩,৪৭০	১১
প্রবেশিকা ও তদূর্দ্ধ	...	...

আমাদের এই কৃষি নির্ভর দেশে যাদের শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বৃত্তিগত দিক থেকে এবং জনসংখ্যার অনুপাতের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী তাদেরই শিক্ষাদীক্ষার অবস্থা তো এই।

ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক কারণে দেশ ও কাল ভেদে জনসমাজের জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রকারান্তর হয়ে এবং ঘটে থাকে। প্রকারভেদে জীবদেহের পরিপুষ্টির জন্য যেমন আহার্য্য বস্তুর তারতম্য ঘটে থাকে ঠিক তেমনি বিভিন্ন পরিবেশলালিত জনসমাজের ধ্যানধারণার বিভিন্নতা অনুসারে তার মানসিক প্রক্রিয়াকে সজীব, সক্রিয়, সৃষ্টিশীল এবং গতিশীল রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার মনের আহার্য্য বস্তুর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যতই পুষ্টিকর হোক না কেন রুচিকর না হলে সে খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। আবার কেবলমাত্র মুখরোচক অপুষ্টিকর খাদ্যও অস্বাস্থ্যকর। পুষ্টিকর খাদ্য যদি রুচিকরও হয় তখন আহার কেবল মাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় না হয়ে আনন্দ হয়ে ওঠে। গ্রন্থ পরিবেশনের বেলাতেও এই একই কথা খাটে। কেবলমাত্র ভালো ভালো গ্রন্থের সংগ্রহ থাকলেই গ্রন্থাগার একটি আনন্দক্ষেত্র হয়ে ওঠে না যদিনাসে গ্রন্থের রসিক পাঠকসমাজ থাকে। গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব হল এই পাঠকসমাজকে সৃষ্টি করে নেওয়া। পরিণত পাঠকসমাজ আবার ঠিক তেমনি গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধতর করে তোলে। গ্রন্থাগার এবং তার পাঠকসমাজের মধ্যে এই সুস্থ সংযোগ উভয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই অতি প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থাগারের পাঠকসমাজকে দুটি মোটামুটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলতে পারে। যথা সক্রিয় পাঠক এবং সম্ভাব্য পাঠক। সক্রিয় পাঠক হলেন তাঁরাই যাঁরা গ্রন্থাগারের সেবা গ্রহণে অগ্রণী হয়ে আসেন। আর সম্ভাব্য পাঠক হলেন তাঁরা যাঁদের কাছে গ্রন্থাগারকে আপনার সেবা পৌঁছে দিতে অগ্রণীর ভূমিকা নিতে হয়। যে জনসমাজে গ্রন্থাগারের অবস্থান তার বৃহদাংশই হল তার সম্ভাব্য পাঠক। প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও আপনার কর্মধারার বৈচিত্র এবং বিস্তারের দ্বারা গ্রন্থাগার এই বৃহত্তর পাঠক সমাজের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। এই বৃহত্তর পাঠকসমাজের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার যতই তার আপন কর্মপরিধি বিস্তার করতে পারে ততই তার আকর্ষণে তার প্রত্যক্ষ পাঠকসমাজের আয়তন বৃদ্ধি পেতেই থাকে—ততই

গ্রন্থাগার তার কর্মে ও কলেবরে ও শক্তিতে বড় হয়ে উঠতে থাকে—তখনই সে আপনার কর্মের শক্তিতে আপনার অপরিহার্যতার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়ে একটি সামাজিক শক্তিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। যে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকলেও চলে আবার না থাকলেও চলে তার জন্য সমাজে শ্রদ্ধা বা মর্য্যাদার স্থান থাকে না।

আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের যে চিত্র আদমসুমারী এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারপঞ্জী বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল তা কখনই আমাদের গৌরব এবং কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। এর কারণ এই যে আমাদের গ্রন্থাগাব ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃত সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সুসবদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত হয়ে গড়ে ওঠেনি। তার কারণ আমাদের অধিকাংশ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রধানত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠায় সেগুলি উদ্দেশ্যে এবং বৈশিষ্টে একমুখীন হয়ে উঠেছে। শিক্ষার এবং শিক্ষিতের গর্ব সেগুলিকে দেশের বহুগুণ বৃহৎ অশিক্ষিত জনসাধারণের থেকে পৃথক করে রেখেছে। আর স্বাধীনতা উত্তর যুগে সরকারী প্রচেষ্টায় যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি সুস্পষ্ট। আমাদের দেশের ভৌগলিক এবং সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপছাড়া এক বৈদেশিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুকৃতি এখানে সরকারী প্রচেষ্টায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যা আজও আমাদের সমাজজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে উঠতে পারেনি।

এই অবস্থার অবসান ঘটানো গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বার্থেই প্রয়োজন। প্রশ্ন হল কি ভাবে সেটা সম্ভব। এর জন্য ত্রিবিধ পরিকল্পনার প্রয়োজন। ১। সাংগঠনিক পরিকল্পনা; ২। কৃত্য পরিকল্পনা; এবং ৩। বৃত্তিগত শিক্ষা পরিকল্পনা। এই প্রবন্ধে এই পরিকল্পনাগুলির সবিস্তার বর্ণনার সুযোগ নেই। সংক্ষেপে সেগুলির বিষয়ে উল্লেখ মাত্রই এখানে করা হবে।

সাংগঠনিক পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য হবে আমাদের সমাজের সর্বস্তরের উপযোগী প্রয়োজন এবং আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পরিবেশনা। এর জন্য গ্রন্থ নির্বাচন এবং সংগ্রহ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির সম্যক পরিবর্তন প্রয়োজন। নির্বাচনের কাজকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাশ্রয়ী করে তোলার জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য এবং কৃত্যাসূচী সুনির্দ্ধারিত করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য এবং কৃত্যাসূচীর বিষয়ে কোথাও কোন কিছু অস্পষ্টতা যেন না থাকে। উদ্দেশ্য এবং কৃত্যাসূচী নির্দ্ধারণের পূর্বে গ্রন্থাগারের মানবিক পরিমণ্ডলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। এবং সেই পরিমণ্ডলে গ্রন্থাগারের কর্মধারাকে বিকীর্ণ করে দেওয়ার পথে উপস্থিত এবং সম্ভাব্য অন্তরায়গুলির স্বরূপও জানা প্রয়োজন। প্রধান অন্তরায় যে দ্বিবিধ সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সাংগঠনিক পরিকল্পনা সুচারুভাবে ও পূর্ণাঙ্গ করে রচনা করার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানা একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হল :

১। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য কি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে নির্দ্ধারিত হয়েছে?

২। গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ ব্যবহারকারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি সুচিহ্নিত করা হয়েছে? অর্থাৎ তাদের সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনধারার বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীবিন্যাসের দ্বারা যে বিষয়গুলি প্রাধান্য পাবে তাদের ক্রমপর্যায় স্থির করা হয়েছে কি?

৩। তাঁদের সংখ্যা কত?

৪। কোন ভৌগলিক পরিমণ্ডলে তাঁরা বাস করেন?

৫। তাঁদের কোন প্রয়োজনে গ্রন্থাগার লাগতে পারে?

৬। গ্রন্থাগার সংগঠনে তাঁদের ভূমিকা কি হতে পারে?

৭। গ্রন্থাগারের বর্ত্তমান সংগ্রহের আয়তন ও বৈশিষ্ট্য কি?

৮। গ্রন্থাগারের বৃহত্তর সম্ভাব্য পাঠক গোষ্ঠির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য কি?

৯। তাঁদের ভৌগলিক অবস্থান কি রূপ?

১০। তাঁদের কাছে কি গ্রন্থাগারের সেবা সম্প্রসারিত করা যাবে?

১১। যদি তা করতে হয় তাহলে গ্রন্থাগারের সংগ্রহে যে উপকরণ আছে তাই কি যথেষ্ট ?

১২। যদি না হয় তাহলে অতিরিক্ত উপকরণ সংগ্রহ করা হবে কি ভাবে ? ইত্যাদি—

মনেরাখা প্রয়োজন যে উপরোক্ত প্রশ্নগুলি নমুনামাত্র এবং কখনই সম্পূর্ণ বা শেষ কথা নয়।

এবার আসা যাক কৃত্যের কথায়। ভাষা, অক্ষরজ্ঞান এবং অনুশীলনের বেড়া যেখানে দেশের অধিকাংশ মানুষকে গ্রন্থাগার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে সেখানে জনসাধারণের বৃহদাংশের কাছে আপনাকে উপস্থিত করার জন্য গ্রন্থাগারকেই গ্রন্থস্থষ্ট এই বাধা অতিক্রম করে তার চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। এরজন্য গ্রন্থাগারকে তার সনাতন কৃত্যসূচীর আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। গ্রন্থপাঠক্ষম মানুষের জন্য যে কৃত্যসূচী অনুসরণ করা চলে গ্রন্থপাঠে অক্ষম মানুষের জন্য তা চলে না। এককথায় হয়ত বা অকস্মাৎ মনে হতে পারে যে আমি বোধহয় [illegible]না প্রচলিত দর্শন ও শ্রবণের যান্ত্রিক মাধ্যমের লোকপ্রিয় ধারণার প্রতি ইঙ্গিত করছি। কিন্তু আদপেই তা নয়। যে দেশের অধিকাংশ মানুষকে দিনের অন্নটুকুর এবং লজ্জানিবারণের বস্ত্রটুকুর সংস্থান করতে আজও প্রাণান্ত করতে হয়, সে দেশের গ্রন্থাগারগুলিতে বহুমূল্য যন্ত্রের সংস্থান করার চিন্তাও বাতুলতা। কিন্তু সুপরিকল্পিত ভাবে করতে পারলে যন্ত্রের অভাব বহুলাংশে মানবশক্তির দ্বারা পূরণ করা সম্ভব। যন্ত্রের সাহায্যে জনশিক্ষা বিস্তার অনেকাংশে সহজসাধ্য হলেও তার কার্যকারিতারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি যন্ত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হয় তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই একটা যান্ত্রিকতা থেকে যায়। মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্য সেখানে অনেকাংশে অনুপস্থিত। ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির গুরুত্ব এবং দাবী সেখানে প্রকট। কিন্তু গ্রন্থাগারে ব্যক্তি মানুষের স্থান সমষ্টির উর্দ্ধে। পাঠক ও গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে যে সম্পর্ক, গ্রন্থাগারের স্বার্থেই তা ব্যক্তি কেন্দ্রিক হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। গ্রন্থাগার কর্মীর মাধ্যমেই তো গ্রন্থাগারের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ গ্রন্থাগারকে সংগ্রহে ও সেবায় জনপ্রিয় এবং জনজীবনের অপরিহার্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কৃত্যসূচী এবং সেবাকর্ম দুটিই জনজীবনমুখী হওয়া প্রয়োজন। কৃত্য নিরূপণের জন্য গ্রন্থাগার কর্মীকে তাই কয়েকটি প্রশ্নের সদুত্তর সংগ্রহ করতে হবে। কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া গেল :

১। গ্রন্থাগার বর্তমানে যে সেবা পরিবেশন করছে তাব বৈশিষ্ট্য কি ?

২। এই সব সেবা গ্রহণের জন্য কি কি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন ?

৩। এই যোগ্যতার সীমারেখা অতিক্রম করার জন্য কি করা প্রয়োজন ?

৪। এই প্রয়োজন সাধনের জন্য সেবা বৈশিষ্ট্যের কিরূপ পরিবর্তন প্রয়োজন ?

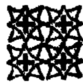
৫। সেবা পরিবেশনের বর্তমান উপায় এবং মাধ্যমগুলির বৈশিষ্ট্য কি ?

৬। সেবা পরিবেশনের বর্তমান উপায় এবং মাধ্যমগুলির বৈশিষ্ট্য আরোপিত সীমারেখা কিভাবে অতিক্রম করা চলতে পারে ?

উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যায় যে গ্রন্থপরিবেশনার মাধ্যমে যে সেবা গ্রন্থাগার দান করে থাকে, গ্রন্থপাঠে অক্ষম ব্যক্তির কাছে গ্রন্থাগারের সেবা পৌছতে গেলে তার পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

সব শেষে আমরা আসছি বৃত্তিগত শিক্ষার কথায়। এই বিষয়টি সুদীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। কেবলমাত্র সংক্ষেপে তাই আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে কয়েকটি ইঙ্গিত মাত্র করব। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বা পেশাগত প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত গ্রন্থাগারিকতা বিদ্যার পাঠক্রমের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে সব থেকে আগে যে বিষয়টি চোখে পড়বে সেটি হোল আমাদের দেশে যে ধরণের পাঠ্যসূচী অনুসৃত হচ্ছে, দেশের সামগ্রিক এবং বিশেষ ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে তার বিরাট সামঞ্জস্যহীনতা। এই

পাঠক্রমে দেশের মানুষ এবং সমাজ একেবারেই অনুপস্থিত, এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থার কোন প্রতিফলন নেই। গ্রন্থাগারিকতার যান্ত্রিক এবং কৌশলগত বিষয়-গুলিরই প্রাধান্য। গ্রন্থাগারিকতার সামগ্রিক দর্শন সেখানে অবহেলিত। উপায় সেখানে উদ্দেশ্য বড় হয়ে যেন এ কথাই ঘোষণা করতে চাইছে সে গ্রন্থাগারিকতার গৌরব এই কৌশলগুলি আয়ত্তকরণের এবং প্রয়োগকুশলতার মধ্যে যতটা, ততটা আর কিছুতে নয়। গ্রন্থাগার পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে যান্ত্রিক কাজকর্ম, একদিন যন্ত্রই তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। পশ্চিমের বহুদেশে, যেখানে গ্রন্থাগারিকতা তার শৈশবকে অতিক্রম করেছে, এই অবস্থা এখনই দেখা দিয়েছে। এই অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিকতার পাঠক্রমের পুনর্মূল্যায়ণ এবং পুনর্বিন্যাস হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইউরোপ বা আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা পেশাগত প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত পাঠক্রমের মধ্যে তাদের গতিশীল সমাজ জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে ধারাবাহিক পরিবর্তন দেখা যায় আমাদের দেশে তা বিরল। এখানে একবার যা প্রচলিত হয় তা অনড় অচল হয়ে চিরস্থায়ী হতে চায়। ফলে আমাদের বর্তমান পাঠসূচীতে প্রতিফলন ঘটে অতীতের। পাঠসূচীর সংস্কার সাধন এতই কঠিন ও সময় সাপেক্ষ যে আজকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিবর্তন প্রয়োজন তা যখন সাধিত হবে তখন আর তার প্রয়োজন থাকবে না। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে না চলতে পারলে শিক্ষা ব্যবস্থা যে কতটা ব্যর্থ হতে পারে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাই তার নিদর্শন। তবে আশার কথা এই যে এই পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা এবং প্রচেষ্টা বাস্তব অবস্থার চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনটুকু ত্বরান্বিত হবে।—



পুস্তকের প্রচ্ছদ : গুরুত্ব

কিরণ্ময় দত্ত

চুঁচুড়া, হুগলী।

ভূমিকা

বই পড়তে গিয়ে প্রচ্ছদ নিয়ে আমরা খুব বেশী দৃষ্টিপাত করি কিনা সন্দেহ। তবে আমার ব্যক্তিগত অভ্যাস, বই বা সাময়িক পত্র হাতে নিয়ে প্রচ্ছদ শিল্পীর নামটা আগেই দেখে নেয়া। দু'তিন বছর আগে "দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১" সংখ্যাটি হাতে পেয়ে, "বিচিত্রা "দেশ" এবং শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রিকার পুরানো দিনের প্রচ্ছদের Photostate copy দেখে আমার মনে প্রচ্ছদ সম্বন্ধে বেশ আগ্রহ দেখা দেয়। এই কিছুদিন আগে 'শরৎ সংখ্যা' অমৃত পত্রিকায় "পথের দাবী" পুস্তকের প্রচ্ছদ শিল্পী নন্দলাল কর্তৃক অঙ্কিত দেখে বেশ আশ্চর্য হই, কেননা এ পর্যন্ত লাইব্রেরিতে 'পথের দাবী' অনেকবার পড়েছি কিন্তু প্রচ্ছদহীন অবস্থায় দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার বাধানো। তাই প্রচ্ছদটা দেখার সুযোগ ঘটে নি।

২ প্রচ্ছদ কি

প্রচ্ছদ বলতে সাধারণত আমরা পুস্তকের মলাট বুঝি। ঠিক তাই আভিধানিক অর্থে আচ্ছাদন বা আবরণ। কিন্তু একটু মননশীল ধারণায় আমরা বলতে পারি পুস্তকাবরণ অর্থাৎ বইয়ের বাঁধানো মলাটে আবৃত বইয়ের নামছাপা বা ছবিযুক্ত কাগজ। ইংরাজী ভাষায় প্রচ্ছদকে বিভিন্ন শব্দদ্বারা ভূষিত করেছে, যেমন, Cover, Dust cover, Jacket, Jacket Cover ইত্যাদি।

মানুষ যেমন পোষাক পরিচ্ছদ দ্বারা ঋতুর প্রভাব থেকে রক্ষা পায়; বইও তেমনি প্রচ্ছদদ্বারা সমস্ত ক্ষতির থেকে সাময়িক রেহাই পায়। অবশ্য শ্রদ্ধেয় 'গ্রন্থগার বিজ্ঞান' প্রণেতা শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রচ্ছদ সম্বন্ধে বলেছেন "ইহাতে পুস্তকের নাম ছাপা হয়। ইহা বেশী দিন রক্ষা করা যায় না বলিয়া প্রয়োজনীয় কিছুই ইহাতে ছাপা হয় না। কিন্তু 'প্রচ্ছদে পুস্তকের নাম ছাপা হয় এবং বেশী দিন রক্ষা করা যায় না' এই উক্তি যতখানি সত্য, 'প্রয়োজনীয় কিছুই ইহাতে ছাপা হয় না' এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। সুতরাং বিস্তারিত আলোচনা করলে এবং তথ্য ও পরীক্ষা নিয়ে বিচার করলে এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে প্রচ্ছদ গ্রন্থ প্রকাশক থেকে শুরু করে পাঠক গ্রন্থপঞ্জীকার (Bibliographer) প্রত্যেকের কাছে এক অভিনব প্রয়োজনীয় উপাদান।

৩ গুরুত্ব

গ্রন্থবিজ্ঞান জগতে প্রচ্ছদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাত্যহিক প্রকাশনার জগতে প্রচ্ছদের উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক সচেতনতাকে জোরদার করে তোলে। উপরন্তু ভালোভাবে তৈরী করা ও সুন্দরভাবে আঁকা প্রচ্ছদ জনগনের তথা পাঠকের শিল্পবোধ উন্নত করে তোলে। সুতরাং বইয়ের মূল বিষয়ের সাথে রুচিশীল প্রচ্ছদের সামঞ্জস্য যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা অনস্বীকার্য।

৩১ আত্মরক্ষা

ঝিনুকের যেমন শক্ত চিত্রবিচিত্র দুটি আবরণদ্বারা দুর্লভ ও মূল্যবান মুক্তাকে আগলে রাখে, প্রচ্ছদও তেমনি শক্ত মলাট দিয়ে বইয়ের মূল্যবান তথ্যাবলীকে রক্ষা করে। পাছে ধুলা লাগে কিংবা কিছু পাঠকের ঘর্মাক্ত হস্ত বইকে নষ্ট করে, তারই জন্যে এই প্রচ্ছদের বন্দোবস্ত।

৩২ আকর্ষণ

প্রচ্ছদের চাকচিক্যে অনেক খারাপ বই (যাহা পাঠকের মনে সামান্যতম আনন্দ দিতে পারে না) প্রকাশকের ঘর থেকে পাঠাগারে স্থান পায়, আবার অনেক সময় ভালো বই প্রচ্ছদের জন্য হয়ত : পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সুতরাং প্রচ্ছদ তার অলংকারিকের দ্বারা পাঠকের মনে প্রাথমিক আকর্ষণ জাগায়। প্রচ্ছদের জন্যই পাঠকের মন আকর্ষণ করে। যেমন, বেতার জগৎ, ডাকটিকিটের Folio প্রভৃতি। প্রচ্ছদের গুরুত্ব আছে বলেই "বিনোদন সংখ্যা দেশ" এর বিজ্ঞাপনে 'প্রচ্ছদশিল্পী সত্যজিৎ রায়' বড় বড় অক্ষরে ছাপিয়ে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৩৩ উদ্দেশ্যমূলক

শিল্পী, শিল্পানুরাগ ও ব্যবসাদায়ের প্রাবল্যে কতরকমের প্রচ্ছদ তৈরী হচ্ছে। যার ফলে পার্থক্যও হয়ে যাচ্ছে। তাই বই কেনবার সময় গ্রন্থাগারে বইটা আছে কি নেই কেনবার পক্ষে সুবিধা হয়। তার কারণ বইটার Title অপেক্ষা প্রচ্ছদ দেখেই বুঝতে পারি। তাই প্রচ্ছদকে স্মৃতি সহায়কও বলা যেতে পারে। বিশেষ করে একই Title যুক্ত সাময়িক পত্রে প্রচ্ছদের পার্থক্যে আমরা চট করে বুঝে নিতে পারি "দেশ ৪৮ সংখ্যাটি আমাদের পড়া হয়েছে কি হয়নি। এই পার্থক্য হেতু পাঠকের বেশ কিছুটা সময় বাঁচিয়ে দেয়। সুতরাং প্রচ্ছদের পার্থক্য নিশ্চিত উদ্দেশ্যমূলক।

৩৪ বৈচিত্র্য

পার্থক্যের জন্য বৈচিত্র প্রয়োজন; তা'বলে নিছক বৈচিত্র বজায় রাখতে পরিবর্তন ঘটাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বভারতী প্রকাশিত বেশীরভাগ বই কেবলমাত্র Title ও লেখক পরিবর্তন ছাড়া cover প্রায় এক প্রকারই থাকে। প্রচ্ছদের পরিবর্তন হচ্ছে সম্পূর্ণ ও আংশিক। তা একটু পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় যেমন সাময়িক পত্র "দেশ" weekly পরিবর্তন ঘটে, শিশুসাথী yearly এবং monthly পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন যেমন priod অনুসারে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে, তেমনি অনেক সময় দেখা যায় প্রচ্ছদ পরিকল্পনা একই আছে কিন্তু রঙের তারতম্য ঘটেছে বর্ষপঞ্জী, সন্দেশ এবং শিশুসাথী মাসিক পরিবর্তনের সময় কেবল মাত্র রঙের তারতম্য ঘটায়। আবার সাধারণ সংস্করণ, রাজসংস্করণ বা শোভণ সংস্করণ প্রভৃতি নামে প্রচ্ছদের অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি বৈচিত্র আনে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশক Tille ও লেখক একই থাকা সত্ত্বেও প্রকাশকের মত অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটে। যেমন প্রকাশ ভবন ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'র প্রচ্ছদ ভিন্ন। হয়ত এই জন্য মনে হয় এর কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রচ্ছদ পাঠকের মনে যেমন দ্বিধা জাগায় তেমনি পাঠক অতি সহজেই প্রকাশকের রুচি বুঝে নেয়।

৪ গঠন ও উপাদান

বই ছাপা হল, বাঁধাইয়ের সময় সেলাই হল এবং তারপর প্রচ্ছদের কাজ শুরু। সুতরাং এর একটা গঠন আছে এবং বিভিন্ন উপাদান আছে। যুগে যুগে বইয়ের পরিবর্তনের সাথে প্রচ্ছদের গঠন ও উপাদান পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রাচীন যুগে তালপাতায় লিখিত পুঁথির উপর দুইটি পাতলা কাঠের টুকরা উপর নীচে থাকত তারপর একটা মোটা সুতো দিয়ে বেধে রাখা হত। আবার অনেকে লাল সালু ধরণের কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখত।

এরপর বই যখন ছাপা হতে লাগল—প্রচ্ছদের গঠনও বিভিন্ন হল যেমন চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে তাতে golden print এর সাহায্যে অলংকরণ করা হত। বর্তমানে চামড়ার বাধাইয়ে খরচা সাপেক্ষ বলে কাপড়ের এবং রেক্সিনের বাঁধা-য়ের প্রচলন হয়। পুস্তকের মলাটে চিকনের কাজ করা কাপড় দিয়ে বাধাইও হয়। আমার বেশ মনে পড়ে শরৎ-চন্দ্রের পরিণীতা পড়তে মলাটটা বেশ নরম লাগত, আসলে ইহা pad binding বলে। প্রচ্ছদের এই আঙ্গিক সজ্জা পূর্বের ন্যায় ব্যয়বহুল হয় না বটে, তবে এখন প্রায় অনেক পুস্তকে একটা সাধারণের বাঁধাইয়ের উপর প্ল্যাস্টিকের আর একটা cover দেয়া হয়। শংকর লিখিত মানচিত্র বইটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। অবশ্য বর্তমান অধিকাংশ কাগজের illustration করে প্রচ্ছদ তৈরী করে। আবার Paper-back binding এর illustration বর্তমান প্রচ্ছদ শিল্পের জগতে এক আলোড়ন তুলেছে। সুতরাং প্রচ্ছদ তৈরী করতে মোটা বোর্ড থেকে সুরু করে কাঠ, কাপড়, চামড়া রেক্সিন, cotton, কালি ইত্যাদি উপাদান যেমন রয়েছে তেমনি প্রচ্ছদের গঠনও বিভিন্ন পাচ্ছি।

গঠন ও উপাদানের সাথে সাথে শ্রেণীবিভাগও পাই। একধরণের বই আছে সেগুলি প্রচ্ছদ ছাড়াও অলগ্নমলাট (Jacket) প্রচ্ছদ লাগানো থাকে। খোলা প্রচ্ছদটি খুললে অনেক সময় ভেতরেও অনুরূপ বা ভিন্ন ধরণের অঙ্কিত প্রচ্ছদ মলাটের সাথে সাঁটা থাকে আবার ভেতরের মলাটটি

সাধারণভাবে সাদা থাকে। যেমন বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি"। আবার এই অলগ্নমলাট বা প্রচ্ছদটি সরুও (৩″ থেকে ৪″) হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীতে উপরোক্ত দুধরণের প্রচ্ছদ দেখা যায় যথাক্রমে হলুদ ও খয়েরী বর্ণের।

আমরা এপর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় প্রচ্ছদের বিভিন্ন শব্দ পেয়েছি সেগুলি যদি শ্রেণী অনুযায়ী ভাগ করি তাহলে বোঝার পক্ষে সুবিধা হয়। যে প্রচ্ছদে কোন প্রকার নাম অথবা Printing থাকে না তাহাকে Cover বলা হয়।

যে সকল প্রচ্ছদে বইয়ের নাম ও লেখকের নাম প্রভৃতি সহ অলঙ্কৃত থাকে এবং cover-এ সাঁটা থাকে, তাকে Jacket বলব।

যে সকল প্রচ্ছদ ইচ্ছামতো খোলা বা পড়ানো যায় এবং jacket-এর মত অলংকৃত থাকে তাকে Loose jacket বলা হয়।

যে সকল প্রচ্ছদ Loose jacket ন্যায় অথচ সরু ধরণের চওড়া হয় তাকে Flap jacket বলা হয়।

যে সকল বইয়ের প্রচ্ছদের উপর প্ল্যাস্টিকের বা সেলোফে কাগজে মোড়া থাকে তাকে Dust jacket বলা হয়।

৫ সাহায্যকারী প্রচ্ছদ

প্রচ্ছদ যেমন একদিকে শিল্পসম্পদ, রুচি, প্রাচীন ও বর্তমানের সামঞ্জস্য এবং তার সাথে পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে, তেমনি এই প্রচ্ছদ একাধারে বিক্রেতা, গ্রন্থাগারিক, পাঠক এবং গ্রন্থপঞ্জীকারকে নানাভাবে সাহায্য করে। বইয়ের Title page যতখানি সাহায্য করে সে তুলনায় প্রচ্ছদ ততখানি হয়ত সাহায্য করে না, তবে প্রচ্ছদবিনা বই হতাশও করে।

প্রথমেই বইয়ের প্রচ্ছদের Title-টা চোখে পড়ে এবং বইয়ে শিরদাড়াতেও Title-টা দেখতে পাই। অতএব বই না খুলে বা না স্পর্শ করেই সহজেই আকাঙ্খিত বইটি চিনে নিতে পারি।

সম্পাদক, লেখক, সংগঠক প্রভৃতির নাম প্রচ্ছদ থেকে পাই।

বইয়ের Title page বইয়ের দাম ছাপা অনেক সময় হয় না। ইহা পুস্তকের পিছন মলাটে অথবা শিরদাঁড়ায় থাকে; আবার প্রায় Loose jacket-এর flap-এ অর্থাৎ বইয়ের মলাটের আবরণের ভেতর দিকে মোড়া অংশে দেখা যায়। বিশ্বভারতীর অধিকাংশ বইয়ে এরকম হয়।

প্রচ্ছদে বিজ্ঞাপণ অনেকাংশে সাহায্য করে। এই বিজ্ঞাপণে অনেক সময় লেখকের অন্যতম কয়েকটি রচিত বইয়ের এবং প্রকাশকের প্রকাশিত বইয়ের তালিকা থাকে। আবার "শুকতারার" প্রচ্ছদে বোরোলীন হাউসের বিজ্ঞাপনে ট্রয় নগরীর চিত্রে-গল্প অনেক পাঠকই পড়ে। "চাঁদমামা" পত্রিকায় gems লজেন্সের ধাঁধা দিয়ে বিজ্ঞাপণ প্রচ্ছদেই থাকে। সুতরাং এধরণের বিজ্ঞাপন সংযুক্ত প্রচ্ছদ পাঠককে বেশ আনন্দ দেয়। তাই মলাটটা ছিড়ে গেলে পাঠকমন ব্যাহত হয়।

প্রচ্ছদে যে সকল হাতে আঁকা চিত্র থাকে তার মধ্যে গ্রাফিক চিত্রকলা থেকে আধুনিক বিভিন্ন চিত্রও পাওয়া যায়। আবার কার্টুন চিত্রও পাওয়া যায়। এর ফলে চিত্রশিল্পীরা প্রচ্ছদ করার সুযোগে অর্থ উপার্জন করে এবং শিল্পীর মর্যাদা ও প্রচারের সুযোগ হয়। আবার বেতার জগৎ, India ইত্যাদি পত্রিকায় বিভিন্ন জায়গার মন্দির ও স্থাপত্যশিল্পের আলোকচিত্র প্রচ্ছদে দেয়া থাকে। এরজন্য পাঠক চাক্ষুস প্রত্যক্ষ না করে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারেন।

প্রচ্ছদ থেকে আমরা লেখককেও চিনতে পারি। কেননা কোন কোন বইয়ের মলাটের পিছনে লেখকের Photo এবং তার সাথে সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপা হয়। এর থেকে ছদ্মনামও জানা যায়। আমরা যদি শঙ্করনাথ রায় রচিত "ভারতের সাধক" বইটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব প্রচ্ছদের পিছনে Photo, সংক্ষিপ্ত জীবনী রয়েছে এবং শঙ্কর-নাথ রায় যে তাঁর ছদ্মনাম এবং আসল নাম প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য তাও জানতে পারি।

অধিকাংশ সাময়িক পত্রের পিছনের মলাটে কোন নম্বর, রেজিষ্টার্ট এবং সংস্থা বা প্রকাশকের ঠিকানা দেয়া থাকে

ইহা cataloging-এর সময় Title page এর বিকল্প কাজ করে।

'শুকতারা'র মলাটে চিত্র-গল্পে ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হয় এবং ইহা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং রক্ষা করা দরকার।

এছাড়াও আমরা প্রচ্ছদ থেকে বইয়ের মূল সারাংশ, বইটি সম্পর্কে বিভিন্ন নামকরা লোকের অভিমত Loose jacket-এর flap অংশে অথবা পেছনের মলাটে দেয়া থাকে। এর ফলে বই নির্বাচনের পক্ষে সুবিধা হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "তুঙ্গভদ্রার তীরে" বইটি ছাপা হবার পর যখন রবীন্দ্রপুরস্কার পেল, ইহা জনানোর জন্য Printing-এর কোনও সুযোগ থাকে না, তখন flap jacket-এ রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত Heading দিয়ে বইতে সংলগ্ন করা হয়।

যদি আমরা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "আপন কথা" বইটি দেখি উহাতে অবনীন্দ্রনাথের Side face-এর Sketch সত্যজিৎ রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত এবং পাঠ্যের কিছুটা উদ্ধৃতি পেছনে মলাটে আছে। তাছাড়া রজতজয়ন্তী বর্ষের "গ্রন্থাগার" পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার পেছনের মলাটের ভেতর অংশে নীরেণ চক্রবর্ত্তীর "কলকাতার যীশু" কবিতাটিও প্রচ্ছদে সুন্দর স্থান, করে নিয়েছে।

সর্বশেষে যে প্রচ্ছদ কোনক্রমেই অবহেলা করা যায় না সেটি হল Record coverটি। আধুনিক ডকুমেন্টারি লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এটি একমাত্র সহায়ক বলা যেতে পারে বিশেষ করে Cataloguing করার সময়। উদাহরণ স্বরূপ গুপী গাইন বাঘা বাইন চলচিত্রের Long play record-এর coverটি তুলে নি, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত বিষয় পাব :—(ক) চলচ্চিত্রটির প্রযোজকের নাম (খ) পরিচালকের নাম (গ) সুর সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যম (ঘ) গায়কদিগের নাম (ঙ) রেকর্ড নাম্বার (চ) চলচ্চিত্রের নাম (ছ) Publisher-এর নাম বা Imprint, সবশেষে যেটি খুবই মূল্যবান বিষয় (জ) সত্যজিৎ রায়ের Music সম্বন্ধে Introduction এবং গল্পটি সংক্ষিপ্ত করে এই cover থেকে পাই।

৬ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

এই সকল আলোচনায় মধ্যে আমরা উপলব্ধি করতে পারি প্রচ্ছদ সংরক্ষণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই সংরক্ষণের জন্য আমাদের জানা দরকার প্রচ্ছদ কিভাবে নষ্ট হয়। এই জানার মধ্য দিয়ে আমরা সচেতন হতে পারি।

অনেক সময় দেখা যায় পাঠক ও গ্রন্থাগারিকের অযত্নের জন্য প্রচ্ছদ নষ্ট হয়। শেলফের অভাবে গ্রন্থাগারিক ঠাসভাবে বইকে সাজিয়ে রাখে যার ফলে বই ব্যবহারের সময় প্রচ্ছদের ক্ষতি হয়। অপরপক্ষে দেখা যায় অনেক পাঠক শুয়ে শুয়ে অথবা ট্রেনের অতিরিক্ত ভীড়ে, এমনকি নিজের সুবিধার্থে বইয়ের মলাটটি ভাঁজ করে পড়তে থাকেন। এতে প্রচ্ছদটাতো নষ্ট হয়, উপরন্তু বইটার বাঁধাইয়েরও ক্ষতি হয়। অবশ্য অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য প্রচ্ছদ নষ্ট হলে পাঠককে দোষ দেয়া ঠিক নয়। গ্রন্থাগারে নোতুন বই এলে গ্রন্থাগারিক বইটার Loose jacket টা খুলে display করেন এবং এর ফলেও কিছুটা প্রচ্ছদের ক্ষতি হয়। বইয়ের কমজোড়ি বাঁধাই এবং পেপার ব্যাকের বইগুলির প্রচ্ছদ বেশীদিন টিকে থাকে না। এই সকল কারণে প্রচ্ছদ রাখা সম্ভব হয় না। তবু যদি একটু গুরুত্ব দেওয়া যায় তাহলে বইয়ের মোটামুটি আদর্শ কিছুটা রক্ষা পায়।

৭ প্রচ্ছদ শিল্পী

রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা বেশ সেজেগুজে অবতীর্ণ হন। কিন্তু অভিনেতাকে যারা সাজিয়ে দেন তিনি নেপথ্যে গ্রীন-রুমে থাকেন, তেমনি প্রচ্ছদশিল্পী ও Title page-এর কোন এক কোনে ছোট অক্ষরে ছাপা থাকে। তার প্রতি গ্রন্থাগারিক তেমন মূল্যই দেন না। প্রকাশক মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দেন। বিভিন্ন প্রকাশক বিভিন্ন শব্দ দ্বারা Title page অথবা সূচীপত্রের শেষে পরিচয় দেন প্রচ্ছদ, প্রচ্ছদশিল্পী, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, প্রচ্ছদ এঁকেছেন, প্রচ্ছদপট ও cover design প্রভৃতি নানা শব্দ দ্বারা উল্লিখিত থাকে শিল্পীর নামটি।

বেশির ভাগ প্রকাশকের বাঁধাধরা বিশিষ্ট চিত্র শিল্পীরা প্রচ্ছদ তৈরী করেন। অবশ্য "আনন্দমেলা, 'দেশ' অঙ্কিত, বিদ্যালয়ের পত্রিকা বা স্মরনিকায় অপেশাদার শিল্পীরাও

সুযোগ পায়। প্রচ্ছদ করতে হলে চিত্রশিল্পীর সাথে আলোকচিত্রশিল্পীও প্রচ্ছদের কাজে সহায়তা করতে পারে।

৮ **উপসংহার**

সর্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে আমি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বই-পত্র পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করেছি তাই তথ্য সংযোজন স্বচ্ছ হয়েছে। তবু এর থেকে বলা যায়, যে সকল বই প্রকাশিত হচ্ছে তার প্রচ্ছদের Photo কোন বিশেষ ধরনের বই করে ছাপানো হলে প্রচ্ছদের কিছুটা মর্যাদা দেয়া হয়। আর এর থেকে যুগের তালে রুচি ও গঠন বা উপাদানের পরিবর্ত্তন এক নজরে জানতে পারা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান।
ডি, এম, লাইব্রেরি, কলিকাতা।
১ম সংসকরণ অগ্রহাণ, ১৩৬৪।

চলন্তিকা। রাজশেখর বসু সংকলিত।
এম, সি সরকার অ্যাণ্ড সনস্ প্রাঃ লি।
কলিকাতা একাদশ সংস্করণ

গ্রন্থগার বিজ্ঞানের অভিধান। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।
দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাঃ লিঃ কলিকাতা ১৯৬৩

Sreud Dahl, History of the Book
The Scarow Press, Inc
Second english edition 1968.



গ্রন্থাগার ও আমি

শান্তিদেব ঘোষ

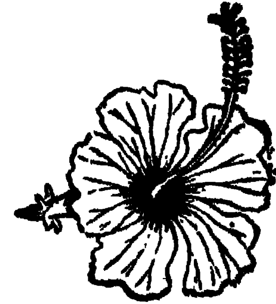
শান্তিনিকেতনের ছাত্র হিসেবে, বাল্যবয়স থেকেই, এখানকার গ্রন্থাগারটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট যোগ ছিল। সে যুগে, গ্রন্থাগারটি ছিল বিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থলে। তাই, একটু ফাঁক পেলেই আমি সেখানে গিয়ে ইংরাজি ও বাংলা ভাষার সেই সব গ্রন্থ ও পত্রিকা দেখতাম, সাথে থাকতো নানা বিষয়ের এবং দেশবিদেশের প্রচুর ছবি। ঐসব ছবির গ্রন্থ ও পত্রিকাগুলিই তখন ছিল আমার একমাত্র আকর্ষণ। যখন থেকে বাংলা ও ইংরাজি ভাষা পড়ে বোঝবার সামান্য একটু ক্ষমতা দেখা দিল তখন ছবির পরিচয় সূচক পংক্তিগুলি পড়ে খুবই আনন্দ পেতাম। দেশ বিদেশের নানাপ্রকার সংবাদ সংগ্রহ করতাম এই ভাবে, তখন থেকে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে, কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হবার পর, সেখানকার গ্রন্থাগারের ভারতীয় এবং বিদেশী নানা বর্ণের ছবির গ্রন্থগুলিও আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এশিয়া ও ইয়োরোপের নানা দেশের চিত্রকলা, মূর্ত্তি ও স্থাপত্য প্রভৃতির ছবিগুলি, যখনি সময় পেতাম, তখনি আগ্রহভরে তা দেখতাম। খুবই ভাল লাগতো। সে যুগের গ্রন্থাগারে প্রবেশ কোরে, বইয়ের আলমারি বা শেলফের সামনে বসে ইচ্ছামত বই ঘাটবার বা দেখবার কোন বারণ ছিল না। আমাদের মত বালকেরাও সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়নি। গ্রন্থাগারে প্রবেশ কোরে, এই ভাবে ইচ্ছামত বই দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই আমার কৈশোর বা প্রথম যৌবনেই আমি তখনকার কেন্দ্রীয় এবং কলাভবনের নানা গ্রন্থ ও পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলাম। উভয় গ্রন্থাগারের কোথায়, কোন্ বিষয়ের, কি কি গ্রন্থ বা পত্রিকা আছে তার আমি সবই জানতাম। বয়স বাড়াবার সঙ্গে বাংলা ভাষায় রচিত নানা প্রকার গ্রন্থ পড়বার ইচ্ছা আমার যখন বাড়লো, তখন

নিজেই তা সহজে খুঁজে নিয়ে পড়তাম। ইংরাজি ভাষায় আমার তেমন দক্ষতা ছিল না বলে যে বিষয়গুলি সহজবোধ্য সেই সব বিষয়ের গ্রন্থ ও পত্রিকাদিই কেবল পাঠ করতাম। এইভাবে বাল্যকাল থেকেই শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারের সঙ্গে আমার এমন একটি গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে, ছুটির দিনটি বাদে, বাকি দিনগুলিতে আমি গ্রন্থাগারে অন্ততঃ একবার না গিয়ে থাক্‌তে পারতাম না।

পরবর্তী জীবনে, যখন প্রবন্ধাদি লিখ্‌তে শুরু করলাম, পূজনীয় গুরুদেবের নির্দ্দেশে, তখন পূর্বজীবনের পঠিত গ্রন্থ ও পত্রিকাদি থেকে আহরিত জ্ঞান আমাকে প্রচুর সাহায্য কোরেছিল। প্রবন্ধ বয়স্ক কালে, যখনি মনে হোতো যে, পূর্ব পঠিত জ্ঞান আমার পর্যাপ্ত নয়, আরো গভীরে আমাকে প্রবেশ কোরতে হবে, তখন নতুন কোরে প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলি আবার বেছে নিয়েছি, পূজনীয় গুরুদেবের সঙ্গীতের বিষয় নিয়ে যখন প্রথম লিখ্‌তে শুরু করি, তখন আমাকে বাংলার এবং ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাস জানবার জন্য ভাল কোরে বহু গ্রন্থ ও পত্রিকা শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারের সাহায্যে পড়তে হয়েছিল। আমার "রবীন্দ্রসঙ্গীত", "রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা" প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থগুলি আমি কখনো রচনা কোরতে পারতাম না, যদি না আমি শান্তিনিকেতনে থাক্‌তাম এবং এখানকার ঐ গ্রন্থাগারটিকে ইচ্ছামত ব্যবহার কোরতে পারতাম। গ্রন্থ ও পত্রিকাদি বিনাবিচারে পড়বার অভ্যাসটি, এখানকার এই গ্রন্থাগারে, আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনে যে কখন গেঁথে দিয়েছিল সেই শিশু বয়স থেকে, তা আমি নিজেও বহুদিন পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।

দেশ ভ্রমণ আমার জীবনের একটি বড় নেশা। গত প্রায় ৪৫ বছর আমি ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত এবং বাইরের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেছি, বিশাল এবং বৈচিত্র মণ্ডিত নিজের এই দেশের এবং বিদেশের সঠিক পরিচয় লাভের উৎসাহে। প্রতিবারই যাত্রার পূর্বে, ভ্রমণস্থলের যাবতীয় তথ্য ও ইতিহাস ভাল কোরে জেনে যাবার চেষ্টা কোরেছি, এখানকার গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ও পত্রিকার দ্বারা। দেশকে ভাল কোরে জানা এখনো আমার শেষ হয়নি বলে, এখনো, নিজের দেশকে দেখে বেড়াচ্ছি। এখনো যাত্রার পূর্বে, সেই সব অঞ্চলের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করি, গ্রন্থাগার থেকে।

আমি সাহিত্যিক নই বা আমি ইতিহাস ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অধ্যাপক বা গবেষক নই। আমি পূজনীয় গুরুদেবের রচিত সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয় কলার একজন পরিবেশক মাত্র। কলেজের ছাত্র বা অধ্যাপকদের মত গ্রন্থ পড়ে; নিজেকে গবেষক রূপে প্রকাশ করবার মত কোন শিক্ষাও আমার নেই। কিন্তু পূজনীয় গুরুদেবের উৎসাহে উৎসাহিত হোয়ে প্রথম যেদিন আমি প্রবন্ধ লিখ্‌তে বসি, সেদিন বুঝতে পেয়েছিলাম যে, শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার কিভাবে আমাকে পূর্বেই তৈরি কোরে রেখেছে। গ্রন্থকার হিসেবে আমার যেটুকু পরিচয় আজ আমি দেশবাসীর কাছে প্রকাশ কোরে ধরতে পেরেছি, তার জন্যে গ্রন্থাগারের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এই রূপ গ্রন্থাগারের অকৃপণ সাহায্য বা তার কাছ থেকে বিচিত্র বিষয়ের জ্ঞান আহরণের সহজ সুযোগ না পেলে, গ্রন্থকার রূপে আমার এই সামান্য পরিচয়টুকু আজ অপ্রকাশিতই থেকে যেতো।



গ্রন্থাগার সংবাদ

দেশবন্ধু সাধারণ পাঠাগার

২৮শে ডিসেম্বর '৮৫ রবিবার স্থানীয় কুমার আশুতোষ ইনিষ্টিটিউশন্ (মেন) প্রাঙ্গণে দেশবন্ধু সাধারণ পাঠাগারের স্বুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন খ্যাতনামা কবি কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত।

সভাপতির ভাষণে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী বলেন, স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষাকে পূর্ণতায় পর্যবসিত করে পাঠাগার।

প্রধান অতিথির ভাষণে কবি কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন—বর্তমান যুগে মানুষের চিন্তার রসদ যোগাড় করবার প্রধান সহায়ক পাঠাগার।

পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীসুজিত কুমার রায় তার অভি-ভাষণে বলেন—সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বিশ্বের প্রতিটি সমাজ স্তরে বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে উঠেছে নানা গণসংগঠন। সেই অনুপ্রেরণার সুরে সুর মিলিয়ে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশবন্ধু সাধারণ পাঠাগার। পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন—শিক্ষা জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে, আধুনিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের জন্য পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; যে শিক্ষা মানুষকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার থেকে সম্যক জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেছে, সেই শিক্ষার বিকাশের জন্য পাঠাগারের দান অপরিসীম।

ভ্রান্ত মর্যাদার গ্লানি ও কেন্দ্রীভূত মনোভাবের বেষ্টনী অতিক্রম করে পাঠাগারের সুন্দর ও সুষ্ঠ রূপদানে যারা আগ্রহী, শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রচনায় যারা বিশ্বাসী, সকল রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে দেশবন্ধু সাধারণ পাঠাগারকে বৃহত্তর করার কাজে যারা প্রয়াসী, তাদের সকলকে তিনি স্বাগত জানান।

পাঠাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় বিমলানন্দ রায় মহাশয় এক আবেগপূর্ণ ভাষণে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির সহিত বিজড়িত পাঠাগারকে দ্বিতল করার জন্য ও সেই সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের নামানুসারে পাঠাগারের দ্বিতল ভবনের নাম "দেশবন্ধু সাহিত্য গবেষণা মন্দির" করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ঘুঘুডাঙ্গার আপামর জনগণের কাছে আবেদন জানান।

ধ্রুবসংহতি, বালসী, বাঁকুড়া

গত ২৩শে-২৫শে জানুয়ারী বাঁকুড়া জেলার বালসী গ্রামের ধ্রুবসংহতি গ্রন্থাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ২৩শে জানুয়ারীর আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব গ্রন্থ-গারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহসভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহসভাপতি শ্রীফনিভূষণ রায় সভার উদ্বোধন করেন। ধ্রুবসংহতির সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র পাল এবং সভাপতি শ্রীঅশ্বিনী গুপ্ত গ্রন্থাগারের পচিশ বর্ষ পূর্তি সম্পর্কে বিবরণ দেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীকে স্বাগত জানান। উদ্বোধক শ্রীরায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের রিডার শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার, শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু গ্রামীন গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও সাংগঠনিক সমস্যা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের রিডার ডঃ সুবিমল দেব গ্রন্থাগারের পাঠরুচী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। শ্রীকিশোরী চট্টোপাধ্যায় ধ্রুব-সংহতির উপর লেখা স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা একটি সুন্দর সঙ্গীতানুষ্ঠান উদযাপিত হয়। ২৪শে জানুয়ারী বিকাল ২-৩০মিনিটে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি রাজস্বমন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ সভায় বক্তৃতা করেন। শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি চিত্রপ্রদর্শণী ও ২৬শে জানুয়ারী ঐ উপলক্ষ্যে একটি সাহিত্য সভাও অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ সোয়াবিনের খাদ্য প্রস্তুত করে প্রচারের উদ্দেশ্য বিতরণ করেন।

ইয়াসলিক (IASLIC) কার্যালয় স্থানান্তর

১লা ফেব্রুয়ারী '৭৬ থেকে ইয়াসলিক (ILSLIC) কার্যালয় নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে।

বর্তমান ঠিকানা : পি ২৯১, স্কীম ৬ এম, কলিকাতা-৫৪।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকা (১) : বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, কলিকাতা (আংশিক) ।

BANKURA

1. Bankura Christian College
   Dist. Bankura L

2. Dhruba Sanhati
   P. o. Balsi, Dist. Bankura 7 75

3 Kotulpur Hitasadhan Gramin Granthagar
   P. o. Kotulpur, Dist. Bankura 4 75

4 Mandal Kuli Bani Granthagar
   P. o. MandalKuli, Dist. Bankura 4 75

5 Sahridhaya Netaji Library
   Patrasayer, Dist. Bankura 3 73

6 Taldangra Rural Library
   P. o Taldangra, Dist, Bankura 4 75

7 Udayan Sangha Sadharan Pathagar
   P. o. Gargaria, Dist. Bankura 4 75

8 Vivekananda Smriti Pathagar
   Vill. Maynapur P. o. Maynapur,
   Dist. Bankura 8 73

9 Gopal Chandra Pal
   Vill & p. o. Balsi, Dist. Bankura L

BIRBHUM

10 Bahiri Sahitya Pathagar
   Vill & p. o. Bahiri, Dist. Birbhum 9 74

11 Balijuri Public Cum Govt. Sponsored Rural Library
   p. o. Balijuri, Dist. Birbhum 11 75

12 Chandpara Gramin Granthagar
   p. o. Chandpara, Dist. Birbhum 8 74

13 Dakshingram Tarun Sangha Gramya Pathagar p o. & Vill. Dakshingram,
   Dist. Birbhum 4 75

14 Distrit Library Association
   p. o. Suri, Dist, Birbhum 4 75

15 Kharum Sakti Sangha
   Public-Cum-Govt. Spon. Rural Library
   p. o. Kharum, Dist. Birbhum 4 73

16 Kirnahar Kabindra Smriti Samity
   p. o. Kirnahar, Dist. Birbhum 4 75

17 Lokpara Rural Library
   Kuliara, Dist. Birbhum 12 75

18 Madhaipur P. M. S. Govt. Sponsored Rural Library
   p. o. Madhaipur, Dist. Birbhum 9 74

19 Netaji Sahitya Pathagar
   Panchsaya. p. o. Bahiri, Dist. Birbhum L

20 Palli Sevaniketan Gouribala Smriti Grammya Granathagar
   p. o. Bergram, Via—Sriniketan,
   Dist. Birbhum 4 75

21 Pragati Sanskriti Chakra Rural Library
   p. o. & Vill—Narayanpur,
   Dist. Birbhum 4 75

22 Sainthia Rural Library
   Sainthia, Dist. Birbhum 4 74

23 Visva Bharati Central Library
   Santiniketan, Dist. Birbhum 7 73

24 Ajit Bandyopadhya
   Bolpur prafulla Chandra Sen Kristi Parisad p. o. Bolpur, Dist. Birbhum 2 75

25 Birendra Chandra Bandyopadhyay
   Santiniketan, Dist. Birbhum 4 75

26 Ramprasad Das Vill. Kamarhati,
p. o. Mayureswar, Dist. Birbhum 11 75

27 Sudhamoy Das p. o. & vill—Uchkaran,
Dist. Birbhum 4 75

28 Modhusudan Mallik
Malancha
p. o. Bolpur, Dist. Birbhum L

29 Biswanath Mukherjee
C/o, Satyendra Kr. Mukherjee
Sarojini Smriti Sadan
Netaji Subhas Road, Nischintapur,
Rampurhat, Dist.—Birbhum 12 75

30 Sisir Kumar Nandi
Kuchuighata Munidra Smriti Govt.
Sponsored Rural Library
p. o. Kuchuighata, Dist. Birbhum 4 75

31 Sanat Kumar Pramanik
Kala Bhavan Sectional Library
p. o. Santiniketan, Dist—Birbhum 2 75

32 Jimut Bahan Roy Palli Siksha Sadan
Sriniken, Dist. Birbhum L

33 Nomita Roy, C/o, M. C. Roy
p. o Sriniketan, Dist—Birbhum 3 74

34 Santipriya Roy
Nichu Bunglow Santiniketan
Dist—Birbhum 7 74

35 Samir Kumar Roychowdhury
Suri Vidyasagar Callege
Suri, Dist—Birbhum 4 75

36 Ranjan Kumar Sen
25, Nichu Bunglow Santiniketan
Dist—Birbhum 6 75

BURDWAN

37 Amarargarh Milani Pathagar
p. o. Amarargarh, Dist. Burdwan 7 74

38 Baharan Palli Unnayan Samity Gramin
Pathagar p.o. & vill—Baharan,
Dist. Burdwan 7 74

39 Bohar Bani Library
Bohar Hattola, Bohar,
Dist—Burdwan 6 75

40 Burdwan University Central Library
Golapbag, Dist. Burdwan 1 76

41 Chhotobainan Kabi Kankan Pathagar
p. o. Chhotobainan, Dist. Burdwar 3 75

42 Chinchuria Rabindra Granthagar (Rural)
Chinchuria, Dist. Burdwan 6 75

43 Chittaranjan Pathya Mandir
p. o. Srikhanda, Dist. Burdwan 4 75

44 Jadabendra Smriti Pathagar (Gramin)
p.o. & vill—Satinandi,
Dist. Burdwan 4 75

45 Jagadya Pathagar (Sree)
p. o. & vill—Kshirgram
Dist. Burdwan 10 74

46 Jaragram Makhanlal Pathagar
P.o. Jaragram, Dist Burdwan. 6 74

47 Jay Hind Sangha Sadharan Pathagar
P.o. & Vill Nasigram
Dist Burdwan. 9 75

48 Jnanadas Pallimangal Samity Rural Library
P.o. Kandara. Dist Burdwan. 5 75

49 Joteram Bani Mandir
P.o. & Vill Joteram, Dist Burdwan 8 73

50 Kaiti Dr. Mrigendra Mitra Pathagar
P.o. & Vill Kaiti, Dist Burdwan. 1 76

51 Kalna Sub-Divisional Library
P.o. Kalna, Dist Burdwan. 3 74

52 Kamala Smriti Sadharan Pathagar
P.o. & Vill Birkulti, Dist Burdwan. 8 73

53 Kashiram Das pathagar
P.o. & Vill Singi Dist Burdwan 4 75

54 Katsihi Tripali Pathagar (R. L,)
Memari Monteswar Road,
P.o. Katsihi, Dist Burdwan, 4 75

55 Mankar Pallimangal Library
P.o. Mankar, Dist Burdwan, 2 74

56 Masagram Public Library
P.o. & Vill Masagram,
Dist Burdwan. 5 73

57 Memari Milan Sangha Gramya Pathagar
Memari, Dist Burdwan 12 74

58 Nutanhat Milan Pathagar
Nutanhat Dist Burdwan 4 75

59 Parbatpur Sarba Sadharan P. thagar
P.o. Parbatpur, Dist Burdwan. 4 74

60 Patuli Pallimangal Club, Rural Library
P.o. Patuli, Dist Burdwan, 8 73

61 Rambandha Sadharan Granthagar
Rambandh Main Road
P.o. Burnpur, Dist Burdwan. 8 73

62 Ramkrishna Sangha
P.o. Piplon, Dist Burdwan. 4 74

63 Satyamoy Sanyal Sadharan Pathagar
Kalna, Dist Burdwan 6 74

64 Sree Gadadhar Granthagar
P.o, Boharkuli, Dist Burdwan, 3 75

65 Sreerampur Tarun Sangha Pathagar
Sreerampur Mathpara
P.o, Keshabpur, Dist Burdwan. 12 75

66 Srikhanda Janasanstha Samiti
(Children Section)
P.o. Srikhanda, Dist Burdwan 6 74

67 Subhas Pathagar
P.o. Kalna, Dist Burdwan 7 74

68 Sudpur Ramkrishna Pathagar
P.o. & Vill Sudpur, Dist Burdwan 1 73

69 Swamiji Milan Mandir Pathagar
P.o. Rasulpur, Dist Burdwan 5 75

70 Uchalan Pathagar
P.o. & Vill Uchalan Dist Burdwan 4 75

71 Kamal Banerjee
Kalna College
P o. Kalna, Dist Burdwan 8 75

72 Satyanarayan Banerjee
B. B. College
P o. Asansol, Dist Burdwan 4 75

73 Harendranath Busuy, Room no. 5
CMERI, Durgapur-9
Dist Burdwan 3 74

74 Oasis Basu
Ramlal Bose Lane, Dist Burdwan L

75 Rammohan Basu
Ramlal Bose Lane, Dist Burdwan L

76 Suddha Sattwa Bhattacharya
4/11, Tagore Place
Durgapur-4, Dist Burdwan 5 73

77 Dhirendra nath Bishayee
Milan Sangha Gramya Pathagar
P.o. Memari, Dist Burdwan 12 74

78 Amalesh Chatterjee
33, Purba Natun Palli
P.o. Burdwan, Dist Burdwan 12 74

79 Praimal Chowdhury
Senior Technical Asstt (Library)
Central Mechnical Engg.
Research Institute
Mahatma Gandhi Avenue, Durgapur—9
Dist. Burdwan 7 72

80 Mrityunjay Dey
Bangal Patti p.o Katwa, Dist. Burdwan L

81 Jagadish Chandra Dhar
24, Ahiri Mahal Lane, Dist. Burdwan 6 75

82 Kajal Kumar Ghosh
13/3, Edison Road, Durgapur—5
Dist. Burdwan 8 73

83 Kaji Kabir Hossain
p.o. & vill—churulia, Dist. Burdwan 10 75

84 Sibaram Majumdar
Guskara College
p. o. Guskara, Dist. Burdwan 3 75

85 Abdul Momen Middya
vill—Kuljora p. o. Karanda,
Dist. Burdwan 12 75

86 Budhendu Bijay Misra, Scientist
N/1, C M E R I Colony, Durgapur—9
Dist. Burdwan 9 74

87 Dr Subodh Mukherjee
Borehat, Dist. Burdwan 3 74

88 Dilip Kumar Roy
Burdwan University Library
Golapbag, Dist. Burdwan L

89 Laxshminarayan Roy
p.o. & vill—Satinandi, Dist. Burdwan 4 75

CALCUTTA

90 Acharyya Prafulla Roy Polytechnic
Calcutta-32 4 75

91 Agrabani
2I/, Dr. Suresh chandra Banerjee Road
Caicutta-10 11 73

92 Ariadaha Association Library & Literary Club
132, Feedar Road. Calcutta-57 6 75

93 Asutosh College Library
Shyamaprasad Mukherjee Road.
Calcutta-26 1 76

94 Avijatri Pathagar
11, Ramanath Pal Road. Calcutta-23. 5 75

95 Bagbazar Reading Library
2, K. C. Bose Road. Calcutta-4. 5 74

96 Bagmari Club
248, Bagmari Road. Calcutta-54. 6 75

97 Balak Sangha Sree/Sreemati K. S. Parekh
Library Reading Room
Subhas Udyan (Northern Park)
Calcutta-20. 2 74

98 Barisha Pathagar
37, K. K. Raychoudhury Road.
Calcutta-8. 7 74

99 Bengal Social Service League
1/6, Raja Dinendra Street Calcutta-9. 7 74

100 Beniatola Adarsa Bani Mandir
41/1, Beniatola Street. Calcutta-5. 2 76

101 Bharati Parishad
6, R. G. Kar Road. Calcutta-4. 12 74

102 Bhawanipur Education Society College
Library 5, Elgin Road.
Calcutta-20. 3 75

103 Birati Sadharan Pathagar
A. P. C. Ray Road. Calcutta-51. 4 73

104 The Boy's own Library & Young men's Institute
P29, Dalimtala Lane C. I. T Scheme
Calcutta-6. 4 74

105 Librarian, Calcutta University Central LibraryCalcutta-73. 12 75

106 Chaitanya Library
4/1, Beadon Street. Calcutta-6. 4 74

107 Chinmayee Smriti Pathagar
27/8A, Mahatma Gandhi Road.
Calcutta-9. 4 74

108 Chittaranjan National Cancer Research centre
37, Shyamaprasad Mukherjee Road
Calcutta-26. 2 76

199 Cossipur Institute
43, Cossipur Road. Calcutta-36. 1 76

110 Dr. B. C. Roy memorial Committee
20, canal circular Road. Calcutta-54. 4 75

111 Deshbandhu Sadharan Pathagar
14/V, Dum Dum Road.
Calcutta-30. 12 75

112 Dhakuria Public Library
Calcutta-31 (L)

113 Dhirendra Smriti Sadharan Pathagar
75, Jessore Road. Calcutta-28. 9 75

114 Duncan Brothers Sports Association (Library)
31, Netaji Subhas Road.
Calcutta-1. 5 74

115 Entally Institute Rajluxmi Sur Smriti Pathagar
57, Deb Lane Calcutta-14. 1 75

116 Geological Survey of India Library
29, Jaharlal Nehru Road.
Calcutta-16. 6 74

117 Hem Chandra Library
11/1, Mohon chand Road.
Calcutta-23. 10 75

118 Indian Museum
27, Jawaharlal Nehru Road.
Calcutta-69. 5 71

119 Islamia Library
1 A, Ibrahim Road. Calcutta-23. 7 73

120 Librarian, Jadavpur University Library
Calcutta-32. 8 74

121 Jagajyoti Granthagar
4/2, Madhu Gupta Lane.
Calcutta-12. 4 74

122 Jamini nath Smriti Granthagar
C/o. Bengal Deaf and Dumb Association
41/B, Sadananda Road.
Calcutta-26. 2 75

123 Kanai Smriti Pathagar
34, Guruprasad Chandhury Lane
Calcutta-6. 7 75

124 Khidderpore college
2, Pitambar Sarkar Lane.
Calcutta-23. 4 74

125 Loreto College
7, Middleton Row. Calcutta-16. 9 73

126 Manoharpukur Deshbandhu Pathagar
43, Satish Mukherjee Road.
Calcutta-26 (L)

127 Michael Madhusudan Library
17/1/1, Manasatala Lane.
Calcutta-23. 2 75

128 Mitra Institution, Bhowanipur Branch
16A, Balaram Basu Ghat Road.
Calcutta-25. 5 74

129 Moitry Sangha Library
9, Mohendra Chatterjee Lane
Calcutta-46. 1 75

130 Mudiali Library
Umesh Neogi Road. Garden Reach
Calcutta-24. 5 74

131 Natya Pathagar
39/1A, Gopalnagar Road
Calcutta-27. 9 75

132 Netaji Nagar College Regent Park
Calcutta-40. 4 75

133 New Friends Library
166, Nimu Goswami Lane
Calcutta-5. I0 75

134 Pearymohan Memorial Public Library
87, Feeder Road. Belgharia,
Calcutta-56. 4 74

135 Pratap Chandra Mazumder Memorial Hall & Library
84, Acharya Prafulla Chandra Road.
Calcutta-9 8 74

136 Prativa Library
14, Banerjee para Road.
Calcutta-8. 4 74

137 Librarian Rabindra Bharati University Library
6/4, Dwarkanath Tagore Lane
Calcutta-7. 3 73

138 Rabindra Maitra Smriti Pathagar
82, Dr. Suresh Sarkar Road.
Calcutta-14. 5 74

139 Ram Garh Pragati Sangha (Granthagar)
P. o. Naktala. Calcutta-47. 8 73

140 Sadharan Pathagar
27/1, Asoke Garh East, Calcutta-35. 11 73

141 Sahapur Library
30, Bura Shibtala Main Road,
Calcutt-33. 6 74

142 Saileswar Library & Free Reading Room
4/c, Prabhuram Sarkar Lane,
Calcutta-15. 4 75

143 Sanikriti Parisad
77A, Chandi Ghosh Road, Cal.-40. 4 75

144 Santi Institute
26, Sasibhusan De Street,
Calcutta-12. 5 74

145 Scottish Church College
Calcutta-6. 3 75

146 Secretariat Library
Writers Buildings, Calcutta-1. 3 75

147 Shree Mahabir Pustakalaya
10/A, Chitpur Squr, Calcutta-7. 9 73

148 State Central Library
56A, B. T. Road, Calcutta-50. 12 75

149 Subarban Library & Nalini Smriti Free Reading Room
20/A, Shyama Charan Mukherjee Street
Calcutta-2. 7 75

150 Subarbau Reading Club
33, Talpukur Road, Calcutta-10. 5 75

151 Taltalla Public Library
12/B, Taltalla Library Road,
Calcutta-14. 4 74

152 Ultadanga Pragati Pathachakra
Flat-8, Block-3
H. S. (IV) S. C. I. T. Buildings
103, Ultadanga Main Road,
Calcutta-67. 8 75

153 Vivek Sangha
viveknagar, Calcutta-32 6 74

154 Vivekananda college for Women
Barisha, Calcutta-8. 6 74

155 West Bengal Govt. Press Library
38, Gopalnagar Road, Calcutta-27. 9 74

156 Writers Building Club Library
Writers Buildings, Calcutta-1. 7 75

157 Santi Acharya, National Library
Calcutta-27. 8 74

158 H. N. Anandaram, T. N. B.,
National Library, Calcutta-27. 12 74

159 Sasanka Kumar Bagchi, Bureau of
Education & Psychological Research
25/3, Ballygunge Circular Road,
Calcutta-19. 7 75

160 Sandhya Bakshi
14/2, Rakhal Ghosh Lane,
Calcutta-10. 9 74

161 Ruma Bal
114/4/3, Hazra Road
Flat-1, Calcutta-26. 4 75

162 Aditi Banerjee
Lady Brabourne College
P 1/2, Suhrawardy Avenue,
Calcutta-17. 4 75

163 Ajit Kumar Banerjee
46, Rup Chand Mukherjee Lane
Calcutta-25. 12 75

164 Amiya Kumar Banerjee
89, Deb Lane, Calcutta-14. L

165 Anil Krishna Banerjee
C/o, Dr. J. N. Chakrabarti
15B, Sadananda Road, Calcutta-26. L

166 Arun Lal Banerjee
21/1, R. K. Ghosal Road,
Calcutta-42 8 74

167 Bijaya Banerjee
251/A/6D, Netaji Subhash Chandra
Bose Road, Calcutta-47. 5 74

168 Bimal Kumar Banerjee
National Library, Sc. & Tech Division
Calcutta-27. L

169 Bisweswar Banerjee
9/3A, Jagadish nath Ray Lane,
Calcutta-6. 4 75

170 Chandana Banerjee
Govt. Housing Estate. V. I. P. Road
Block—O, Flat—3
Calcutta-54. 9 75

171 Chittaranjan Banerjee
6E/2, Aftab Masjid Lane, Calcutta-27. L

172 Dipak Banerjee
510A, New quarters
Calcutta Airport. Dum Dum
Calcutta-52. 6 75

173 Gouri Banerjee
28/6, Station Road, Calcutta-31. L

174 Gurudas Banerjee C/o., Jijnasa
1A, College Row, Calcutta-9. 7 75

175 Ira Banerjee
5B, Fern Road, Calcutta-19. 12 75

176 Kamal Bikash Banerjee
12A/4, Kalupara Lane, Calcutta-31. 9 73

177 Kamalesh Chandra Banerjee
37/1, Abinash Chandra Banerjee Lane
Calcutta-10. 9 75

178 Krishna Banerjee (Mukherjee)
L/J-2, Old Dog Race Course
Behala, Calcutta-38. 10 74

179 Ma[illegible] Banerjee
8B, Gariahat Road (South)
Calcutta-68. 9 75

180 Minati Banerjee
42/B, Iswar Ganguly Street,
Calcutta-26. 8 74

181 Mukti Banerjee
62E, Maharaj Tagore Road
Calcutta-31. L

(ক্রমশঃ)

: বিজ্ঞপ্তি :

১। পরিষদের ৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত বার্ষিক সদস্য চাঁদা যাঁরা এখনও দেননি, তাঁদের প্রতি অনুরোধ, অবিলম্বে চাঁদা পাঠিয়ে দিন। পোষ্টাল অর্ডারেও দেওয়া যায়।

২। "গ্রন্থাগার" এর বিগত সংখ্যায় প্রাক্তন সকল ছাত্রছাত্রীদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা নাম ও সাল উল্লেখ করে ২৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে লিখুন; সংশোধিত তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যায়।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভ জনক। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

	সাধারণ সংখ্যা	বিশেষ সংখ্যা
মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৭৫·০০	৩৫০·০০
„ „ অর্ধ পৃষ্ঠা	১০০·০০	— —
„ তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০০·০০	৩৫০·০০
„ „ অর্ধ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	— —
„ চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২২৫·০০	৪০০·০০
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	৩০০·০০
„ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০·০০	১৭৫·০০
„ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০·০০	— —

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌছান প্রয়োজন।

একাধিক সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বিষয়ে স্বতন্ত্র কনট্রাক্ট। বিবিধ সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—'গ্রন্থাগার'
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
ফোন: ৪৪-৮৫৬৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২০ টাকা

Library Service in India To-day
মূল্য ৩ টাকা

Library Personality & Library Bill for West Bengal
S. R. Ranganathan প্রণীত মূল্য ২ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা
(১৯৬৪ সংস্করণ) মূল্য ৫ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার
ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ২ টাকা

গ্রন্থবিজ্ঞা
ডঃ আদিত্য কুমার ওয়াদেদার প্রণীত মূল্য ৪ টাকা

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী
বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭ টাকা

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145/
Regd No. RN/2674/57

Volume 25 : No. : 10 [Silver Jubilee Year] Jan.-February-1976

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor. Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8565

N. B. English Abstracts of Articles published in Vol 25, No. 9 & 10. may be found in this issue on page No. 390.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University. Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-14.

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

২৫ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা ; [রজত জয়ন্তী বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৮২

সূচী

বার্ষিক মূল্য—১৫·০০ সম্পাদক : সত্যব্রত সেন প্রতি সংখ্যা ১·৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভ জনক। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

		সাধারণ সংখ্যা	বিশেষ সংখ্যা
মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা		১৭৫·০০	৩৫০·০০
" "	অর্ধ পৃষ্ঠা	১০০·০০	— —
" তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা		২০০·০০	৩৫০·০০
" "	অর্ধ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	— —
" চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা		২২৫·০০	৪০০·০০
সাধারণ	পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	৩০০·০০
"	অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০·০০	১৭৫·০০
" এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা		৪০·০০	— —

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্য্যালয়ে পৌছানো প্রয়োজন।

একাধিক সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বিষয়ে স্বতন্ত্র কনট্রাক্ট। বিবিধ সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—'গ্রন্থাগার'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
ফোন: ৪৪-৮৫৬৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২০ টাকা

[**এই ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ** প্রকাশের কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গের যে সব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার, চাঁদা গ্রন্থাগার এখনও তথ্যাবলী পাঠান নি, তারা অবিলম্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং ডাইরেক্টরী ফর্ম পূর্ণ করে দিন]

Library Service in India To-day
মূল্য ৩ টাকা

Library Personality & Library Bill for West Bengal
S. R. Ranganathan প্রণীত মূল্য ২ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা
(১৯৬৪ সংস্করণ) মূল্য ৫ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার
ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ২ টাকা

গ্রন্থবিদ্যা
ডঃ আদিত্য কুমার ওয়াদেদার প্রণীত মূল্য ৪ টাকা

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী
বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭ টাকা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি আই টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।

(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—**সত্যব্রত সেন**

সহযোগী সম্পাদক—**মিনতি চক্রবর্তী**

রজত জয়ন্তী বর্ষ ॥

বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১১ — **ফাল্গুন, ১৩৮২**

সূচী

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ — **বার্ষিক সংখ্যা ১৫·০০।**

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি কি অবহেলিত হচ্ছে ?

সম্পতি প্রকাশিত "গ্রন্থাগারকর্মী" পত্রিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর সম্মতি থাকা সত্ত্বেও, গ্রন্থাগার উন্নয়নে গত কয়েক বৎসরের প্রচেষ্টা আজও ফলপ্রসূ হতে দেখা যাচ্ছে না। প্রচেষ্টাগুলি, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থায় ত্রুটি দূরীকরণ, ঐ গ্রন্থাগারগুলির জন্য সরকারী অনুদান—পুস্তক ক্রয়ের জন্য ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য বৃদ্ধি, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ভাতা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের সমতুল করা, সার্ভিস রুলের প্রচলন ও কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত।

সরকারের কাছে আমরাও আবেদন জনাবো এইসব স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলোর প্রতি ও তাদের স্বল্প সংখ্যক কর্মী-বৃন্দের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি দিতে। প্রশাসনিক কাজে জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকের হাত শক্ত করা না হলে, গ্রন্থাগার পরিচাল-নায় জেলা গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য স্তরের গ্রন্থাগারিকদের হাত শক্ত করা না হলে, মনে হবে সরকারী সব অর্থব্যয়ই ব্যর্থ হচ্ছে। আর বিপরীত ক্ষেত্রে, গ্রন্থাগার শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের ক্ষেত্র না হয়ে সামাজিক অবক্ষয়রোধকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুষ্ঠু অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে - তথ্য কেন্দ্র হয়ে, সামাজিক উৎপাদনে নতুন জীবন সৃষ্টির উৎসাহ উদ্দীপনাময় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের সমর্থন

এককালে কলিকাতা কর্পোরেশন গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি সহায়ক শক্তি হিসাবে পরিগণিত হতো। মাঝখানে তা নির্লিপ্ততার নিমজ্জিত থাকলেও সম্প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে, কর্পো-রেশন কর্তৃপক্ষ সহৃদয় সহানুভূতি জ্ঞাপন করে। পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদযাপনে সহযোগিতার নিদর্শন স্বরূপ দু'হাজার টাকা অনুদানও দিয়েছেন। একটি জন-সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাবও বিবেচনাধীন রয়েছে বলেও জানা গেছে। এবিষয়ে রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী, প্রশাসক শিবপ্রসাদ সমাদ্দার ও শিক্ষাসচিব যতীশ রায়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আমরা ভবিষ্যতের দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar : Vol 25, No 11, Feb-March '76

[Falgun 1382]

Granthalaye Grahakbhukti O Byabaharkarider Gatiprukriti Paryyabekkan [Enrolled readers & users : survey] by Jimutbahan Roy.

The author has presented a survey report made by him as to the movement of enrolled readers & users of a Library as he considers that such occassional but systematic survey is necessary to know the actual progress of Library service. This article is associated with 5 (five) tables.

Balyakale Granthagare [Boyhood days in Libraries] by Sunil Gangopadhyay.

Sri Gangopadhyay is an eminent Bengali Novelist as well as poet. He has described here his boyhood days in Library being sent by his mother.

Library by Bimal Kar.

Sri Kar is also an eminent Bengali novelist as well as journalist. He described how he was attracted to Libraries and how his association with Libraries was beneficial.

Nirakkarata Durikarane Kerala Granthasala Sangamer Bhumika [Role of Kerala Library Association in the field of eradication of illiteracy] by Samir Chakraborty

Sri Chakraborty quoting certain statements of the Secretary of Karala Granthasala Sangham described how far the said Sangam is playing vital role in the field of literacy.

Pathagarer Apakarita ! [Harms from Libraries] by Sukumar Bhattacharji.

By citing two stories he actually stated that Library does no harm to anybody but all good.

সম্প্রতি প্রকাশিত নির্ব্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা (৬)

পরিচালনা : **অচিন্ত্য মল্লিক।**

[আগামী সংখ্যায় সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকের এক কপি করে আমাদের দপ্তরের জমা পড়বে, তার তালিকা প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক, গ্রন্থাগার]

১। **অজয় বসু। ফুটবলের আইন।** কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ। ১৯৭৬। ৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য – ৫·০০।

২। **অদ্রীশ বর্ধন। অনুবাদিত। রহস্য অমনিবাস।** কলিকাতা। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৯৭৬। ১১২ পৃঃ। মূল্য—৫·০০। [বিদেশী কতিপয় রহস্য কাহিনীর প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ]

৩। **অদ্রীশ বর্ধন। সম্পাদিত। দানিকেন ও মহাবিশ্ব রহস্য।** কলিকাতা। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৯৭৬। ১৭৬ পৃঃ। মূল্য—৮·০০। [বহু বিতর্কিত দানিকেন-তত্ত্ব সম্পর্কিত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা]

৪। **অমরনাথ বসু। বায়ুবাহী বিষণ্ণতার জীবাণুরা।** হাওড়া – ১, সিন্ধুসারস প্রকাশনী। ১৯৭৬। ৪২ পৃঃ। মূল্য—৩·০০। [কবিতা]

৫। (ডঃ) **কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-কাব্যে রূপকল্প।** কলিকাতা। অভীপ্রকাশক। ১৯৬৫। ২৭৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ২০ টাকা।

৬। **গজেন্দ্রকুমার মিত্র। একাল চিরকাল।** কলিকাতা। রবীন্দ্রলাইব্রেরী। ১৯৭৫। ১৭৭ পৃঃ। মূল্য—১০·০০। [উপন্যাস]।

৭। **গণেশ ঘোষ। বিপ্লবী সূর্য্য সেন** [বিপ্লবী সূর্য্য সেন বক্তৃতামালা]। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭৬। ৯২ পৃঃ। মূল্য—৫·০০।

৮। **জুলভার্ণ। কার্পেথিয়ান ক্যাসল।** অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত। কলিকাতা। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৯৭৬। ১৩৪ পৃঃ। মূল্য—৭·০০। [চিরপ্রিয় লেখকের একটি অপ্রকাশিত রচনার সুন্দর বঙ্গানুবাদ]

৯। **পার্থ ঘোষ। কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো প্রসঙ্গে।** কলিকাতা। **ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী** প্রাঃ লিঃ। মার্চ, ১৯৭৬। ৮৪ পৃঃ। মূল্য—৪·০০।

১০। **বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। সম্পাদিত। সংক্ষেপিত বঙ্কিম গ্রন্থাবলী :** ১ম খণ্ড। কলিকাতা। ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিঃ। ১৯৭৫। ১৮১ পৃঃ। মূল্য—১০·০০।

১১। **মধুসূদন প্রবাহে দৃশ্যমান নশ্বর ভগ্নাংশ।** কলিকাতা। বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ। ১৯৭৫। ৪৮ পৃঃ। মূল্য—৫·০০। [কবিতা]।

১২। **মন্মথ রায়। শরৎ বিপ্লব।** কলিকাতা। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। ১৯৭৫ (নভেম্বর)। ১৪২ পৃঃ। মূল্য—৫·০০। [শরৎচন্দ্র-বিষয়ক নাটক]।

১৩। **মার্কস ও এঙ্গেলস্। 'চিত্রে' কম্যুনিষ্ট পার্টির ইস্‌তেহার।** কলিকাতা। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ। ১৯৭৫। ২০ পৃঃ। সচিত্র "২৭ সি· এম"। মূল্য—৭·০০।

১৪। **মোহিত রায়। নদীয়া জেলার পুরাকীর্ত্তি** ১ম সং। কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ। আগষ্ট—১৯৭৫ (অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় ও ডঃ সুধীররঞ্জন দাশ সম্পাদিত) ১২৮ পৃঃ। (আলোকচিত্র—২০ পৃঃ)। মূল্য ৪·০০ [পুরাকীর্তি। নদীয়া জেলার যাবতীয় পুরাকীর্তির তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ]।

১৫। **যোসেফ এফরু মূরিশ। তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল।** অজিত দত্ত অনূদিত। হাওড়া। লোকায়ত প্রকাশন। ১৯৭৫। ২২১ পৃঃ। চিত্রসম্বলিত। মূল্য—১৫·০০। [বাইবেল কথিত কাহিনীর আলোকে মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের "আগন্তুকগণের" সম্পর্কে চিন্তামূলক ও তথ্য সম্বলিত একটি অমূল্য গ্রন্থ। মূল ভাষা, জার্মান]।

১৬। **হরলাল ভট্টাচার্য্য। মহাভারতে ভীষ্ম চরিত্রের মাহাত্ম্য।** কলিকাতা। "মহাকাব্য কথামৃত"। ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। মাঘী পূর্ণিমা ১৩৮২ (১৯৭৬)। ৩৪৭ পৃঃ। মূল্য—১৫·০০। [ভীষ্ম চরিত্রের নবতম বিশ্লেষণ]।

১৭। **সত্যজিৎ রায়। বিষয় চলচ্চিত্র।** কলিকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৯৭৬। ৭৬ পৃঃ। মূল্য—১০·০০। [চলচ্চিত্র শিল্প ও চলচ্চিত্র নির্মাণের নন্দনতত্ত্ব]।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল—১৯৭৫

প্রথম শ্রেণী

গুণানুসারে

রোল নং	নাম
১০২ সি	রুমা বল
২৩·এ	ইরাশীল, ৫৩ এ কুমকুম চন্দ
৪৯ এ	সুজিত সেনগুপ্ত
৬৯ সি	বেচুরাম জেটি
২ সি	বুলা বসু, ৮৭ এন ৭৪ ব্রততী নিয়োগী
১৯ সি	বুলবুল নাগ
৯ সি	সুজাতা চৌধুরী
৭৮এন ৭৪	ঝর্ণা ভট্টাচার্য
৪২ সি	মন্মথনাথ মাইতি
৭৭এন ৭৪	তৃপ্তি বড়ুয়া
১০৬ সি	নিধির পোদ্দার
৫৯ এ	অমিতাভ বণিক, ১০৩সি অমল কুমার দে
৮ এ	রীতা চৌধুরী
৫৬ এ	স্মিতা সিংহরায়
১০৫ সি	তরুণকান্তি পাইন
২৫ সি	চিত্রা সিংহরায়, ৭৯এন ৭৪ বৈজয়ন্তী বিশ্বাস
৮১এন ৭৪	বাণী চক্রবর্তী
৭ সি	মায়া বিশ্বাস
১৩ এ	চন্দ্রাবলী দত্ত চৌধুরী
১ এ	মৌ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫ সি	অমিতা ঘোষ রায়, ২৯এ দেবদাস ভট্টাচর্য
১০ এ	খনা দাশগুপ্ত
১৪ এ	রত্না দাশগুপ্ত, ৩২এ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৩৭ সি	সুশীল কুমার দত্ত

দ্বিতীয় শ্রেণী

রোল নং অনুযায়ী

নাম

৩ এ মেখলা বসু
৪ সি তপতী বসু
১২ সি মীরা দত্ত (ভৌমিক)
১৬ সি রেণুকা ঘোষ
১৭ সি কল্পনা গুহ
১৮ এ স্বাগতা মুখোপাধ্যায়
২০ সি অর্পণা রায়
২১ সি নন্দিনী রায় চৌধুরী
২২ সি মমতা সরকার
২৪ সি স্রোতা সেন
২৬ সি জবা সিংহ
২৭ এ কমলেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮ সি প্রদ্যোত বসু চৌধুরী
৩০ সি রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৩১ সি কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী
৩৩ সি অনুপ চৌধুরী
৩৪ এ দিলীপ কুমার দাস
৩৫ সি জগমোহন দাস
৩৬ সি প্রদ্যোত কুমার দাস
৩৮ এ সুধাংশু শেখর জানা
৩৯ সি বুদ্ধদেব কর্মকার
৪০ সি রামনারায়ণ কেশরী
৪১ সি কলহরি মাহত
৪৩ এ সুবোধরঞ্জন মাজি
৪৪ সি অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়
৪৫ সি পরেশ চন্দ্র সাহা
৪৬ সি শ্যাম সুন্দর সাহা পোদ্দার
৪৭ সি স্বপন কুমার সাহা
৪৮ এ কালীজীবন সরকার
৫১ এ ব্রততী বসু
৫৪ এ মঞ্জু দাশগুপ্ত
৫৫ সি গোপা পাল
৫৭ এ অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৮ এ দিলীপ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬১ এ মনোজ কুমার বিশ্বাস
৬২ এ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস
৬৩ এ স্বপন কুমার বিশ্বাস
৬৪ এ গৌরাঙ্গ চন্দ্র চক্রবর্তী
৬৫ এ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬৭ সি প্রবীর কুমার দাশগুপ্ত
৬৮ সি তপন কুমার ঘোষ
৭০ সি সমীর রঞ্জন মণ্ডল
৭১ সি সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়
৭২ সি তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
৭৩ এ রঞ্জিব রঞ্জন পাল
৭৪ এ বিজয় কৃষ্ণ প্রামাণিক
৭৫ এ রতন কুমার সাধু
৭৬ এন ৭৪ গীতা বক্সী
৮০ এন ৭৪ অঞ্জলী চক্রবর্তী
৮৩ এন ৭৪ রমা দাস
৮৪ এন ৭৪ দীপ্তি হালদার
৮৫ এন ৭৪ সন্ধ্যা সরকার
৮৬ এন ৭৪ ইরা মিত্র বিশ্বাস
৮৯ এন ৭৩ প্রেমাংশু বশিষ্ঠ
৯১ এন ৭৪ অনুপ কুমার দাশ
৯৩ এন ৭৩ অজিত কুমার গোপ
৯৫ এন ৭৩ সন্ধ্যা সরকার
৯৬ এন ৭৩ বুদ্ধদেব নাথ
৯৮ সি সান্ত্বনা চক্রবর্তী
৯৯ সি সঞ্জয় কুমার ঘোষ
১০১ এ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়
১০৪ সি রবিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
১০৭ সি শিপ্রা রায়

গ্রন্থালয়ে গ্রাহকভুক্তি ও ব্যবহারকারীদের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

জীমূতবাহন রায়
বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন

গ্রন্থালয়ের যথার্থ ব্যবহারে গ্রন্থালয়ের সার্থকতা। গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কিংবা গ্রন্থব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পেলেই যে গ্রন্থালয়ের যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে একথা অবশ্য মনে করার কারণ নেই। গ্রাহকবর্গের সামান্য অংশ যদি অত্যধিক মাত্রায় গ্রন্থালয় ব্যবহার করেন এবং অধিকাংশ গ্রাহক যদি নিষ্ক্রিয় থাকেন তবে বুঝতে হবে সংগঠনের কোথাও ত্রুটি আছে। সে বিষয়ে অবহিত হতে গেলে গ্রাহকদের কত অংশ গ্রন্থলয় ব্যবহার করছেন তার হিসাবের ওপর চোখ রাখা প্রয়োজন। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারলে গ্রন্থালয়ে গ্রাহকদের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে পারা যায়:

১। গ্রন্থালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মোট গ্রাহক সংখ্যা কত? বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের আনুপাতিক হার কি? এই আনুপাতিক হার কি প্রতি বৎসর সমান থাকে? অথবা বিভিন্ন বৎসরে হ্রাসবৃদ্ধি হয়? এরকম হয়ে থাকলে এই হ্রাসবৃদ্ধির কারণ কি?

২। গ্রাহকসংখ্যা মাসিক ও বাৎসরিক কি পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি হয়? কোন নির্দিষ্ট হারে এই হ্রাসবৃদ্ধি হয়ে থাকে কি? হয়ে থাকলে সেই হার কি? হ্রাসবৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট হার না থাকলে তার কারণ কি?

৩। গ্রন্থালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা কত? বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবহারকারীর আনুপাতিক হার কি? এই আনুপাতিক হার কি প্রতি বৎসর সমান থাকে অথবা বিভিন্ন বৎসরে হ্রাসবৃদ্ধি হয়? এরকম হয়ে থাকলে হ্রাসবৃদ্ধির কারণ কি?

৪। গ্রন্থালয়ের ব্যবহারকারীরা কি সারা বৎসর সমানভাবে গ্রন্থালয় ব্যবহার করে থাকেন? ব্যবহারকারীরা সাধারণভাবে বৎসরের কতমাস গ্রন্থালয় ব্যবহার করে থাকেন? বিভিন্ন বৎসরে তাঁদের ব্যবহারের মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে অথবা হ্রাস পাচ্ছে? মানের ক্রমাবনতি লক্ষ করা গেলে এরূপ হওয়ার কারণ কি?

৫। ব্যবহারকারীদের সংখ্যা মাসিক ও বাৎসরিক কি পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি হয়? কোন নির্দিষ্ট হারে এই হ্রাসবৃদ্ধি হয়ে থাকে কি? হয়ে থাকলে এই হার কি? হ্রাসবৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট হার না থাকলে তার কারণ কি?

৬। গ্রাহকসংখ্যার কত অংশ গ্রন্থালয় ব্যবহার করে থাকে? গ্রাহক ও ব্যবহারকারীর সংখ্যার অনুপাতিক হার কি? এই হারের কোন হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ করা যায় কি? হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থালয় এই সমস্যাগুলিকে বিভিন্নভাবে সম্মুখীন হবেন। যেমন, কোন বিদ্যায়তনের গ্রন্থালয়ের গ্রাহকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট সীমা ও হার থাকে কিন্তু সাধারণ গ্রন্থালয়ে এই হ্রাসবৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট সীমা কিংবা হার থাকার কথা নয়। তবে দুইক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমও যে থাকে না তা নয়। নানা কারণে বিদ্যায়তনের গ্রন্থালয়ে সম্ভাব্য হার ও সীমা যেমন জাতি লঙ্ঘিত হতে পারে তেমনি নানা কারণে সাধারণ গ্রন্থালয়ের এই হার ও সীমা স্থিতিশীলও থাকতে পারে আবার অস্বাভাবিক মাত্রায় হ্রাসবৃদ্ধিও পেতে পারে। এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থালয়ের ক্ষেত্রেই এরকম হওয়া স্বাভাবিক নয়। ব্যবহারকারীদের গতিপ্রকৃতিতে অস্বাভাবিকতা দেখলে তার কারণানুসন্ধান করা এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বন করা গ্রন্থালয়ীর কর্তব্য। সেই কারণে ব্যবহারকারীদের গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা গ্রন্থালয়ীর অন্যতম কর্তব্য।

গ্রন্থালয়ের গ্রাহকভুক্তি ও ব্যবহারকারীদের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে গেলে তাদের গ্রন্থালয় ব্যবহারের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কয়েক বৎসরের এই তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে গ্রন্থালয় ব্যবহারকারীদের গতিপ্রকৃতির একটি

চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্র থেকে গ্রাহকভুক্তি ও ব্যবহারকারীদের গতিপ্রকৃতির মোটামুটি একটি হার ও সীমা নির্ধারণ করাও সম্ভব। কোন বিশেষ সময়ে এই হার ও সীমার ব্যতিক্রম হয়ে থাকলে তা-ও এই হিসাব থেকে নির্ধারণ করা যায়। অনেকসময়ে ঘটনাচক্রে এই ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে অবশ্য গ্রন্থাগারিকের করণীয় কিছু থাকে না। তবে যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে না পেলে বুঝতে হবে সংগঠনের কোথাও ত্রুটি আছে। এবার অনুসন্ধান করে এই ত্রুটি আবিষ্কার করা এবং তার সংশোধন করাও একটি বিরাট কাজ। এবং, ব্যবহারকারীদের গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে দেখা প্রয়োজন যে ব্যবহারকারীদের সংখ্যা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কি না। ব্যবহারের হার স্বাভাবিকের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে বুঝতে হবে ত্রুটি ঠিকমতনই সংশোধিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে একটি বিদ্যায়তনের গ্রন্থাগারের গ্রাহক ও ব্যবহারকারীদের তিন বৎসরের হিসাব নিয়ে আলোচনা করে এদের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে।

আলোচ্য গ্রন্থাগারটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ও খ বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট বিভাগীয় গ্রন্থাগার। এই দুটি বিভাগ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ছাত্রশিক্ষকরা এই গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করে থাকেন। আলোচনার সুবিধার জন্য এদের গ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক বৎসরের জুলাই থেকে পরবর্তী বৎসরের জুন মাস পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বর্ষকাল। কাজেই এই সময়কে গ্রন্থাগারের কার্যক্রমের পর্যায়কাল ধরা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের গ্রাহকভুক্তি ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। শিক্ষকদের এই হিসাব থেকে বাদ দেওয়ার প্রধানতম কারণ হলো তাঁরা একে সংখ্যালঘু তার ওপর তাঁদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট মাত্রা নেই। এখানে তাঁদের এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করলে অধিকাংশ ব্যবহারকারীর গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

গ্রন্থাগারটি বিদ্যায়তনের সঙ্গে যুক্ত বলে এর গ্রাহকভুক্তির একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকার কথা ছিল, কিন্তু প্রথম সরণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে তিনটি পর্যায়কালের গড় গ্রাহকসংখ্যা, ২১২.৭ হলেও প্রথম পর্যায়কাল থেকে তৃতীয় পর্যায়কাল পর্যন্ত এই সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হলেও এই বৃদ্ধির হার সমান নয়। প্রথম থেকে দ্বিতীয় পর্যায়কালের বৃদ্ধির হার হলো ১৭.৯ শতাংশ অথচ দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় পর্যায়কালের বৃদ্ধির হার হলো ৯.২ শতাংশ মাত্র। বিভিন্ন পর্যায়কালের এই বৃদ্ধির হারের কারণ জানতে গেলে বিভিন্ন পর্যায়কালের বিভাগীয় গ্রাহকভুক্তির সংখ্যাগুলিকে বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

ক বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর সম্মিলিত আসন সংখ্যা ১০০ এবং খ বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর সম্মিলিত আসনসংখ্যা হলো ৬০। সেক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়কালে ক বিভাগের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা ৯৮কে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায়, কিন্তু খ বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর সম্মিলিত আসন সংখ্যার তুলনায় গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা ৪৮কে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করা যায় না। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে উপযুক্ত ছাত্রাভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন পূর্ণ করতে না পারাই এই সংখ্যাল্পতার কারণ। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়কালে খ বিভাগের নির্দিষ্ট আসনসংখ্যার সঙ্গে গ্রাহকভুক্তির সংখ্যার সামঞ্জস্য থাকলেও ক বিভাগের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা নির্দিষ্ট আসনসংখ্যার তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা। এই বিভাগের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি না পেলেও শেষ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা পিছিয়ে বেশ কয়েকমাস অবস্থান করায় এই বিভাগের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ বিভাগের গ্রাহকভুক্তির সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, কারণ এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে আসছে, তৎসত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়কালে এই বিভাগের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা প্রায় সমান থাকলেও তৃতীয় পর্যায়কালে এই সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(প্রথম সরণী পর পৃষ্ঠায়)

প্রথম সরণী : বিভিন্ন পর্যায়কালে নানা বিভাগের গ্রাহকভুক্ত ও ব্যবহারকারী ছাত্রের হিসাব

পর্যায়কাল	বিভাগ	গ্রাহকভুক্ত ছাত্র সংখ্যা	৩য় স্তম্ভের আনুপাতিক হার (প্র.শ.)	ব্যবহারকারী ছাত্র সংখ্যা	৫ম স্তম্ভের আনুপাতিক হার (প্র.শ.	৩য় ও ৫ম স্তম্ভের আনুপাতিক হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৭২-৭৩	ক	৯৮	৫৩.৩	৯৩	৫৩.১	৫০.৫
	খ	৪৮	২৬.১	৪৫	২৫.৭	২৪.৪
	গ	৩৮	২০.৬	৩৭	২১.২	২০.২
	মোট	১৮৪	১০০ ০	১৭৫	১০০.০	৯৫.১
১৯৭৩-৭৪	ক	১২০	৫৫ ৩	১১২	৫৪.৬	৫১.৬
	খ	৬০	২৭.৬	৫৬	২৭.৩	২৫.৮
	গ	৩৭	১৭.১	৩৭	১৮.১	১৭.০
	মোট	২১৭	১০০.০	২০৫	১০০.০	৯৪.৪
১৯৭৪-৭৫	ক	১২০	৫১ ৯	১১৯	৫১.৭	৫০.২
	খ	৬১	২৫.৭	৫৯	২৫.৬	২৫.৩
	গ	৫৩	২২.৪	৫২	২২.৭	২১.৫
	মোট	২৩৪	১০০.০	২৩০	১০০.০	৯৭.০
তিন পর্যায়ের গড়	ক	১১৩.৭	৫৩.৪	১০৮.০	৫৩.১	৫০.৯
	খ	৫৬.৩	২৬ ৫	৫৩.৩	২৬ ২	২৪ ৯
	গ	৪২.৭	২০.১	৪২.০	২০.৭	২০.৭
	মোট	২১২.৭	১০০.০	২০৩.৩	১০০.০	৯৫.৯

আলোচ্য সরণীর ৪র্থ স্তম্ভ থেকে বিভিন্ন বিভাগের গ্রাহকভুক্তির হার সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। দেখা যাচ্ছে তিন বিভাগের গ্রাহকভুক্তির আনুপাতিক হার হলো যথাক্রমে ৫৩.৪, ২৬ ৫ ও ২০.১। প্রথম দুই পর্যায়কালের এই আনুপাতিক হার তিন পর্যায়ের গড় হারের প্রায় সমান হলেও তৃতীয় পর্যায়কালে প্রথম দুই বিভাগের গ্রাহকভুক্তির হার হ্রাস পেয়ে তৃতীয়টি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম দুই বিভাগের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা অন্যান্য পর্যায়কালের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও তৃতীয় বিভাগের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় অপর দুটি বিভাগের হার হ্রাস পাওয়ার কারণ।

আলোচ্য সরণী থেকে গ্রন্থালয়ের গ্রাহকভুক্তির হার ও সীমা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় দুটি কারণে। প্রথম কারণ হলো ক বিভাগে নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা থেকে বেশী সংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতি। পরপর দুটি পর্যায়কালে এই বিভাগের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যার আধিক্য থাকলেও এটি সাময়িক ব্যাপার। কাজেই আরও দু-এক বছর এই পরিস্থিতি থাকলেও তাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায় না। দ্বিতীয় কারণ হলো গ বিভাগের ছাত্রবৃদ্ধি। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়কালে এদের সংখ্যা প্রায় স্থির থাকলেও তৃতীয় পর্যায়কালে এই সংখ্যা দ্বিতীয় পর্যায়কাল থেকে ৪৩ ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। (চতুর্থ পর্যায়কালের প্রথমার্ধে এই বৃদ্ধির হার হলো মাত্র ১৩.২) আরও কয়েক বৎসর না গেলে গ বিভাগের গ্রাহকভুক্তির একটি নির্দিষ্ট হার পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

প্রথম সরণীর ৩য় স্তম্ভে গ্রাহকভুক্তির যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটি পর্যায়কালের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্থিতিশীল ছিল না। দ্বিতীয় সারণীর (পর পৃষ্ঠায়) হিসাব থেকে দেখা যাবে

দ্বিতীয় সারণী : বিভিন্ন পর্যায়কালে বিভিন্ন বিভাগের গ্রাহকভুক্তির মাসিক হিসাব

পর্যায়কাল	বিভাগ	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	গড়
১৯৭২-৭৩	ক	৭৩	৭৩	৭৩	৭৫	৯৭	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৮৯.৭
	খ	২৯	২৯	২৯	৩০	৪৬	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪০.৭
	গ	১৩	১৫	২০	২২	২৩	২৪	২৭	২৯	৩২	৩৪	৩৮	৩৮	২৬.৩
	মোট	১১৫	১১৭	১২২	১২৭	১৬৬	১৭০	১৭৩	১৭৫	১৮৮	১৮০	১৮৪	১৮৪	১৫৬.৭
১৯৭৩-৭৪	ক	৯৮	৯৮	৯৭	১১৭	১২০	১২০	১২০	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৮৮.৩
	খ	৩৪	৩৪	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৫৫.৬
	গ	৫	৫	২১	২৮	৩৩	৩৩	৩৫	৩৫	৩৫	৩৬	৩৬	৩৭	২৮.৩
	মোট	১৩৭	১৩৭	১৭৮	২০৫	২১৩	২১৩	২১৫	১৯৩	১৯৩	১৯৪	১৯৪	১৯৫	১৭২.২
১৯৭৪-৭৫	ক	৯৮	৯৮	৯৮	১০১	১১৯	১২৩	১২৩	১২৩	১২৩	১২৩	১২৩	১০১	১১২.৮
	খ	৪৪	৫৭	৫৮	৬০	৬২	৬১	৬১	৬১	৬১	৬১	৬১	৬১	৫৮.৯
	গ	১৫	২০	২৩	২৫	২৫	৩২	৩৬	৩৯	৩৯	৪৪	৫৩	৫৩	৩৩.৬
	মোট	১৫৭	১৭৫	১৭৯	১৮৬	২০৫	২১৬	২২০	২২৩	২২৩	২২৮	২৩৭	২১৫	২০৫.৩
তিন পর্যায়কাল গড়	ক	৮৮.৮	৮৮ ৮	৮৮.৮	৯৭.৭	১১২ ০	১১৩ ৭	১১৩ ৭	১০৬ ৬	১০৬.৬	১০৬.৬	১০৬·৬	৯৯.৩	১০২·৫
	খ	৩৫.৬	৪০.০	৪৯.০	৫০.০	৫৫.৬	৫৬ ৩	৫৬.৩	৫৬.৩	৫৬.৩	৫৬.৩	৫৬·৩	৫৬.৩	৫১.৭
	গ	১১.০	১৩.৩	২১.৩	২৫.০	২৭.০	২৯.৬	৩২.৬	৩৪.৩	৩৫.৩	৩৮ ০	৪২ ৩	৪২.৬	২৯.৪
	মোট	১৩৫.৪	১৪২ ২	১৫৯.১	১৭২.৭	১৯৪.৬	১৯৯.৬	২০২.৬	১৯৭.২	১৯৮.২	২০০.৯	২০৫ ২	১৯৮.২	১৮৩.৬

যে প্রতিটি পর্যায়কালের প্রতি মাসে এর হ্রাসবৃদ্ধি আছে। এই সারণীর প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে বাৎসরিক গ্রাহক-ভুক্তির গড় সংখ্যা হলো ১৮৩.৬। প্রথম সারণীর গ্রাহকভুক্তির গড় হিসাবের সঙ্গে দ্বিতীয় সারণীর গড় হিসাবের পার্থক্যের কারণ সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় সারণী লক্ষ করলে দেখা যাবে যে ক ও খ বিভাগের প্রথম কয়েকমাসের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা কম থাকলেও নূতন ছাত্রভর্তির পর পরবর্তী মাসগুলিতে গ্রাহক সংখ্যা সমান আছে। শুধুমাত্র গ বিভাগের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা প্রতি পর্যারকালের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধির মধ্য থেকে গড় হিসাব নিরূপন করায় প্রথম সারণী থেকে দ্বিতীয় সারণীর গড় হিসাবও হ্রাস পেয়েছে।

দ্বিতীয় সারণীতে আরও লক্ষ করা যায় যে প্রতি পর্যায়কালের প্রতি মাসে গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো গ্রন্থালয়টি গ্রাহকবৃন্দের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। তৎসত্ত্বেও একটি প্রশ্ন এক্ষেত্রে থেকে যায়। সাধারণ গ্রন্থালয়ে এই সংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিক বলে ধরে নিলেও বিদ্যা-য়তনের গ্রন্থালয়ে ক্রমশঃ সংখ্যাবৃদ্ধি বিস্ময়কর ঘটনা, কারণ এখানে ছাত্রসংখ্যা সীমিত হওয়া উচিত এবং সেই কারণে কোনও একটি পর্যায়ে এসে এই সংখ্যা স্থিতিশীল হয়ে যাওয়া উচিত। আলোচ্য ক্ষেত্রে এই ক্রমবর্ধমান সংখ্যার দুটিমাত্র ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব। হয় গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা এখনও নির্দিষ্ট আসনসংখ্যার নীচে আছে, না হয় বহিরাগনেরা এই সংখ্যাকে বাড়িয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় সারণীতে দেখা যায় ক বিভাগের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা প্রথম পর্যায়কালে স্বাভাবিকভাবে ৭৩ থেকে কয়েক-মাসের মধ্যে ৯৮তে পৌছলেও পরবর্তী পর্যায়কালে সংখ্যাটি ৯৭ থেকে ১২০ এবং শেষ পর্যায়কালে সংখ্যাটি ৯৮ থেকে ১২৩ পর্যন্ত উঠে শেষমাসে ১০১এ নেমে গিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে এই বিভাগের গ্রাহকসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হলো শেষ পরীক্ষার্থীদের বাড়তি অবস্থান। আরও লক্ষ করলে দেখা যাবে যে প্রথম পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে জুন ১৯৭২-এ বিভাগ ত্যাগ করায় ক বিভাগের গ্রাহকসংখ্যা ৭৩ ছিল এবং নবাগতদের সাহায্যে সংখ্যাটি ৯৮তে পৌছেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়কালে শেষ দল জানুয়ারী পর্যন্ত থাকায় এবং ফেব্রুয়ারীতে তাদের বিদায় নেওয়ায় গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা ১২০ পর্যন্ত উঠে আবার ৯৮তে নেমে এসেছে। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়কালে এই বিভাগের শেষ পরীক্ষার্থীর দল মে ১৯৭৫ পর্যন্ত অবস্থান করায় অথচ অক্টোবর ১৯৭৪-এ নবাগতদের ভীড় আরম্ভ হওয়ায় এখানে নির্দিষ্ট আসনসংখ্যা থেকে গ্রাহকভুক্তি-র সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যা-বৃদ্ধির এটি একটি কারণ।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে খ বিভাগের সম্মিলিত আসনসংখ্যা হলো ৬০; সেই হিসাবে প্রথম পর্যায়কালে তাদের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা স্বাভাবিকের নীচে ছিল। উপযুক্ত ছাত্রের অভাবই এর কারণ। পরবর্তীকালে এই বিভাগের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে হ্রাসবৃদ্ধি হয়েছে।

গ বিভাগের গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা প্রতি পর্যায়কালে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সারণী লক্ষ করলে দেখা যাবে যে প্রতি পর্যায়কালে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই সংখ্যা নীচের দিকে থাকে. তারপর ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মে-জুন মাসে বৃদ্ধির শেষ পর্য্যায়ে পৌছায়। এই বিভাগের গ্রাহকভুক্তির কোন নির্দিষ্ট সীমাও নেই। গ্রাহকভুক্তির সংখ্যাবৃদ্ধির এটিও একটি কারণ।

দেখা যাচ্ছে বিদ্যায়তনের গ্রন্থালয় হলেও এখানে গ্রাহক-ভুক্তির ক্রমশঃ সংখ্যাবৃদ্ধির দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ একটি বিভাগের ছাত্রদের নির্দিষ্ট সময়ের পারেও অতিরিক্ত অবস্থান এবং দ্বিতীয়তঃ বহিরাগতদের ক্রমশঃ সংখ্যাবৃদ্ধি। এই দুটি কারণের জন্য আলোচ্য গ্রন্থালয়ের গ্রাহকভুক্তির হার সম্বন্ধে সঠিক চিত্র পাওয়া কঠিন।

এবার গ্রাহকভুক্ত ছাত্রদের গ্রন্থালয় ব্যবহারের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথম সারণীর ৫ম স্তম্ভ থেকে দেখা যাচ্ছে যে গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিন পর্যায়-কালের গড় হিসাবে দেখা যাচ্ছে ২১২.৭ জন গ্রাহকের মধ্যে ২০৩.৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৯৫.৯ জন গ্রাহক এক বা একাধিকবার গ্রন্থালয় ব্যবহার করেছে। বিভিন্ন পর্যায়কালের

হিসাব পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ব্যবহারকারীদের সংখ্যা প্রায় নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাধারণ গ্রন্থালয়ে শতকরা ৭.৪ জন গ্রাহকের গ্রন্থালয় ব্যবহার না করা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু বিদ্যায়তনের এত ছাত্রের গ্রন্থালয় ব্যবহার না করা একেবারে অস্বাভাবিক না হলেও স্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে, যেখানে ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিরাট কিছু নয়—সেখানে সকল গ্রাহকেরই গ্রন্থালয় ব্যবহার করা উচিত ছিল। এদের ব্যবহার না করার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে এদের অধিকাংশই আগের নেওয়া গ্রন্থ ফেরৎ না দেওয়ায় এবং বাকী অংশ নিয়মাবলী পালন না করায় গ্রন্থালয় ব্যবহার করার অনুমতি পায় নি। তবে বিভিন্ন পর্যায়কালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে এই শ্রেণীর ছাত্রের সংখ্যা প্রতি বৎসর কমে আসছে।

বিভিন্ন পর্যায়কালে ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এরা সারা বৎসর ধরে সমানভাবে গ্রন্থালয় ব্যবহার করে নি। হিসাবে দেখা যায় যে কিছু ছাত্র ১ থেকে ৫ মাস গ্রন্থালয় ব্যবহার করে থাকে, তবে অধিকাংশই ৬ থেকে ১০ মাস গ্রন্থালয় ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যেও অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। কতজন ব্যবহারকারী কতমাস গ্রন্থালয় করেছে তার একটি হিসাব তৃতীয় সারণীতে প্রদত্ত হলো। (তৃতীয় সারণীটি পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হলো)।

গ্রন্থালয় বৎসরের প্রায় সকল সময়ে খোলা থাকলেও গ্রীষ্মাবকাশ ও শারদাবিকাশের জন্য বিদ্যায়তন তিন মাস বন্ধ থাকে। সেই হিসাবে এদের সকলেরই ৯ মাস গ্রন্থালয় ব্যবহার করা উচিত ছিল। কিন্তু তৃতীয় সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে একমাস থেকে আরম্ভ করে বারোমাস পর্যন্ত ব্যবহার-কারী ছাত্র আছে। তবে ক ও খ বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে ১ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত ব্যবহারকারীর সংখ্যা গ বিভাগের ছাত্রদের তুলনায় অনেক কম। এই দুই বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে ৬ থেকে ১০ মাস পর্যন্ত ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশী। গ বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে একমাস গ্রন্থালয় ব্যবহার করার প্রবণতা বেশী দেখা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়কালে ৬ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত ব্যবহারকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮ ও ৭ জন। সে তুলনায় তৃতীয় পর্যায়কালে এদের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক ও খ বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে ১ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত গ্রন্থালয় ব্যবহারকারীর যে সংখ্যা পাওয়া যায় এরা সংখ্যালঘু হলেও এদের মধ্যে অনেকে আরও বেশী মাস গ্রন্থালয় ব্যবহার করতে পারত, কিন্তু নিয়মভঙ্গ করায় এদের অনেককে বেশ কিছু সময়ের জন্য গ্রন্থালয় ব্যবহার করতে দেওয়া হয় নি। তবে লক্ষ করার বিষয় যে দুই বিভাগেই এদের সংখ্যা কমে আসছে এবং ৫ থেকে ১১ মাস গ্রন্থালয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতি পর্যায়কালেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ বিভাগের ছাত্রদের ১ থেকে ২ মাস গ্রন্থালয় করার প্রবণতার দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ এদের অধিকাংশই প্রায় ৩ কিলোমিটার দূর থেকে গ্রন্থালয় করতে আসে। ফলে অনেকেই যথাসময়ের মধ্যে ফেরৎ না দিতে পারায় গ্রন্থালয় ব্যবহার করার অধিকার সাময়িকভাবে হারায়। তাছাড়া এই গ্রন্থালয়ের কয়েকটি বিষয়ের কিছু গ্রন্থ এদের আকর্ষণের বিষয়। সময়মতন গ্রন্থ ফেরৎ না দিতে পারার জন্যই হোক কিংবা আকর্ষণীয় গ্রন্থগুলি ব্যবহার করা শেষ হয়ে গেলেই হোক, দূরত্বের জন্য অনেকেই গ্রন্থালয় বেশীদিন ব্যবহার করতে পারে না। এই দূরত্ব এত বেশী না থাকলে যে এরাও এই গ্রন্থালয় নিয়মিত ব্যবহার করত তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এই বিভাগের সীমিত সংখ্যক কিছু ছাত্রের নিয়মিত গ্রন্থালয় ব্যবহার দ্বারা। দেখা গিয়েছে অন্যান্য বিভাগের ছাত্র হলেও এরা নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী।

মোটকথা, তৃতীয় সারণী থেকে দেখা যায় যে মোট ৬ মাস গ্রন্থালয় ব্যবহার করে থাকে এমন ছাত্রের সংখ্যাই প্রতি পর্যায়কালে সর্বাধিক। তবে প্রথম ছয়মাস গ্রন্থালয়ের ব্যবহারকারীর সংখ্যা পরবর্তী ছয়মাস গ্রন্থালয় ব্যবহারকারীর সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী। সারণীর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গ বিভাগের ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই প্রথম ছয়মাস গ্রন্থালয় ব্যবহার করায় এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এদের বাদ দিলে ক ও খ

তৃতীয় সারণী : কতজন ব্যবহারকারী কতমাস গ্রন্থালয় ব্যবহার করেছে তার হিসাব

পর্যায়কাল	বিভাগ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	মোট
১৯৭২-৭৩	ক	৪	৬	৩	৫	৮	১৭	১১	১১	৫	১১	৬	৬	৬৪৫
	খ	৩	৬	৩	৪	৭	৬	৪	৩	৫	১	৩	০	২৫১
	গ	৮	১২	৩	৪	৪	৩	১	২	০	০	০	০	১১৮
	মোট	১৫	২৪	৯	১৩	১৯	২৬	১৬	১৬	১০	১২	৯	৬	১০১৪
১৯৭৩-৭৪	ক	৬	৭	৫	৮	৫	১৬	১৯	৮	১১	৮	৯	১০	৭৮৩
	খ	১	১	৫	৩	১০	৮	৫	৬	৮	৫	৩	১	৩৭৮
	গ	১৪	১১	২	৩	০	৩	১	০	১	০	১	১	১১১
	মোট	২১	১৯	১২	১৪	১৫	২৭	২৫	১৪	২০	১৩	১৩	১২	১২৭২
১৯৭৪-৭৫	ক	২	৮	৭	২	১৬	১৭	১১	১১	১৬	১৪	৭	৮	৮৫১
	খ	২	২	৬	৫	৪	৫	১১	৯	৭	২	৪	২	৩৯৪
	গ	১৬	১১	৫	৫	৪	৩	২	১	২	০	৩	০	১৮৪
	মোট	২০	২১	১৮	১২	২৪	২৫	২৪	২১	২৫	১৬	১৪	১০	১৪২৯
তিন পর্যায়কালের গড়	ক	৪.০	৬.৬	৫.০	৫.০	৯.৬	১৬.৬	১৩.৬	১০.০	১০.০	১১.০	৭.৩	৬.৬	৭৫৯.৬
	খ	২.০	৩.০	৪.৬	৪.০	৭.০	৬.৩	৬.৬	৬.০	৬.৬	২.৬	৩.৩	১.০	৩৪১.০
	গ	১২.৬	১১.৩	৩.৩	৪.০	২.৬	৩.০	১.১	১.০	১.০	০.০	১.৩	০.৩	১৩৭.৬
	মোট	১৮.৬	২০.৯	১২.৯	১৩.০	১৯.২	২৫.৯	২১.৩	১৭.০	১৮.২	১৩.৬	১১.৯	৭.৯	১২৩৮.২

বিভাগের ছাত্রদের মোট ছয়মাসের বেশী গ্রন্থালয় ব্যবহারের প্রবণতা আছে এবং প্রতি পর্যায়কালে এদের সংখ্যাধিক্য ঘটছে। তিন পর্যায়কালের গড় ও প্রতি পর্যায়কালে মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যার একটি লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারলে এই উন্নতির চিত্রটি আরও সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

প্রতি বিভাগের ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্বারা মাসের সংখ্যাকে গুণ করলে এবং প্রতি পর্যায়কালের এই গুণফল-গুলিকে যোগ করলে ১২ মাসের মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা পাওয়া যায়। প্রথম সারণীর ৫ম স্তম্ভের সংখ্যাগুলির সঙ্গে তৃতীয় সারণীর শেষ স্তম্ভের সংখ্যাগুলি তুলনা করলে দেখা যায় যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় ১৬৬, ১৯৯ ও ২২০ জন ব্যবহারকারী যথাক্রমে ১০১৪, ১২৭২ ও ১৪২৯ বার গ্রন্থালয় ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ প্রতি পর্যায়কালে প্রতি শতে যথাক্রমে ৬১৮.৪, ৬৩৯.১ ও ৬৪৯.৫ বার এদের দ্বারা গ্রন্থালয় ব্যবহৃত হয়েছে। এই সংখ্যাবৃদ্ধি গ্রন্থালয়ের উন্নতি সূচিত করছে সন্দেহ নেই। তবে ব্যবহারের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বৎসরের সব মাসে এদের উপস্থিতির হার সমান নয়। বিভিন্ন মাসে এরা কি হারে গ্রন্থালয় ব্যবহার করেছে তার হিসাব চতুর্থ সারণীতে প্রদত্ত হলো। প্রদত্ত তথ্য থেকে গ্রন্থালয়ের ওপর ব্যবহারকারী-দের চাপ সম্বন্ধেও খানিকটা অনুমান করা যেতে পারা যাবে। (চতুর্থ সারণীটি পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হলো।)

চতুর্থ সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে গ্রাহকসংখ্যার শতকরা ৯১.৬ জন গড়ে ১২৩৮.২ বার গ্রন্থালয় ব্যবহার করলেও প্রতি মাসে এদের উপস্থিতির হার সমান নয়। এযাবৎ এদের মধ্যে সর্বনিম্ন মোট ৩৩ জন থেকে সর্বোচ্চ মোট ১৫৯ জন একমাসে গ্রন্থালয় ব্যবহার করেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রতি পর্যায়কালের প্রথম তিন মাসে উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ৪র্থ অর্থাৎ অক্‌টোবর মাসে হ্রাস এবং পরবর্তি ছয়মাস সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি হতে হতে পরবর্তি দুমাসে অর্থাৎ মে ও জুন মাসে উপস্থিতির হার হ্রাস পায়। এই তিনমাস শরৎ ও গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার জন্য উপস্থিতি হ্রাস পেয়ে থাকে। শারদাবকাশে গ্রন্থালয় মাত্র ১৫ দিন বন্ধ থাকে। কাজেই বাকী ১৫ দিনে ছাত্রদের উপস্থিতি অস্বাভাবিক নয়।

তিন পর্যায়ের গড় মাসিক হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে সকল বিভাগের সম্মিলিত উপস্থিতির হার হলো ৪০৩.১ জন। বিভিন্ন বিভাগের গড় উপস্থিতির হার হলো যথাক্রমে ৬২.৩, ২৮.৪ এবং ১১.৪ জন। তবে ক বিভাগের তিন পর্যায়ের উপস্থিতির গড় যথাক্রমে ৫৩.৮, ৬৫.৩ ও ৭০.৯ জন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়কালে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের চেয়েও বেশী সংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতি এই বিভাগের গড় উপস্থিতির হারে বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। খ বিভাগে প্রথম পর্যায়কালে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের চেয়ে কম ছাত্র ভর্তি হওয়ায় এদের গড় উপস্থিতি ২০.৯ জনের বেশি হয় নি। কিন্তু পরবর্তী দুই পর্যায়কালে ৩১.৫ ০ ৩২.৯ জন অর্থাৎ শতকরা ৫০ জনের বেশী গড় উপস্থিতি থেকে অনুমান করা যায় যে এটি এই বিভাগের স্বাভাবিক উপ-স্থিতি ৯.৮, ৯.২ ও ১৫.৩ থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। এদের অধিকাংশই দূর থেকে গ্রন্থালয় ব্যবহার করতে আসে। কাজেই গ্রাহকভুক্ত হলেও এদের পক্ষে নিয়মিতভাবে গ্রন্থালয় ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তবে আরও কয়েক বৎসর এদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলে হয়তো কোনো নির্দিষ্ট হার নিরূপণ করা সম্ভব হতে পারে।

গ্রাহকভুক্তির মোট কত অংশ গ্রন্থালয় ব্যবহার করে থাকে? প্রথম সারণীতে আমরা গ্রাহকভুক্তির সর্বাধিক সংখ্যাটি পাচ্ছি। এর সঙ্গে মাসিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা তুলনা করলে তিন পর্যায়কালের গড় ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৪৭ জন। প্রথম পর্যায়কাল থেকে তৃতীয় পর্যায়কাল পর্যন্ত এই সংখ্যা হলো যথাক্রমে শতকরা ৪৫.৫, ৪৬.৮ এবং ৪৮.৩। কিন্তু দ্বিতীয় সারণীতে আমরা দেখেছি যে গ্রাহকভুক্তির সংখ্যা পর্যায়কালের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কাজেই আমাদের আলোচ্য হিসাবকে সঠিক বলা চলে না। প্রকৃত হিসাব পেতে গেলে প্রতি মাসের গ্রাহকভুক্তির সঙ্গে প্রতি মাসের ব্যবহারকারীর তুলনা করা আবশ্যক। পঞ্চম সারণীতে এই হিসাব দেওয়া হলো। (পঞ্চম সারণীটি ৪২৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো)

চতুর্থ সারণী : বিভিন্ন পর্যায়কালে বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহারকারীর মাসিক হিসাব

পর্যায়কাল	বিভাগ	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	মোট	গড়
১৯৭২-৭৩	ক	৩৮	৪১	৪৫	১৮	৬১	৬৬	৭১	৬৯	৬৯	৭২	৫৭	৩৮	৬৪৫	৫৩.৮
	খ	১৫	১০	৭	৮	২৭	৩৮	২৬	৩৪	৩১	৩২	১৯	৪	২৫১	২০.৯
	গ	১১	১২	১৬	৭	৯	৯	১৪	৯	৯	৮	৯	৫	১১৮	৯.৮
	মোট	৬৪	৬৩	৬৮	৩৩	৯৭	১১৩	১১১	১১২	১০৯	১১২	৮৫	৪৭	১০১৪	৮৪.৫
১৯৭৩-৭৪	ক	৭৩	৭৭	৬৫	২৮	৭৬	৭১	৭২	৭৮	৬৭	৭৮	৩৬	৬২	৭৮৩	৬৫.৩
	খ	২৬	২৩	৩৯	৭	৫১	৪৬	৪০	২৮	৩৫	৪২	১৫	২৬	৩৭৮	৩১ ৫
	গ	৫	৫	১৬	১৫	১৫	১১	১২	৭	৫	৪	৬	১০	১১১	৯.২
	মোট	১০৪	১০৫	১২০	৫০	১৪২	১২৮	১২৪	১১৩	১০৭	১২৪	৫৭	৯৮	১২৭২	১০৬ ০
১৯৭৪-৭৫	ক	৬৫	৬৩	৫৭	৫৭	৭৯	৯৫	৯১	৮৩	৯৪	১০০	৩৬	৩১	৮৫১	৭০.৯
	খ	১৬	৩১	৪১	৩৩	৩১	৪২	৩০	৪১	৪৮	৪১	২৩	১৭	৩৯৪	৩২.৯
	গ	১০	১৬	১৭	১১	১১	২০	১৪	১৭	১৪	১৮	১৮	১৮	১৮৪	১৫.৩
	মোট	৯১	১১০	১১৫	১০১	১২১	১৫৭	১৩৫	১৪১	১৫৬	১৫৯	৭৭	৬৬	১৪২৯	১১৯.১
তিন পর্যায়কালের গড়	ক	৫৮.৬	৬০.৩	৫৫ ৭	৩৪.৩	৭২.০	৭৭.৩	৭৮.০	৭৬ ৭	৭৬.৭	৮৩ ৩	৪৩.০	৪৩ ৬	৭৫৯.৬	৬৩.৩
	খ	১৯.০	২১.৩	২৯ ০	১৬.০	৩৬.৩	৪২.০	৩২.০	৩৪.৩	৩৮.০	৩৮.৩	১৯.০	১৫.৬	৩৪১.০	২৮.৪
	গ	৯ ০	১১.৭	১৬.৩	১১.০	১১.৭	১৩ ৩	১৩.০	১০.৩	৯.৩	১০.০	১১ ০	১১.০	১৩৭ ৬	১১.৪
	মোট	৮৬.৬	৯৩.৩	১০১.০	৬১.৩	১২০.০	১৩২.৬	১২৩ ০	১২১.৩	১২৪.০	১৩১.৬	৭৩.০	৭০.২	১২৩৮.২	১০৩.১

পঞ্চম সারণী : মাসিক গ্রাহকভুক্তির সঙ্গে মাসিক ব্যবহারকারীর তুলনামূলক হিসাব

পর্যায়কাল	বিভাগ	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	গড়
১৯৭২-৭৩	ক	৫২.০	৫৬.১	৬১.৬	২৪.০	৬২.৮	৬৭.৯	৭২.৪	৭০.৪	৭০.৪	৭৩.৪	৫৮.১	৩৮.৭	৫৯.৯
	খ	৫১.৭	৩৪.৪	২৩.১	২৬.৬	৫৮.৭	৭৯.১	৫৪.১	৭০.৮	৬৪.৫	৬৬.৬	৩৯.৬	৮.৭	৫১.৩
	গ	৯১.৫	৮০.০	৮০.০	৩১.৮	৩৯.১	৬৭.৫	৫১.৮	৩১.১	২৮.১	২৩.৫	২৩.৬	১৩.১	৩৭.২
	মোট	৫৪.৮	৫৩.০	৫৫.০	২৬.০	৫৮.৪	৬৬.৪	৬৪.১	৬৩.৪	৬০.৭	৬১.৭	৪৫.৮	২৫.০	৫৩.৪
১৯৭৩-৭৪	ক	৭৪.৭	৭৮.৫	৬৭.০	২৮.৮	৭৭.৫	৭২.৪	৭৩.৪	৭৯.৫	৬৮.৩	৭৯.৫	৩৬.৭	৬৩.২	৬৬.৭
	খ	৭৬.৪	৬৭.৬	৬৫.০	১১.৬	৮৫.০	৭৬.৬	৬৬.৬	৪৬.৬	৫৮.৩	৭০.০	২৫.০	৪৩.৩	৫৬.৬
	গ	১০০.০	১০০.০	৭৬.১	৫৩.৫	৪৫.৪	৩৩.৩	৩৪.২	২০.০	১৪.২	১১.১	২৫.০	২৭.০	৩২.৫
	মোট	৭৪.৬	৭৬.১	৬৫.৩	২৪.৩	৭১.৩	৬৪.০	৬১.৩	৫৫.১	৫৩.১	৬১.৫	২৭.২	৪৮.৪	৫৫.৯
১৯৭৪-৭৫	ক	৬৬.৩	৬৪.২	৫৮.১	৫৬.৪	৬৬.৩	৭৭.২	৭৩.৯	৬৭.৪	৭৬.৪	৮১.৩	২৯.২	৩০.৬	৬২.৮
	খ	৩৬.৩	৫৪.৩	৭০.৬	৫৫.০	৫০.৪	৬৮.৮	৪৯.১	৬৭.২	৭৮.৬	৬৭.২	৩৭.৭	২৭.৮	৫৫.৮
	গ	৬৬.৬	৮০.০	৭৩.৯	৪৪.০	৪৪.৪	৬২.৫	৩৮.৮	৪৩.৫	৩৫.৮	৪০.৯	৩৩.৯	৩৩.৯	৪৫.৫
	মোট	৫৪.১	৫৯.৪	৬০.৯	৫১.৬	৫৬.৬	৭০.৮	৫৯.৫	৬১.৪	৬৮.১	৬৭.৯	৩১.২	২৯.৩	৫৯.৮
তিন পর্যায়কালের গড়	ক	৬৫.৯	৬৭.৯	৬২.৭	৩৭.৬	৬৮.৫	৭২.৫	৭৩.১	৭১.৯	৭১.৯	৭৮.১	৪০.৯	৪৩.৯	৬৩.২
	খ	৫৩.৩	৫৩.২	৫৯.১	৩২.০	৬৫.২	৭৪.৬	৫৬.৮	৬০.৯	৬৭.৪	৬৮.০	৩৩.৭	২৭.৭	৫৪.৯
	গ	৮১.৮	৮৭.৯	৭৬.৫	৪৪.০	৪৩.৩	৪৪.৯	৩৯.৮	৩০.০	২৬.৩	২৬.৩	২৬.০	২৫.৮	৩৮.৭
	মোট	৬১.৮	৬২.৮	৬০.৪	৩৩.৯	৬২.১	৬৭.৬	৬১.৬	৫৯.৯	৬০.৬	৬৩.৭	৩৪.৭	৩৪.২	৫৬.৪

এই সারণীতে মাসিক গ্রাহকভুক্তির সঙ্গে মাসিক ব্যবহারকারীর তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে তিন পর্যায়কালের গড় ব্যবহারকারীর সংখ্যা হলো ৫৬.৪ জন। প্রথম পর্যায়কাল পর্যন্ত গড় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫৩.৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫৫.৯ ও ৫৯.৮ হয়েছে। এই তুলনামূলক হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যে পরিমাণ ছাত্র গ্রাহকভুক্ত হচ্ছে তার থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে তাদের গ্রন্থালয় ব্যবহারের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন মাসের মোট হিসাবের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে ছুটির তিন মাস বাদ দিলে সর্বনিম্ন শতকরা ৫৩.০ থেকে সর্বাধিক শতকরা ৭১.৩ জন ছাত্র একমাসে গ্রন্থালয় ব্যবহার করেছে। প্রতি পর্যায়কাল এদের সংখ্যা প্রথম তিনমাস বৃদ্ধি পায়। শারদাবকাশের পর গ্রীষ্মবকাশ পর্যন্ত এই সংখ্যা সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি হতে থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ে এই হ্রাসবৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট হার লক্ষ্য করা যায় না। আলোচ্য পর্যায় গুলিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা অনুযায়ী ছাত্রদের গ্রন্থালয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। ভবিষ্যতে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে থাকলে হয়তো এই হ্রাসবৃদ্ধির একটি হার পাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু বর্তমানে মোট হিসাব থেকে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের গতিবিধি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায় ও তাদের মাসিক হিসাবের দিকে লক্ষ্য করলে পৃথকভাবে এদের গতিবিধির চিত্র পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

ক বিভাগের হিসাবের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই বিভাগের ছাত্ররা অধিক সংখ্যায় গ্রন্থালয় ব্যবহার করে থাকে। অবকাশের তিন মাস বাদ দিলে এদের শতকরা ৫২.২ থেকে শতকরা ৮১.৩ জন ছাত্র একমাসে গ্রন্থালয় ব্যবহার করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রতি পর্যায়কালের এপ্রিল মাসে এদের উপস্থিতির সংখ্যা সর্বাধিক। কারণ হিসেবে বলা যায় যে এই তিন পর্যায়কালেই এদের পরীক্ষা গ্রীষ্মাবকাশের পর অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই কারণে এই অবকাশে ব্যবহার করার জন্য গ্রন্থালয় থেকে গ্রন্থ ধার নেওয়ার উদ্দেশ্যে এদের এই মাসে উপস্থিতির হার বৃদ্ধির কারণ। খ বিভাগের হারও অন্যান্য মাসের তুলনায় এই একই কারণে বেশী। গ বিভাগের ছাত্রদের গ্রীষ্মাবকাশে গ্রন্থ ধার দেওয়া হয় না। সেজন্য এদের উপস্থিতির হার এই মাসে এদের তুলনায় কম।

অবকাশের তিন মাসের সর্বনিম্ন এবং গ্রীষ্মাবকাশের আগের মাসের সর্বাধিক সংখ্যাগুলিকে বাদ দিলে অবশিষ্ট আটমাসের উপস্থিতির হারও অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বিশেষ আশাপ্রদ বলা যেতে পারে। গ্রন্থালয়ের গ্রন্থসংখ্যার অর্ধেক এদের ব্যবহারের উপযোগী। বাকী অর্ধাংশ খ বিভাগের ছাত্রশিক্ষকদের ব্যবহারের উপযোগী। কিন্তু খ বিভাগের ছাত্রদের তুলনায় এই বিভাগের ছাত্রদের গ্রন্থালয় ব্যবহারের মাত্রা যে অনেক বেশী তা এই হিসাবের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়।

ক বিভাগের তুলনায় অল্প হলেও খ বিভাগের ছাত্রদের গ্রন্থালয় ব্যবহারের হার নৈরাশ্যজনক নয়। বিভিন্ন পর্যায়কালে এদের গ্রন্থালয়ে উপস্থিতির হার মোটামুটিভাবে বৃদ্ধির দিকে, যদিও দ্বিতীয় পর্যায়কালের তুলনায় তৃতীয় পর্যায়কালে এদের গড় উপস্থিতির হার সামান্য কম। লক্ষ করার বিষয় প্রথম পর্যায়কালে ডিসেম্বর ও ফেব্রুয়ারীতে, দ্বিতীয় পর্যায়কালে জুলাই ও ডিসেম্বর এবং তৃতীয় পর্যায়কালে সেপ্টেম্বরে ও মার্চে এদের উপস্থিতির হার বেশী। এই সময়ে এদের পরীক্ষা এই হার বৃদ্ধির কারণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

গ বিভাগের হিসাবের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে প্রতি পর্যায়কালে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এদের উপস্থিতির হার সর্বাধিক। দ্বিতীয় পর্যায়কালে এই হার ১০০.০ থেকে ১১.১ পর্যন্ত হ্রাসবৃদ্ধি হলেও তৃতীয় পর্যায়কালে (ছুটির মাসগুলি বাদ দিলে) শতকরা ৩৮.৩ এর নীচে নামে নি। দূরাগত ব্যবহারকারী হিসাবে এদের উপস্থিতির হারের ক্রমবৃদ্ধি গ্রন্থালয় সম্বন্ধে এদের আগ্রহবৃদ্ধি সূচীত করছে।

পূর্ববর্ণিত সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য গ্রন্থালয়ের গ্রাহকভুক্তি ও ব্যবহারকারীদের গতিবিধি পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসা যায়।

১। প্রথম সারণী থেকে দেখা যায় যে আলোচ্য গ্রন্থালয়টির মোট গ্রাহকসংখ্যা আলোচনার শেষ পর্যায়কালে ছিল ২৩৭ জন। আলোচ্য বর্ষের বিভিন্ন বিভাগের গ্রাহকদের আনুপাতিক হার ছিল যথাক্রমে ৫১.৯, ২৫ ৭ ও ২২.৪। তিন পর্যায়কালের তুলনামূলক বিচারে দেখা যাচ্ছে যে এই হার প্রতি পর্যায়কালের গড় হারের প্রায় সমান। এর মধ্যেও সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ করা গিয়েছে তার কারণ আলোচনা করা হয়েছে।

২। গ্রাহকসংখ্যার মাসিক হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ দ্বিতীয় সারণীতে দেখানো হয়েছে। এখানে তিন পর্যায়কালের যে হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে তার কোন নির্দিষ্ট হার লক্ষ করা যাচ্ছে না। এই হ্রাসবৃদ্ধির নির্দিষ্ট হার না থাকার কারণও আলোচনা করা হয়েছে।

৩। গ্রন্থালয়ের মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রথম সারণীতে দেখানো হয়েছে। আলোচনার শেষ পর্যায়কালে এদের মোট সংখ্যা ছিল ২৩০ জন। আলোচ্য পর্যায়কালে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবহারকারীর আনুপাতিক হার ছিল ৫১.৭, ২৫ ৬ ও ২২.৭। তিন পর্যায়কালের তুলনামূলক বিচারে দেখা যাচ্ছে এই হার তিন পর্যায়কালের গড় হারের প্রায় সমান। এর মধ্যেও যে সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ করা যাচ্ছে তার কারণ আলোচনা করা হয়েছে।

৪। গ্রন্থালয়ের ব্যবহারকারীরা যে সারা বৎসর সমানভাবে গ্রন্থালয় ব্যবহার করে না তার হিসাব পাওয়া যায় তৃতীয় ও চতুর্থ সারণীতে। বিদ্যায়তনের গ্রন্থালয় হিসাবে এদের মাত্র ৯ মাস গ্রন্থালয় ব্যবহার করা উচিত ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এরা সারা বৎসর ধরেই গ্রন্থালয়টি ব্যবহার করে থাকে। সারণী দুটি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এদের ব্যবহারের মান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫। বিদ্যায়তনের গ্রন্থালয় হিসাবে এখানে ব্যবহারকারীর সংখ্যার মাসিক হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষ হওয়া উচিত নয়। সেদিক থেকে বিচার করলে প্রথম দুই বিভাগের ছাত্রসংখ্যা মোটামুটি স্থিতিশীল আছে। তৃতীয় বিভাগ বহিরাগতদের নিয়ে গঠিত বলে এদের সংখ্যায় কোন সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে লক্ষ করার বিষয় যে প্রতি পর্যায়কালের গোড়ার দিকে এরা সংখ্যায় কম থাকলেও শেষের দিকে এদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

৬। পঞ্চম সারণীতে গ্রাহকসংখ্যার কত অংশ গ্রন্থালয় ব্যবহার করে থাকে তার হিসাব দেওয়া হয়েছে। তিন পর্যায়কালের গড় হিসাব থেকে দেখা যায় যে গ্রাহকভুক্ত ছাত্রদের মোট ৫৬.৪ শতাংশ প্রতি মাসে গ্রন্থালয় ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন বিভাগের গড় ও পৃথক হিসাব থেকে দেখা যায় যে এদের ব্যবহারের হার সমান নয়, বরং বৃদ্ধির দিকে। এর মধ্যেও যে সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ করা যায় তার কারণ আলোচনা করা হয়েছে।

সবশেষে বলা যায় যে গ্রন্থালয়ের ব্যবহারকারীদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক হলেও গ্রন্থালয়ের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার কারণ নেই। স্থানাভাবে গ্রন্থাদি ঠিকমত সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হচ্ছে না ফলে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাদি উপস্থাপিত করা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানাভাবের জন্য গ্রন্থালয়ের পরিবেশও নূতন করে গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে পরিবেশ নূতন করে গড়ে তোলায় গ্রন্থালয় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেজন্য আশা করা যায় যে গ্রন্থালয়ের প্রসার, নূতনভাবে অঙ্গসজ্জা ও আধুনিক সুযোগসুবিধা দিলে যেমন বহিরাগতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে তেমনি আভ্যন্তরীণ বিভাগগুলির ছাত্রশিক্ষকদের ব্যবহারের মাত্রাও অনেকগুণে বৃদ্ধি পাবে।



বাল্যকালে গ্রন্থাগারে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা

খুব ছেলেবেলায় আমি মায়ের জন্য পাড়ার লাইব্রেরি থেকে বই আনতে যেতাম। আমার মা প্রতিদিন দুটি করে বই পড়তেন। লাইব্রেরির ক্যাটালগ দেখে মা নিজেই দুটি বইয়ের নাম স্লিপে লিখে দিতেন। মুস্কিল হতো, যখন সেই দুটি বইয়ের মধ্যে কোনো একটি বা দুটিই পাওয়া যেত না ; গ্রন্থাগারিক বলতেন, তা হলে কী বই নেবে, খোকা ? আমি বলতাম, যে-কোনো মোটা বই।

মোটা বই মানেই যে ভালো বই নয়, তা বুঝতে আমার আর কয়েক বছর মাত্র লেগেছিল। তখন আমি একটা বই মায়ের জন্য আর একটি বই নিজের জন্য নিতাম। হেমেন্দ্র কুমারের 'যখের ধন' থেকে সুরু করে খগেন্দ্র নাগের 'ভোম্বল সর্দার' পর্যন্ত সেই সময়েই গো-গ্রাসে গিলেছি। আমাদের পরিবারে কিনে বই পড়ার সামর্থ্য ছিল না। পাড়ার ঐ লাইব্রেরিটি না থাকলে আমি বাল্যকালে অনেক আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতাম।

তখনো "বড়োদের" বই পড়তে শুরু করিনি, কিন্তু "বড়োদের" লেখকদের জন্য কে ভালো, কে মন্দ তা খানিকটা তখনই বুঝতে শিখেছিলাম। আমার এনে দেওয়া অনেক বই-ই আমার মায়ের পছন্দ হতো না। অপছন্দের বইকে আমার মা বলতেন 'অখাদ্য'। বলতেন, এই লেখকের বই আর কখনো আনবি না। সেইজন্য আমি চেষ্টা করতাম মায়ের পছন্দসই লেখকের বই-ই বেশী করে জোগাড় করতে। এই ভাবে আমি নিজেই বইয়ের ক্যাটালগ দেখতে শিখি।

বয়েস বাড়ার পর আরও বিভিন্ন জায়গায় লাইব্রেরিতে যাতায়াত করেছি। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের আলাদা আলাদা নিয়ম। কিন্তু ছেলেবেলায় গ্রন্থাগারে প্রতি সন্ধেবেলা ছুটে যাওয়ার যে-টান বোধ করতাম সে রকম টান এখন আর নেই। সেই স্মৃতিই সবচেয়ে মধুর।

লাইব্রেরী

বিমল কর, কলিকাতা

লাইব্রেরীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আজকাল আর নেই। বহুকালই নেই বলা যায়। ছেলেবেলায় বা অল্প বয়েসে নিশ্চয় ছিল, কলেজ টলেজে পড়ার সময়, চাকরির প্রথম দিককার জীবনেও ছিল। তারপর উদ্যমের অভাবে সে-অভ্যাস্ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন যে ধরণের কাজকর্ম করি তাতে খবরের কাগজের অফিসের লাইব্রেরী ভিন্ন আমাদের মতন মানুষের অন্য কোথাও ছোটা সম্ভব নয়।

ছেলেবেলায় কিংবা কৈশোরে বই পড়ার অভ্যেস পেয়েছি বাড়িতে। তখনকার দিনের কিছু কিছু পত্রিকা, কোনো কোনো গ্রন্থাবলী আর আমাদের ধানবাদ স্কুলের ছোট্ট লাইব্রেরী ছিল আমাদের সব। তারপর আর খানিকটা বড় হবার পর ধানবাদের রেলের লাইব্রেরী ছিল আমার বই পড়ার জায়গা। এই লাইব্রেরী ছিল বেশ বড়, সাজানো গোছানো ; রেলের টাকা পয়সা থাকত সাহায্য হিসেবে, কাজেই বইয়ের অভাব সেখানে ছিল না। বাংলা বই —একেবারে নতুন বইও সেখানে রাতারাতি চলে আসত। এনতার বাংলা উপন্যাস পড়েছি তখন, সেকেলে সব নাটকও। ইংরেজী বইও লাইব্রেরীতে ছিল, কিন্তু অল্প। কলেজে পড়তে এলাম কলকাতায়। আমাদের হোস্টেলে একটা মোটামুটি লাইব্রেরী ছিল, সেখানে, তিরিশের যুগেও বাঙালী লেখকদের—যাকে বলা হত আধুনিক লেখক—তাঁদের বইটইও থাকত। তাতে আমার সুবিধে হয়েছিল। কল্লোল যুগের লেখকদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা পড়তে পেয়েছি। আমাদের কলেজ লাইব্রেরীতে গল্পের বইটই বেশী থাকত না, সেটা ছিল মেডিকেল কলেজ—কাজেই যা থাকত তাতে আমার মতন ছেলের সাধ মেটাবার উপায় ছিল না। যাই হোক, আই. এস. সি পরীক্ষা দিয়ে যখন আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে গেলাম—তখন আমাদের বাড়ির কাছে আর একটা ভাল লাইব্রেরী পেলাম। এটাও রেলের,

লাইব্রেরী। তবে ধানবাদের নয়। সেখানে বিস্তর ইংরেজী বিখ্যাত উপন্যাসের অনেকগুলি তখনই পড়েছি। শুধু তাই বা কেন, ইবসেনের নাটকও আমি সেই সময়ে প্রথম পড়ি।

আবার কলকাতা। এবারে অন্য কলেজ। বড় লাইব্রেরী। বইও অনেক। কিন্তু তখন যুদ্ধ চলছে, কলকাতা প্রায় ফাঁকা কলেজ লাইব্রেরীর বইপত্র আগলে রাখার জন্যে আমরা বড় একটা পছন্দমতন বই পেতাম না। আমার এক দাদা ছিলেন পাড়ার লাইব্রেরীর মেম্বার। তিনি বই আনতেন। সেই বই-ই পড়তাম।

এরও বেশ কিছুকাল পরে যখন আমি বেনারসে, তখন আমার প্রথম দিককার চাকরি ভবনে একটি লাইব্রেরী ছিল আমার বড় সান্ত্বনা। গোধুলিয়ার চৌমাথার কাছে একটি ভাল লাইব্রেরী ছিল। নাম মনে পড়ছে না—তবে সাহিত্য পরিষদ গোছের কিছু একটা হবে। বাংলা লাইব্রেরী। পুরোনো আমলের পত্র-পত্রিকা, পুরোনো বই পাওয়া যেত অনেক। 'সবুজ পত্র' আর 'বিচিত্রা'-র সেট দেখেছি, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার কিছু সেটও দেখতাম। পুরোনো পত্রিকা পড়ার নেশা এবং ঝোঁক আমার ছিল। নিয়ে এসে পড়তাম। দরকারী বইও আনতাম।

এরপর আবার কলকাতায় ফিরে এসে লাইব্রেরীর সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলি। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বইপত্র ঘাঁটবার জন্যে ছুটতে হয়েছে—কিন্তু যাকে লাইব্রেরীর অভ্যাস বলে তা আর থাকল না।

আমার নিজের পক্ষে লাইব্রেরীর আর তেমন প্রয়োজনও হয় না। কেননা আমি গবেষক নই কিংবা নিষ্ঠাবান পড়ুয়া নই। যাঁরা কোনো কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতে চান তাঁদের পক্ষে লাইব্রেরী ছাড়া গতি নেই। তেমন নিষ্ঠা আমার অন্তত নেই।

তবে একথা ঠিক, কিশোর এবং যৌবন বয়েসে যা-কিছু যৎসামান্য পড়াশোনার চেষ্টা করেছি তার খোরাক পেয়েছি লাইব্রেরী থেকে। লাইব্রেরী না থাকলে আমাদের মতন মফস্বলবাসীরা বই যোগার করতে পারত না; মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সখ করে বই কেনারও ক্ষমতা ছিল না।

আজকাল শুনেছি লাইব্রেরীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। বড় বড় লাইব্রেরীর চেয়ে ছোট ছোট লাইব্রেরী অসংখ্য হচ্ছে। হোক, তাতে আমার কিছু বলার নেই। বলার কথা মাত্র এই যে, পড়ুয়ারা কেমন হচ্ছে। আমাদের সময় পড়ুয়ারা সংখ্যায় কম ছিল, কিন্তু পড়ার ব্যাপারে মনোযোগ ছিল। আজকাল যদি এমন হয়—পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে বলে লাইব্রেরী তাদের খুশী করতে যা তা বই কিনে আলমারি ভর্তি করছে—তবে কিন্তু সেটা গৌরবের বিষয় হবে না। বড় বড় লাইব্রেরী বোধ হয় বিশেষ পাঠকের জন্যে; কিন্তু ছোট ছোট লাইব্রেরী নিতান্তই অগাপাঠকদের সন্তুষ্ট করার জন্যে হতে পারে না। তারও একটা দায়িত্ব থাকা দরকার। আমাদের অল্প বয়েসে দেখেছি লাইব্রেরীয়ান আজে বাজে বই চাইলে দিতেন না, ধমক দিয়ে অন্য বই গছিয়ে দিতেন। সেই বইগুলি ছিল বাংলা সাহিত্যের সেরা। বিদেশী বইয়ের বেলাতেও তাঁরা খুঁজে পেতে ভাল বই দিতেন পড়তে। এই দায়িত্ব আজও পালন করা উচিত।

লাইব্রেরীকে অস্বীকার করার উপায় আমার নেই। দুঃখ এই যে, এখন আর লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি না। যদি পারতাম আমার লাভ হত অনেক।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ : সফলকাম ছাত্র ছাত্রীদের আনুপূর্বিক তালিকা : সংশোধন (১)

১৯৬২

কালিদাস দে

১৯৭৪

শুক্লা চক্রবর্তী, দীপক ব্যানার্জী, নিরূপা দেব

ভুলবশত মূলতালিকায় এই নামগুলি প্রকাশিত হয় নি।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে কেরালা গ্রন্থশালা সঙ্গমের ভূমিকা

সমীর চক্রবর্তী, কলিকাতা

কেরালা গ্রন্থাগার সাক্ষরতা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি, আমরা যাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত তাঁদের একটু জানা দরকার। শুধু তাই নয়, এই আন্দোলন যে ক্রমে অন্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়া উচিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির সংগঠনের এই বিষয়ে এগিয়ে এসে এই সমস্যার প্রতি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যুক্ত করা খুবই প্রয়োজন।

কেরালা ভারতবর্ষের এমন একটি রাজ্য যেখানে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশী। ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুসারে এই রাজ্যে সাক্ষরতার হার হ'ল ৬০.৪২ শতাংশ। ঐ রাজ্যের মোট জনসংখ্যা হ'ল ২ কোটি ১৩ লক্ষ। এর মধ্যে এখনও ৮৫ লাখ লোক অক্ষর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। যদি আবার স্কুল বহির্ভূত শিশুদের বাদ দেওয়া যায় তবে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ থেকে ৪৫ লাখ। এরা ১৫—৪৫ বয়োগোষ্ঠীর মধ্যে। এবং এরাই ঐ রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রগতির মূল ভিত্তি-স্বরূপ। ঐ রাজ্যের পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬৬.৬% এবং মহিলাদের মধ্যে ৫৪%।

ঐ রাজ্যের ২১৩ লাখ মানুষের জন্যে রয়েছে ১১,০০০টি স্কুল; ১৪৮টি কলেজ, যার মধ্যে ৪টি মেডিকেল কলেজ, ৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৪টি আয়ুর্বেদিক কলেজ, এবং ২টি এগ্রিকালচারাল কলেজ, এগুলি ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত।

কেরালা গ্রন্থশালা সঙ্গম ঐ রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির মুখ্য পারষদ। সঙ্গমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৪৫ সালে; তখন ৪৭টি গ্রাম্য গ্রন্থাগার কেরালা রাজ্যের ত্রিভাঙ্কুর অঞ্চলে এর সাথে যুক্ত ছিল। এখন কেরালার প্রায় ৪,০১৫টি গ্রন্থাগার এই সঙ্গমের অনুমোদিত। এবং গড়ে প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ২,০০০-৩,০০০। এই বইয়ের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বই নব্য পড়ুয়াদের জন্যে। এই গ্রন্থাগারগুলির মোট সদস্যসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। প্রায় ৯০ লক্ষের ওপর পুস্তক রয়েছে ঐ গ্রন্থাগারগুলিতে। প্রায় তিন হাজার গ্রন্থাগারে আলাদা শিশু বিভাগ, নারী বিভাগ রয়েছে। তাছাড়া কলা ও ক্রীড়া বিভাগ, বিতর্ক-সভা ও রেডিও ক্লাব প্রভৃতিরও ব্যবস্থা রয়েছে। সঙ্গমের অনুমোদিত দু'-হাজারেরও বেশী গ্রন্থাগারের নিজস্ব বাড়ি রয়েছে। আর রয়েছে যুব কৃষক-শ্রমিককে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সংগঠিত করার ব্যবস্থা।

সঙ্গম কেরালায় সত্তরের দশককে গুরুত্ব দিয়েছে জন-শিক্ষার প্রচার অভিযানের মাধ্যমে। ১৯৭০-এ সঙ্গমের রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এবং ঐ সময় থেকেই বয়স্ক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের একটি সুষ্ঠু পরি-কল্পনা গ্রহণ করা হয়। কেরালা গ্রন্থশালা সঙ্গমের সাধারণ সম্পাদক পি. এন পানিক্কর সম্প্রতি তাঁর একটি লেখায়, সঙ্গমের নবদিগন্তের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন; "আমাদের আদর্শ স্বার্থবিহীন উৎসর্গিত সেবা। আমাদের সাক্ষরতা প্রসারের উদ্দেশ্য শুধু মাত্র লেখাপড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা বিদ্যার্থীদের অন্তরে গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য এবং নাগরিকোচিত কর্তব্য বোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমরা যে-সব কেন্দ্রে ঠিকমত মনোনিবেশ করতে পেরেছি সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে কলহ-দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনেকখানি অপসৃত হয়েছে। স্ত্রী শিক্ষা পুরুষশিক্ষার তুলনায় অধিকতর ফলপ্রসূ হচ্ছে। আমরা ভারত সরকারের কাছে ১৯৮০-র আগেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের লোক সমষ্টির মধ্যে দশ লক্ষকে শিক্ষিত করে তোলার কর্মে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা পেশ করেছি। আমাদের গ্রন্থালয়গুলি শিক্ষার্থী ও নব্যশিক্ষিতদের পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রসারের সুযোগ দান করেছে। বাস্তবিকই আমাদের গ্রন্থালয়গুলি প্রকৃত অর্থে সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে আগামী এক দশকের মধ্যে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের রূপ নেবে। তখন এই সংগঠন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাদানে বিশেষ ভূমিকায় অংশ নেবে"।

সঙ্গম, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই সমস্ত জায়গায় সাক্ষরতা কেন্দ্র সংগঠিত করেছে, যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৮০ বা ৯০ শতাংশ।

প্রাথমিক প্রকল্প রূপে সঙ্গম ৮০০ নিরক্ষর জনসমষ্টির মধ্যে কাজ করবার পরিকল্পনা নেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১,৬০০ জনের মধ্যে—যার মধ্যে ৪০০ জন মহিলা নিরক্ষর ছিল। ক্রমে প্রতি বছরই এক বৃহত্তর নিরক্ষর জন সমষ্টিকে সঙ্গম সাক্ষরতা দানের সাথে সাথে গ্রন্থাগার মুখী করে তুলছেন। নমুনা প্রকল্প ছাড়াও প্রায় ২০০টি সাক্ষরতা কেন্দ্র গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত, যাঁরা সঙ্গমের আহ্বানে এগিয়ে এসে একাজে যোগ দিয়েছেন। এর জন্যে তাঁরা কোনো পারিশ্রমিকও গ্রহণ করেন না। গ্রন্থশালা সঙ্গমের প্রাথমিক শিক্ষাদানের পুস্তকই তারা ব্যবহার করেন।

এছাড়া কেরালা গ্রন্থশালা সঙ্গম, কেরালা রাজ্য সাক্ষরতা কাউন্সিলের যুক্ত উদ্যোগে আর একটি অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কেরালায় মোট ১,০০০টি পঞ্চায়েৎ রয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েতে ১০টি করে সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ চলছে। মোট কেন্দ্র হবে ১০,০০০টি যার মধ্যে ৩,০০০টি সাক্ষরতা কেন্দ্র চলবে গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে এবং ৭,০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। গ্রন্থাগার এবং প্রাথমিক স্কুলগুলির মাধ্যমে এই সাক্ষরতা কেন্দ্র পরিচালিত হলে প্রাথমিক খরচা (যেমন আসবাবপত্র ইত্যাদি) বাঁচবে এবং বৃহত্তর জনসমষ্টির মধ্যে সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রসার ঘটবে—এই পরিকল্পনা নিয়েই এই প্রকল্পের রূপায়ন। এই শিক্ষাক্রমের মেয়াদ ৬ মাসের। প্রতিদিন আড়াই ঘণ্টা করে সপ্তাহে তিনদিন এই সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলি চলবে। প্রতিটি কেন্দ্রে পড়বে ৩৫ থেকে ৫০ জন পড়ুয়া।

এই প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের সমস্ত ভার রয়েছে কেরালা গ্রন্থশালা সঙ্গমের ওপর। সঙ্গম ইতিমধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার উপযোগী বই মালায়লাম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এবং অনুসারী পাঠক্রমের উপযোগী বইও তাঁরা প্রকাশ করেছেন। 'সাক্ষরতা কেরালাম' পাক্ষিক পত্রিকাও তাঁরা প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি গ্রন্থাগারে এবং সাক্ষরতা কেন্দ্রে এই পত্রিকাটি বিনামূল্যে পাঠানো হয়ে থাকে। ১৯৭৩ সাল থেকে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রত্যেক নব্য শিক্ষিত ডাক যোগে নিয়মিত এই পত্রিকা সংগ্রহ করেন। সঙ্গমের নিজস্ব মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থলোকম্ আজ ২৩ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই সঙ্গে কার্যকরী সাক্ষরতার লক্ষ্যের প্রতি গুরুত্বও সঙ্গম দিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে সঙ্গমের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন,—"আমরা বিদ্যার্থীদের শুধু মাত্র অক্ষর পরিচয় করাই না। পরন্তু বৈজ্ঞানিক প্রথায় তাদের পছন্দ মাফিক কৃষি কাজ, মৎস্য সংগ্রহ, গৃহ পরিচালনা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রথমে তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলি। পরে ধীরে ধীরে তারা অক্ষর পরিচয়ে আগ্রহী হয়। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিদ্যা অর্থ-নীতি, সমবায় শিক্ষা, মুরগী সংরক্ষণ, দুগ্ধ সংরক্ষণ ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে কার্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করি।"

গঠনমূলক কাজ সব সময়ে উদারনৈতিক সমাজ সচেতন ছাত্র যুবদের কাছে প্রেরণা। আমাদের এই রাজ্য ক্রমে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পিছু হট'ছে। আজ তার স্থান সারা ভারতবর্ষে দ্বাদশ। রাজ্যের সবলোক সাক্ষর মানেই হ'লো, রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ়। বৈজ্ঞানিক যুগে হরফটুকু না জানা মানে; সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার অনেক কিছু না জানা। এই রাজ্যে এই সমস্যা যে কি ভয়াবহ তা আর একটি লেখার বিষয় বস্তু হতে পারে।

আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরা এই বিষয়ে একটু ভাবতে পারি। রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে সাক্ষরতা আন্দোলনের এক ব্যাপক ও বৃহত্তর যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে। যার সাহায্যে এই রাজ্যে জনশিক্ষায় এক ব্যাপক পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

ভাবুন তো সে দিনটির কথা. যেদিন আমাদের দেশের কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষ গ্রন্থাগারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছেন, সেই গ্রন্থাগারেই পাঠ নিয়ে। কি জানি, সেই দিনটি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মীদের কাছে,আরও কত দূরে ?

পাঠাগারের অপকারিতা !

সুকুমার ভট্টাচার্য
শিক্ষাধিকার (সমাজশিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গ।

জনজীবনে পাঠাগারের গুরুত্ব শিরোনামায় একটা প্রবন্ধ লেখার ফরমাস হয়েছে। 'কথাসাহিত্য' করেন যাঁরা তাঁদের, শুনেছি, প্রবন্ধ লেখার সময় মন থেকে গল্প তাড়াতে হয়। পাচন বাড়ি হাতে রাখালের গরু তাড়ানোর মতই অনেকক্ষণ ধরে মন থেকে গল্প তাড়ানোর আয়োজন করলুম। দুটি গল্পকে কিন্তু কিছুতেই উচ্ছেদ করতে পারছিনা; ওরা দেখছি সেণ্ট্রাল কনট্রোলে ভাড়া দেবে, সেও ভালো, তবুও এই মনরূপী বাড়ি আর বাড়িওয়ালাকে কিছুতেই যেন ছাড়বেন না। একটি বিদেশী গল্প আর একটি দেশী।

বিদেশী গল্প দিয়েই শুরু করি। একটি গ্রন্থাগারের বার্ষিক উৎসব চলছে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে। বহু নিমন্ত্রিত অতিথির সমাবেশ। এমন সময় রিভলবারের গুলি ব্যর্থ প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকা হত্যার অপচেষ্টা। হৈ-চৈ, কলরব-কোলাহল, পুলিশ-ডিটেকটিভ। গল্পে এসব বেশি করে দেখানো হয় নি। দেখানো হচ্ছে আদালত। সেখানে অপরাধীর বিচার চলছে। সেদিনের নিমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে অন্ততঃ বিশজন সাক্ষী। সবাই একে একে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

হলফ্‌নামা পড়ছেন সকলে। তারপর আত্মপরিচয়, আমি অমুক গ্রামের অমুক চন্দ্র অমুকের ছেলে (বা মেয়ে), পেশার দিক থেকে আমি অমুক, সেদিন গ্রন্থাগারের বার্ষিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে ওখানে উপস্থিত ছিলাম। আর কোর্ট ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে সবাই গ্রন্থাগারের সংগে তাঁদের কী সম্পর্ক, সে-কথাও ব্যক্ত করছেন।

একজন বললেন, আমার বই বাঁধাই-এর দোকান—এই গ্রন্থাগারের বই বাঁধানোর কাজটা আমিই করি। একজন বললেন, আমি কনট্রাক্টর—এই লাইব্রেরীর বাড়ি সারানো, চুনকাম করা, জানালা-দরজায় রঙ দেওয়া—এই সব টুকিটাকি কাজ করি। অনেকেই বললেন আমি এই পাঠাগারের পাঠক ও গ্রাহক। এক ভদ্রমহিলা বললেন, আমার স্বামী ডিভোর্স করার পর থেকে আমি এই গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে নিয়মিত আসি। স্বামীর ভালোবাসাও 'ফেল্' করে, কিন্তু রবার্ট সাউদি বলেছেন

My never failing friends are they
With whom I converse day by day.

আমি সেই never-failing firiend এর খোঁজেই আসি রোজ। এক রোগা-লম্বা ভদ্রলোক সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলে বসলেন মজার কথা। বললেন, যা বলবো সত্য বলবো, মিথ্যা কিছুই বলবেন না—এই কথা দিয়ে শুরু করে কী করে মিথ্যেটা বলি—আমি ঐ গ্রন্থাগারে যাই, ছবি আর কার্টুন কেটে লুকিয়ে নিয়ে আসার জন্যে।

সাক্ষ্যের চেয়েও চিত্তাকর্ষক এই মামলার রায়। রায়দান প্রসঙ্গে বিচারক গ্রন্থাগারকে হোটেলের সংগে তুলনা করলেন একবার। বললেন, যাঁর যেমন রুচি, তিনি তেমন খান হোটেলে রেঁস্তোরায়। ঠিক তেমনিই রুচি অনুযায়ী বই পড়তে আসেন পাঠক-পাঠিকা সেখানে। হোটেলের খরিদ্দাররাই রসনাবৃদ্ধির মাধ্যমে লাভবান হয় না শুধু, লাভবান হন কতো কর্মী—রুজি রোজগারের মাধ্যমে। তেমনি, বুক-বাইণ্ডার, কনট্রাক্টর, গ্রন্থাগারকর্মীও গ্রন্থাগারের কাছে ঋণী। বিচারকের নিজের কাছেও এই তুলনা সঠিক মনে হয়নি। তাই, রায়দান প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন "এ তুলনাও বোধ হয় ঠিক নয়। সুধীজন যা বলে গেছেন—গ্রন্থাগার জ্ঞানের মন্দির তার থেকে ভালো উপমা বোধ হয় আর নেই!"

এর পরের অনুচ্ছেদেই রায়ের আসল অংশ শাস্তিবিধান। সেটা খুবই অভিনব; লিখেছেন, ''এহেন জ্ঞান মন্দির যা' মানুষকে কেবল ধনী করেই রাখে, মানুষের কোনও ক্ষতিই করেনা—সেখানে এক ভদ্রমহিলাকে হত্যার অপচেষ্টা হত্যার সমানই অপরাধ। অতএব, আমি এই অপরাধীকে সর্বোচ্চ সীমায় হত্যার শাস্তিই দিলাম—এ বিধান মনঃপূত না হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি উচ্চতর আদালতে আপীল করতে পারেন।

'বিচারকের খামখেয়াল' শীর্ষক দেশী গল্পে, গ্রন্থাগার কখনও কারুর ক্ষতি করে না লেখা থাকলে কী হবে, আমাদের দেশী

গল্পটিতে ছাত্রকে গ্রন্থাগারের অপকারিতা সম্পর্কে লিখতেই হবে—এই হলো নরেন মাষ্টারের সরোষ নির্দেশ। নরেন মাষ্টার অকৃতদার বজ্রকঠোর,—তার ওপর মুখমণ্ডলকে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে তাঁর দীর্ঘ গোঁফের বিষুবরেখা। প্রবন্ধ সম্পর্কে নরেন মাষ্টারের একটা ছক আছে—সূচনা, – আকৃতি প্রকৃতি—উপকারিতা—অপকারিতা—উপসংহার এই ছটি ভাগে প্রবন্ধকে ভাগ করতেই হবে। এই ছকে না হয় গরু হাতি কুকুর বিড়ালের প্রবন্ধ লেখা যায়, কিন্তু গ্রন্থাগার' সম্পর্কে···? এই সংশয় ব্যঞ্জক কথা বলে, ছাত্র সুমন্ত আচ্ছা-সে ধমক খেয়ে অনেক ভেবেছে, কিন্তু গ্রন্থাগারের অপকারিতা সম্পর্কে কী লিখবে সে?

নরেন মাষ্টার বললেন, গ্রন্থাগার এই-যে মানুষকে ধনী বানিয়ে দিচ্ছে সব সময় – তা ছাড়া পুস্তক ঋণ বিভাগ থেকে নিয়ত ঋণ হিসেবে বই দিচ্ছে, কখনও চিরতরে দিচ্ছে না—গ্রন্থাগারের এই সাইলকী মনোভাবটাই তো তার অপকারিতা। তা ছাড়া, গ্রন্থাগার মানুষকে গ্রন্থকীট বানিয়ে দেয়, নীরোগ স্বাস্থ্যসন্ধানী মানুষ এখানে এসে বই পত্তরে ডুবে থেকে অলস হয়. ব্যায়াম ভোলে. স্বাস্থ্যচর্চা কমিয়ে দিয়ে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে।

আজ সুমন্ত বড় হয়েছে—হাইকোর্টের নামকরা এ্যাড-ভোকেট সে। নরেন মাষ্টারের আহ্বান পেয়ে সে গ্রামের বাড়িতে এসেছে। নরেন মাষ্টারের আস্তানায় হাজির হয়ে দেখালো, মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে তাঁর চোখে। দু-হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে সুমন্তের মাথায় হাত রাখলেন তিনি।

সুমন্তর চোখে জল এলো। বজ্রকঠোর মানুষটির অন্তঃসলিলা স্নেহফল্গুর সিঞ্চনেই সুমন্তের মননশীলতার সেই অঙ্কুরটির আজ মহীরুহে রূপান্তর।

সুমন্ত বললো ধীরে ধীরে, মাষ্টারমশাই, ডেকেছেন আমায়?

হ্যাঁ বাবা, আমায় একটা উইল লিখে দেবে তুমি?

উঠে বসার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন একবার নরেন মাষ্টার। বললেন, সংক্ষেপেই বলি। আমি তখন যুবক। আমার সিগারেটের আগুনে আমাদের গ্রামের পাঠাগারটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কতো আর বই ছিল? বড় জোর, একশো। কিন্তু আমি শপথ করে বললুম, আমি বিয়ে করবো না কখনও। আমার সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে গ্রামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করবোই।

সুমন্তরও বাল্যকালের কথা মনে পড়লো। গ্রন্থাগারের অপকারিতা প্রসঙ্গে কিছু লিখতেই হবে—এই ছিল যাঁর সরোষ নির্দেশ—ভাবতেই পারে না তাঁর সংগেই এখন কথা বলছে সে।

নরেন মাষ্টার বললেন, তাই তোমাকে ডেকেছি বাবা, আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাবার নামে একটা ট্রাষ্ট্ করে দিয়ে যেতে চাই – ওতে লাইব্রেরী হবে, চলবে। এই বলে তিনি, চলবে, চলবে, এমনি করে আবেগভরে অনেকবার উচ্চারণ করলেন কথাটা। সব শেষে বললেন, ট্রাষ্টের হবে সংস্কৃত নাম—চরৈবেতি।

সুমন্ত উইল লেখার আয়োজন করতে লাগলো।

আমার গল্পটি ফুরালো। সেই সংগে ফুরিয়ে গেল আমার প্রবন্ধের জন্য সংরক্ষিত স্পেস্—যেমন করে ফুরালো নরেন মাষ্টারের আয়ু।

"গ্রন্থাগার" সম্পর্কে ঘোষণা

১। পত্রিকার নাম: গ্রন্থাগার

২। প্রকাশকাল : মাসিক (বাংলা মাস অনুযায়ী)

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতীয় ১০০/১, ভূপেন বসু এভেন্যু, কলি-৪

৪। সম্পাদক : সত্যব্রত সেন ভারতীয় ৫৩, অখিল মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা-৯

৫। প্রকাশ স্থান : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭৩

৬। মালিকানা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২ (সাধারণ কার্যালয়: পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম, কলি-১৪)

উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান মতে সত্য।

(স্বাঃ) সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক।

গ্রন্থাগার-সংবাদ

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া :
"একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা"

গত ২০, ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ খ্রীঃ, সবুজ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট দশটি নাট্যগোষ্ঠী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

"হারাধনের দশটি ছেলে" এবং সন্ধানে নাট্যগোষ্ঠীর "ইতিহাসের মৃত্যু" যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনয়ের পুরস্কার লাভ করে। শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনয়ের জন্য সর্বশ্রী বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনী কুমার দাস, ও সাদিক মহম্মদ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস এবং শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে [কেবলমাত্র পাণ্ডুলিপির জন্য] সর্বশ্রী প্রণব দাস ও সতীদাস চক্রবর্ত্তী স্বীকৃত হন। বিচারকের আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত কবি ও অধ্যাপক শ্রীনীরেন্দু হাজরা (প্রধান বিচারক) এবং সর্বশ্রী কৃষ্ণধন রায় ও পরীক্ষিৎ কাঁড়ার। পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রধান শিক্ষক শ্রীমন্মথ নাথ পল্যে এবং অধ্যক্ষ ডঃ অশোককুমার কুণ্ডু। সবুজ গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে সভায় নাট্য আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ডঃ অজিত কুমার মাইতি ও শ্রীনির্মলেন্দু মান্না, সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীপঞ্চানন সিংহ। সর্বশ্রী প্রসাদ চন্দ্র ঘড়া, বিমল মাইতি, মানব মিশ্র, রতন দে, জয়দেব ঘোষ, ও রঘুনাথ চিনে প্রমুখ কর্মীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সৌষ্ঠব মণ্ডিত

আঁইয়া বঙ্কিম সাধারণ পাঠাগার
শরৎ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠানের বিবরণ

"গত ৮।২।৭৬ রবিবার বৈকাল ৩ ঘটিকায় সাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগীর (স্বপনবুড়ো) সভাপতিত্বে আঁইয়া বঙ্কিম সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক শরৎ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সাহিত্যিক শ্রীমতী রাধারানী দেবী শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাসহ সারগর্ভ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীভূপতি চৌধুরী (সভাপতি, চক্রবৈঠক)। পাঠাগার কর্তৃক 'শরৎ জন্মশতবার্ষিকী' সংখ্যারূপে 'শিখা' পত্রিকার প্রথম মুদ্রিত প্রকাশও এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। সভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক 'শরৎচন্দ্রের জীবনী' তথ্যচিত্র প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা ছিল।

অভিযাত্রী পাঠাগার
"আমাদের খিদিরপুর"

"আমাদের খিদিরপুর"—এই নামে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে খিদিরপুরের 'অভিযাত্রী পাঠাগার'। ঐতিহ্যমণ্ডিত খিদিরপুরের সার্থক পরিচয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে আলোকচিত্রের মাধ্যমে। কলকাতার বিচিত্র ইতিহাসে খিদিরপুরের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত 'কবিতীর্থ' খিদিরপুরের গৌরবান্বিত পরিচয় ছাড়াও তার সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানার আছে। সেই অনেক কিছুর কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে। শিক্ষণীয় এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে কেবল ছাত্র-ছাত্রী নয় এই অঞ্চলের অধিবাসী তো বটেই, কলকাতাবাসী যে কেউ অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্য জানতে পারবেন। এই ধরণের আঞ্চলিক প্রদর্শনী যদি কলকাতার অন্য ও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আঞ্চলিক পরিচিতি ছাড়াও শহর কলকাতার একটি সচিত্র ইতিহাস সাধারণের সামনে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। অভিযাত্রী পাঠাগারের এই উদ্যোগ শুধু প্রদর্শনীটি সুন্দর বলেই প্রশংসনীয়, নয়, পরিকল্পনার অভিনবত্বের জন্যেও অভিনন্দনযোগ্য। অভিযাত্রী পাঠাগারের এই উদ্যমের সূচনা হয়েছিলো গতবছর শ্রীপঞ্চমীতে বাগ্দেবীর অর্চনার পুণ্য লগ্নে। এই বছরে ব্যাপকতর পরিকল্পনায় বিস্তৃত পরিসরে সুন্দর করে সাজানো প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করলেন সুপরিচিত ও সুসাহিত্যিক শঙ্কু মহারাজ গত বুধবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যায়। শঙ্কু মহারাজের ভাষণে প্রদর্শনীটির সার্থকতার কথাই সমর্থিত হলো। প্রদর্শনীটির সুন্দর আলোকচিত্রগুলি শিল্পীসংঘেরই সভ্য শ্রীনির্মলকুমার মাইতির। এই প্রদর্শনীটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে যদি এর সঙ্গে খিদিরপুরের একটি মানচিত্র থাকে। 'আমাদের খিদিরপুর' শীর্ষক খিদিরপুরের সংক্ষিপ্ত তথ্য যেগুলি আলোকচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং হবে, একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করতে পারলে উদ্যোক্তাদের খিদিরপুরের পরিচিতি প্রয়াস অধিকতর সার্থক হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। সবটুকু দেখে উৎসাহী উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগের জন্য প্রাণখোলা সাধুবাদ প্রাপ্য।

চিঠিপত্র

সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার' সমীপেষু

মহাশয়,

'গ্রন্থাগার' ২৫ বর্ষ নবম সংখ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের সফলকাম ছাত্রছাত্রীদের আনুপূর্বিক তালিকা প্রকাশের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই। অবশ্য তালিকা প্রণয়ণকারী শ্রীঅজয় ঘোষ ও শ্রীমতি নমিতা গঙ্গোপাধ্যায় এই কৃতিত্বের জন্য বিশেষ প্রশংসা ও অভিনন্দন পাইবার যোগ্য।

যে কোন তালিকা প্রকাশে—বিশেষতঃ সেটি যদি বহু বর্ষব্যাপী কোন কর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত হয়—কিছু ভুলত্রুটি থাকা হয়তো একেবারে অস্বাভাবিক নয়। এ বিষয়ে পরবর্তি সংখ্যায় আপনাদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সেইগুলি সংশোধন করিয়া তালিকা প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টাকে প্রশংসনীয় উদ্যম বলিতেই হইবে। এই সম্পর্কে আমার নিকট যাহা একটি বিশেষ ত্রুটি মনে হইয়াছে তাহা আপনাকে নিবেদন করিতেছি। তালিকাটিতে সাফল্যের শ্রেণীগত বিন্যাস না থাকিবার কারণ হিসাবে যাহা বলা হইয়াছে তাহা যুক্তি গ্রাহ্য নহে ইহাই আমার ধারণা। গুণগত মানের মাপকাঠি পরিবর্তিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। যে যে বর্ষে যেরূপ গুণগত মান ধরিয়া শ্রেণী বিন্যাস করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ থাকিলেই এ সম্পর্কে কোনরূপ অনিশ্চয়তা থাকিবার কথা নহে। আশাকরি সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করিবার সময় এইদিকে দৃষ্টি রাখিবেন। আমার মনে হয় শ্রেণী বিন্যাসযুক্ত তালিকা সফলকাম ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল হিসাবে সংরক্ষিত থাকিবার যোগ্য। সেইজন্য এটি আলাদাভাবে (ক্রোড়পত্ররূপে) প্রকাশিত হইলেও ইহার মর্য্যাদার যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত, পরিষদ পরিচালিত এই পরীক্ষায় প্রতিবৎসর সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকারী ও 'কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় পদক' প্রাপকের নাম বিশেষভাবে চিহ্নিত না করাও এই তালিকার একটি গুরুতর ত্রুটি।

আশাকরি আমার পূর্ব্বোক্ত মতামতগুলি আপনি যথাযোগ্যভাবে বিচার করিবেন সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করিবার সময় তদনুযায়ী কার্য্যক্রম গ্রহণ করিবেন। আমার সপ্রশংস ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি

শ্রীদেবপ্রসাদ মৈত্র
শিবপুর, হাওড়া।

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র-পুনর্মিলন উৎসব (১৯৭৪-৭৫)

গত ১০ই জানুয়ারী ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েসন হলে ছাত্রপুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীহরিদাস মিত্র। তিনি তাঁর ভাষণে পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চালু করার প্রয়োজনীতার কথা উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষের চারটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই আইন যে চালু হয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন একমাত্র ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত কর্মীদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে গ্রন্থাগার আইন এই রাজ্যে চালু করার পথ প্রশস্ত হতে পারে।

এই পুণর্মিলন উৎসবে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রধান শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীচঞ্চল কুমার সেন।

পূণর্মিলন সমিতির সম্পাদকীয় ভাষণে শ্রীসমীর চক্রবর্তী গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে সাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের দেশ গড়ার কাজে অংশ গ্রহণের ব্যাপক সুযোগের কথা বলেন। গ্রন্থাগার পরিষদের মূলদাবীগুলিকে সমর্থন জানিয়ে তিনি সমস্ত পুরাতন এবং নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের এই পরিষদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আহ্বান জানান।

প্রাক্তন ছাত্রদের তরফ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রীমলয় রায়।

পূর্ণমিলন উৎসবে পুরাতন এবং নবীন ছাত্র ছাত্রীরা একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকনাট্য শাখা "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান শ্রীদেবদাস চট্টোপাধ্যায়।

বার্তাবিচিত্রা

সাহিত্য আকাদেমীতে নেপালী ও কঙ্কনী ভাষা স্বীকৃতি পেল

এ বছর সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী বলেন, আকাদেমী পুরস্কার বিবেচনার জন্য এ পর্যন্ত ২২টি ভাষা ও উপভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং নেপালী ও কঙ্কনী ভাষা সংযোজিত হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২৫৪টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি পুরস্কারের মূল্য নগদ ৫ হাজার টাকা।

এ বছর ১৫ জন লেখককে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে আছেন—

সর্বশ্রী নীবদ চৌধুরী (ইংবাজী), বিমল কর (বাংলা), নবকান্ত বরুয়া (অসমীয়া), মানুভাই পাঞ্চেলী (গুজরাটী), ভীমসম সাহানি (হিন্দী), এস এল ভারাইপ্পা (কানাড়া), গিরীন্দ্রমোহন মিশ্র (মৈথিলী), গোলামনবী থায়াল (কাশ্মিরী); এ এন ভি কুরুপ (মালয়ালাম), ডঃ আর বি পাতাঙ্কর (মারাঠী), রাধামোহন গড়নায়ক (ওড়িয়া), গুরুদয়াল সিং (পাঞ্জাবী), মনি মধুকর (রাজস্থানী), ডঃ আর ধনদায়াধম (তামিল), বয়ি ভীমান্না (তেলুগু) এবং কাইফি আজমী (উর্দু)।

পরলোকে আগাথা ক্রিষ্টি

বিখ্যাত রহস্য উপন্যাস ও কাহিনীর লেখিকা ডেম আগাথা ক্রিষ্টি ১২ জানুঃ '৭৬ লণ্ডনের ওয়ালিং ফোর্ডে তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁর লিখিত মাউথ ট্রাপ বৃটিশ রঙ্গমঞ্চে ২৪ বছর ধরে অভিনীত হচ্ছে। ১৯৭১ সালে তাঁকে ডেম অব দি বৃটিশ এম্পায়ার সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস দি মিষ্টিরিয়াস অ্যাট স্টাইল ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর ৮৫ খানি বই পঞ্চাশ বছরে ৩৫ কোটি কপি বিক্রী হয়েছে।

পরলোকে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের কল্লোলযুগের প্রথিতযশা নায়ক কবি সাহিত্যিক পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ সমেত ১৩০ খানারও অধিক গ্রন্থের লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ২৯ জানুঃ '৭৬ তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলায় ১৯০৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 'বেদে' দিয়ে যে সাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছিল 'করুণাধারা'তে এসে তার সমাপ্তি হল। ১৯৭৫ সালে তিনি কবিতার বইয়ের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকা (২) ঃ কলিকাতা (আংশিক)

CALCUTTA

197 Asok Basu
Jadavpur University Library
Calcutta-32. L

198 Ballari Basu
23F. Sankharitola Street,
Calcutta-14. 6 73 4

199 Bratati Basu
P27/1, Rastra Guru Avenue,
Calcutta-28. 5 75 6

200 Bula Basu
C/o. G. C. Basu
Glass & Ceramic Research Institute,
Staff campus, Calcutta-32. 7 75 6

201 Chitralekha Basu
94/1C, Garpar Road, Calcutta-9. 2 74 5

202 Dilip Kumar Basu
352, Jodhpur Park, Calcutta-68. 2 73 4

203 Gaganbehari Basu
6/3/7, P. W. D. Road,
Ashokegar West, Calcutta-35. 2 75 6

204 Manjari Basu
Block X, Flat-1
Maniktala Housing Estate
V. I. P, Road, Calcutta-54 L

205 Mekhala Basu
131/2A. Rupnarayan Nandan Lane,
Calcutta-25. 5 75 6

206 Mira Basu
29B, Sahanagar Road,
Calcutta-26. 7 75 6

207 Naresh Chandra Basu
32, Hindusthan Park,
Calcutta-29. 12 74 5

208 Prasanta Kumar Basu
21, Santoshpur West Road,
Calcutta-32. 4 75 6

209 S, N. Basu
10/C, Ballygung Place, Calcutta-19. L

210 Samir Basu
22/1, Sir Gurudas Road,
Calcutta-54. 8 75 6

211 Samir Kumar Basu
Chemical Engineering Dept.
Jadavpur University, Calcutta-32. L

212 Shreela Basu
"Ava Villa"
57/4A, P. G. H. Shah Road,
Calcutta-32. 12 75 6

213 Sovenlal Basu
8B, Prabhuram Sankar Lane,
Calcutta-15 4 75 6

214 Tapati Basu
16/7, Dover Lane,
Block-C-1, Flat No. 9
Calcutta-29. 4 75 6

215 Tincowri Basu
45A, Haramohan Ghosh Lane,
Calcutta-10 7 75 6

216 Uma Basu
50A, Sadananda Road,
Calcutta-26. 9 75 6

217 Pradyot Kumar Basu Chaudhury
5/11, Chittaranjan Colony,
Calcutta-32. 4 75 6

218 Asok Chandra Basu Roy Chaudhury
National LiLrary
Calcutta-27. 9 75

219 Namita Bhadury
National Library
Calcutta-27 9 75

220 Bimalendu Bhattacharjee
15A, Ganga Prashad Mukherjee Road,
Calcutta-25. L

221 Chitta Bhattacharjee
Indian Statistical Institute Library
203, B T. Road, Calcutta-35. 9 75

222 Debdas Bhattacharjee
162/182, Lake Gardens,
Calcutta-45. 5 75

223 Dipali Bhattacharjee
C/o. Arun l al Banerjee
85/1, Mansatala Lane,
Calcutta-23, 9 75

224 Jharna Bhattacharya
91/48, Tollygange Road,
(Charu Avenue)
Calcutta-33. 7 75

225 Kamales Bhattacharya
17, 'ratapaditya Place, Calcutta-26. L

226 Kashinath Bhattacharya
Asstt. Librarian
Geological Survey of India
29, Jawaharlal Nehru Road,
Calcutta-16. 2 75

227 Kiron Kumar Bhattacharya
59/10, Garfa Road,
Calcutta-32. 12 74

228 Kritantajay Bhattacharya
7, Tiljala Lane, Calcutta-39. 6 74

229 Mihir Kumar Bhattacharjee
Asstt. dibrarian.
Calcutta Uuiversity Central Library.
Calcutta-73. 3 75

230 Nirmal Bhattacharya
14/c/5, Kapalitola Lane
Calcntta-12. 3 73

231 Pritiwis Chandra Bhattacharya
11, Maharaj Tagore Road.
Calcutta-31. 12 74

232 Santipada Bhattacharjee
2, Vidyasagar Street
Calcutta-9. L

233 Satyabrata Bhattacharjee
8, Pratop Chatterjee Lane
Calcutta-12. 4 74

234 Tapan Kumar Bhattacharya
Rabindra Nagar. Calcutta-49. 4 75

235 Nilima Bhaumik (Ganguly)
47A, Russa Road South. 1st Lane
Calcutta-33. 9 75

236 Satyendranarayan Bhaumick
C/1, W. B. Housing Estate, Sagar
Manna Road. Calcutta-60. 9 75

237 Sujata Bhaumik
P. 44, Dr. Sundari Mohan Avenue
Calcutta-14. L

238 Anima Biswas
27/1P, Balaram Ghosh Street
Calcutta-4. 7 75

239 Baijayanti Biswas
31/1/B-2, Ramchand Mukherjee Lane
Calcutta-36. 8 75

240 Bani Biswas
3/2, Nilmani Mitra Road
Calcutta-2. 6 74

241 Biren Biswas
National Library
Calcutta-27. 9 75

242 Kum Kum Biswas
Central Govt. Staff quarters
Block—11, Flat—153
Southern Avenue. Calcutta-29. 5 73

243 Manju Biswas
94/4, S. N. Chatterjee Road
Calcutta-34. 8 75

244 Prabodh Krishna Biswas
40/1, Tangra Road
Block—R, Flat—18
Calcutta-15. 4 74

245 Purna Chanda Biswas
8, Bank Plot, Dhakuria
Calcutta-31. 6 75

246 Sailesh Kumar Biswas
43/c, Ultadanga Road
Calcutta-4. 4 75

247 Sanat Kumar Biswas
St. Xavier's College Central Library
30, Park Street
Calcutta-16. 4 73

248 Swapan Kumar Biswas
A87, Luxminagar colony
Calcutta-28 9 75

249 Sudhir Brahma
5B, Akrur Datta Lane
Calcutta-12. L

250 Anjali Chakrabarty
11/B J. K. Pal Road
Calcutta-38. 9 75

251 Bandiram Chakrabarty
40/1, Tangra Road
Block—V, Flat-12
Calcutta-15. 7 75

252 Bani Chakrabarty
4/3, N. P. Datta Road
Calcutta-36. 8 75

253 Bansari Chakraborty
30A, Sree Mohan Lane
Calcutta-26. 11 75

254 Bijay Krishna Chakraborty
Radio Physics Dept
92, Acharya Prafulla Chandra Road
Calcutta-9. 10 74

255 Birendra Kumar Chakrabarty
9/2, Fern Road
Calcutta-19. 7 74

256 Dhananjoy Chakrabarty
Nikko Boarding
51, Mahatma Gandhi Road
Calcutta-9. 11 75

257 Dipakranjan Chakrabarty
Jadavpur University Central Library
Calcutta-30. L

258 Dulal Chakrabarty
Adwaita Ashram
5, Dehi Entally Road
Calcutta-14. 5 75

259 Gouranga Ranjan Chakrabarty
60/6, Mahendra Banerjee Road
Ramkrishna Palli, Behala
Calcutta-60. 4 75

260 Indranath Chakrabarty
13, Bipradas Street
Calcutta-9. 2 75

261 Kalikrishna Chakrabarty
5, Moll Road
Dum Dum
Calcutta-28. 4 75

262 Kamal Krishna Chakrabarty
11A, Adwaita Mullik Lane
Calcutta-6. 7 73

263 Krishna Chakrabarty
3/94, Vivek Nagar
Calcutta-32. 5 73

264 Manjari Chakrabarty
32/1A, Judges court Road
Calcutta-27 11 75

265 Minati Chakrabarty
Jadavpur University Library
Calcutta-32 7 75

266 Monoranjan Chakrabarty
Jadavpur Uuiversity Central Library
Calcutta-32 7 75

267 Mukundala Chakrabarty
9/1B, Northern Avenue
Calcutta-37. L

268 Nandita Chakrabarty
Mechanical Engineering Dept Library
Jadavpur University
Calcutta-32. L

269 Narayan Chandra Chakrabarty
132/4, Sarat Ghosh Garden Road
Calcutta-39. 12 74

270 Dr. Nilkanta Chakrabarty
Nature Cure Institute
114/2B, Hazra Road
Calcutta-26. 10 75

271 Pathik Chakrabarty
Calcutta University Central Library
Calcutta-73. 12 75

272 Purnachandra Chakrabarty
3/31, Viveknagar Janaki Bhowan
Calctta-32. 3 75

273 Rabindranath Chakrabarty
Plot—2, Block—D
Joyshree Park, Calcutta-34. 8 75

274 Samir Kumar Chakrabarty
343/1, Jowpore Road
Calcutta-30. 10 75

275 Santimay Chakrabarty
1/31, Bagha Jatin Palli
Calcutta-47. 8 75

276 Shyamalendu Chakrabarty
60A, Ballygunge Place
Calcutta-19. 3 74

278 Sila Chakrabarty
Central Reference Library
Belvedere, Calcutta-27. L

279 Sukla Chakrabarty
20B, Dilkhusa Street,
Calcutta- 7. 7 75

280 Arati Chatterjee
3, Sailajalal Chatterjee Street,
Calcutta-49. 9 75

281 Arun Baran Chatterjee
"Giridham"
25, Netaji Subhas Road,
Calcutta-34. 4 73

282 Ashutosh Chatterjee
C/o. M/s. Melins India Ltd.
12, Biren Ray Road (West)
Calcutta-34. 4 75

283 Asit Kumar Chatterjee
14, Bhuban Mohan Banerjee Road,
Calcutta-56. 11 75

284 Asoknath Chatterjee
29C, Creek Row, Calcutta-14, 6 73

285 Debdas Chatterjee
Flat No. A/1, Room No. 16
Housing Estate
40/1, Tangra Road, Calcutta-15, 7 75

286 Jyotirmoy Chatterjee
P 26, Dum Dum Park, Calcutta-55. 12 74

287 Pulin Krishna Chatterjee
105/A, New Alipur, Block-F,
Calcutta-33 (L)

288 Sanat Kumar Chatterjee
52, Giris Park North Calcutta-8. 9 74

289 Saumen Chatterjee
14A, Nasiruddin Road, Calcutta-17. 2 74

290 Sudeb Chatterjee
30, Balaram Bose Ghat Road
Calcutta-25. (L)

291 Sudhananda Chatterjee
19, Dr. Rabindranath Tagore Road
Calcutta-56. (L)

292 Sunil Kumar Chatterjee
Jadavpur University Staff. Qtr. D 4,
Calcutta-32. 7 73

293 Prof. S. K. Chatterjee
8B, Ramanath Majumdar Street
Calcutta-9. L

294 Anup Chaudhuri
C/o, Prof. A. B. Mukherjee
19, College Row, Calcutta-9 4 75

295 Anuva Chaudhuri
A/7, Ramgarh Colony
Calcctta-47. 7 75

296 Aruna Chaudhury
Asstt, Librarian – I
Jadavpur University, Central Library
Calcutta-32. 10 74

297 Asha Chaudhury
22/1A, Tallygunge Road,
Calcutta-26. L

298 Bimal Kumar Chaudhury
P-69, C. I. T. Road, Scheme No. 52
Calcutta-14. 12 75

299 Gopal Chandra Chaudhury
Crown Boarding
27A, Raja Rammohan Sarani
(Amherst St.)
Calcutta-91. 2 75

300 Malati Chaudhury
263, Acharjya Prafulla Chandra Road,
Calcutta-6 6 75

301 Mamata Chaudhury
P554, Panditia Road Extension,
Calcutta-29. 3 73

302 Pradip Chaudhury
Jadavpur University Central Library
Calcutta-32. L

303 Priti Chaudhury
373, Jodhpur Park,
Calcutta-68. 6 75

304 Rita Chaudhury
19/C, Mohendra Bose Lane,
Calcutta-3. 9 75

305 Sukumar Chaudhury
121/G, Sitaram Ghosh Street, (1st floor)
Calcutta-9, 12 75

306 Amal Chandra Das
National Library
Calcutta-27. 9 75

307 Arup Kumar Das
Flat-15, Block-X
40/1, Tangra Road,
Calcutta-15. 9 75

308 Chhaya Das
95/19, Bose Pukur Road,
Calcutta-42. 5 73

309 Haridas Chandra Das
6, Bagjola Road.
Calcutta-28. 9 75

310 Prasad Kalpa Das
Flat-4, Block-H
M. I. G. Housing Estate
37, Belgachia Road,
Calcutta-37. 4 75

311 Prodyut Kumar Das
35, Gobinda Bose Lane, Calcutta-25.

312 Sefali Das
3/12, R. K. Chatterjee Road,
Calcutta-42. 10 73

313 Sukla Das
48, Hara Mohan Ghosh Lane,
Calcutta-10. 5 75

314 Sunil Kumar Das
45/5/H/6, Indra Biswas Road,
Calcutta-37. 9 75

315 Tapan Kumar Das
3/F, Naren Sarkar Road,
Calcutta-8. 9 73

316 Taranath Das
19, Nilkantha Chatterjee Street,
Calcutta-56.

317 Gurusaran Dasgupta
10, Priyanath Middya Road,
Calcutta-56. L

318 Ila Dasgupta
C/o. R. G. India
Language Division
P-64, Dr. Sundari Mohan Avenue,
Calcutta-14. 6 74

319 Khana Dasgupta
MIG Housing Estate
Block-9, Flat-3
37, Belgachia Road,
Calcutta-37.

320 Nandita Dasgupta (Banerjee)
3/30, Netaji Nagar, Calcutta-40.

321 Basudeb Das Sharma
5/1E, Kasiswar Chatterjee Lane,
Calcutta-36. 5 75

322 Alok Kumar Datta
19, Bepin Mitra Lane, Calcutta-4.

323 Ananya Datta
40, Beniapukur Lane,
Calcutta-14, 3 75

324 Anathbandhu Datta
26, Pitambar Ghatak Lane,
Calcutta-27. 9 75

325 Arati Datta
3/1/B, Hajra Bagan Lane,
Calcutta-15. 4 75

গ্র ন্থা গা র
GRANTHAGAR

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
মাসিক মুখপত্র (২৫ বর্ষ) Monthly Organ (25th year) of
BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C I T SCHEME 52, CALCUTTA-14, PHONE : 44-8566

সুধি,

পচিশ বছর যাবত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র রূপে গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। আজ গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার পরিচালক, গ্রন্থব্যবসায়ী, গবেষক ও বিদগ্ধ পাঠক প্রমুখ জনসাধারণ যাঁরা গ্রন্থ-গ্রন্থগার, -গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে উৎসাহী, তাঁদের মুখপত্র রূপে এই "গ্রন্থাগার" পত্রিকা একটা প্রতিষ্ঠা তথা সুনাম অর্জন, করেছে।

আপনাদের কাছে তাই, সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি এই পত্রিকাটিকে **গ্রন্থ-তথ্য, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, তথা তথ্য ও গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে রচনা পাঠিয়ে** পত্রিকাটির মান বজায় রাখতে সাহায্য করুন।

এর গ্রাহক মূল্যও স্বল্প। একটি বা দুটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য মাত্র ১·৫০টাকা বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫ টাকা মাত্র। **আপনি / বা আপনারা ইতিমধ্যে গ্রাহক হয়ে না থাকলে চেক, বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হলে আমরা আনন্দিত হব।** অবশ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকাভুক্ত হলেও বিনামূল্যে এই পত্রিকা পাওয়া যায়। সদস্য হয়ে সদস্যদের দায় দায়িত্ব পালনে অসুবিধা যাঁদের রয়েছে তাঁদের পক্ষে গ্রাহক তালিকাভুক্তি পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায়, গ্রন্থ-গ্রন্থাগার-গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকার পক্ষে সুবিধাজনক।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ সহ **সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা এই গ্রন্থাগার** পত্রিকার একটি বিশেষ আকর্ষণ যা **গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনে এবং বাংলাগ্রন্থ প্রকাশক ও বিক্রেতাদের পক্ষে খুবই সহায়ক।**

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকার এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের কাছে গ্রন্থসংবাদ পৌছে দিতে পারেন। **বিশেষ পদ্ধতিতে খুব স্বল্প খরচে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশকদের গ্রন্থতালিকা মুদ্রণ ও গ্রন্থাগারসমূহে পাঠানোর ব্যবস্থাও এই "গ্রন্থাগার" পত্রিকা করে থাকে।** তার জন্য অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে যোগাযোগ করতে হবে। আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি। বিনীত—

সত্যব্রত সেন
সম্পাদক, গ্রন্থাগার

"গ্রন্থাগার" পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার

	সাধারণ	বিশেষ সংখ্যা		সাধারণ	বিশেষ সংখ্যা
পূর্ণপৃষ্ঠা (৮'×৬')	১২৫ টাঃ	৩০০ টাঃ	ভিতরের ২য় ও ৩য় মলাট, পূর্ণপৃষ্ঠা	২০০ টাঃ	৩৫০ টাঃ
অর্দ্ধ ,, (৪"×৬"/৮"×৩')	৭০ টাঃ	১৭৫ টাঃ	চতুর্থ মলাট (৮'×৬)	২২৫ টাঃ	৪০০ টাঃ

ইংরাজী ও বাংলা উভয়ই বিজ্ঞাপনের ভাষা

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145/
Regd. No. RN/2674/57

Volume 25 : No. : 11 [Silver Jubilee Year] Feb.-March-1976

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8565

N. B. English Abstracts of Articles published in Vol 25, No. 11. may be found in this issue on page No. 416.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-14.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

১৫ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা ; [রজত জয়ন্তী বর্ষ] চৈত্র, ১৩৮২

সূচী

বার্ষিক মূল্য—১৫.০০ সম্পাদক : সত্যব্রত সেন প্রতি সংখ্যা ১.৫০

38 FID World Congress

The 38 FID World Congress will be held in Mexico City from September 27th to October 1st, 1976 in the Congresses Unity of the Centro Medico Nacional, sponsored by the Universidad National Autonoma de Mexico (UNAM) and the Consejo National de Ciencia y Tecnologia (CONACYT).

The general theme for the Congress will be "Information and Development" with the following subtopics :

I. Information as a tool for development

II. Information support for education and research

1. Education for socio-economic development
2. Research for socio-ecomic development
3. Information support to ebucation
4. Information support to research activities

III. Information support for productive sectors aud technological innovation

1. The role of technology and productive sectors on socio-economic development
2. Information for technological development
3. Information for productive sectors.

IV. Information technology

Specialists of well known experience have been invited to deliver papers which can be presented in Spanish, English and French. Simultaneous interpretation will be available.

Registration fee will be $50 00 US Cy, valid until July 31st, 1976. After this date the fee will be $55.00 US Cy. This fee covers the right to participate in all sessions ; to obtain abstracts of the papers and the proceedings. (The fee does not cover the supper in the Closing Ceremony).

For further information, place write to :
FID/-38 Congreso Mundial
Apartado Postal 70-544
Mexico 20, 20, DF

Tels 524-5029 and 548-4599
Telex 017-74-521 (CONACYT)

SUBMITTED PAPERS

Submitted papers will be accepted, which will have to be closely linked with the general topics already mentioned.

These papers will be accepted upon approval by the Selection Committee which is integrated by specialists in the various fields of information and documentation. Submitted papers approved will be read after papers invited, considered in the official program, have been delivered.

Submitted papers should be written in either of the official languages of the Congress in 5 copies, to be sent directly by the author, one to the Organizing Committee, and one to each one of the members of the Selection Committee. Papers should not exceed 5 pages. Deadline for submission is May 31st, 1976.

The Selection Committee is integrated by :

Mr. Maurice Diego Catherinet
Agris Coordinating Centre
Via delle Terme di
Caracalla 00100
Rome, Italy

Prof. F.W. Lancaster
Norsk Senter for Informatikk
Forskningsveien 1
Oslo 3, Norway

Lic. Ario Garza Mercado
El Colegio de Mexico
Guanajuato 125
Mexico 7, DF, Mexico

Mr. Allen Varley
Marine Biological Association of the United Kingdom
The Laboratory Citadel Hill
Plymouth PLI 2PB, England

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি আই টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।

(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—**সত্যব্রত সেন**

সহযোগী সম্পাদিকা—**মিনতি চক্রবর্তী**

রজত জয়ন্তী বর্ষ ॥

বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১২ — **চৈত্র, ১৩৮২**

সূচী

প্রতি সংখ্যা ১'৫০। **বার্ষিক সংখ্যা ১৫ ০০।**

সম্পাদকীয় :

এই চৈত্র সংখ্যা (১৩৮২) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে "গ্রন্থাগার" পত্রিকার প্রকাশকাল পঁচিশ বর্ষ পূর্ণ হল। পঁচিশতম বর্ষে সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করায় আমার গর্ব অনেক। দায়িত্ব প্রতিপালনে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমার আজ কর্তব্য।

সম্পাদনার দায়িত্ব কতটুকু সফলতার সঙ্গে পালনে সক্ষম হয়েছি, তার মূল্যায়ণ অবশ্য ভবিষ্যতে হবে সন্দেহ নেই, তবে গত দু'এক মাসে এত প্রশংসাপত্র পেয়েছি যে, তাঁদের পত্রের উল্লেখ করে ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জানাতে গেলে গ্রন্থাগার পত্রিকার অনেক অর্থব্যয় আশঙ্কায় নিবৃত্ত থেকেছি। "গ্রন্থাগার" পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠবে ও অন্তর্সৌষ্ঠবে পরিবর্তন পত্রিকা পাঠকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।

তবু তৃপ্ত হতে পারছি না। "গ্রন্থাগার" পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরই সুনাম ও শ্রীবৃদ্ধি এই উপলব্ধি পরিষদ কর্মকর্তাদের মধ্যে সমান নহে। তাই অনেক ক্লিষ্টমন পায়ে বেড়ি পড়িয়ে দিয়ে গতি শ্লথ করতে বিমুখ নন।

ভরসা এই, হাজার হাজার পরিষদ সদস্যদের আনা-গোনায় গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ যে গতিবেগ, উদ্দীপনা, আশাআকাঙ্ক্ষা, পত্রিকাটিকে টিকিয়ে রেখেছে,—তা সে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জগতে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান জগতে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ জগতে বাংলাভাষায় একক—হয়ত. বলিষ্ঠতম একক, যদিও গ্রন্থাগার আন্দোলন জনগণের মধ্যে এতদিনেও ছড়িয়ে পড়লো না কেন, এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

তাই শুভানুধ্যায়ীদের কাছে এর বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকদের কথা মনে রেখে. নানাভাবে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাবো আজ। "গ্রন্থাগার" পত্রিকা সম্পাদক-মণ্ডলীও নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে আগামীদিনের কর্মসূচী প্রণয়ণ করবে সন্দেহ নেই, গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনজীবনে পৌঁছে দেবার কাজেও এগিয়ে থাকবে এই গ্রন্থাগার"।

* * *

এই সংখ্যায় "সম্প্রতি প্রকাশিত নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা" প্রকাশিত হল না। পরিচালক অচিন্ত্য মল্লিক অসুস্থতার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন নি, আশা করি, আগামী সংখ্যা থেকে পুনরায় প্রকাশ করতে সক্ষম হবো শ্রীযুক্ত মল্লিকের আরোগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই।

* * *

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যে সদস্য তালিকা পর পর তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হল, তাঁদের সকলের কাছেই অনুরোধ, নতুন বৎসরের (১৩৮৩) সদস্য চাঁদা, ব্যক্তিগত ৭ ০০ প্রতিষ্ঠানগত—১০ ০০ টাকা শীঘ্রই দিয়ে দিন। পত্রিকা'র নিয়মিত প্রকাশনা ও পাঠানোর কাজে এই প্রাথমিক সাহায্য অবশ্য প্রয়োজন।

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar, Vol 25, No 12 (Chaitra 1382 BS March-April '76)

Janagan O Jana Granthagar (Public & Public Library) by Sibendu Manna pp. 451.

Sri Manna mentioning the purpose of Public Library tried to find out the position of the people specially in our society of West Bengal.

Marathi Lekhek Bishnu Sakharam Khandekar (Marathi writer Bishnu Sakharam Khandekar) by Minati chakraborty.

Miss Chakraborty presented a biblio graphy of library contributions of Bishnu Sakharam Khandekar.

Sikhsa Byabasthyay Viswavidyalay Granthagarer Bhumika (Role of University Library in an educational System) by Dipak Kumar Roy.

Sri Roy mentioned the importance of a Univerty Librasiry in an educational system.

Granthapanji Pranayan Bisayak pathanirdesh (A Guide to compilation of Bibliography) by Satyyabrata Sen.

Sri Sen actually produced the article in Bengali adopted from a Chapter of the Book Systematic Bibliography by A. Rabinson.

গ্রন্থাগার সংবাদ

সুভাষ পাঠাগার, কালনা, বর্দ্ধমান :

গত ২৩শে জানুয়ারী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিবস এবং পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সকালে প্রভাত ফেরী, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, প্রীতি ক্রিকেট খেলা ও শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। স্থানীয় দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণ করেন সভাপতি নিত্যানন্দ দাস ও প্রধান অতিথির ভাষণ দেন কবি জগদীশ রায়। সন্ধ্যায় পাঠাগার গৃহে সঙ্গীতানুষ্ঠান ও প্রাক্তন সম্পাদক গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের রচিত ও পরিচালিত মাইকে নাটক অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন ব্যাপী প্রচণ্ড আনন্দ ও উদ্যমের সাথে সব অনুষ্ঠানই সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হয়।

কাশীপুর ইন্সটিটিউট : কলিকাতা-৩৬

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ সকালে ও সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। সকালে বীরেন রায় (অতীতের একজন) ৫০টি প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ছোট একটি গানের অনুষ্ঠান হয় এবং পরিশেষে শিবু ও সম্প্রদায় কর্তৃক বাদ্যযন্ত্র বাজান হয়।

সন্ধ্যায় বিনয় সরকার, উপাধ্যক্ষ, সিটি কলেজ, সভাপতিত্ব করেন এবং গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পুত্র শিশির সেনগুপ্ত প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অতীতের কয়েকজন সুখেন্দু সেনগুপ্ত, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি চঞ্চল সেন, সম্পাদক চণ্ডী চরণ মুখোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী ও তাঁর সম্প্রদায়ের বাউল সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়। সাংস্কৃতিক সম্পাদক তরুণ মজুমদার অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

বিবেকানন্দ পাঠাগার

পাঠাগারের ২৩তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান কাঁদোয়া গ্রামে গত ১লা, ২রা ফাল্গুন (১৩৮২) হয়ে গেছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নদীয়ার সমাজ শিক্ষা অধিকারিক হরিপদ ভট্টাচার্য্য। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন নদীয়ার মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক ডাঃ এম. এম মণ্ডল। সভার উদ্বোধন করেন সদর মহকুমা তথ্য ও জন সংযোগ অধিকারিক অমরেন্দ্রনাথ সাহা। এন. ভি. এফ এর কমাণ্ডার শিবনারায়ণ সরকার, পাঠাগারের ক্রীড়া সম্পাদক শ্যামল কুমার সাহা, পাঠাগারের সহ-সভাপতি জ্ঞান শংকরদাস বক্তব্য রাখেন। পুরস্কার বিতরণ করেন সাংবাদিক সমীরেন্দ্র নাথ সিংহ রায়।

সংস্কৃতি'-র বিস্তা-উৎসব

চাকপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী সংস্থা 'সংস্কৃতি' বিদ্যা উৎসব উপলক্ষে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় সংস্থা-প্রাঙ্গনে এক আকর্ষণীয় কবি সম্মেলন, আলোচনা-চক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্র প্রদর্শনী ও মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও কবি গুণধর মাঝী। আই. পি. টি. এ (আমতা শাখা) এর শরৎ বিষয়ক সংগীত (রচনা : নিমাই মান্না, সুর : গোপাল রাণা) দিয়ে সভার উদ্বোধন হয়। কবি সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি কবিই সমসাময়িক বিষয়ের ওপর কবিতা পাঠ ক'রে সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন গোপাল রাণা, নিমাই মান্না, দীপান্বিতা মান্না, ললিতা মান্না, মাখন মান্না, কৃচ্ছ মান্না, অরূপ মান্না, অশোক দে, উত্তম পাত্র, অমিত পাত্র, দিলীপ মান্না, ভৈরব কোলে, সমীর মান্না প্রমুখ। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পীবৃন্দ নিমাই মান্নার লেখা (সুর : গোপাল রাণা) শরৎ বিষয়ক সংগীত পরিবেশন করেন। শরৎচন্দ্রের গণমুখী দিকের ওপর বক্তব্য রাখেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (আমতা শাখা)-র বিশিষ্ট নেতা বিচিত্র দাস। সমাজ শিক্ষার মহান ভূমিকা দিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন 'সংস্কৃতি'র সভাপতি ও গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর কেন্দ্রীয় পরিষদের অন্যতম সদস্য কবি নিমাই মান্না। সভাপতি শ্রীমাঝি অপসংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় সকলকে আহ্বান জানান। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শিল্পীবৃন্দ গোপাল রাণার পরিচালনায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রাখাল ছেলে' গীতিনাট্যটি উপস্থাপিত করেন। ধারাভাষ্য পাঠে ছিলেন গণনাট্য সংঘের সভাপতি কবি নিমাই মান্না। এই মাসে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আমতা শাখা শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' নাটকটি (নাট্যরূপ : শ্রীজীব গোস্বামী) মঞ্চস্থ করেন। 'সংস্কৃতি'র শিল্পীবৃন্দ রোমানা বিশ্বনাথন্-এর 'ট্যাক্স্‌মন্ত্রী' নাটকটি সাফল্যের সাথে উপস্থাপিত করেন। প্রয়োগ প্রধানের দায়িত্ব দীরত্বের সাথে পালন করেন কবি নিমাই মান্না। এই উপলক্ষে 'সভ্যতার ক্রমবিকাশ' এই পর্যায়ে এক শিক্ষামূলক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 'সংস্কৃতি'র কবিতা-পত্র 'হাতিয়ার'-এর বিশেষ সংখ্যা এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। কঠিন শীতের রাত্রিকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

নারিকেল ডাঙা স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট

প্রথমে নারিকেলডাঙ্গা এ্যাথলেটিক ক্লাব পরে সাধারণ সমিতি, বর্তমানে নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট, প্রথম জীবনে ১৯০১ সালে গ্রীষ্মকালে সাময়িকভাবে একটি ফুটবল ক্লাব ছিল। পরে ১৯০২ সাল হইতে ধারাবাহিক ভাবে এতাবৎ ক্রমে ক্রমে শরীর চর্চা (ব্যায়াম, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি) মানসিক ও কৃষ্টিগত চর্চা, অবৈতনিক পাঠাগার এবং জনসেবা ও জনশিক্ষার ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেছে। ১৯১৮ সালে সার্থকনামা মহাপুরুষ স্যার গুরুদাসের মহাপ্রয়াণ ঘটল। সমিতির তরুণের দল "নারিকেলডাঙ্গা" আর ইনষ্টিটিউটের মাঝে সংযোজিত করলেন সেই মহাপুরুষের নাম।

ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব দ্বিতল ভবন, একতলে "গৌরী মিত্র অবৈতনিক পাঠাগার" এখানে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকা পাঠকদের নিয়মিত সকাল ও সন্ধ্যায় খোলা থাকে। পূর্ব্ব কলিকাতার বহু পুরাতন ও ঐতিহ্য পূর্ণ নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউটের গ্রন্থাগার। এই বৎসর ইনষ্টিটিউটের পচাত্তর বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে আগামী আগস্ট মাসে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা প্রায় আট হাজারের উপর। পুরাতন সাময়িক পত্র-পত্রিকা, পুরাতন গ্রন্থাবলী ও ধর্ম পুস্তক এবং ইংরাজী সাহিত্যের পুস্তকাবলী সংগ্রহে আছে। শিশু বিভাগের জন্য একটি শিশু-সাহিত্যের গ্রন্থাগার আছে, তাতে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা এক হাজারের মত। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তৎকালীন সরকার এই ইনষ্টিটিউট ভবন অধিগ্রহণ করেন। সেই সময় বহু মূল্যবান পুস্তক নষ্ট হয়। পরে ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১৯৬৯ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতায় এই গ্রন্থাগারের বহু ক্ষতি হয়। বর্তমানে পাঠক পাঠিকার সংখ্যা ২২৫। মাসিক চাঁদা ·৭৫ পয়সা ও গ্রাহক পিছু চার টাকা গচ্ছিত রাখা হয়।

ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন সভাপতি বিচারপতি স্যার মন্মথ মুখার্জীর নিজস্ব গ্রন্থাগারের সমুদয় ইংরাজী সাহিত্যের সংগ্রহ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা এই ইনষ্টিটিউটকে দান করেন; ইহা ভিন্ন বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা তাঁহাদের সংগৃহীত পুস্তক এই ইনষ্টিটিউটকে দান করেছেন।

বর্তমানে পাঠক পাঠিকাদের চাহিদা বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের উপর। পুরাতন সংগ্রহের উপর তেমন চাহিদা না থাকায় এই বিরাট সংগ্রহ আলমারী বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। ক্বচিৎ গবেষণারত ব্যক্তিরা এই সকল সংগ্রহ ব্যবহার করেন। বর্তমানে নূতনভাবে পুস্তক সংরক্ষণ ও পুস্তক তালিকার কাজ সুরু হয়েছে।

এ ধরণের গ্রন্থাগারে আজ এক বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখিন। পাঠকদের চাহিদা মত নূতন পুস্তক ক্রয় করা, পুরাতন পুস্তক বাঁধাই সরকারী অনুদান না হলে তাহা পূরণ করা অসম্ভব। ইনষ্টিটিউটের সকল বিভাগ পরিচালনা করে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা খুবই কষ্টকর। বাৎসরিক সরকারী অনুদান মাত্র এক শত টাকা। তাহাও প্রতি বৎসর পাওয়া যায় না। এককালীন সাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারে নিকট বহু আবেদন করেও আজ পর্য্যন্ত সাহায্য পাওয়া যায় নি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নদীয়া জেলা শাখা

নতুন জেলা শাখা কমিটি :—

সভাপতি : মোহিত রায়, সম্পাদক, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী।

সহঃ সভাপতি : সত্যানন্দ মজুমদার, গ্রন্থাগারিক, বিপ্রদাস পাল চৌধুরী পলিটেকনিক।

সম্পাদক : অনিমেষ মজুমদার, বিপ্রদাস পাল চৌধুরী পলিটেকনিক।

কোষাধ্যক্ষ ও সহঃ সম্পাদক : সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি, বিবেকানন্দ পাঠাগার, কাঁদোয়া।

সদস্য : সত্য চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক, সেবাব্রতী সংঘ, ধর্মদা।

নারায়ণ নন্দন, সহঃ গ্রন্থাগারিক, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী।

অজিত গুহ, সম্পাদক, বিবেকানন্দ সংস্কৃতি সংঘ, হালামপুর।

অরুণ আদিত্য, গ্রন্থাগারিক, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ।

মদন মল্লিক, সহঃ গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার, নদীয়া।

জনগণ ও জন গ্রন্থাগার

শিবেন্দু মান্না

দেশের বুদ্ধিজীবি, চিন্তানায়ক তথা সমাজের ধারক-বাহকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হোল গ্রন্থাগার। এদিক থেকে গ্রন্থাগারকে সমাজের কেন্দ্র বিন্দু বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে সমাজ বলতে বোঝাচ্ছি, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ যুক্ত একটি অখণ্ড ব্যবস্থা। (আজকের দিনে 'সমাজ' বলতে বোঝায়: **Society, in general, consists in the complicated net work of social relationships by which every human being is interconnected with his fellowmen.**) এই সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার কেবলমাত্র একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নয়, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাসম্পন্ন একটি সার্বজনীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: বর্তমান যুগে, সাধারণ গ্রন্থাগার হচ্ছে গণতন্ত্রের একটি ফসল। [**The Public Library is a product of modern democracy.**]। পরে আরো বলা হয়েছে: সাধারণ গ্রন্থাগার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ন্যায় জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্যই আইনানুগ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হবে; এবং সর্বতোভাবে অথবা মূলতঃ জনগণের অর্থ সাহায্যে পুষ্ট হবে ও সর্বশ্রেণীর জনগণের একই আইনগত ভিত্তিতে অবাধ ব্যবহারের অধিকার থাকবে। [**As a democratic institution, operated by the people, for the people, the public library should be established and maintained under clear authority of law; supported by wholly or mainly from public funds; open for free use on equal terms to all members of the community.**]

সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে এই সার্বজনীন ব্যাখ্যা মেনে নেবার পরও দেখছি: এ দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে কত প্রকার পার্থক্য বা তারতম্য রয়ে যাচ্ছে। শহরাঞ্চলীয় ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পার্থক্য তো আছেই, (এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—এদেশে 'পাবলিক লাইব্রেরী সিস্টেম' বলে যথার্থ কিছু আছে কিনা? এ প্রশ্নের সমাধান বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আশা করি), দেশের জনগণ, গ্রন্থাগার সমূহের পরিচালকবৃন্দ এবং সমাজ শিক্ষার নিয়ামকদের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকারিতা বিষয়ে মতভেদ ও দৃষ্টি পার্থক্য সুপ্রচুর—এর মূলে আছে গ্রন্থাগার আইনের অভাব। যদিও আইন করে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌল পার্থক্য দূর করা যায় না, তথাপি সর্বজন হিতকর আইনের প্রয়োজন সাম্যের কারণে এবং গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল প্রতিষ্ঠান সমূহকে চিরজীবি করার জন্য।

সমগ্র দেশের নানা প্রকার বিদ্যায়তনের সঙ্গেই যে গ্রন্থাগারের আন্তরিক যোগাযোগ আছে কিম্বা তার প্রয়োজনীয়তা আছে তা নয়, এ দেশের নিরক্ষর অধিবাসীদের কল্যাণে ও একটি সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ রূপে দেশব্যাপী অখণ্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন এই বোধ বা Sense, আমাদের আজকের সমাজে যথেষ্ট অল্প এমনটি আশঙ্কা করার সঙ্গত কারণ এদেশীয় বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে—এই যে জনচেতনার অভাব এটি গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক তো বটেই এমন কি একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বহু গ্রন্থাগারের অপমৃত্যুরও কারণ।

গ্রন্থাগার হচ্ছে একটি স্বাধীন অথচ সামাজিক, সচল ও সজীব প্রতিষ্ঠান। এই সচেতনতা বা সজীবতা আসে সমাজের প্রাণ চাঞ্চল্য থেকে। সমাজ যদি কক্ষচ্যুত হয় অর্থাৎ উপযুক্ত বিষয়ের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব না দেয় তবে স্বভাবতই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও ম্রিয়মান, ক্ষীয়মান হবে—এবং কার্যতঃ কি তাই ঘটছে না? সুতরাং নতুন করে

ভাববার দিন এসেছে। বিদ্যালয়ীয় শিক্ষকে যদি জ্ঞান মন্দিরের তোরণ দ্বার বা গোপুরম্ বলে অভিহিত করি তবে তো মন্দির হোল গ্রন্থাগার। মন্দিরাভ্যন্তরে বহু কাঙ্খিত দেবতার মতোই গ্রন্থাগারে বহু বাঞ্ছিত পুস্তকাদির সমাবেশ। বস্তুতঃ স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জনের জন্য জনসাধারণ যেখানে প্রয়োজন মতো গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ পায় তাই-ই হোল গ্রন্থাগার। তা হলে সাধারণ গ্রন্থাগারকে আমরা অনায়াসে লোক শিক্ষার বাহন বলতে পারি। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে: গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি সত্যিই লোক শিক্ষার ধারক বাহক হয়ে উঠেছে? আপামর জনসাধারণের সঙ্গে কি গ্রন্থাগারগুলির আত্মিক যোগ সাধিত হয়েছে? এর উত্তর আমার কাছে শতকরা ৯০ ভাগ না-ধর্মী। বহুতল গৃহ বিশিষ্ট, হাজার-দু হাজারী মনসবদার পরিচালিত গ্রন্থাগার-গুলির কথা স্বতন্ত্র কিন্তু নানা আয়তনের ছোট মাঝারি গ্রন্থাগারগুলি, যাঁরা একটু সচেষ্ট হলে জনগণের সঙ্গে আত্মিক ও কায়িক যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারেন তাঁরা কি দলবদ্ধ হয়ে সত্যিই আগিয়ে এসেছেন? এর একটাই উত্তর আমার জানা আছে—"না", মুখে যত আলোচনাই হোক না কেন, আজো বাস্তবে তা ঘটেনি।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে 'নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনী'-তে পঠিত ভাষণে সত্যদ্রষ্টা ঋষিকল্প রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"সাধারণতঃ লাইব্রেরী বলে থাকে আমার গ্রন্থ তালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নাও, বেছে নাও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই। যে লাইব্রেরীর মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, সে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে তাকেই বলি বদান্য—সেই হলো বড়ো লাইব্রেরী, আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরী তৈরী করে তা নয়, লাইব্রেরী পাঠককে তৈরী করে তোলে।......লাইব্রেরীয়ান হবেন যথার্থ সাধক, নির্লোভী, শেলফ ভর্তি অহঙ্কার তাঁকে আজ ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজে আয়োজন যা থাকবে সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য, আর লাইব্রেরীয়ানের থাকবে গুদাম রক্ষকের যোগ্যতা নয়—আতিথ্য পালনের যোগ্যতা।"

এই আতিথ্য পালনের যোগ্যতা বা বিষয় সূচী নিয়েই যে বিভ্রাট রবীন্দ্রনাথের কালে অনুভূত হয়েছিলো আজও তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কারের মতো আমরা বহন করে চলেছি। অথচ একটু সচেষ্ট হলে কি প্রয়োজনানুগ দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করা যায় না? সম্ভবতঃ যায় এবং স্বল্পবিত্ত ও স্বল্পায়তন গ্রন্থাগারগুলির কথা স্মরণে রেখে সামান্য আলোচনা করছি। তবে অনুষ্ঠানাদির আয়োজন যাই করা হোক না কেন দুটি কথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে:

(১) গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সম্পদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে গ্রাহক সাধারণকে যথাবিহিত অবহিত রাখা।

(২) স্থানীয় এলাকার অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে গ্রন্থাগারের যথার্থ অনুপ্রবেশ।

ধরা যাক্, গ্রন্থাগারের উদ্যোগে একটা হাস্যকৌতুকের আসর বসেছে। অনুষ্ঠানাদি উপভোগের মধ্যে সময় সুযোগ মতো প্রস্তাবনা সহকারে বলা হোল গ্রন্থাগারে অমুক অমুক বিখ্যাত লেখকের এই এই হাসির গল্প-উপন্যাস আছে। অথবা কোন মনীষির জন্মদিবস পালন করা হচ্ছে, (যা বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রায়শঃ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে), দর্শক শ্রোতাদের সুযোগ মতো জানানো হোল গ্রন্থাগারে ওঁর জীবনী সংক্রান্ত এই এই বই আছে এবং অমুক অমুক লেখকেরাও ওঁর জীবনী লিখেছেন, প্রয়োজনবোধে সদস্যদের ঐগুলি আনিয়ে দেয়া যেতে পারে, ইত্যাদি। এবার মনে করা যাক্, আলু খেতে ধ্বশ রোগ লেগেছে অথবা ধানের গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে ফলন হবার আগেই, এখন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নেবেন, গ্রন্থাগারেই ঐ স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে একটি আলোচনা চক্র বসানোর এবং আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত তথ্যাদি বা পুস্তকাদিতে এই রোগের নিদান সম্পর্কিত কোন তথ্য থাকলে তা জানানোর ব্যবস্থা করা। একটা কথা গ্রন্থাগার সংগঠনকারীদের বারম্বার স্মরণে রাখতে হবে, যেহেতু আমরা স্বল্পবিত্তের অধিকারী যেহেতু গ্ল্যামার বা চটক পরিহার করে যতটা সম্ভব মানুষের অন্তরে এবং দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠতে হবে। আজকের গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ-

রাও প্রায় একই কথা বলছেন : The Public Library should be active and positive in its policy and a dynamic part of community life. It should not tell people what to think, but it should help them decide what to think about. The spotlight should be thrown on significant issues by exhibitions, booklists, discussions, lectures, films and individual reading guidance, .

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যতক্ষন মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের দ্বারা সমর্থিত হবে বা গ্রন্থাগারগুলিতে কেবলমাত্র অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই আসবেন ততক্ষণ গ্রন্থাগার-গুলিতে ভোজের আয়োজন থাকলেও তার অতিথেয়তা থাকবে না। আজ আমাদের নূতন করে ভেবে দেখার প্রয়োজন হয়েছে : গ্রন্থাগার আন্দোলনকারী নামধেয় গুটি কয়েক ব্যক্তি একটি পতাকা তলে সমবেত হলেই অস্মদ্দেশে অখণ্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে কি না। দেশের আপামর জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার পূর্বেই জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহী করার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী অনুভূত হচ্ছে। আমার এবম্বিধ মন্তব্যের দ্বারা আমি এটাই বোঝাতে চাইছি যে আগ্রহী ও অগ্রণী জনসাধারণ এবং গ্রন্থাগার আইন উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা তুল্যমূল্যের দিক থেকে সমান, তবে যতক্ষণ না গ্রন্থাগার আইন রূপী হাতিয়ার আমাদের হাতে আসছে ততক্ষণ কি কেবল নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব? সুতরাং গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার স্বপক্ষে মতামত গড়ে তোলার সময় এক একটি এলাকার অধিবাসীদের জীবন যাত্রার সঙ্গে সেই এলাকার গ্রন্থাগারগুলি যাতে প্রকৃতই আত্মিক যোগ গড়ে তোলে সেদিকে গ্রন্থাগার আন্দোলনকারী ও সংগঠন কারীদের একান্তভাবেই নজর দিতে হবে। আইনানুগ পন্থায় বিধিবদ্ধভাবে পাবলিক লাইব্রেরী—বা জনতা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে যেটুকু সহায় সম্বল আছে তাই দিয়েই জনগণের সঙ্গে একাত্মতার সেতু গড়ে তুলতে হবে, তা না হলে যত প্রকারেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা যাক, সমস্তই কালক্রমে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুদূরপ্রসারী ফললাভের জন্য গুটি কয়েক পন্থা ছোট ও মাঝারি ধরণের গ্রন্থাগারগুলি অবলম্বন করতে পারেন।

১. **রেফারেন্স সার্ভিস :**

সার্ট. লিব. বা বি. লিব. পাঠক্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এটি একটি সুপরিচিত শব্দ হলেও কর্মক্ষেত্রে যাঁরা ছোট ও মাঝারি ধরণের গ্রন্থাগারে নিযুক্ত হন তাঁরা কতটা আগ্রহের সঙ্গে এই বিভাগটি সম্পর্কে অবহিত থাকেন অথবা কাজে লাগান সে সম্পর্কে একটা সমীক্ষা গ্রহণ করলে এটি প্রতীয়মান হবে যে অনেকানেক গ্রন্থাগারে নির্দেশ গ্রন্থ বা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে বটে তবে সেটিকে পাঠক যতখানি কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন গ্রন্থাগারিক চেষ্টা করেন আরো অল্প। অথচ এই বিভাগটির দ্বারাই গ্রন্থাগার সচেতনতা অনেকখানি বাড়িয়ে তোলা যায়। অভিধান গ্রন্থ, ভূচিত্রাবলী, বর্ষপঞ্জী, নির্দেশ গ্রন্থাদি, এন সাইক্লোপিডিয়া, কাগজের কাটিংস ইত্যাদির দ্বারা আয়ত্বের মধ্যে সুন্দর একটি রেফারেন্স বিভাগ গড়ে তুলে পাঠক বা আগ্রহী জনসাধারণকে আকর্ষণ করা যেতে পারে। এমন কি উল্লেখযোগ্য পত্র পত্রিকার সংগ্রহও অনেকের কাজে লাগবে এবং অভিনব বলে বিবেচিত হতে পারে। আগ্রহী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ (ক) সমাজ বিজ্ঞান, (খ) ভূগোল (গ) দর্শন (ঘ) জীবনী (ঙ) ইতিহাস এবং (চ) রাজনীতি সম্পর্কিত নির্দেশ গ্রন্থাদি তাঁদের সংগ্রহে রাখলে উপকৃত হবেন স্থানীয় জনসাধারণ।

২. **বয়স্কদের জন্য অনুষ্ঠানাদি :**

শিশু বা কিশোর বিভাগ স্বতন্ত্র করে অনেকানেক প্রতিষ্ঠানে/গ্রন্থাগারে থাকে কিন্তু বয়স্ক বা অ্যাডাল্ট প্রোগামের কথা শুনিনা—অথচ অ্যাডাল্ট প্রোগামের মধ্যে নাটকাদির অভিনয় অথবা সাহিত্য পাঠ, গ্রামোফোন, রেডিও, আলোচনা চক্র, গান বাজনা, ক্রীড়া ইত্যাদি সহজেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে—এবং এগুলি সমস্তই নিরক্ষর জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করার এক একটি মাধ্যম বলে বিবেচিত

হতে পারে। আজকের দিনে জনতা গ্রন্থাগার মানে কেবল তাকে সাজানো স্তূপীকৃত বই, পত্র পত্রিকা নয়— একটি কম্যুনিটি'র বা এলাকার জীবন স্পন্দনকে যাতে গ্রন্থাগারে অনুভব করা যায় তার জন্য স্থানীয় উৎসবাদির পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে আরো অনেক আকর্ষণ অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা যেতে পারে, তবে আয়োজকদের স্থানীয় জনসাধারণকে গ্রন্থাগারাভিমুখী করার কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। এই সঙ্গে তাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের বৃহত্তর পটভূমিকা'র কথাও বিস্মৃত হবেন না।

৩.০ **পাঠক উপদেষ্টা পর্ষদ :**

গ্রন্থাগারে যারা নিয়মিত আসেন তাঁরা এটিকে তাঁদের প্রয়োজনানুযায়ী অথবা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ভেবে থাকেন। যেমন কেউ এটাকে চিত্ত বিনোদনের কেন্দ্র বলে ভাবেন, আবার কেউ ভাবেন সঠিক খবর পাবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান, আবার কেউ মনে করেন সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র। যিনি যাই ভাবুন না কেন, বিভিন্ন মতামতের লোক নিয়ে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর যদি একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গড়েন, তবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সমস্যাদির সমাধান সম্ভব।

৪.০ **গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ :**

আমি ব্যক্তিগতভাবে গ্রন্থাগার পরিচালন কর্তৃপক্ষের চেয়ে গ্রন্থাগারিককে অধিকতর শ্রমশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করি। গ্রন্থাগারিকই একটি বন্ধুত্বপূর্ণ, মনোরম ও আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠক ও গ্রন্থাগারকে যথার্থ সৃষ্টিশীল করে তুলতে পারেন। একমাত্র গ্রন্থাগারিকই প্রতি নিয়ত পাঠকদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে থাকেন এবং তিনিই পারেন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকাদি বা তথ্যাদি পাঠকদের হাতে, যথার্থ প্রয়োজনে, তুলে দিতে এবং ধীরে ধীরে পাঠকের রুচিকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহশীল করতে তথা পাঠক-রুচিকে উন্নতমনা করতে।

যতক্ষণ না ছোট ও মাঝারি ধরণের গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পটভূমির দিকে লক্ষ্য রেখে আপনাপন কর্মসূচী নির্ণয় করতে পারছেন এবং সমাজের অঙ্গীভূত হতে পারছেন ততক্ষণ গ্রন্থাগার আন্দোলন শক্ত ভিত্তি ভূমির ওপর দাঁড়াতে পারবে না বা গ্রন্থাগারগুলিও পূর্ণ মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হবে।

মারাঠী লেখক বিষ্ণু সখারাম খাণ্ডেকর

মিনতি চক্রবর্তী
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

মারাঠী ঔপন্যাসিক বিষ্ণু সখারাম খাণ্ডেকরকে ১৯৭৪ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। খাণ্ডেকর মহারাষ্ট্রের একটি ছোট শহরে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫টি উপন্যাস, ২৯টি ছোট গল্প, ১১টি প্রবন্ধ ও ১০টি সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থের জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বই আছে। ১৯৬০ সালে তিনি সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। মহারাষ্ট্র সরকারও তাঁকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর বহু বই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থাদির একটি গ্রন্থপঞ্জী আজ প্রকাশিত হল :

বিষ্ণু সখারাম খাণ্ডেকর

১। ধুন্দুর মাস। কোলাপুর, স্কুল ও কলেজ বুক স্টল, ১৯৪০, ১৪৩ পৃ। (১৪ খানি বইয়ের সমালোচনা)

২। গাড্‌কারি : ব্যক্তি আনি বাঙ্ময়। ২য় সং, পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৯, ৩৭৩ পৃ। (রাম ও গণেশ গাড্‌কারির জীবনী সমালোচনা)।

৩। গোকনীচী ফুলে, কোলাপুর, স্কুল ও কলেজ বুক স্টল ১৯৪৪, ১৬৮ পৃ।

৪। মারাঠীচা নাট্যসংসার। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৫, ১৫৬ পৃ। (মারাঠী নাটকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)

৫। বোনভোজন। কোলাপুর, স্কুল ও কলেজ বুক স্টল, ১৯৩৫, ১৪৮ পৃ। (সংগ্রহঃ পুস্তক সমালোচনা, ছোট গল্প ও কবিতা)

৬। সঙ্গীত রামকাঞ্চে রাজ্য। পুণা, সমর্থ ভারত প্রেস, ১৯২৮, ১৩২ পৃ। (পাঁচ অঙ্কের সামাজিক নাটক। ভূমিকা: বালকৃষ্ণ অনন্ত ভাই)

৭। ম্যাক্সিম গোর্কি মা। অনু: বিনায়ক মহাদেব ভাসকুট। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ৩৭৬ পৃ। (ভূমিকা বিষ্ণু সখারাম খাণ্ডেকর)

৮। আবোলী। বম্বে, নারায়ণ গোবিন্দ আজগাঁবকর, ১৯৩৮, ১৪৩। (ছোট গল্প)

৯। আজাচী স্বপ্নেঁ। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৪, ১৫০ পৃ। (১৯৩২-৩৭ মধ্যে প্রকাশিত ছোট গল্প)

১০। অশ্রু আনি হাস্য। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৯, ১৪৫ পৃ। (ছোট গল্প)

১১। কালচারড মতি। অযোধ্যা, উষা প্রকাশন, ১৯৪২, ১৪৩ পৃ। (ছোট গল্প)

১২। দত্ত বিন্দু। বম্বে, ব্রহ্মানন্দ মুকুন্দ নাদকার্ণি, ১৯৩৫, ১৩৩ পৃ। (ছোট গল্প, বিদ্রূপাত্মক গল্প, রূপক কাহিনী)

১৩। দত্তক ও ইতর গোষ্ঠি। কোলাপুর, স্কুল ও কলেজ বুক স্টল, ১৯৩৪, ১৪২ পৃ। (ছোট গল্প)

১৪। দোন ধ্রুব; ৪র্থ সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৯, ২২২ পৃ। (১ম প্রকাশ ১৯৩৪)

১৫। দো মনেঁ; ৩য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৮, ২৭০ পৃ। (১ম প্রকাশ ১৯৩৮)

১৬। থরাত্যাবাহের; ২য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৪, ১৫৬ পৃ। (ছোট গল্প, ১ম প্রকাশ ১৯৪১)

১৭। হস্তাচা গাউস। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৯, ১৪২ পৃ। (ছোট গল্প)

১৮। হীরাভা চাঁপা; ৪র্থ সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৯, ২৪৭ পৃ। (১ম প্রকাশ ১৯৩৮)

১৯। হৃদয়াচি হাঁক। বম্বে, মঙ্গেশ নারায়ণ কুলকার্ণি, ১৯৩০, ২৩৮ পৃ। (ভারত গৌরব গ্রন্থমালা, ৯০)

২০। জললেলা মোহর; ২য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৮, ২০৭ পৃ। (১ম প্রকাশ ১৯৪১)

২১। জীবন কলা। বম্বে, ব্রহ্মানন্দ মুকুন্দ নাদকার্ণি, ১৯৩৪, ১০১ পৃ। (বকুলমালা ১) (ছোট গল্প)

২২। কালাচিঁ স্বপ্নেঁ। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৫১, ১৫০ পৃ। (ছোট গল্প)

২৩। কালিকা। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৩, ৯৬ পৃ। (রূপক কাহিনী)

২৪। কৌঞ্চবত বধ; ৩য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৫১, ২৯২ পৃ। (১ম প্রকাশ ১৯৪২)

২৫। মৃগজলাদিস কল্য। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৪, ১১২ পৃ। (ছোট গল্প)

২৬। নভ মল্লিকা। সাংগ্লি, ত্রিবেণী, বার্ভে এণ্ড সন্স, ১৯২৯, ১২৪ পৃ। (ছোট গল্প)

২৭। নভ প্রাতঃকাল; ২য় সং। পুণা, কন্টিনেণ্টাল প্রকাশন, ১৯৪৪, ১৪৭ পৃ। (ছোট গল্প) (১ম প্রকাশ ১৯৩৯)

২৮। নভ চন্দ্রিকা। বম্বে, নারায়ণ গোবিন্দ আজগাঁবকর, ১৯৩৭, ১২৮ পৃ। (ছোট গল্প)

২৯। পহেলে প্রেম; ৩য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৭, ১৬৭ পৃ। (১ম প্রকাশ ১৯৪০)

৩০। পহিলি লাট, ২য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৫৫ পৃ। (ছোট গল্প, ১ম প্রকাশ ১৯৪০)

৩১। পাহিল্য ভাহিল্যা। পুণা, কন্টিনেণ্টাল প্রকাশন, ১৯৪৪, ১১১ পৃ। (ছোট গল্প)

৩২। পান্ধারে দাগ; ২য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৪, ২৩২ পৃ। (১ম প্রকাশ ১৯৩৯)

৩৩। ফুলেঁ আনি দগদ; ২য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৪, ১৩৬ পৃ। (ছোট গল্প, ১ম প্রকাশ ১৯৩৮)

৩৪। ফলেঁ আনি কাঁটে। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৪, ১০৫ পৃ। (ছোট গল্প)

৩৫। প্রীতিচা যোট। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৫২, ২৬৫ পৃ। (১৮টি ছোট গল্পের সংগ্রহ)

৩৬। পূজন; ২য় সং। পুণা, কন্টিনেণ্টাল প্রকাশন, ১৯৪৪, ১৫৬ পৃ। (ছোট গল্প, ১ম প্রকাশ ১৯৩৮)

৩৭। রিকামা দেভারা; ২য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৫, ১৫৯ পৃ। (১ম প্রকাশ ১৯৩৯)

৩৮। সমাধিভরলি ফুলেঁ। পুণা, দয়ার্ণব রঘুনাথ কোপার্ডেকার, ১৯৩৯, ১৩২ পৃ। (ছোট গল্প)

৩৯। সন্ত্রভাত। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৫৮, ১৩৩ পৃ। (ছোট গল্প)

৪০। সোনেরি লাবল্য। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৬, ১০৪ পৃ। (ছোট গল্প)

৪১। স্ত্রী আনি পুরুষ; ৩য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৫১, ১৩৮ পৃ। (ভূমিকাসহ ছোট গল্প, ১ম প্রকাশ ১৯৪৪)

৪২। সুখচা সোধ; ২য় সং। কোলাপুর, স্কুল, কলেজ বুক স্টল, ১৯৪৬, ১৮০ পৃ। (১ম প্রকাশ ১৯৩৯)

৪৩। সূর্য্যকমলেঁ। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৪, ১৩০ পৃ। (ছোট গল্প ১ম প্রকাশ ১৯৪১)

৪৪। উল্কা; ৩য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৫, ২৪২ পৃ। (১ম প্রকাশ ১৯৩৪)

৪৫। উনপাউস। বম্বে, ব্রহ্মানন্দ মুকুন্দ নাদকার্ণি, ১৯৩৪, ১৬৬ পৃ। (বকুলমালা, ২, ১৯২৫-৩৪ মধ্যে রচিত ছোট গল্প)

৪৬। বিদ্যুৎ-প্রকাশ। কোলাপুর, স্কুল কলেজ বুক স্টল, ১৯৩৭, ১৬২ পৃ। (ছোট গল্প)

৪৭। অভিনাশ; ২য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৭, ১০০ পৃ। (ব্যক্তিগত রচনা, ১ম প্রকাশ ১৯৪১)

৪৮। চন্দন্যান্ত; ২য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৭, ১১৫ পৃ। (ব্যক্তিগত রচনা, ১ম প্রকাশ ১৯৪৬)

৪৯। গোফ আনি গোফন। পুণা, কন্টিনেন্টাল প্রকাশন, ১৯৪৬। (সাহিত্য রচনা সংগ্রহ)

৫০। হীরাভল। কোলাপুর, স্কুল কলেজ বুক স্টল, ১৯৩৭, ৯৯ পৃ। (১৪টি ব্যক্তিগত রচনা, ভূমিকাঃ ব্যক্তিগত রচনার পুঁথিগত ইতিহাস)

৫১। কল্পলতা। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৫, ১৫০ পৃ। (ব্যক্তিগত রচনা)

৫২। মন্দাকিনী; ২য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৭, ৯৪ পৃ। (ব্যক্তিগত রচনা, ১ম প্রকাশ ১৯৪২)

৫৩। সায়ংকাল; ২য় সং। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৪, ১৪০ পৃ। (ব্যক্তিগত রচনা, ১ম প্রকাশ ১৯৩৯)

৫৪। তিসরা প্রহর। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৮, ১০৮ পৃ। (ব্যক্তিগত রচনা)

৫৫। বায়ুলহরী। বম্বে, মহারাষ্ট্র প্রকাশন সংস্থা, ১৯৩৬, ১৪৫ পৃ। (ব্যক্তিগত রচনা)

৫৬। ……সম্পাদিত পারিজাত। পুণা, কন্টিনেন্টাল, ১৯৫২, ১৩৫ পৃ। (বিভিন্ন লেখকের সাহিত্য সঙ্কলন ও সমালোচনা ● টিকাসহ ভূমিকা)

৫৭। তুরুঙ্গাস্তিল পাত্রেঁ। ইংরাজী হইতে অনুবাদ। লেখক টিলার আর্ণেস্ট। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৭-৪৮। ৩ খণ্ড। (মূল জার্মান)

৫৮। আগরকর-চরিত্র (ভক্তি বা কার্য্য) পুণা, গণেশ মহাদেব এণ্ড কোং, ১৯৩২, ১২৮ পৃ। (কাই বিনায়ক লক্ষ্মণভাবে চরিতমালা, ১)
(বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক গোপাল গণেশ আগারকরের জীবনী। তৎসহ বিনায়ক লক্ষ্মণ ভাবের সংক্ষিপ্ত জীবনী)

৫৯। বামন মার যোশী; ভক্তি আনি বিচার। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৮২ পৃ। (বামন মল্হার যোশী জীবন ও কার্য্য)

৬০। ……সম্পাদিত
আগরকর; ভক্তি আনি বিচার। পুণা, রাজহংস প্রকাশন, ১৬৩ পৃ। (গোপাল গণেশ আগরকরের জীবনী ও কার্য্য)

৬১। সহ ভাষণেঁ। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪১, ১৬৪ পৃ। (সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত ছয়টি বক্তৃতার সংগ্রহ)

৬২। তিন সম্মেলনেঁ। পুণা, দেশমুখ এণ্ড কোং, ১৯৪৭, ১১৭ পৃ। তিনটি সাহিত্য সম্মেলনের বক্তৃতা

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

দীপক কুমার রায়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা।

সাধারণভাবে গ্রন্থাগার হচ্ছে মানুষের জ্ঞান ও চিন্তার বিস্তারের উদ্দেশ্যে সুসজ্জিত ভাবে রক্ষিত বই এবং অন্যান্য পাঠ্যবস্তুর সংগ্রহ। কিন্তু শুধুমাত্র পাঠ্যবস্তু সংগ্রহ করে রাখলেই একটি প্রকৃত গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে না, সেই সঙ্গে দেখতে হবে ঐসব পাঠ্যবস্তু কতখানি ব্যবহৃত হয়। আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যে উপযুক্ত পাঠকের কাছে তার প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী যথা সময়ে পৌঁছে দেওয়া যায় কিনা। পাঠ্যবস্তুর সংগ্রহ রয়েছে অথচ তার উপযুক্ত সদব্যবহার হয় না, তাকে গ্রন্থাগারের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগারের পাঠ্যবস্তু সংগ্রহ মানুষের জ্ঞান তৃষ্ণা মেটাবে এবং তার সৃজনী প্রতিভাকে নব নব ভাবে বিকশিত করবে। সুতরাং জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। আজকের এই জ্ঞান বিস্ফোরণের দিনে গ্রন্থগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা একটি দেশের সর্ব্বাঙ্গীন সমৃদ্ধির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। ডাঃ রঙ্গনাথনের পঞ্চ সূত্রের আদর্শ সামনে রাখলেই একটি গ্রন্থাগার উপযুক্তভাবে গড়ে উঠতে পারে, যেমন :— (ক) বই ব্যবহারের জন্য, (খ) প্রতিটি বই এবং তার পাঠক, বই, (গ) প্রতি পাঠকের জন্য (ঘ) পাঠকের সময় বাঁচাতে হবে, (ঙ) গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠান।

আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই লিপিবদ্ধ জ্ঞান শিক্ষক, গবেষক এবং উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত ছাত্রের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়ে থাকে। বর্ত্তমানে এ জাতীয় গ্রন্থাগারের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ হচ্ছে সর্ব্বস্তরের জ্ঞান বিস্ফোরণকে যথাযতভাবে সংগ্রহ কোরে তা পাঠকের কাছে উপস্থিত করা এবং যাতে করে পাঠক সমস্ত রকম আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের খবরাখবর পেতে পারেন। তাই এ জাতীয় গ্রন্থাগারকে এক কথায় বলা যায় বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার।

একথা আমরা সকলে জানি যে বিশ্ববিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি সঠিকভাবে প্রবাহিত করা, জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধকে জাগরিত করা। সুতরাং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে বলা যেতে পারে বিভিন্ন চিন্তায় আদান প্রদান এবং মানুষের স্বাধীন ধ্যান ধারণার প্রতীক। এই উদ্দেশ্যগুলোকে সফল করবার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আধুনিকভাবে পরিচালিত একটি গ্রন্থাগার। আধুনিকভাবে পরিচালিত এবং সুসজ্জিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারই তার মূল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে। পাঠকের ক্রমাগত জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে একমাত্র গ্রন্থাগারই সমর্থ। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের মূল্যায়ন হয় তার গ্রন্থাগারটি কতটা জ্ঞান লাভে পাঠকের চাহিদা পূরণে সক্ষম এবং এর সাহায্যে গবেষণার কাজের কতটা অগ্রগতি ঘটেছে।

গ্রন্থাগারকে বিশ্ববিদ্যালয়েরর প্রাণ কেন্দ্র বলা যেতে পারে কারণ বই এবং অন্যান্য পাঠ্যবস্তুর সংগ্রহ এবং তাদের পাঠকের ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলা ছাড়া এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। আমাদের মনে রাখা দরকার যে এ জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রথম এবং প্রধান কাজই হচ্ছে বিশ্ব জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধান করে সেই সকল বিষয়ের আধুনিক তথ্যাদি এবং সমস্ত রকম মুদ্রিত পঠন পাঠনের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যেমন বই, সাময়িক পত্র পত্রিকা, পুস্তিকা, ফিল্ম, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অন্যান্য ডকুমেন্ট ইত্যাদি। উল্লেখিত ডকুমেন্টগুলোকে শুধুমাত্র সংগ্রহ করলে চলবে না এবং বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে

যাতে কোরে যথা সময়ে পাঠককে তার প্রয়োজন মত বই বা অন্য যে কোন তথ্য দেওয়া যেতে পারে। আমরা সকলেই জানি বই এবং অন্যান্য পাঠ্যবস্তুই হচ্ছে গ্রন্থাগারের ভিত্তি কিন্তু আমাদের গ্রন্থাগারিকতায় মূল ভিত্তিই হচ্ছে বই পত্রের শ্রেণী করণ। এখানে আমাদের নীতি হবে যে পদ্ধতিতে শ্রেণী করণ করলে পাঠককে তাড়াতাড়ি তার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে সেই পদ্ধতিতেই গ্রন্থাগারের পাঠ্যবস্তুর শ্রেণী করণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারোপযোগী করতে হলে প্রথমেই তাকে open access গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার কথা ভাবতে হবে। কারণ শিক্ষা অর্জ্জনে কোনরকম বাধা রাখা উচিত নয়। এখানে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে open access পদ্ধতিতে গ্রন্থাগারের ডকুমেণ্ট খোয়া যেতে পারে এবং এ দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নেওয়া ঠিক হবে না। সেখানে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে গ্রন্থ-গারের গেটে ভাল চেক পোষ্ট থাকলে ডকুমেণ্ট খোওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। যদি এ সত্বেও অঘটন ঘটে যায় তবে তার জন্য চিরকাল গ্রন্থাগারে পাঠকের জ্ঞান আহরণে বাধা রাখা সমীচিন হবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে সুষ্ঠুভাবে পাঠককে সাহায্য করতে হলে এ জাতীয় গ্রন্থালয়কে দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তা না হলে জিজ্ঞাসু পাঠকের সমস্ত রকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

সর্বশেষে বলতে পারি যে আজকের দিনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা যেতে পারে বিশ্বজ্ঞানের বাহক। সেক্ষেত্রে গ্রন্থালয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম প্রবাহের মধ্যমণি কারণ শিক্ষামূলক পরিকল্পনা বা গবেষণা গ্রন্থালয় ব্যতীত বাস্তবায়িত হোতে পারে না। সুতরাং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ভর করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর। উপযুক্ত গ্রন্থাগার ছাড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করাও যায় না।

পরিষদ কথা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেকটরী

তৃতীয় সংস্করণের কাজকে সুষ্টভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে—২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলীর ব্লক ডেভলাপমেণ্ট অফিসার, ই, এস,. ই, ও, ডিসট্রিক সোসাল এডুকেশন অফিসার, জেলা গ্রন্থাগারিক এবং কলকাতার ক্ষেত্রে, ডি, এস, ই, ও ডি, ডি, পি আই (সোসাল এডুকেশন), সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির—যথা কলিকাতা—যাদবপুর, গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধানদের, কলিকাতার সমস্ত পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক/গ্রন্থাগারিক, ই, ই, এম, এর গ্রন্থাগারিক, স্টেট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক, স্ট্যাটিসটিকাল ইনষ্টিটিউট এর গ্রন্থাগারিক, সহ বিগত (২য় সংস্করনর) ডাইরেকটরীর সকল সদস্যদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারী '৭৬ বিকাল ৪টায় ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অডিটোরিয়ামে বি, ব্যানার্জী চৌধুরীর সভাপতিত্বে আহুত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ কাজের গুরুত্ব বিষয়ে সকলে একমত হন এবং প্রকাশের বিবিধ কর্মসূচী অনুযায়ী সহযোগিতা করা বিষয়ে সকলে প্রতিশ্রুতি দেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা

গত ২১শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৫০তম পূর্ত্তি উপলক্ষে জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজ গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার প্রবীন শিক্ষাবিদ্ ও সুলেখক শ্রীসুধাংশু শেখর গুপ্ত মহাশয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও ডঃ স্বরাজ ব্রত সেন শর্মা। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার প্রেমী সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পঞ্চাশ বর্ষের প্রতীক পঞ্চাশটি প্রদীপ জ্বেলে সভা উদ্বোধন করে শ্রীসুধাংশু শেখর গুপ্ত বলেন শুধুমাত্র বিরাট সংগ্রহ নয় পাঠকের পঠন স্পৃহার মধ্য দিয়েই গ্রন্থাগারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা এবং এ ব্যাপারে গ্রন্থা-

গারিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীগুপ্ত বলেন গ্রন্থাগার পরিচালনা আজ বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়েছে। গ্রন্থাগারের কর্মকে দ্রুত ও সহজতর করার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটছে।

প্রধান বক্তা ডঃ স্বরাজ ব্রত সেন শর্মা মহাশয় বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারের প্রাণময় ও গতিময় রূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই সহরে ও গ্রামে একাধিক গ্রন্থাগার তিনি উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন আমাদের দেশে এক সময়ে গ্রন্থাগার শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি নেপালের রাজসভা, কাশ্মীরের রাজসভা ও কুচবিহারের রাজসভার দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করেন। ডঃ সেন শর্মা বলেন ১৮৩৬ সাল থেকে বাংলাদেশে পাবলিক লাইব্রেরীর প্রচলন হয় ১৮৩৬-১৮৬০ সালের মধ্যে এই আন্দোলন একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ডঃ সেন শর্মা রেনেশাঁর কথা উল্লেখ করে বলেন ১৯ শতকের য়ুরোপীয় শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে বিদগ্ধ মহলের একটি আন্ত-র্জাতিক রূপ সম্ভব হয়েছে, গ্রন্থাগার এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহন করেছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বলেন, গ্রন্থাগারের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুটি রূপ হয়েছে। গ্রন্থাগার তত্ত্ব সরবরাহ করে এবং ভাবনার সমৃদ্ধি ও চেতনা বিতরণ করে। ব্যবহারিক জগতে আমাদের তথ্য ও খবরের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আবার সমাজ শিক্ষা ও সামাজিক চেতনা বিকাশ ঘটায় গ্রন্থাগার। উদার ও ব্যাপক শিক্ষার প্রসার গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্য বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসারের চেয়ে গ্রন্থাগার প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন ও গুরুত্ব রয়েছে। কেননা গ্রন্থাগারই সবচেয়ে ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত ভাবে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও নানা চিন্তা ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারে।

উপস্থিত সুধীগণের পক্ষ থেকে শ্রীশৈলেন অধিকারী গ্রন্থাগারের সঞ্জীবনী শক্তির কথা উল্লেখ করে জিয়াগঞ্জের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করেন ও জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীসবিতাপ্রসাদ দুবে বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বরূপ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নানা দাবী ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীপৎ সিং কলেজের ছাত্র শ্রীমান শংকর রায়।

নদীয়া জেলা শাখা

নদীয়া জেলা শাখার তৃতীয় বর্ষের সম্মেলন মোহিত রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কাদোয়া বিবেকানন্দ পাঠাগারে ২৮শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। সত্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন ও আলোচনান্তে তা অনুমোদিত হয়।

সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে অজিত গুহ কর্তৃক কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং প্রস্তাব সমূহের উপর সত্যানন্দ মজুমদার, মহাশয় সুচিন্তিত মত পেশ করেন।

মদন মোহন মল্লিক মহাশয় স্পনসর্ড গ্রামীণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন এবং সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার কথাও আলোচনা করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এরিয়া লাইব্রেরী ও সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী থেকে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি যাহাতে যোগদান করিতে পারেন তাহার জন্য শিক্ষাধিকার মোহদয়কে অনুরোধ করিতে বলেন।

শ্রীযুক্ত মল্লিক সাহা বিবেকানন্দ পাঠাগার, সাংস্কৃতিক বিভাগের সম্পাদিক মল্লিকা সাহা ও উক্ত পাঠাগারের সম্পাদক গোপালচন্দ্র বিশ্বাস পাঠাগার কিভাবে চাষের উপকার করিতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। অঞ্জলি বাগচি গ্রাম সেবিকাও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

সুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি অনুদান বিভিন্ন হারে পাইয়া থাকে এর কারন স্বরূপ তিনি বেশ কয়েকটি সুচিন্তিত মতামত পেশ করেন। তিনি বলেন যে রাজনীতি মুক্ত হ'লেই গ্রন্থাগার-গুলিতে অনুদান সমভাবে বণ্টিত হ'বে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিসদের পক্ষ হইতে শশাংক কুমার বাকচি মহাশয়ের বক্তব্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা স্বরূপ। তিনি জেলা শাখার প্রয়োজনীয়, গ্রন্থাগার আইনের আবশ্যকতা বিষয়ে ও পরিশেষে সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগারের প্রভাব সমাজ জীবনে কিভাবে প্রতিফলিত হয় তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলেন।

গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ণ বিষয়ক পথ নির্দেশ

(রবীনসনের "সিস্টেমেটিক বিবলিওগ্রাফী" অবলম্বনে)

সত্যব্রত সেন, কলিকাতা-৯

গ্রন্থবিদ্যার অর্থ ও বিভিন্ন প্রকার ভেদ

বিবলিগ্রাফী (বাংলায় গ্রন্থবিদ্যা) পদটির ইংরেজী ভাষাভাষী ছাত্র বা পণ্ডিত মহলে খুব ব্যাপক ভাবার্থ জ্ঞাপক। পদটি পুস্তক-বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পুস্তকের অবয়বগত **অস্তিত্ব, পুস্তকের** ইতিহাস ও পরিবর্তিত আকৃতি, পুস্তকের বস্তুগত দিক ও পদ্ধতিগত দিক, পুস্তকের বর্ণনা এবং তালিকা লিপিবদ্ধ করণকে বুঝিয়ে থাকে। নেতৃস্থানীয় গ্রন্থবিদ্যাবিদ-দের মধ্যে ইহার বিভিন্ন শাখাগুলির নামকরণ বিষয়ে অল্প-বিস্তর মতভেদ রয়েছে। এসডেইল এবং আরো কয়েকজন গ্রন্থবিদ্যাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন :

(১) বিশ্লেষক (ইংরেজীতে এনালিটিক্যাল analytical)—যা, পুস্তকের গঠনগত বা অবয়বগত দিকটির বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও বর্ণনা।

(২) ঐতিহাসিক (ইংরেজীতে হিস্টোরিক্যাল Historical)—যা, পুস্তক প্রকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতি, —মুদ্রন, অলঙ্করণ ইত্যাদি দিকটির পরীক্ষা ও ঘটনা বর্ণনা বা ইতিহাস।

(৩) সুসংবদ্ধ (ইংরেজীতে সিস্টেমেটিক Systematic)—যা, প্রাথমিক ভাবে বলা যেতে পারে, পুস্তকের তালিকা প্রনয়ণ, সংক্ষেপে গ্রন্থপঞ্জীয়ন।

গ্রেগ্ বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থবিদ্যাকে যুক্ত করে এককথায় নাম দিয়েছেন, সমালোচনামূলক (ইংরেজীতে ক্রিটিক্যাল critical)—যা, বেস্টারম্যানও সমর্থন করেছেন। কিন্তু সকলেই সুসংবদ্ধ গ্রন্থবিদ্যা বা গ্রন্থপঞ্জীয়করণ বিষয়ে একমত। গ্রেগ অবশ্য এই সুসংবদ্ধ গ্রন্থবিদ্যা বা গ্রন্থপঞ্জীয়ণকে একমাত্র সত্যিকারের গ্রন্থবিদ্যা বলে গণ্য করেছেন,—সুসংবদ্ধ প্রয়োগ অবশ্য তাঁর কাছে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নীরস একঘেয়ে খাটুনি তথা উঞ্ছবৃত্তি ও গণিকাবৃত্তি বিশেষ, শেষোক্ত বক্তব্যের ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁকে বেস্টারম্যান সমর্থন করেন নি ; এ. ডব্লিউ পোলার্ড এবং স্যার স্টিফেন গেস্‌লিও সমর্থন করেন নি। ঐতিহাসিক গ্রন্থবিদ্যা ও বিশ্লেষক গ্রন্থবিদ্যার মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য আছে, তবে উভয়ই পরিচ্ছন্ন পণ্ডিতী কাজে নিয়োজিত এমন একটি বিজ্ঞানেরই অন্তর্গত। অন্যদিকে গ্রন্থপঞ্জীয়ণ একটি শিল্পকর্ম বা কৌশল যা তাদের প্রয়োগের উপরই অধিক নির্ভরশীল। তিনটি (বা দুটি) শাখা স্বাভাবিক ভাবেই পারস্পরিক সম্পর্কিত। শিক্ষিত গ্রন্থবিদ্যাবিদরা পণ্ডিত ব্যক্তি রচিত পাঠ্যবস্তুর প্রামাণিকতা প্রমাণে বা বহুবিধ রূপের কালানুক্রমিকতা বর্ণনায় সহায়তা করতে পারেন। এই কাজ করা হয় পুস্তকটির বাঁধাই'র পদ্ধতি, পুস্তকের জন্য ব্যবহৃত কাগজ প্রভৃতি অনুধাবনান্তে অবরোহী প্রথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে, যা, পাঠ্যবস্তুর সমালোচনার ক্ষেত্রে অসাধারন সহায়ক। তদ্রূপ, গবেষণা সাময়িক হলেও, যদি সুসংবদ্ধভাবে, স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী সযত্ন সাজানো এবং লিপিবদ্ধ হয়, তবে পাণ্ডিত্যের জগতে তা হয় এক মহান কাজ এবং তা নিয়ে গড়ে ওঠে গ্রন্থবিদ্যাও যদিও, সব গ্রন্থবিদ্যা অবশ্য পাণ্ডিত্যের এত উঁচু স্তরের নয়।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ইংরেজী ভাষাভাষী জগতে এবং আমেরিকার গ্রন্থবিদ্যাবিদদের অংশ বিশেষের মধ্যে বিবলিওগ্রাফী শব্দদ্বারা বা তদসম শব্দদ্বারা বিষয়েরই সেই অংশটুকুকেই বুঝায়, যাকে সুসংবদ্ধ গ্রন্থবিদ্যা বলা হয়, অর্থাৎ গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ণে ইহার প্রয়োগকেই বুঝিয়ে থাকে—অন্য অংশটি হচ্ছে গ্রন্থবিজ্ঞান বা গ্রন্থশিল্প বা বিবলিওলজি।

ব্যাখ্যার এই বিভিন্নতাকে যদি উপলব্ধি করা যায় তবে আমরা বিশ্ববিখ্যাত বিশেষজ্ঞের দেওয়া বিবলিওগ্রাফী বা গ্রন্থপঞ্জীয়ণের কয়েকটি সংজ্ঞা বিবেচনা করেও দেখতে পারি ; তাতে, আমাদের আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপকতা কতটা হতে পারে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়। আমরা এতক্ষণ অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা পেয়ে এসেছি। বিবলিওগ্রাফী বা গ্রন্থবিদ্যা শব্দটি এখন থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অর্থে

গৃহীত হয়েছে, সেই অর্থেই ব্যবহৃত হবে—উদার ইংরেজী শব্দে যা বুঝিয়ে থাকে, সে অর্থে নয়।

"পুস্তকের তালিকা প্রণয়ণ" বলে যে খুব সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে, তা জর্জ স্নাইডার তাঁর "হেণ্ডবুক ডেব বিবলিওগ্রাফী" থেকে দেওয়া। এই পুস্তকটি এখনও খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। এতেও অনেক কিছু আছে যা বিভ্রান্তিকর ও অপ্রয়োজনীয়—বিশেষ করে, গ্রন্থপঞ্জীয়ণ বিদ্যার জগতে। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ, কেননা, এতে গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ণের ক্ষেত্রে সাজানো বিষয়ে কোন নীতি-নির্দেশ নেই। গ্রন্থপঞ্জীতে স্থান পাবে এমন গ্রন্থাদি নির্বাচনের বা বর্ণনার বিশেষ মাত্রা বিষয়ে কোন বক্তব্য নেই। বিজ্ঞাপনার্থে, পুস্তক বিক্রেতা বা প্রকাশকরা পুস্তকের নাম ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করে যে তালিকা প্রণয়ণ করেন তা গ্রন্থপঞ্জী নয়—অন্যদিকে কোন গ্রন্থাগারে গ্রন্থ তালিকা বা সূচীও পঞ্জী নয়—যতই তার লিখন বা সংলেখ সম্পূর্ণ, বর্ণানুক্রমিক হউক না কেন—যদিও কিছু কিছু সাহায্য এরই মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ইউনেস্কো প্রকাশিত, "লাইব্রেরী অব কংগ্রেস গ্রন্থপঞ্জীগত সমীক্ষা গ্রন্থপঞ্জীগত পরিসেবা :—তাঁর বর্তমান অবস্থা, উন্নয়ণের সম্ভাবনা" গ্রন্থে ভি,ডব্লিউ ক্ল্যাপ সংজ্ঞাটিকে পরিবর্দ্ধিত করেছেন; তিনি বলেছেন, সুসংবদ্ধ ভাবে বিবরন সম্বলিত লিখিত বা প্রকাশিত দলিল সমূহের তালিকা প্রণয়ণের কৌশল। এই সংজ্ঞা অনেক বেশী সন্তোষজনক, কেননা এখানে সুসংবদ্ধতার প্রয়োজনীতা ও বিবরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, এবং পুস্তক ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যাদির সংযুক্তির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবুও এই সংজ্ঞায় গ্রন্থাগারের পুস্তক সূচী বা তালিকা ও গ্রন্থপঞ্জীর পার্থক্য বিষয়ে কোন বক্তব্য নেই। এই পার্থক্য অবশ্য দেখতে পাওয়া যাবে,—গ্রন্থাগার গ্রন্থ তালিকাটিতে থাকে নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাগার কর্তৃক বা কয়েকটি গ্রন্থাগার কর্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থেরই তালিকা। গ্রন্থপঞ্জী এই ধরণের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়। গ্রন্থপঞ্জীয়ণকারীর সংসার কার্যত কাগজে লিপিবদ্ধ মানুষের মনের বিরাট তথা সমগ্র ফসল নিয়ে ব্যপ্ত। তার লক্ষ্য, কোন একটি সংগ্রহের প্রতি অনুসন্ধানকারীকে পথ নির্দ্দেশ করা নয়, তার লক্ষ্য তাকে নথিপত্র তথা বইপত্ররূপ বিশ্ব সমুদ্র মধ্যে নিজ পথ খুঁজতে সাহায্য করা—ঐ বিশ্ব সমুদ্রটি আশ্চর্যজনকভাবে বছর বছর বাড়ছে। অনুসন্ধানকারী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কি কি লিখিত হয়েছে, কোন বইটি কোন সংস্করণগত ভিন্নতা প্রাপ্ত বা অন্যকারণে ভিন্নতাপ্রাপ্ত তা নির্দেশ করবে। উক্ত দুই প্রশ্নের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যাবে।

স্নাইডার এইসব পার্থক্যগুলিকে কেতাবী (সাধারণ অর্থে,-অবজ্ঞা অর্থে নয়) ও ব্যবসায়িক, এবং বিবলিওফিলিক বলে মনে করেছেন। এর তাৎপর্য হচ্ছে, প্রথমটি সাধারণত প্রথমটি সমসাময়িক নথিপত্র, দলিল বা পুস্তক যা ছাত্র, গবেষক এবং পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য এবং দ্বিতীয়টি দুর্লভ বা প্রাচীন নিদর্শনাদি সংগ্রহকারীর জন্য যিনি তুলনামূলকভাবে মূল্যবান সংগৃহীত বস্তুর বিচার করতে ইচ্ছুক এবং যেখানে সন্দেহ বা বিতর্ক রয়েছে সেখানে তাদের সঠিক পরিচয় নির্দ্দিষ্ট করা। তাই শেষোক্ত ক্ষেত্রে বর্ণনা হবে খুব বিস্তৃত যা সমসাময়িক বস্তু বা বইএর ক্ষেত্রে দরকার হয় না। এবং প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিভিন্নতা লিপিবদ্ধ করা হয় শেষোক্তটির ক্ষেত্রে। এখানে বাস্তবিক স্নাইডারের ঘাটতি রয়েছে, কেননা, পণ্ডিত এবং গ্রন্থাগারিক বিবলিওফিলিক গ্রন্থপঞ্জীর আশ্রয় কখনো কখনো চাইতে হয়—কোন সংখ্যার পরিচয় নির্দ্দেশ করার জন্য বা কোনটি আগের বা পরের তা নির্দেশ করার জন্য।

ফ্রেডসন বাউয়ারস তাঁর প্রিন্সিপলস্ অব বিবলিওগ্রাফিক ডেসক্রিপ্সন গ্রন্থে উক্ত ধরণের গ্রন্থপঞ্জীকে বর্ণনামূলক গ্রন্থপঞ্জী (Descriptive Bibliography) বলে উল্লেখ করেছেন এবং একে সত্যিকারের বিবলিওগ্রাফী বা গ্রন্থবিদ্যা বলেছেন। যে গ্রন্থবিদ্যা কোন পুস্তকের সঠিক বিবরণ দেবার জন্য ও প্রতিটি বিভিন্নত্ব নথিভুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় না, তাকে তিনি বিবলিওগ্রাফিক ক্যাটালগ (গ্রন্থ তালিকা) বলতে চান। সম্ভবত তাঁর ধারণা বা চিন্তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না; তবে স্নাইডার বর্ণিত 'বিবলিওফিলিক'কে বর্ণনামূলক গ্রন্থপঞ্জী হিসাবে গ্রহণ

করতে না পারার কোন যুক্তি নেই। অন্যটিকে বলতে হচ্ছে সংখ্যাজ্ঞাপক গ্রন্থপঞ্জী (Enumerative Bibliography)—অন্য কোন শব্দ বা পদ ব্যবহার করা যাচ্ছে না বলে। অবশ্য এই দুই প্রকার ভেদের মধ্যে পরিচ্ছন্ন কোন বিভাগ নেই—প্রামাণিক করতে গেলে উভয় ক্ষেত্রেই পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন।

সোরবণির ম্রে মালক্লিস্ তাঁর লেস্ সোরসেস ডু ট্রাভেইল বিবলিওগ্রাফিক গ্রন্থে প্রয়োগ কৌশলের চাইতে গ্রন্থের সংখ্যাজ্ঞাপক গ্রন্থপঞ্জীর দিকে ঝুঁকেছেন। বলেছেন, নথিপত্রের বা পুস্তকের গবেষণা, বর্ণনা, বর্গীকরণ ও নির্দেশ করার উপর ভিত্তি করেই গ্রন্থপঞ্জী প্রণীত হয়,—যা বুদ্ধিশীল কাজের সহায়ক হবার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। গবেষণা অংশটি বস্তুর আবিষ্কার বিষয়ে নিমগ্ন—যা গ্রন্থপঞ্জীতে সংযুক্ত হবে—ফলে, প্রত্যেকটি বস্তুই পরিচ্ছন্নভাবে অবশ্য নির্দিষ্ট করা যায় এবং তারপর বর্ণিত হয়। সর্বশেষে কোন একটি সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম অনুযায়ী সাজানো হয় (যেমন, বর্ণানুক্রমিক)।

অন্যান্য অনেক গ্রন্থবিদ্যাবিদের মত ম্রে মালক্লিসও গ্রন্থপঞ্জীয়ণ শিল্প কি বিজ্ঞান—এ বিষয়ে অনিশ্চিত। মোটামুটি তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, পাণ্ডিত্যজ্ঞাপক প্রকরণটি যাকে আমরা বর্ণনামূলক বলেছি, প্রায় বিজ্ঞান, অন্যটি অর্থাৎ সংখ্যাজ্ঞাপকটি সম্পূর্ণ কৌশল। লেখকের মত হচ্ছে—যা, উপরে প্রস্তাবিত হয়েছে, মুখ্যত তা কৌশল বিষয়েই সংশ্লিষ্ট, তবে দাবী হচ্ছে পুস্তক-বিজ্ঞান বিষয়ে বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান এবং তৎসহ ভাষা ও সাহিত্য বিষয়েও জ্ঞান। শ্রীমতী ম্রে মালক্লিস্ এর বিশ্লেষণ ব্রিটিশ গ্রন্থবিদ্যাবিদ স্যার স্টীফেন গেসলীর বিশ্লেষণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। স্যার গেসলী তাঁর "দি এইম অফ বিবলিওগ্রাফী" গ্রন্থে ত্রিশ বছরের আগে গ্রন্থবিদ্যার কাজকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন, (১) সংগ্রহ, (২) সংখ্যাজ্ঞাপণ, (৩) বর্ণনা, (৪) বিশ্লেষণ ও (৫) সিদ্ধান্ত।

সংগ্রহ, সংখ্যাজ্ঞাপণ এবং বর্ণনা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে কৌশল ; বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত, পাণ্ডিত্যজ্ঞাপক দিক,—যা বৈজ্ঞানিক এবং বর্ণনামূলক গ্রন্থপঞ্জীর একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

আশা করি সংজ্ঞা স্থিরীকরণে যে পরিশ্রম ব্যয়িত হল তা অহেতুক নয় ; কেননা, পাণ্ডিত্যজ্ঞাপক দিকটির প্রতি সহায়তা প্রদর্শন ছাড়াও কৌশলের প্রতিও সহায়তা প্রদর্শন প্রয়োজন। এখানে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল, তা মুখ্যত খুব সংকীর্ণ ধারণা থেকে দূরে থাকার জন্য এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনুসরণ করে বোঝানো যে, সুসংবদ্ধ গ্রন্থপঞ্জীর কাজ গ্রেগের বক্তব্যানুযায়ী নীরস একঘেঁয়ে খাটুনি মাত্র নয়।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে যে বক্তব্য পরিস্ফুটিত হলো, তা থেকে গ্রন্থবিদ্যার লক্ষ্য ও অর্থ পরিচ্ছন্ন হলেও সামান্যতম সংশয় থেকেও মুক্ত থাকার জন্যে একে নিম্নরূপ সূত্রবদ্ধ করা যায় :

গ্রন্থবিদ্যার লক্ষ্য হচ্ছে পুস্তকের অস্তিত্ব আবিষ্কারে বা পরিচয় জ্ঞাপণে, বা অন্যপ্রকার দলিল জাতীয় বস্তুর অস্তিত্ব আবিষ্কারে বা পরিচয় জ্ঞাপনে, একজন অনুসন্ধানকারীকে সাহায্য করা, যা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় বা আকর্ষণীয়।

এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়, কাল্পনিক অনুসন্ধানকারী প্রয়োজনকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে। এই অনুসন্ধানকারীকে ছাত্র বা পণ্ডিত বলে ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রয়োজন সমূহকে যেহেতু সহজেই তুচ্ছ জ্ঞান করা বা অগ্রাহ্য করা সহজ, সেই কারণে অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ করা অবশ্য অনুচিত। গ্রন্থবিদ্যাবিদদের মধ্যে হয়ত যাঁরা গ্রন্থপঞ্জীর জন্যই গ্রন্থপঞ্জী প্রণীত হয় বলে মনে করেন তাদের সম্মুখীন হতে হবে ; তবে উক্ত মতকে আমল দেওয়া সঠিক হবে না। কেননা, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই গ্রন্থবিদ্যা। ষাট বৎসর পূর্বে জন ফার্গুসন ভিন্নভাবে মূল্যবান বক্তৃতা করেছিলেন এডিনবার্গ বিবলিওগ্রাফিক সোসাইটিতে। বক্তৃতার বিষয় ছিল "গ্রন্থবিদ্যার কয়েকটি প্রসঙ্গ"। তিনি চমৎকার ভাবে কেতাবী উপস্থাপনায় প্রদর্শন করে তাঁর শ্রোতৃবর্গকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, গ্রন্থবিদ্যার বিষয় নির্বাচনে নিকটে যা পাওয়া যায় তাকেই নির্ব্বাচন করা যেতে

পারে।—যেমন, একটি রাস্তা, একজন ব্যক্তি, বা ইচ্ছা-মত নির্ব্বাচিত কোন বৎসর—শেষ পর্যন্ত কি মূল্য হবে তার হিসাব করে দেখার প্রস্তাব ছাড়াই। তিনি একটি বিশেষ আকৃতির পুস্তককে বিষয় করা যায়, এই কথাও বলেছিলেন। "একটি বই এর বই—যদিও তাতে কিছুই নেই," বাইরণের সেই অসম্পূর্ণ মনোভাব বিধৃত মন্তব্যকেও তিনি যথাথ মর্যদা দিতে ভুল করেন নি।

কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে গ্রন্থবিদ্যা অবশ্যই একটা কোন প্রয়োজন সাধক হওয়া চায়। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটি খুব যত্নের সঙ্গেই বাছাই করতে হবে এবং ব্যবহারকারীদের সুবিধা-জনক কোন ভাবে সাজাতে হবে। ফার্গুসনের সর্বব্যাপক উপস্থাপনাকে নির্ভরযোগ্য মনে না করা হলেও, ক্ষেত্রটি কিন্তু অনেক বড়ই যদিও অনেকখানিই ইতিমধ্যে আয়ত্তাধীন।

গ্রন্থবিদ্যার তথা গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রটির নিম্নরূপ বিভক্ত হতে পারে :

সাধারণ : (General)

সর্ব্বব্যাপক : (Universal) অটলেট এবং লাফোন-টেইন যদিও ১৮৯৫ সালে ব্রুসেলস এর প্যালেস মোন-ডিয়ালে এই ধরণের একটি কাজ শুরু করেছিলেন, আজ ঐ ধরণের কাজ যথেষ্ট কার্যকরী বলে গণ্য হয় না। তাঁদের কাজ উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়া সত্বেও এখনও চলছে এবং এ পর্যন্ত—১২,০০০,০০০ কার্ড হয়েছে। মূল্যবান বটে কিন্তু কোনক্রমেই বিশ্ব গ্রন্থপঞ্জী হিসাবে সম্পূর্ণতা পাওয়ার মত অবদান নয়। সারা বিশ্বে প্রকাশিত সকল পুস্তকের তালিকা প্রণয়ণ সমস্যার সমাধানের নিকটতম এবং সুবিধাজনক উপায় হচ্ছে, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, বিবলিওথেক ন্যাশনেলী, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস জাতীয় বড় বড় জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রকাশিত তালিকা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় যৌথ তালিকা এই স্থান নিয়েছে। জাতীয় যৌথ তালিকা (National Union Catalogue) বিষয়ে—একটি প্রবন্ধে লুইশোর বলেছেন "যদিও আলোচনাটি পুস্তকের জাতীয় যৌথ তালিকা প্রসঙ্গে তবু বুঝা দরকার যে, এর ১৩০ লক্ষ কার্ড হয়ত সম্পূর্ণ প্রকল্পের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, যা এখন সভ্যতার সমস্ত নথিপত্রের, তা পুস্তক সাময়িকী বা শ্রবণদর্শণদ্রব্য যাই হোক না কেন, তার কার্যত তালিকা প্রকরণ ও নির্দেশকরণের সম্মুখীন। তাই, ইহা গোড়াতেই কাম্য, শেষ পর্যন্ত বিশ্ব তালিকার কি কি তিন প্রধান ভাগ হবে তা স্থির করা…মুদ্রিত পুস্তক, সাময়িকী এবং বিশেষ বস্তুসমূহ) পরে তিনি বলেন, জাতীয় যৌথ তালিকার পূর্ণ প্রতিলিপিকরণের সম্ভাবনা বিবেচনাধীন, যদিও অনেক ব্যয় সাপেক্ষে এবং এখানেই হয়ত আমরা সর্ব্বব্যাপক গ্রন্থপঞ্জী পাবার কাছাকাছি আসবো।" এই আশা ১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী বাস্তবে রূপ পেল যখন লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের তালিকা, জাতীয় যৌথ তালিকার সঙ্গে সংযুক্ত হল।

২। **ভাষা বিভাগ**

গুরুত্বসম্পন্ন ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের বিশ্ব গ্রন্থপঞ্জী ব্যবসায়িক মহলে এবং গ্রন্থাগারের পক্ষে মূল্যবান। "কিউমিউলেটিভ বুক ইনডেক্স" ইংরেজী ভাষার ক্ষেত্রে একটি অনুরূপ উদ্যোগ। তদ্রূপ ফরাসী ভাষার "বিবলি" গ্রন্থে বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড এবং অন্য বিদেশ ফরাসী অঞ্চলে প্রকাশিত ফরাসী ভাষার পুস্তক সমূহ তালিকাভুক্ত করার একটি প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা।

৩। **জাতীয়**

বহু দেশে, তাদের নিজস্ব জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী রয়েছে—কোনটা অবশ্য ব্যবসায় ভিত্তিতে প্রকাশিত, কোনটা বা জাতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য উদারণ হচ্ছে, ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফী (British National Bibliogarphy) ও দাস সুইজার বুচ্। শেষোক্তটিও ফ্রান্সে, জার্মানে, ইটালীতে, রোমে প্রকাশিত ফরাসী ভাষার পুস্তক ও তালিকাভুক্ত হয়ে থাকে ; ডেনমার্কে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াও স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত বিদেশী ভাষার পুস্তক ও তালিকাভুক্ত হয় (ডানিয়া পলিগ্লোটা)। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশসমূহে-এর কিছুটা গুরুত্ব আছে ; কেননা এই সব দেশে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজী, ফরাসী বা জার্মান ভাষায়ও অবদান দেখতে পাওয়া যায় যাতে বৃহত্তর জন সমষ্টির কাছে তা পৌছায়। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কে সাম্প্রতিক কাজ হচ্ছে কুড লার-সেনের ইউনেস্কো প্রকাশিত (১৯৫৬) "ন্যাশনাল বিবলিগ্রাফি-কাল সার্ভিস: দেয়ার ক্রিয়েশন এণ্ড অপারেশন"

(National Bibliographical Services; their Creation and Operation)।

৪) **আঞ্চলিক**

কয়েকটি স্বনির্ভর দেশের—যদিও পারস্পরিক নির্ভরশীল, সাধারণ আঞ্চলিক গ্রন্থপঞ্জীর উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এই ধরণের প্রকল্প, যে সব দেশের সমস্যাবলী প্রায় একই এবং ক্রমশতা অধিকমাত্রায় উপলব্ধ হচ্ছে, সেসব ক্ষেত্রেই খুবই কাম্য হতে পারে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই ধরণের একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ণের কাজ শুরু হয়েছে যার নাম হচ্ছে 'কারেন্ট কেরিবিয়ান বিবলিওগ্রাফী (Current Caribbean Bibliography) এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাও এই পথ অনুসরণ করতে পারে।

বিশেষ

এই বিভাগটি ১) বিষয়, যেমন রসায়ণ, ইতিহাস, ভৌগলিক স্থান, বিখ্যাত ব্যক্তি, ২) প্রকাশিত বই পত্রের আঙ্গিক, যেমন, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, ৩) কোন বিশেষ সময়সীমার মধ্যে প্রকাশিত পুস্তক, যেমন, দুর্লভ, বা প্রাচীন পুস্তক, ষোড়শ শতাব্দীর পুস্তক, ৪) বিশেষ শ্রেণীর দলিলপত্র যেমন, নিষিদ্ধ পুস্তক, বহু বিক্রীত পুস্তক, অনুবাদ পুস্তক, জাল পুস্তক, বিশেষ শ্রেণীর লোকের দ্বারা রচিত পুস্তক, যেমন মহিলা, কোন ধর্মসম্প্রদায়।

এই সবগুলিই আবার নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচিত হতে পারে:

ক) আন্তর্জাতিক, খ) আঞ্চলিক, গ) ভাষাগত ঘ) জাতীয়, ঙ) বিশেষ সময়কাল যে সময়কালে প্রকাশিত।

তদতিরিক্ত নিম্নবর্ণিত বিশেষ প্রকৃতির গ্রন্থপঞ্জীও রয়েছে:

৫) কোন ব্যক্তি বিশেষের কাজ,—অনেক সময় জীবনী গ্রন্থপঞ্জী বা লেখক গ্রন্থপঞ্জীরূপেও দেখতে পাওয়া যায়, ৬) জাতীয় অঞ্চল থেকে ক্ষুদ্রাকৃতির অঞ্চল গ্রন্থপঞ্জী—যেমন, প্রাদেশিক, শহর, মুদ্রণ কেন্দ্র, ৭) কোন গ্রন্থের সংস্করণ এবং ভিন্নতা—যেমন বাইবেল, সেক্সপীয়ারের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। অবশ্য এইগুলি সবই সময়সীমার দিক থেকেও বিবেচিত হতে পারে। এবং সপ্তমটিরক্ষেত্রে ভাষার দিক থেকেও-যা ভাষান্তরিত হয়েছে-যেমন, ডনকুইকসোট-এর ইংরেজী অনুবাদ।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই উক্ত শ্রেণী সমূহের মাঝখানে থাকতে পারে, এমন বিষয়ও থাকা সম্ভব। কাজেই ছক অঙ্কন বোধহয় সামগ্রিক নয়।

তদতিরিক্ত একটি বিভাগও সম্ভব—রূপগত দিক থেকে যাদের তালিকাভুক্তি হবে। রূপগত দিকগুলি হতে পারে (সবরূপ বর্ণিত হল না): ১) মুদ্রিত বাঁধানো পুস্তক ও আবাঁধানো পুস্তক, ২) সাময়িক পত্র, ৩) পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধাদি, ৪) পাণ্ডুলিপি, এবং এর সঙ্গে আরও যুক্ত হতে পারে ৫) ফিল্ম, ফিল্মাংশ, ফটো এমন কি টেলিভিশন কর্মসূচী, ৬) গ্রামোফোন রেকর্ড (এই সবে তালিকা প্রণয়ণকে ডিসকোগ্রাফী বলা হয় কিন্তু সাধারণ এখনও স্বীকৃত হয়নি) চুম্বকিত ফিতা, তার রেকর্ড, ৭) পোষ্টার

এইসব দর্শনদ্রব্য ও শব্দরেকর্ড তালিকা গ্রন্থপঞ্জী হিসাবে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু সংযোজনী হিসাবে সত্যিকারের গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্গে যুক্ত করলে মানানসই হয়। তদ্রূপ, সম্পূর্ণরূপে ছবি জাতীয় দ্রব্য আমাদের বিবেচনার বাইরে থাকছে যদিও খোদাই করা মূর্ত্তি সম্পর্কিত বিদ্যাবিষয়ক বস্তু কোন বিষয় গ্রন্থপঞ্জীর সংযোজনী হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জীর বিভাগ বিষয়ে অনেক বলা হল। গ্রন্থপঞ্জী কি প্রকৃতিতে প্রকাশিত হতে পারে? বিষয় গ্রন্থপঞ্জী ১) চলতি—সমসাময়িক নথিপত্র প্রকাশের ধারা অনুযায়ী নথিভুক্ত—যার কোন শেষ কল্পনা করা হয় না, বা ২) অতীত বা ধারাবাহিকতা হীন, যেমন, সমস্ত যা কোন নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে বা কোন সীমাবদ্ধ সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত।

এইগুলো আবার নিম্নলিখিত আকৃতিতে প্রকাশিত হতে পারে:

ক) বই আকৃতিতে, উপরে ২) তে বর্ণিত শ্রেণীটি বই আকারে প্রকাশিত হওয়া সুবিধাজনক। খ) সাময়িক পত্রাকারে গ) সাময়িক পত্রের একটি অংশ হিসাবে উপরে ১) এ বর্ণিত শ্রেণীটি খ) ও গ) রূপে প্রকাশিত হওয়ায় সুবিধা। ক) লিথোকরা বা মুদ্রিত কার্ড সিরিজ হিসাবে—যা শেষ মুহূর্তের তথ্যাবলী বা খবরাখবরের সংগ্রহ গ্রাহকরা সহজভাবে পেতে চান, ঙ মাইক্রোফিল্ম কিংবা অন্য প্রকার ফটো সদৃশ প্রতিলিপি ইলেকট্রনিক রেকর্ড ইত্যাদি, চ) দ্রুত নির্বাচক (রেপিড সিলেকটর rapid selector)—বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাইরে খুব কমই ব্যবহৃত হয়—কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকা (৩) ঃ কলিকাতা (আংশিক

CALCUTTA

37.. Gurudas Ghosh
4/41 Netajinagar, Calcutta-40. (L)

372. Hemen Ghosh
7A, S. R. Das Road, Calcutta-26. (5.75)

373. Itee Ghosh (Bhaumick)
National Library, Calcutta-27. (9.75)

374. Jamuna Ghosh
15B, Bechu Chatterjee St,
Calcutta 9. (1 75)

375, Minati Ghosh
West Bongal Secretariat Library
Writers Buildings, Calcutta-1. (12 75)

376. Moni Ghosh
227A, R. B. Avenue, Caleutta-19. (L)

377. Namita Ghosh (Ganguly)
Block-S, Flate—2, Belgachia villa
Calcutta-37. (7.75)

378. Nitai chand Ghosh
15, Bechu Chatterjee St,
Calcutta-9. (1.75)

379. Nivedita Ghosh
25/2, Chakraberia Road, (South)
Calcutta-25. (12.75)

383. Pnspa Ghosh
24B, Sudhir Chatterjee St,
Calcutta-6. (6.75)

381. Ranendra Nath Ghosh
143, Lake Road, Calcutta-29. (L)

382. Renuka Ghosh
32/B, Gobinda Bose Lane, Calcutta-25.

383. Sanjay Kumar Ghosh
3 \, B joy Mukherjee Lane, Calcutta-25.

384. Sontosh Ghosh
Bidhan Chandra Granthagar, Mahajati
Sadan, 166, Chittaranjan Avenue,
Calcutta-7. (2 76)

385. Sova Ghosh
35/10A, Paddapukur Road,
Calcutta-20. (4.75)

386. Subir Ghosh
Housing Estate (LIG) Block—K, Flat-2
37, Belgachia Road, Calcutta-37. (1.75)

387, Sunil Bihari Ghosh Editor.
I. N. B. Bengali Section
National librarey, Calcutta-27. (12 74)

388, Sunil Kumar Ghosh
7/3B, N. K. Chatterjee Lane,
Calcutta-35. (1.75)

389. Syamali Ghosh
248, B. T. Road, Calcutta-36. (2.75)

390. Manju Ghosh Dastidar (De)
Jadavpur University Library.
Calcutta-32. (L)

391. Rabhasree Ghosh Dostidar
56, Ekdalia Road Flat No. 1,
Calcutta-19. (12.75)

392. Sarbani Goswami
30/54, Atapara Lane, Calcutta-50. (1.75)

393, Kalpana Guha
15/9A, Bosepukur Road,
Calcutta-39. 4.75)

394. Dwijendra Narayan Guha Bakshi
66, Prince Baktiar Sah Road,
Calcutta-33. (8.75)

395. Archana Gupta
29, Lanodowne Terrace,
Calcutta-26 (3 76)

396. Biswanath Gupta
National Library, Calcutta-27. (L)

397. Dwijendra Prosad Gupta
1, Park Street, Calcutta-16. (2.7)

398. Gopa Gupta
24/B, Amir Ali Avenue, Flat No. 20
Calcutta-17. (5.75)

399. Hrisikesh Gupta
8M, Birpara Lane, Calcutta-30. (9.75)

400. Dr. Rabindra Nath Gupta
23 Brindadan Basak Street,
Calcutta-5. (10.75)

401. Rajendra Kumar Gupta
114, Princep Street, Calcutta-13 (4·75)

402. Sulekha Gupta
Central Park East, Calcutta 32. (3·73)

403. Asoke Kumar Hazra
5, Nimchandkarnrar Road,
Calcutta-57. (2.76)

404 Dipti Halder (Dey)
11/2, East Sinthee Bye Lane,
Calcutta-30. (9.75)

405. Pranabananda Jana
Dept. of Statistics, New Science
Building 35 Ballygunge Circular Road,
Calcutta-19. (1.75)

406. Sudhansu sekhar Jana
Dept. of Botany,
35, Ballygunge Circular Road,
Calcutta-19. (9.75)

407. Sukumar Kolay
Calcutta University Central Library,
Calcutta-73. (L)

408. Ram Narain Keeshari
Shree Jain Vidyalaya, 18D, Sukeas Lane,
Calcutta-1. (3.75)

409. Niva Lodh
258, Parnasree, Calcutta-60. (9.75)

410. Balahari Mahata
38/2, Lala Laj Pat Rai Road,
Netaji Bhawan, Calcutta-20 (4 75)

411. Byomkesh Maiti
National Library, Calcutta-27. (12.75)

412. Monmatha Nath Maiti
104, Madan Mohan Burman St,
Calcutta-7. (4.75)

413. Subhabrata Maitra
5A, Gobra Road, Calcutta-14. (L)

414. Tapati Maitra
18/12, Ballygunge Place East,
Calcutta-19. (9.75)

415. Bimalendu Majumder
8, Iswar Chaudhuri Road,
Calcutta-29. (L)

416. Bithi Majumdar
5/2 Babu Bagan Lane,
Calcutta-31. (12.74)

417. Debasish Majumder
P222, Block – A, Bangur Avenue,
Calcutta-55. (12.74)

418. Gita Majumder
Chemical Dept. Library
Jadavpur University, Calcutta-32. (L)

419. J. M. Majumder
1, Chowringhee Terrace,
Calcutta-20. (L)

420. Priti Majumdar
Jadavpur University Library
Calcutta-32. (L)

421. Romola Majumdar
1, Dakshin para Road, Calcutta-28. (L)

422. Santa Majumdar
P-7, Gariahat Road, Calcutta-29. (4 75)

423. Surabhi Majumdar
60, Acharya Parfullachandra Road,
Calcutta-9. (6.75)

424. Swapan Kumar Majumdar
Suite 40, 201, Maniktala Main Road,
Calcutta-54. (1.76)

425. Swapna Majumdar
9/B/1, Kalicharan Ghosh Road,
Calcutta-50. (6.75)

426. Uma Majumdar
29, Northern Avenue, Calcutta-27. (9.75)

427. Achintyamoy Mallick
National Libray, Calcutta-27. (9.75)

42 . Manjula Mallick
185, Bangur Avenue
Calcutta-55. (12.75)

429. Nabin Chandra Mallick
21, Dr. Suresh Sarkar Road,
Calcutta-14. (4.75)

430. Mukulrani Mandal
20A, Lower Range, Calcutta 17. 9.75)

431. Samir Ranjan Mandal
Progati Palli, Italgacha, P. O. Birati
Calcutta-51. (4.75)

432. Satya Nanda Mandal
189/A, Kalighat Road
Calcutta-26. (9.75)

433. Sunil Mandal
All India Institute of Hygiene,
of Public Health Library,
110, Chittaranjan Avenue,
Calcutta-73. (3 7.)

434. Banani Mansur
3B, Antoney Bagan Lane,
Calcutta-9 (2.74)

435. Chhabi Mitra
Sri Ramkrishna Ananda Ashram,
Calcutta-47. (8.73)

436. Gita Mitra
2?/4, Broad Street, Calcutta-19. (11.75)

437. Gita Mitra (Mrs Chatterjee)
222, Kashba Road, Calcutta-42. (L)

438. Kamala Mitra
2/7/A, Banamali Sarkar St.
Calcutta-5. (8 75)

439. Priti Mitra
18, Ballygunge Terrace,
Calcutta-19. (L)

440. Saurendra Nath Mitra
5, Sankar Ghosh Lane,
Calcutta-6. (L)

441. Md. Hashum Molla
David Hare Training College,
25/3, Ballygunge Circular Road,
Calcutta-19.

442. Ajit Kumar Mukherjee
Apartment no-1, East end Apartment
11/1B, Ekdalia Place, Calcutta-19. (L)

443. Ajit Kumar Mukherjee
Central Reference Library.
National Library. Calcutta-27. (4.75)

444. Apurba Kumar Mukherjee
7, Neogi Pukur Bye Lane,
Calcutta-14 (7.75)

445. Asok Kumar Mukherjee
5/109, Bidhancolony Santoshpur,
Calcutta-32

446 Barun Kumar Mukherjee
11E, Monoharpukur Road,
Calcutta-26. (L)

447. Bijaypada Mukherjee
Calcutta University Library
Calcutta-73. (L)

448. Bina Mukherjee (Sengupta)
11A/1, North Road, Ground Floor,
Calcutta-32. (3.73)

449. Bratindranath Mukherjee
56, Jatindas Road, Calcutta-29. (L)

450. Chaitali Mukherjee
Sr. Lib Asstt, Jute Technological
Research Laboratory, 12, Regent Park,
Calcutta-40. (11.75)

451. Jognath Mukherjee
79/2, Acharya Jagadish Bose Road,
Calcutta-14. (7.73)

452. Nachiketa Mukherjee
Belvedere Govt. Qtrs No 112,
Calcutta-27. (12.75)

453. Namit Kumar Mukherjee
1/3, 15A, Dum Dum Road,
Calcutta-2. (2.73)

454. Namita Mukherjee
104, Asoke Garh (East)
Calcutta-35

455. Nirmalendu Mukherjee
3/5, Madhusudan Banerjee Road,
Flat-A, Calcutta-56. (L)

456. Ranu Mukherjee
31/3, Snuff Mill Street,
Calcutta 56. (2-74)

457. Sambhubaran Mukherjee
1A, College Row, Calcutta-9. (L)

458. Samir Mukherjee
34B, Chetla Road, Calcutta-27. (5.73)

459. Sugandha Mukherjee
Pasupati Bhattacharya Rd-charaktala,
Calcutta-34. (L)

460. Sugandha Mukherjee (Banerjee)
42/1, Sashi Bhusan Banerjee Road,
Calcutta-8. (12.75)

461. Umaprasad Mukherjee
77, Asutosh Mukherjee Road,
Calcutta-25 (L)

462. Arun Kumar Munshi
4/2, Meher Ali Road, Calcutta-17

463. Bul Bul Nag
Central Govt, Staff Qrs. Block-C/7,
Flat-148, Calcutta-54,

464. Pritisudha Nag
4/1, K, M, Naskar Road,
Calcutta-40. (L)

465. Rabindra Kumar Nag
Central Govt. Staff Qrs. Block-G/7,
Flat-148, Calcutta-54. (6.73)

466. M. N. Nagraj
National Library, Calcutta-27. (L)

467. Manika Nath
71. Biren Roy Road (West),
Calcutta-61 (9.75)

468. Asis Neogy
25, Rajendralal Street,
Calcutta-6. (12.74)

469. Bratati Neogi
13, Suren Tagore Road, Calcutta-19

470. Manju Neogi
25, Rajendralal Street, Calcutta-6

471. Aditya Kumar Ohledar
Chief Librarian, Jadavpur University
Library,, Calcutta-32 (L)

472. Tarun Kumar Pain
13, Sikdarpara Lane, Calcutta-7

473. Chanchal Kumar Pal
28/1, Nirmalchandra Street,
Calcutta-12.

474. Chunilal Pal
C/O. M/S Sreenagar Printing Works,
166, Keshab Chandra Sen Street,
Calcutta-9. (2.76)

475. Surajit Kumar Pal
49/1, Hazra Road, Calcutta-19. (3.75)

476. Mrinal Kumar Pal Chaudhury,
Writers Council Library, 325,
Rash Behari Aveneue, Calcutta-19, (L)

477. Amita Palit
Jadavpur University Library,
Calcutta-32. (L)

478 Kinkar Chandra Pan
9, Surya Sen Street, Calcutta. 32. (L)

479. Shionath Pandey
National Libaary, Calcutta-27.

480. K. Govinda Pillay
17A, Rammoy Road, Calcutta-25. (7.75)

481. Lalita Pisharody
46, Lower Range, Calcutta-19. (7.75)

482. Nidhir Poddar
29E, Anthony Bagan Lane, Calcutta-9.

483. Purnendu Pramanik
75 Mansatala Lane, Calcutta-23. (4.75)

484. Kali Prasad
6/1, Kamardanga Road,
Calcutta-46. (7.75)

485. Sant Prasad
All India Institute of Hygine & Public
Health (Library),
110, Chittaranjan Avenue,
Calcutta-73. (1.76)

486. Kritibas Rath
Student of the B. Lib. Sc. Course,
Calcutta University Asutosh Building,
Top Floor, Calcutta-73.

487. Abhijit Kumar Roy
172, Banerjee Para Lane,
Calcutta-35. (1.74)

488. Ajoy Kumar Roy
Block-3, Flat-13
59, Lake Road, Calcutta-29. (L)

489. Amalendu Roy
Block-U, Flat-15, L.I.G. Housing Estate
37, Belgachia Road, Calcutta-37. (4.75)

490. Anusri Roy (Banerjee)
55/7, Purna Das Road,
Calcutta-29. (9.74)

491. Aparna Roy
91, Durgachran Doctor Road,
Calcutta-14.

492. Arati Roy
Jadavpur University Library,
Calcutta-32. (L)

493. Banani Roy
30/1/4, Doctor Lane, Calcutta-14.

494. Ashok Kumar Roy
1/A, Chandi Bose Lane,
Calcutta-10. (7.74)

495. Debes Chandra Roy
Jadavpur University Library
Calcutta-32. (L)

496 Dipak Kumar Roy
Jadavpur University Library
Calcutta-32. (L)

497. Dipak Kumar Roy
330, A. Block
Bangur Avenue, Calcutta-55. (2.74)

498. Dolly Roy
7, Banerjee Para Lane,
Calcutta-31. (2.74)

499. Gouri Roy
14A, Maharaja Nanda Kumar Road,
Calcutta-29. (L)

500. Gobindalal Roy
National Library, Calcutta 27. (1.75)

501. Dr. Jayati Roy
28, Goa Bagan Lane, Calcutta-6. (5.75)

502. Krishna Roy
4, Merlin Park, Calcutta-19 (7.75)

503. Malay Kumar Ray
C/O. Alo Sahitya patrika, Rani Park,
Calcutta-50. (6.75)

504. Minati Ray
52 A, Kasbala Tank Lane,
Calcutta-6.

505. Dr. Nihar Ranjan Ray
68/4 1, Purna Das Road
Calcutta-29. (L)

506. Nirmal Chandra Ray
43/2, Masjid Bari Street,
Calcutta-6. (10 75)

507. Phanibhusan Ray
14A, Maharaja Nanda Kumar Road,
Calcutta-29. (L)

508. Pranati Ray
1/10, Kalibari Lane, Calcutta-32. (3.76)

509. Radhanath Ray
1/10, Kalibari Lane, Calcutta-32. (12.75)

510. Santi Kumar Ray
Secretariat Library Writers Buildings,
Calcutta-1. (3.74)

511. Subimal Chandra Ray
10/2, Sahapur Main Road,
Calcutta-31. (7.75)

512. Amita Ray Chaudhury
17, Sahid Dinesh Gupta Rd,
Calcutta-34. (L)

514. Anil Kumar Ray Chaudhury
110/15, Selimpur Road,
Calcutta-31. (L)

514. Ardhendu Bhusan Ray Chaudhuri
259/2A, S. K. Deb Road.
Calcutta-48. (2.74)

515. Birendra Kr. Ray Chaudhury
100/3A, Serpentine Lane,
Calcutta-14. (1.73)

516. Jyoti Bhusan Ray Chaudhury
I. S. I. Library, 5th Floor,
203, B. T. Road, Calcutta-35. (1.75)

517. Krishna Ray Chaudhuri
115/1, Hazra Road, Calcutta-26. (4 73)

518. Nandini Raychaudhury
18, Russa Road East 1st Lane,
Calcutta-33.

519. Prabir Raychaudhury
17, Sahid Dinesh Gupta Road,
Calcutta-34, (L)

520. Pradyot Kumar Raychaudhury
72/3/7, R. K. Chatterjee Road,
Calcutta-42. (3.75)

521. Sarojendramohan Raychaudhury
38A, Ramkamal Streea, Calcutta-23 (L)

522. Dr. Shyamal Kumar Raychaudhury
58, Banerjeepara Road Parnasreepalli,
Calcutta-60. (L)

523. Swapna Raychaudhury
Block 10, Flat-135,
95, Ultadanga Main Rocd, Calcutta-5[1].

524. Ronquillo, E, M.
Librarian, U. N. E. S. Co.
Research Centre,
C/O. Institute of Economic Growth,
University Enclosure, Delhi-6. (L)

525. Biman Kumar Rudra
515/B, New Quarters, Calcutta Airport,
Calcutta-52 (?.74)

526. Sephali Rudra
Government Housing Estate,
Block B, Flat 2. Calcutta-14. (11.74)

527. Sibnath Sadhukan
13/1, Dr. Kedar Banerjee Lane,
Calcutta-31 (10.73)

528, Dilip Kumar Saha
222/1A, Bagmari Road,
Calcutta-54. (7 75)

529. Gita Saha
33/2/H. Raja Nabakissan St.
Calcutta-5. (9.74)

530. Jibananda Saha
32 Ballygunge Place, Calcutta-19 (L)

531. Paresh Chandra Saha
Muzaffar Ahmed pathagar,
79/3A, Acharya Jagadish Bose Road,
Calcutta-14

532. Pranati Saha
96E, Ibrahimpur Road,
Calcutta-32, (8 74)

533. Ramesh Chandra Saha
1/5, C. I. T. Buildings, Calcutta-10. (L)

534. Ramkrishna Saha
C/o. N. B. Saha
33H, Raja Nabakissen Street,
Calcutta- . (7.75)

5 5. Ratna Saha
P. 69, Lake Road, Calcutta-29, (5.75)

536. Shyam Sundar Saha Poddar
247/1B, Acharya Profulla Ch, Road, Calcutta-6

537. Swapan Kumar Saha
43, Mott Lane, Calcutta-13

538. Biswanath Santra
Main Hostel, Jadavpur University, Calcutta-32. (7.75)

539. Aloke Sanyal
15/1, South End Park. Calcutta-29. (2.74)

540. Tushar Kanti Sanyal
LIG Housing Estate Old Dog Race Course, Block-L/K, No-6 Calcutta-38. (7.75)

541. Arati Sarkar
87, Biren Ray Road (East), Caicutta-8.

542. Kalijiban Sarkar
53/1 Badan Ray Lane, Calcutta-10

543. Mamata Sarkar
10/6, Swamiji Road, Parnasree Pally Calcutta-60

544. Sandhya Sarkar
P-12, Dum Dum Park, Calcutta-55. (7.75)

545. Nirmal Seal
27/A, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-5. (L)

546. K. R. Sehgal
Librarian, Eastern Region, Geological Survey of India 12A-B, Russell Street, Calcutta-16. (12.74)

547. Anup Sen
Block-M3, Flat-6, Regent Estate, Calcutta-32. (1.75)

548. Arun Kumar Sen
33, Panditia Place, Calcutta-29. (6.75)

549. Dipa Sen
7Y, Cornfield Road, Calcutta-19. (6.75)

550. Dwijen Sen
C/o, Sri Ramkrishna Book Agency, 23/36, Gariahat Road, Calcutta-19. (1.75)

551. Kalyani Sen
54, Lower Rangh, Calcutta-19. (11.75)

552. Nilima Sen
4/4, Bank Coloney, Calcutta-31. (12.74)

553. Rita Sen
185, Jodhpur Park, Calcutta-68

554 Satyabrata Sen
50, Akhil Mistri Lane, Calcutta-9. (6.75)

555. Soumendranath Sen
18/56, Dover Lane, Calcutta-29. (L)

556. Stota Sen
C/o, Dr. S. K. Maitra (M. O) 206, B. T. Road, Calcutta-35

557. Sunanda Sen
18A, Sarat Ghosh Street, Calcutta 14. (7.75)

558. Sunilchandra Sen
20/6, S. N. Ray Road, Calcutta-38. (11.75)

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভ জনক। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

	সাধারণ সংখ্যা	বিশেষ সংখ্যা
মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৭৫·০০	৩৫০·০০
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	১০০·০০	— —
" তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০০·০০	৩৫০·০০
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	— —
" চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২২৫·০০	৪০০·০০
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	৩০০·০০
" অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০·০০	১৭৫·০০
" এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০·০০	— —

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্য্যালয়ে পৌছানো প্রয়োজন।

একাধিক সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বিষয়ে স্বতন্ত্র কনট্রাক্ট। বিবিধ সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—'গ্রন্থাগার'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২০ টাকা

[এই ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গের যে সব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার, চাঁদা গ্রন্থাগার এখনও তথ্যাবলী পাঠান নি, তারা অবিলম্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং ডাইরেক্টরী ফর্ম পূর্ণ করে দিন]

Library Service in India To-day
মূল্য ৩ টাকা

Library Personality & Library Bill for West Bengal
S. R. Ranganathan প্রণীত মূল্য ২ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা
(১৯৬৪ সংস্করণ) মূল্য ৫ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার
ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ২ টাকা

গ্রন্থবিদ্যা
ডঃ আদিত্য কুমার ওয়াদেদার প্রণীত মূল্য ৪ টাকা

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী
বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭ টাকা

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145/
Regd No. RN/2674/57

Volume 25 : No. : 12 [Silver Jubilee Year] March-Aprial-1976

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :	All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Secretary **Bengal Library Association** Central Library, Calcutta University Calcutta-12	The Editor. Granthagar **Bengal Library Association** P-134, CIT Scheme No. 52 Calcutta-14 Phone : 44-8566

N. B. English Abstracts of Articles published in Vol 25, No. 12. may be found in this issue on page No. 448.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University. Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-14.